পুরাণ রত্নাকর।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত।

বিষ্ণু পুরাণ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীরামসেবক বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

কলিকাতা

নিমতলা ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবনে
সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৮৯।

ভূমিকা।

পুরাণ-রত্নাকরের দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। বিষ্ণুপুরাণীয় প্রথম অংশান্তর্গত দশম অধ্যায় হইতে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদিত হইয়া এই খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ধ্রুবচরিত, মহারাজ পৃথুর উপাখ্যান, দশ প্রচেতার বিবরণ এবং মহর্ষি ও রাজর্ষিদিগের উৎপত্তির বিষয় এই খণ্ডের অন্তর্গত। ইহা পাঠ করিলে মানবগণ তত্ত্বদর্শী, ধর্ম্মশীল, শান্তপ্রকৃতি, সত্যবাদী ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, অতএব ইহা দ্বারা সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের যে মহোপকার লাভ হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

এই খণ্ডের অনুবাদ কালে মূল গ্রন্থের অন্যথা না করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সমন্বয় রাখিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে ক্রুটি করা হয় নাই, এবং আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, পৌরাণিকবর শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন ইতিবৃত্তসমুদায় লোকসমাজে যেরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, মূল গ্রন্থে তাহার অনেক বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক এক্ষণে এই খণ্ড গ্রাহক মহাশয়গণের

দর্শনযোগ্য হইলেই আমি সমুদায় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিয়া আপনারে চরিতার্থ বিবেচনা করিব।

শকাব্দা ১৭৮৯

২০ বৈশাখ।

শ্রীরামসেবক শর্ম্মা।

বিষ্ণু পুরাণ।

দশম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! আমি আপনার নিকট যে সমুদায় প্রশ্ন করিয়াছিলাম আপনি তৎ সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন কিন্তু এক্ষণে ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ হইতে যে রূপে যে যে বংশ উৎপন্ন হইল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে?

পরাশর কহিলেন বৎস! মহাত্মা ভৃগু স্বীয় পত্নী খ্যাতির গর্ভে বিষ্ণু-প্রিয়া লক্ষ্মী এবং ধাতাও বিধাতা নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন, এবং ঐ সময়ে মহাত্মা মেরুরও নিয়তি ও আয়তি নামে দুই কন্যা উৎপন্ন হয়। অনন্তর ধাতা নিয়-তির ও বিধাতা আয়তির পাণি গ্রহণ করেন। তৎপরে ধাতা ও বিধাতা হইতে নিয়তি ও আয়তির গর্ভে প্রাণ ও মৃকণ্ডু নামে দুই পুত্র সমুৎপন্ন হয়। ঐ মৃকণ্ডু হইতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ও প্রাণ হইতে মহাত্মা বেদশিরা জন্ম গ্রহণ

করেন। বেদশিরা ভিন্ন প্রাণের ধৃতিমান্ প্রভৃতি আরও কয়েকটি পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ ধৃতিমান্ হইতে রাজবান্ জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ রাজবান্ হইতেই ভৃগুবংশ বিস্তৃত হইয়াছে।

বৎস! এই আমি ভৃগুবংশের বিবরণ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে মরীচিপ্রভৃতি অন্যান্য মহর্ষির বংশ-বিস্তার কহিতেছি শ্রবণ কর। মহাত্মা মরীচি সম্ভূতির গর্ভে পৌর্ণমাস নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন, ঐ পৌর্ণমাসের বিরজা ও সর্ব্বগ নামে দুই পুত্র সমুদ্ভূত হয়। উহাদিগের বংশবিস্তার পরে নির্দ্দিষ্ট করা হইবে। মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি, সিনী-বালী, কুহু, রাকা, অনুমতি ও অনসূয়া এই পাঁচটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। মহর্ষি অত্রি ঐ অঙ্গিরার কন্যা অনসূয়ার পাণি-গ্রহণ করেন। ঐ অনসূয়ার গর্ভে মহাত্মা সোম, দুর্ব্বাসা ও দত্তাত্রেয়ের জন্ম হয়। ভগবান্ পুলস্ত্য স্বীয় পত্নী প্রীতির গর্ভে দত্তোলিনামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ মহাত্মাই পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মহর্ষি পুলহের ভার্য্যা ক্ষমার গর্ভে কর্দ্দম, অবরীয়ান্ ও সহিষ্ণু নামে তিন পুত্র সমুৎপন্ন হয়। প্রজাপতি ক্রতু স্বীয় ভার্য্যা সন্নতির গর্ভে দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ

ঊর্দ্ধরেতা অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব-পরিমিত ষষ্ঠি সহস্র বালখিল্য মুনিরে উৎপাদন করেন। বশিষ্ঠ-পত্নী উর্জ্জার গর্ভে রজ, গাত্র, ঊর্দ্ধ-বাহু, বসম, অনঘ, সুতপা ও শুক্র সমুৎপন্ন হন। ইঁহারাই তৃতীয় মন্বন্তরে সপ্তর্ষি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে অগ্ন্যাভিমানী নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন, সেই মহাত্মাই ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া অভিহিত হন। তিনি স্বাহার গর্ভে পাবক পবমান ও শুচিনামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন। উহাদিগের প্রত্যেকের পঞ্চদশ করিয়া পুত্র হয়। এই রূপে পঞ্চ-চত্বারিংশৎপুত্র উহাদিগের পিতা পাবক পবমান ও শুচি এবং উহাদিগের পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই সমুদায়ের সঙ্কলন দ্বারা অগ্নি একোনপঞ্চাশৎ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। অগ্নিস্বত্তা ও বর্হিষদ প্রভৃতি যে সমুদায় সাগ্নিক ও অনগ্নি পিতৃগণ আছেন, তাঁহারা স্বধার গর্ভে মেনা ও বৈধারিণী নামে দুই কন্যা উৎপাদন করেন। ঐ কন্যা-দ্বয়ের পরিণয় হয় নাই। উঁহারা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-ধারিণী ও পরম-জ্ঞানবতী হইয়া যাবজ্জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। এই আমি তোমার নিকট দক্ষ-কন্যাদিগের পুত্রোৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ইহা শ্রবণ করেন তাঁহারে কখনই অপত্য লাভে বঞ্চিত হইতে হয় না।

বিষ্ণু পুরাণ

একাদশ অধ্যায় ।

বৎস ! স্বায়ম্ভুব মনু প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে যে দুই ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে মহাত্মা উত্তান পাদের চরিত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। মহারাজ উত্তানপাদের সুনীতি ও সুরুচি নামে দুই মহিষী ছিল। রাজা কনিষ্ঠা পত্নী সুরুচির প্রতিই একান্ত আসক্ত ছিলেন। কাল-ক্রমে তিনি সুনীতির গর্ভে মহাত্মা ধ্রুবকে ও সুরুচির গর্ভে উত্তম নামক পুত্রকে উৎপাদন করেন। উত্তম প্রেয়সী-গর্ভজাত বলিয়া তাঁহার অতিশয় প্রীতিভাজন হইয়া ছিল। তিনি প্রিয়তমা সুরুচির সন্তোষ-সম্পাদনার্থ সর্ব্বদা উহারেই ক্রোড়ে করিয়া সমাদর করিতেন। একদা তিনি সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া উত্তমকে ক্রোড়ে সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহারে আদর করিতে

ছিলেন এমন সময়ে সুকুমারমতি ধ্রুব আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার অঙ্কারূঢ় হইতে সমুৎসুক হইলেন। তাঁহার ঐ ভাব অবলোকন করিয়া রাজার মনে কিঞ্চিৎ কারুণ্য-রসের সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু প্রিয়তমা সুরুচিরে অবলোকন করিয়া আর উহারে সমাদর করিতে পারিলেন না। মুগ্ধস্বভাব ধ্রুব বারংবার প্রীতমনে তাঁহার ক্রোড়ে আরোহণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইতে লাগিলেন। তখন পাষাণহৃদয়া সুরুচি গর্ব্বিত-বাক্যে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল অরে বালক! তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর নাই। অন্যস্ত্রীর গর্ভজাত হইয়া বৃথা কেন এরূপ অসম্ভব প্রত্যাশা করিতেছ? আমার পুত্র যে ক্রোড় আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, উহা কি তোমার উপযুক্ত? নিতান্ত অজ্ঞান বলিয়াই তোমার এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়াছে। তুমি রাজার পুত্র বটে কিন্তু আমারগর্ভে জন্মগ্রহণ কর নাই। রাজ্য, সিংহাসন ও অপূর্ব্ব অট্টালিকা প্রভৃতি যা কিছু তোমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে, আমার পুত্রই তৎসমুদায়ের অধিকারী। আর তুমি বৃথা কেন ঐ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ক্লেশভোগ করিতেছ। আমার পুত্রের ন্যায় দুর্লভ আশার বশবর্ত্তী হওয়া তোমার উচিত নহে। সুনীতির গর্ভে তোমার জন্ম হইয়াছে ইহা কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ?

সুরুচি ধ্রুবের প্রতি এইরূপ হৃদয়বিদারণ বাক্য-পরম্পরা প্রয়োগ করিলে ধ্রুব যার পরনাই কোপাবিষ্ট ও দুঃখিত হইয়া পিতার নিকট হইতে রোদন করিতে করিতে স্বীয় জননীর মন্দিরে গমন করিলেন। ক্রোধ-বিষাদে তাঁহার অধর বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। পবিত্রস্বভাবা সুনীতি অকস্মাৎ প্রিয়তম পুত্রকে কাতর ভাবে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ ক্রোধাবিষ্ট ও ব্যাকুল হইয়া আগমন করিলে। কে তোমারে অনাদর করিয়াছে। তোমার অপরাধ করিলে যে মহারাজকে অবজ্ঞা করা হয় ইহা কি তাহার মনে একবারও উদয় হইল না।

সুনীতি এইরূপে সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলে মহাত্মা ধ্রুব দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্নবদনে ও বাষ্পাকুললোচনে কিয়ৎক্ষণ রোদন করিলেন। তৎপরে তাঁহার বিমাতা সুরুচি রাজার সমক্ষে তাঁহারে যে সমুদায় দুর্ব্বাক্য কহিয়াছিল, তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। সুনীতি পুত্রের ঐরূপ বিষাদ-ভাব দর্শন ও সপত্নীর দুর্ব্বাক্য-সমুদায় শ্রবণ করিয়া আর শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে অনিবার্য্য-বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তখন

তিনি অশ্রুপূর্ণ-লোচনে ও গদ্গদ-বচনে ধ্রুবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! সুরুচি তোমারে যে হতভাগ্য বলিয়াছে তাহা মিথ্যা নহে। পুণ্যবান্‌দিগকে কখনই শত্রুর ঈদৃশ বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না, অতএব তুমি ইহার নিমিত্ত আর পরিতাপ করিও না। পূর্ব্বজন্মে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ এক্ষণে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ অথবা পুণ্য-ফলের অতিক্রম করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। যাহার জন্মান্তরীণ পুণ্যরাশি বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তিই সিংহাসন, শ্বেতছত্র ও উৎকৃষ্ট হস্তী অশ্বের অধিকারী হইতে পারে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তুমি উদ্বেগ-শূন্য হও। সুরুচি পূর্ব্বজন্মে বিস্তর পুণ্য করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই মহারাজ তাঁহার প্রতি এতদূর আসক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার গর্ব্ভে পুণ্যবান্ উত্তমেরও জন্ম হইয়াছে। আমি অতিশয় হতভাগিনী। পূর্ব্ব জন্মে যে কত পাপ করিয়াছিলাম বলিতে পারি না। আমার মত ভাগ্যবিহীনা কোন্ রমণী মহারাজের ভার্য্যা বলিয়া গণ্য হইতে পারে? তুমি অতিশয় মন্দ ভাগ্য বলিয়াই এই হতভাগিনীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যাহা হউক আর তুমি শোকাকুল হইও না। সকলকেই জন্মান্তরীণ পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হয় এইরূপ বিবেচনা করিয়াই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা সকল অব-

স্থায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যদি তুমি সুরুচির দুর্ব্বাক্যে নিতান্ত কাতর হইয়াথাক, তাহা হইলে সুশীল ধর্ম্মপরায়ণ ও সর্ব্বভূতের হিতচিকীর্ষু হইয়া সর্ব্বফলপ্রদ পুণ্য সঞ্চয় করিতে যত্নবান্ হও। সলিলরাশি যেমন নিম্ন স্থানকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ সম্পদ্ সমুদায় আপনা হইতে নম্র প্রকৃতি সৎপাত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

সুনীতি এই রূপে উপদেশ প্রদান করিলে মহাত্মা ধ্রুব তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন জননি! আপনি আমারে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত যে সমুদায় উপদেশ প্রদান করিলেন আমি তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আমার হৃদয় সুরুচির দুর্ব্বাক্যে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, অতঃপর আমি সমুদায় জগতের পূজনীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম স্থান লাভ করিতে যত্নবান্ হইব। যদিও আমি মহারাজের প্রিয় মহিষী সুরুচির গর্ভে জন্মগ্রহণ না করিয়া আপনার গর্ভে সমুৎপন্ন হইয়াছি তথাপি আজি আমার প্রভাব দর্শন করুন। আমার ভ্রাতা উত্তম পিতার প্রদত্ত সিংহাসন লাভ করুন। আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমি অন্যের প্রদত্ত রাজ্যভোগ করিতে বাসনা করিনা। আমার পিতা ও যে পদ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই আমি স্বীয় কর্ম্মবলে সেই দুর্লভ পদ লাভ করিব সন্দেহ নাই॥

মহাত্মা ধ্রুব জননীকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নগরীর বহির্ভাগস্থ অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ইতিপূর্ব্বে অত্রি ও মরীচি প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি তপোবলে এই ব্যাপার পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার প্রতি কৃপা করিবার নিমিত্ত ঐ অরণ্যে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারে আর অধিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইল না, তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ মহর্ষিগণ কাননের এক দেশে কুশাসনোপরি কৃষ্ণাজিন আস্তরণ করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তিনি বিনীত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আগমন ও ভক্তি-ভাবে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন মহাশয়-গণ! আমি মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র। আমার জননীর নাম সুনীতি। এক্ষণে আমার নিতান্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়াতে বনবাসী হইয়া আপনা-দিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

মহর্ষিগণ ধ্রুবের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন রাজকুমার! তোমারে পঞ্চমবর্ষীয় বালক দেখিতেছি। এ সময়ে তোমার ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষত তোমার পিতা বিদ্যমান আছেন। তোমারে কোন বিষয়েরই চিন্তা করিতে হয় না, তুমি ইষ্ট বিয়োগে কাতর অথবা উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছ

আকার প্রকার দেখিয়া তাহাও বোধ হইতেছে না, অতএব তোমার নির্ব্বেদের কারণ কি, বিশেষ রূপে আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর।

মহর্ষিগণ এইরূপ কহিলে মহাত্মা ধ্রুব তাঁহাদিগের নিকট বিমাতার দুর্ব্বাক্য ও স্বীয় জননী সুনীতির উপদেশ সমুদায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার প্রমুখাৎ সমুদায় পরিজ্ঞাত হইয়া মহর্ষিগণের মন বিষাদে পরিপূর্ণ হইল। তখন তাঁহারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ক্ষত্রজাতির তেজ কি ভয়ানক। এই পঞ্চম বর্ষীয় বালকও বিমাতার দুর্ব্বাক্য সহ্য করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কহিয়া মহাত্মা ধ্রুবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে ক্ষত্রিয় বালক! তুমি নির্ব্বেদ-গ্রস্ত হইয়া যে অভিলাষে অরণ্যে আগমন করিয়াছ, তাহা আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর। আমাদিগের হইতে যদি তোমার কিছু সাহায্য হয় অবশ্যই তাহা সম্পাদিত হইবে। তোমার আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তুমি আমাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে, তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, তুমি অসঙ্কুচিত-চিত্তে স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ কর।

তখন মহাত্মা ধ্রুব মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহাশয়গণ! আমার ঐশ্বর্য্য অথবা রাজ্য লাভ

করিবার বাসনা নাই। অমি সর্ব্বলোকের দুর্লভ পরম স্থান লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি। অতএব আপনারা আমার প্রতি অনুকূল হইয়া যাহাতে আমি সেই সর্ব্ব-লোকাতীত পরমপদ লাভ করিতে পারি• তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিন্।

মহাত্মা ধ্রুব এইরূপ কহিলে, মহর্ষি মরীচি তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে রাজকুমার! ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা না করিলে কেহই পরম স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয় না অতএব এক্ষণে তুমি সেই সনাতন বিষ্ণুর আরাধনা করিতে অনুরক্ত হও।

মহাত্মা মরীচি এইরূপ কহিলে মহর্ষি অত্রি ও ধ্রুবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন রাজপুত্র! যে ব্যক্তি পরাৎপর ভগবান্ নারায়ণকে প্রীত করিতে পারেন, তিনিই অক্ষয় লোক লাভ করিতে সমর্থ-হন সন্দেহ নাই।

মহর্ষি অঙ্গিরাও কহিলেন বৎস! ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন অতএব যদি তোমার শ্রেষ্টলোক লাভকরিবার বাসনা থাকে তাহা হইলে তাঁহারই আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হও।

পুলস্ত্য কহিলেন বৎস। ভগবান্ নারায়ণ পরম ধাম ও পরব্রহ্ম স্বরূপ। তাঁহার আরাধনা করিলে দুর্লভমোক্ষ লাভেও সমর্থ হওয়া যায়।

ক্রতু কহিলেন বৎস! যে ভগবান্ নারায়ণ যজ্ঞপুরুষ বলিয়া অভিহিত হন এবং যোগিগণ যাঁহারে পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন তাঁহার আরাধনা করিলে কিনা লভ্য হইতে পারে?

পুলহ কহিলেন বৎস! দেবরাজ ইন্দ্র যাঁহার আরাধনা করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন, তুমি তাঁহারই আরাধনা করিতে আসক্ত হও।

বশিষ্ঠ কহিলেন বৎস! যেব্যক্তি সনাতন বিষ্ণুর আরাধনা করেন তাঁহার দুর্লভ কিছুই নাই। তিনি অনায়াসে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম স্থান লাভ করিতে পারে।

মহর্ষিগণ প্রত্যেকে মহাত্মা ধ্রুবকে এইরূপে উপদেশ প্রদান করিলে তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহাশয়গণ! আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার আরাধ্য দেবের নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন কিন্তু কি রূপে আরাধনা করিয়া তাঁহারে পরিতুষ্ট করিতে হয় তাহার উপদেশ প্রদান করিয়া আমারে চরিতার্থ করুন।

মহাত্মা ধ্রুব এই রূপ কহিলে মহর্ষিগণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! মনুষ্যগণকে যেরূপে ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিতে হয় তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সনাতন বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হইলে প্রথমে

তাঁহাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়; হে ভগবন্! তুমি পরম পুরুষ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের নিয়ন্তা, ত্রিগুণা শক্তির মূলকারণ, শুদ্ধ, জ্ঞান-স্বরূপ ও বাসুদেব। আমি তোমারে বারংবার নমস্কার করি। তোমার পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু এই মন্ত্র জপ করিয়া সনাতন বিষ্ণুর প্রীতি লাভ পূর্ব্বক পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমিও সেই মন্ত্র জপ কর। অনায়াসে তাঁহার প্রীতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

বৎস! রাজকুমার মহাত্মা ধ্রুব মহর্ষিগণের এইরূপ উপদেশসমুদায় শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক তথা হইতে যমুনাতীরবর্ত্তী অতি পবিত্র মধুবনে প্রস্থান করিলেন। মধু নামক এক দৈত্য ঐ স্থানে অবস্থান করিত, এই নিমিত্ত উহা মধুবন নামে বিখ্যাত হয়। ঐ স্থানে মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুঘ্ন মধুদানবের পুত্র লবণকে নিপাতিত করিয়া মথুরাপুরী স্থাপন করেন। ঐ স্থান দেবদেব সনাতন বিষ্ণুর আবির্ভাব-নিবন্ধন সর্ব্বপাপ-বিনাশন পবিত্র মহাতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহাত্মা ধ্রুব ঐ স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণের উপদেশানুসারে একাগ্রচিত্তে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তপঃসাধন করিতে করিতে তাঁহার

বোধ হইতে লাগিল যেন, ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার অন্তরে বিরাজিত রহিয়াছেন। এই রূপে তিনি অনন্যমনে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে ভগবান্ নারায়ণ প্রীত হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে প্রকাশিত হইলেন। তখন বসুন্ধরা আর তাঁহার ভার সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। মহাত্মা ধ্রুব বামপদে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইলে পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ ও দক্ষিণ পদে ভরদিয়া দণ্ডায়মান হইলে অন্য অর্দ্ধাংশ অবনত হইতে লাগিল। তখন ধ্রুব অঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু পৃথিবী তাহাও সহ্য করিতে না পারিয়া পর্ব্বতাদি-সম্বলিত বিচলিত হইতে লাগিলেন এবং সমুদ্র নদ নদী প্রভৃতি সমুদায়ই সংক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। পৃথিবীর এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া দেবগণের অন্তঃকরণ নিতান্ত শঙ্কাকুল হইল। তখন যাম নামক দেব-সমুদায় ও কুষ্মাণ্ড নামক উপদেবতাগণ দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া মহাত্মা ধ্রুবের সমাধিভঙ্গের নিমিত্ত বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ধ্রুব-জননী সুনীতি পূর্ব্বাপর সকল সময়েই মহাত্মা ধ্রুবের সমভিব্যারে ছিলেন, সুতরাং পুত্রের সমুদায় কার্য্যই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি পুত্রকে এইরূপ কঠোর তপস্যায় অনুরক্ত দেখিয়া

অশ্রুপূর্ণমুখে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! তুমি এই দেহনাশক নিদারুণ তপস্যা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হও। আমি অনেক দুঃখে তোমারে লাভ করিয়াছি। আমার মত অনাথা ও হত-ভাগিনী আর কেহই নাই। তুমিই আমার এক মাত্র অবলম্বন-স্বরূপ। এক্ষণে আমার সপত্নীর বাক্যে আমারে পরিত্যাগ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। তুমি পঞ্চমবর্ষীয় বালক। তোমার এরূপ কঠোর তপস্যার সময় নয়। তুমি এ নিষ্ফল নির্ব্বন্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। বাল্যাবস্থায় ক্রীড়া, তৎপরে অধ্যয়ন, অধ্যয়নের পর বিষয়-ভোগ এবং ভোগাবসানে তপস্যা করাই মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি কি নিমিত্ত ক্রীড়ার সময় তপস্যায় নিয়োজিত করিয়াছ? আমারে বিনষ্ট করাই কি তোমার উদ্দেশ্য হইয়াছে? তুমি আমার পুত্র। আমারে সর্ব্বপ্রযত্নে সন্তুষ্ট রাখাই তোমার পরম ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুমি আপনার বয়ঃক্রম ও অবস্থানুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হও। মোহ-পরতন্ত্র হইয়া দুরূহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত নহে। আজি যদি তুমি আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া এ কঠোর তপস্যা পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহ তোমার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব।

ধ্রুব-জননী সুনীতি এইরূপে বাষ্পাকুললোচনে বিস্তর বিলাপ করিলেন বটে, কিন্তু তপোনুষ্ঠাননিরত মহাত্মা ধ্রুব চিত্তের একাগ্রতানিবন্ধন তাঁহারে দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর ভীমদর্শন বিকৃতাকার এক দল রাক্ষস বিবিধ অস্ত্র উদ্যত করিয়া তাঁহার অভিমুখে আগমন কবিতে লাগিল। পুত্রবৎসলা সুনীতি তদ্দর্শনে ভীত হইয়া মহাত্মা ধ্রুবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! ঐ দেখ ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ অস্ত্র সমুদায় সমুদ্যত করিয়া এই দিকে আগমন করিতেছে, অতএব তুমি শীঘ্র এই স্থান হইতে পলায়ন কর। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি ভয়-ব্যাকুল-মানসে প্রবলবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময়ে রাক্ষসেরাও সমাধিস্থ মহাত্মা ধ্রুবের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া জ্বালা-ব্যাপ্ত-মুখে অস্ত্র সমুদায় সঞ্চালন ও নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং ঘোর-দর্শন শিবাগণও তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া অগ্নিশিখাময় মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর শব্দ করত তাঁহারে ভয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরা বালককে বধ কর, বধ কর, ছেদন কর, ছেদন কর, ভক্ষণ কর, ভক্ষণ কর, এই সমুদায় শব্দই বিকৃত-স্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিল এবং সিংহ ব্যাঘ্রাদির রূপ ধারণ করিয়া বিবিধ রূপ ভয়ঙ্কর চীৎকার করত তাঁহারে

ভয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ বহুবিধ ভীষণ ব্যাপার উপস্থিত হইলেও তৎসমুদায় তপোনুষ্ঠান-নিরত মহাত্মা ধ্রুবের ইন্দ্রিয়গোচর হইল না। তিনি কেবল অনন্যমনে সনাতন বিষ্ণুর বিশ্বরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। কোন রূপেই যখন তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল না, তখন সেই সমুদায় মায়া পরাভূত হইয়া আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর দেবগণ মহাত্মা ধ্রুবের কঠোর তপস্যায় সন্তপ্ত হইয়া জগতের কারণ-স্বরূপ সনাতন বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করত কহিতে লাগিলেন ভগবন্! আমরা মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র মহাত্মা ধ্রুবের তপস্যায় সন্তপ্ত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। চন্দ্র যেমন দিন দিন কলা দ্বারা পরিপূর্ণ হন্, মহাত্মা ধ্রুবও সেইরূপ তপোবলে ক্রমশ ঊর্দ্ধ-পথে সমুত্থিত হইতেছেন। আমরা তাঁহার তপস্যা দর্শন করিয়া অতিশয় ভীত হইয়াছি অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে এই কঠোর তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করুন্।

ভগবান্ নারায়ণ দেবগণের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন সুরগণ! তোমরা ভীত হইওনা। ধ্রুব ইন্দ্রত্ব, সূর্য্যত্ব অথবা কুবেরত্ব লাভের বাসনায় তপস্যায় প্রবৃত্ত

হয় নাই। তাহার যেরূপ অভিলাষ আছে, আমি তাহা পূর্ণ করিব। তোমরা নিরুদ্বেগে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর।

ভগবান্ নারায়ণ এইরূপ কহিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহারে নমস্কার করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। তখন তিনি মহাত্মা ধ্রুবের তপস্যায় প্রীত হইয়া চতুর্ভুজরূপে তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! তোমারে বিষয়ভোগে নিরপেক্ষ হইয়া সমাহিত-চিত্তে তপস্যা করিতে দেখিয়া আমি যাহার পর নাই প্রীত হইয়াছি। অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

তখন মহাত্মা ধ্রুব ভগবান্ নারায়ণের এইরূপ প্রীতিময় বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন তাঁহার হৃদয়ে যে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী কিরীটবান্ ভগবান্ নারায়ণ বিরাজিত ছিলেন, তিনিই তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া মহাত্মা ধ্রুবের অন্তঃকরণ আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। তখন তিনি রোমাঞ্চিতকলেবর ও ভয়ে নিতান্ত জড়ীভূত হইয়া তাঁহার স্তব করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ঔৎসুক্য প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্! আমি নিতান্ত বালক।

কিরূপে তোমার স্তব করিতে হয় কিছুই জানিনা, কিন্তু তোমার স্তব করিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছে, অতএব যদি তুমি আমার তপস্যায় প্রীত হইয়া থাক, তাহা হইলে এই বর দাও যেন, আমি তোমার স্তুতিবাদ করিতে সমর্থ হই। যখন ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তখন আমি বালক হইয়া কিরূপে তোমার স্তুতিবাদ করিব? আমার মন ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া তোমার স্তব করিবার নিমিত্ত এরূপ উৎসুক হইয়াছে যে, কোন রূপেই সুস্থির হইতেছে না, অতএব তুমি জ্ঞানশক্তি প্রদান করিয়া আমার চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।

মহাত্মা ধ্রুব এইরূপ বিনয় করিলে ভগবান্ নারায়ণ প্রীত হইয়া শঙ্খের প্রান্তভাগ দ্বারা তাঁহারে স্পর্শ করিলেন। শঙ্খস্পর্শ-মাত্র তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন ও দিব্যজ্ঞান সমুপস্থিত হইল। তখন তিনি প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবদেব ভগবান্ নারায়ণের স্তব করত কহিতে লাগিলেন ভগবন্! ভূমি, জল অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, ও শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্র এবং মন, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও আদিপ্রকৃতি এই সমুদায়ে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব তোমা হইতে পৃথক্-ভূত নহে। তুমি শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, জগদ্ব্যাপী, প্রকৃতির পর, ও গুণসমুদায়ের

সাক্ষী-স্বরূপ। তুমি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, গন্ধাদি বিষয় ও বুদ্ধ্যাদি হইতে অতীত, এবং তুমি সর্ব্বদা সমুদায় পদার্থে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছ এই নিমিত্ত তোমারে ব্রহ্মনামে নির্দ্দেশ করা যায়। তুমি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বময় ও যোগিগণের চিন্ত্যনীয়। তোমার মস্তক, চক্ষু ও চরণ অসংখ্য। তুমি দশাঙ্গুল-পরিমিত হৃদয়াকাশে অবস্থিত হইয়া ও নিরন্তর ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব-স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-স্বরূপ। তোমা হইতে বিরাট্ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড, স্বরাট্ অর্থাৎ ব্রহ্মা, সম্রাট্ অর্থাৎ মনু এবং উহাদি-গের অধিষ্ঠাতা পুরুষের উদ্ভব হয়। তুমি পৃথিবীর অধঃ ঊর্দ্ধ ও সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি বিশ্ব ও সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং কারণস্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ড তোমারই রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অত-এব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সমুদায় পদার্থই তোমার অন্ত-র্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তোমা হইতেই যজ্ঞ, যজ্ঞানল, হবনীয় বস্তু, যজ্ঞপশু, ঋগ্বেদ, যজু-র্ব্বেদ, সামদেব ও গায়ত্র্যাদিছন্দ এবং গো, অশ্ব, ছাগ, মেষ মহিষ ও হরিণগণ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। তোমার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্র জাতির উদ্ভব হয়। তোমার চক্ষু হইতে সূর্য্য, কর্ণ হইতে বায়ু ও দিক্-সমুদায়, মন হইতে চন্দ্র, মুখ

হইতে অগ্নি, নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ ও পদদ্বয় হইতে পৃথিবীর উদ্ভব হইয়াছে। তুমি নিখিল জগতের বীজস্বরূপ। যেমন ক্ষুদ্র বীজ-মধ্যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ অলক্ষিত-ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ প্রলয়-কালে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই প্রবিষ্ট হয়, আবার ঐ ক্ষুদ্রবীজ অঙ্কুরিত হইলে যেমন ক্রমে ক্রমে উহা হইতে বৃহদাকার বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মাণ্ড তোমা হইতেই আবির্ভূত হইয়া ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কদলী যেমন ত্বক্ ও পত্রদ্বারা জড়ীভূত হয়, তুমিও তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছ। তোমার শক্তি দুই প্রকার। নির্গুণা ও সগুণা। নির্গুণা শক্তি তোমারস্বরূপ ও সগুণাশক্তি তোমা হইতে পৃথক্ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। তুমি সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। তোমার ঐ নির্গুণাশক্তি এক মাত্র হইয়াও সৎস্বরূপে সন্ধিনী, চিৎস্বরূপে সম্বিৎ ও আনন্দ স্বরূপে হ্লাদিনী নাম ধারণ পূর্ব্বক তোমাতে অবস্থান করিতেছে। তুমি নির্গুণ। তোমার সগুণা-শক্তি কখন আহ্লাদকরী ও কখন বা তাপকরী হয় বলিয়া, তোমারে আশ্রয় করিতে সমর্থ হয় না। তোমাতে প্রাণিগণের ন্যায় সত্ত্বাদিগুণবিকার বিদ্য-মান নাই। তুমি কার্য্যকালে সর্ব্বস্বরূপ ও কারণাবস্থায় একরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হও। তুমি স্থূলভূত, সূক্ষ্ম,

মহাভূত, অদ্বিতীয় ও চারাচর-স্বরূপ। তুমি প্রকৃতি, পুরুষ, বির ট্, স্বরাট্, সম্রাট্, ও অক্ষয়। যোগিগণ নিরন্তর তোমারই ধ্যান করিয়া থাকেন। তুমি সর্ব্বভূতের আত্মা ও সর্ব্বরূপধারী। তোমা হইতেই সমুদায় পদার্থ সমুদ্ভূত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ও সমুদায় পদার্থ-স্বরূপ তোমার মহিমা কীর্ত্তন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক সমুদায় নিরীক্ষণ করিতেছ। কোন প্রাণীর কোন মনোরথ তোমার অগোচর নাই। আমি তোমারে বারংবার নমস্কার করিতেছি, অতএব তুমি আমারও মনোরথ পূর্ণ কর।

মহাত্মা ধ্রুব বিনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ স্তুতিবাদ করিলে ভগবান্ নারায়ণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! যখন তুমি আমারে দর্শন করিয়াছ, তখন তোমার তপস্যার ফল লাভ হইয়াছে। আমার দর্শন লাভ কখন বিফল হয় না। যে ব্যক্তি আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে, সেই সমুদায় পদার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয়, অতএব তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

ভগবান্ নারায়ণ এই রূপ কহিলে মহাত্মা ধ্রুব তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্! তুমি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ও সর্ব্বান্তর্যামী। তোমার অগোচর কিছুই নাই। যদিও আমার মনোরথ তোমার বিদিত

আছে, তথাপি আমি তোমার আজ্ঞানুসারে স্বীয় অভিপ্রায় তোমার নিকট ব্যক্ত করিতে উদ্যত হইলাম। আমার দুর্ব্বিনীত মন যে পদার্থ লাভ করিতে বাসনা করিতেছে তাহা নিতান্ত দুর্লভ। অথবা তুমি প্রসন্ন হইলে কোন্ ব্যক্তি কিনা লাভ করিতে পারে? তোমার প্রসাদে দেবরাজ ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ কয়িয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন। আমার বিমাতা আমার পিতার সমক্ষে আমারে বিস্তর তিরস্কার করিয়া কহিয়াছিলেন অরে নির্ব্বোধ বালক! তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ নাকরিয়া বৃথা কেন এ রাজ-সিংহাসনের প্রত্যাশা করিতেছ? তোমার ইহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই। আমি তাঁহার এইরূপ হৃদয়-বিদারণ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক জগতের আধার-স্বরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম স্থান লাভ করিতে বাসনা করিয়াছি, অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।

মহাত্মা ধ্রুব কাতর-বাক্যে এইরূপ অনুনয় করিলে সর্ব্বভূত-নিয়ন্তা ভগবান্ নারায়ণ তাঁহারে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন বৎস! তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ অবশ্যই তাহা লাভ করিতে পারিবে। তুমি তপোবলে কেবল এই জন্মে আমারে পরিতুষ্ট করিলে এরূপ নহে। তোমার জন্মান্তরে ও আমি তোমার

প্রতি প্রীত হইয়াছিলাম। পূর্ব্বজন্মে তুমি এক জন ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলে। আমার প্রতি একান্ত ভক্তি পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা জনক জননীর শুশ্রূষা করিতে। কিয়দ্দিন পরে এক অতুলৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরম সুন্দর রাজপুত্রের সহিত তোমার মিত্রতা হয়। তুমি তাঁহার বিপুল বিভব ও মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মনে মনে রাজপুত্র হইতে বাসনা করিয়া ছিলে, এই নিমিত্ত এই জন্মে মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এইকুলে জন্মগ্রহণ করা অল্প সুকৃতির কার্য্য নহে। অন্য কোন ব্যক্তি বরপ্রাপ্ত না হইলে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়না। পূর্ব্বজন্মে ও তুমি তপস্যা করিয়া আমারে প্রীত করিয়াছ। মনুষ্য একান্ত-মনে আমার আরাধনা করিলে নিঃসন্দেহ মুক্তি লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি আমার প্রতি মন সমর্পণ করে, তাহার স্বর্গাদি পদ তুচ্ছজ্ঞান হয়। তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম পদ লাভ করিতে বাসনা হইয়াছে অতএব আমার প্রসাদে তুমি ত্রিলোকাতীত উচ্চতর স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক নক্ষত্র ও গ্রহগণের আশ্রয় হইয়া থাকিবে। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র ও শনৈশ্চর এই সমুদায় গ্রহগণ তোমার নিম্নভাগে অবস্থান করিবে। সপ্তর্ষি ও দেবগণের উপরিভাগে তোমার লোক নিরূপিত

হইল। দেবগণের মধ্যে কেহ্ চারি যুগ এবং কেহ্ বা মন্বন্তর পর্য্যন্ত ঐ লোকে অবস্থান করিতে পারিবে। কল্পকাল পর্যন্ত তোমার ঐ স্থানের অধিকার নির্দ্ধারিত হইল। তোমার জননী সুনীতি স্নেহপরবশ হইয়া নিরন্তর তোমার নিকট অবস্থান করেন, এই নিমিত্ত তাঁহারে এই বর প্রদান করিতেছি, তিনি তারকা-স্বরূপ হইয়া নিরন্তর বিমানে অবস্থান করিবেন, আর যে সমুদায় মনুষ্য সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে, তাহারা ও পুণ্য লোক লাভ করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

বৎস! মহাত্মা ধ্রুব ভগবান্ নারায়ণের নিকট এইরূপ বরপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রসাদে এখন ও সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম স্থানে বাস করিতেছেন। তাঁহার সম্মান ও মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া দেবাসুরগণের আচার্য্য শুক্র কহিয়াছিলেন মহাত্মা ধ্রুবের তপস্যা ও পতস্যার ফল কি চমৎকার। সপ্তর্ষিমণ্ডল ইঁহারে অগ্রসর করিয়া অবস্থান করিতেছেন; ইহার জননী সুনীতির তুল্য ও পুণ্যবতী রমণী আর দৃষ্টিগোচর হয়না! কোন্ ব্যক্তি ইঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারে? ইনি ও পরম লোক লাভ করিয়া ত্রিলোকের আশ্রয় হইয়া রহিয়াছেন। এই আমি পরম পবিত্র ধ্রুবচরিত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি নিত্য ইহা

পাঠ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ পূর্ব্বক সকলের সন্মানভাজন হইতে সমর্থ হন। উহা কীর্ত্তন করিলে কাহারেও কোন স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়না। সকলেই পূর্ণ-মনোরথ হইয়া দীর্ঘকাল পরম সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

বিষ্ণু পুরাণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বৎস! তুমি আমার নিকট যে মহাত্মা ধ্রুবের চরিত শ্রবণ করিলে, তিনি শিষ্টি ও ভব্য নামে দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ ভব্য হইতে শম্ভু নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়, এবং শিষ্টি স্বীয় ভার্য্যা সুচ্ছায়ার গর্ভে রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা এই পাঁচ পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ শিষ্টির জ্যেষ্ঠ পুত্র রিপু হইতে বৃহতীর গর্ভে চাক্ষুষমনু সমুৎপন্ন হন। সেই চাক্ষুষমনু হইতে সুলক্ষণ-সম্পন্না বীরিণীর গর্ভে অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতির উদ্ভব হয়। তৎপরে সেই মহাত্মা মনু বৈরাজ-প্রজাপতির কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্ কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, সদ্যুম্ন ও অভিমন্যু এই দশটি তেজঃপুঞ্জপুত্র উৎপাদন করেন! ইঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ উরুর ভার্য্যার নাম আগ্নেয়ী। তিনি

ঐ স্ত্রীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনা, সাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব এই ছয়টি মহাপ্রভাবশালী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গের ভার্য্যার নাম সুনীথা। ঐ সুনীথার গর্ভে তাঁহা হইতে বেণ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মহর্ষিগণ সেই বেণের দক্ষিণ বাহু মথিত করিলে মহাত্মা পৃথুর উদ্ভব হয়। তিনি গোরূপ-ধরা পৃথিবীরে দোহন ও উত্তমরূপে শাসন করিয়া প্রজাগণকে অতিশয় সুখী করিয়াছিলেন।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! মহর্ষিগণ কি নিমিত্ত বেণের দক্ষিণবাহু মথিত করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস। অঙ্গ সুনীথা নামে যে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি মৃত্যুর জ্যেষ্ঠা কন্যা। বেণ তাঁহার গর্ভজাত বলিয়া স্বভাবতই দুশ্চরিত্র ও দুর্বৃত্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষিগণ তাঁহারে রাজ্যাভিষিক্ত করিলে, তিনি পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া সর্ব্বত্র এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, কোন ব্যক্তি যজ্ঞ, হোম ও দান করিতে পারিবে না। আমিই যজ্ঞপতি ও সকলের প্রভু। আমিভিন্ন যজ্ঞভোক্তা আর কেহই নাই।

বেণের এই আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে মহ-

র্ষিগণ তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! আমরা আপনার নিকট যাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। আমাদিগের বাক্য শ্রবণ করিলে আপনার রাজ্য ও প্রজাগণের মঙ্গল হইবে এবং আপনিও সুস্থ শরীরে পরমসুখে কালহরণ করিতে পারিবেন। আমরা দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ঐ যজ্ঞে আপনার ও অংশ বিদ্যমান থাকিবে। যদি আমরা যজ্ঞদ্বারা তাঁহারে পরিতুষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি আপনার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ করিবেন। যাঁহাদিগের রাজ্যে যজ্ঞদ্বারা ভগবান্ নারায়ণ পূজিত হন, তাঁহাদিগের সমুদায় অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

মহর্ষিগণ এইরূপ কহিলে, নরপতি বেণ গর্ব্বিতবাক্যে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে ঋষিগণ! আমার অপেক্ষা প্রধান কেহই নাই। আমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সকলের আরাধ্য। আমার আরাধ্য আবার কে আছে? তোমরা যে যজ্ঞেশ্বর হরির কথা কহিতেছিলে সে ব্যক্তি কে? আমি রাজা। সর্ব্বদেবময়, সুতরাং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, ধাতা ও চন্দ্র প্রভৃতি যে সমুদায় দেবগণের শাপ ও বর প্রদান

করিবার ক্ষমতা আছে তাঁহারা ত আমার শরীরেই অবস্থান করিতেছেন। অতএব তোমাদিগকে অবশ্যই আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবে। কেহই দান, হোম ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারিবেনা। যেমন রমণীগণের পতিশুশ্রূষাই পরমধর্ম্ম, সেই রূপ আমার আজ্ঞাপালন করা অপেক্ষা তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।

নরপতি বেণের এইরূপ গর্ব্বিত-বাক্য-সমুদায় শ্রবণ করিয়াও মহর্ষিগণ পুনর্ব্বার বিনীতভাবে কহিলেন মহারাজ! আপনি আমাদিগকে অনুমতি প্রদান করুন। আমরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করি। ধর্ম্ম ক্ষয় করা আপনকার কর্ত্তব্য নহে। আপনি এই যে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইহা যজ্ঞদ্বারাই সৃষ্ট হইয়া এই রূপ অবস্থায় অবস্থিত আছে।

বৎস! মহর্ষিগণ এইরূপে বারংবার বিনয় করিলেও মহীপাল বেণ তাঁহাদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করিল না। তখন তাঁহারা সকলেই অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন এই পাপাত্মা নরাধমকে শীঘ্র নিপাতিত কর। যে অনাদি-নিধন ভগবান্ যজ্ঞেশ্বরের নিন্দা করে, সে কখন পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত নহে। এই বলিয়া তাঁহারা মন্ত্রপূত কুশদ্বারা বেণকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ভূপতি বেণ ভগবান্ যজ্ঞে-

শ্বরের নিন্দা করাতে পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিল সুতরাং মহর্ষিগণের কুশস্পর্শমাত্রেই গতাসু হইবা ভূতলে নিপতিত হইল।

এইরূপে নরপতি বেণের মৃত্যু হইলে রাজ্য অরাজক হইয়া উঠিল। মহর্ষিগণ অকস্মাৎ নভোমণ্ডল ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া সমীপস্থ লোকদিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন উহারা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহর্ষিগণ! রাজ্য অরাজক হওয়াতে দুরাচার দস্যুগণ দলবদ্ধ হইয়া নির্ভয়ে লোকের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। উহাদিগেরই গমনাগমন দ্বারা আকাশমণ্ডল ধূলিধূসরিত হইয়া অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

মহর্ষিগণ এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া এক ভূপালের সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত মৃতবেণের ঊরুদেশ বিলোড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ ঊরু মথিত হইলে উহা হইতে এক বিকটমূর্ত্তি খর্ব্বকায় ভয়ঙ্কর পুরুষ সমুদ্ভূত হইয়া মহর্ষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল হে মুনিগণ! আমারে আপনাদিগের কি কার্য্য করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। মহর্ষি উহার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিষীদ অর্থাৎ উপবিষ্ট হও এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। তাঁহাদিগের মুখ হইতে ঐ বাক্য

উচ্চারিত হইল বলিয়া ঐ পুরুষ নিষাদ নামে বিখ্যাত হয়। তৎপরে উহারই সন্তানগণ নিষাদ নামে বিখ্যাত হইয়া অদ্যাপি বিন্ধপর্ব্বতে বাস করিতেছে।

ভূপাল বেণের উরুমন্থন দ্বারা রাজ-পদার্হ পুরুষের উদ্ভব না হইলে মহর্ষিগণ তাহার দক্ষিণ-বাহু বিলোড়ন করিতে লাগিলেন। ঐ বাহু মথিত হইবামাত্র তাহা হইতে, প্রতাপশালী মহাত্মা পৃথুর জন্ম হইল। তিনি সৃষ্ট হইয়া মূর্ত্তিমান্ হুতাশনের ন্যায় তেজ ধারণ করিলেন এবং তাঁহার নিমিত্ত নভোমণ্ডল হইতে আজগবধনু নানাবিধ শরও অক্ষয়কবচ ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি জন্ম গ্রহণ করিলে, পৃথিবীস্থ প্রজাগণের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না, এবং তাঁহারপ্রভাবেই তাঁহার পিতা বেণ পুন্নাম নরক হইতে উত্তীর্ণ ও স্বর্গ লাভে সমর্থ হইলেন।

এইরূপে আদিরাজ পৃথুর সৃষ্টি হইলে সমুদ্র ও নদী সমুদায় মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিবিধ রত্ন ও অভিষেকার্থ জল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মাও দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন এবং স্থাবর জঙ্গমাদি সমুদায় প্রাণীও প্রীতমনে তথায় সমাগত হইল।

এইরূপে দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদায় প্রাণী

সমবেত হইয়া মহাত্মা পৃথুরে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। ঐ সময়ে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার দক্ষিণহস্তে চক্রচিহ্ন দর্শন করিবামাত্র তাঁহারে বিষ্ণুর অংশ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলেন। তখন তাঁহার পরিতোষের সীমা রহিল না। তিনি মনে মনে নিশ্চয় জানিতেন, যাঁহাদিগের দক্ষিণ করে চক্রচিহ্ন বিদ্যমান থাকে, তাঁহারা নিঃসন্দেহ জগতের একাধিপত্য লাভ করিতে পারেন এবং দেবগণও তাঁহাদিগের প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হন্ না।

বৎস! বেণপুত্র মহাত্মা পৃথু এইরূপে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলে প্রজাগণ তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি প্রজারঞ্জন হওয়াতে সর্ব্বত্রই মহারাজ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার প্রবলপ্রতাপ দর্শনে সাগরাভিমুখী সলিলরাশি ও স্তম্ভিত হইতে লাগিল। পর্ব্বত সমুদায়ও ভীত হইয়া তাঁহার পথ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার সৈন্যগণকে কুত্রাপি ধ্বজ সমুদায় অবনত করিতে হইল না। পৃথিবী বিনাকর্ষণে শস্যসমূহে পরিপূর্ণ হইল এবং গো সমুদায়ও কামদুঘা হইয়া লোক সমুদায়ের কামনা পূর্ণ করিতে লাগিল।

বৎস! মহাত্মা পৃথু যুবাপুরুষ হইয়াই উৎপন্ন হইয়াছিলেন. এই নিমিত্ত জন্মের অব্যবহিত পরেই যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন, যে দিন যে ভূমি হইতে ঐ যজ্ঞে সোমলতা আকৃষ্ট হয়, সেই দিন সেই স্থান হইতে মহাবুদ্ধিসম্পন্ন দুই পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিল। মহর্ষিগণ ঐ পুরুষদ্বয়ের মধ্যে এক জনকে সূত ও অন্যকে মাগধ নামে নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকে কহিয়াছিলেন তোমরা এই পৃথিবীনাথ পৃথুর স্তব কর এবং ইনি যে সমুদায় কার্য্য করিবেন তাহারও গুণকীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হও।

মহর্ষিগণ এইরূপ কহিলে, ঐ সূত ও মাগধ উভয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল মহাশয়গণ! মহারাজ পৃথু অদ্য সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ইঁহার কার্য্য ও গুণসমুদায় আমাদিগের বিদিত নাই এবং ইনি যে যশস্বী হইয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাহাও নহে। অতএব আমরা কি উপায়ে ইঁহার স্তব করিব, আপনারা আমাদিগকে তাহার উপদেশ প্রদান করুন।

মহর্ষিগণ ঐ পুরুষদ্বয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন এই বেণপুত্র মহারাজ পৃথু সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হইয়া অসংখ্য মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন এবং সকল সমুদায়ও ইঁহারে আশ্রয়

করিয়া থাকিবে, অতএব তোমরা উভয়ে সেই ভাবি-গুণ ও কার্য্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন পূর্ব্বক ইঁহার স্তব করিতে আরম্ভ কর।

মহর্ষিগণ এইরূপে উহাদিগকে যে সমুদায় উপদেশ প্রদান করিলেন, মহারাজ পৃথুর তৎসমুদায় শ্রুতিগোচর হইল। তখন তিনি প্রীতিযুক্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন সদ্গুণদ্বারাই প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হওয়া যায়। আজি এই সূত ও মাগধ উভয়ে আমার সদ্গুণেরই প্রশংসা করিবে। অতএব ইহাদিগের মুখে আমি যে সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিব, কদাচ তাহার অন্যথা করিব না। ইহারা যে রূপে আমার গুণ কীর্ত্তন করিবে, আমি সেই রূপে তাহার অনুষ্ঠান করিব এবং যে সমুদায়কে দোষ বলিয়া উল্লেখ করিবে তাহার অনুষ্ঠানে কখনই প্রবৃত্ত হইব না।

বৎস! মহারাজ পৃথু মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিলে সূত ও মাগধ উভয়ে তাঁহার ভাবিগুণ কীর্ত্তন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল এই মহারাজ পৃথু সত্যবাদী, দানশীল, দৃঢপ্রতিজ্ঞ, প্রবলপ্রতাপ, দুষ্টের দমনকর্ত্তা, ধর্ম্মপরায়ণ, কৃতজ্ঞ, দয়াবান্, প্রিয়বাদী, সম্মানাস্পদ, মানদাতা, যাজ্ঞিক, ব্রাহ্মণদিগের হিতকারী ও সাধুবৎসল হইবেন। শত্রু ও মিত্রের সহিত ইঁহার ভিন্নভাব থাকিবে না

এবং ইনি সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

মহারাজ পৃথু সূত ও মাগধের প্রমুখাৎ এই রূপ গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া তৎসমুদায় হৃদয়ে ধারণ ও তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রভূত যশ লাভ করিলেন এবং সুপ্রণালীসহকারে রাজ-শাসনে প্রবৃত্ত হইয়া এক ভূরি-দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কবিলেন। তৎপরে প্রজাগণের সমাগম হইতে লাগিল। তাঁহার পিতা বেণ মহর্ষিগণের কোপানলে দগ্ধ হইলে দস্যুগণের উপদ্রবে প্রজাগণের জীবিকা-স্বরূপ পৃথিবীস্থ ওষধিসমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়, এই নিমিত্ত প্রজাগণ ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার নিকট আগমন ও তাঁহারে নমস্কার পূর্ব্বক কহিতে লাগিল মহারাজ! আপনার অধিকারের পূর্ব্বে রাজ্য অরাজক হওয়াতে পৃথিবী সমুদায় শস্য হরণ করিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে আমরা শস্যা-ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছি। বিধাতা আপনারে পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়া আপনার প্রতি আমাদিগের প্রতিপালনের ভারার্পণ করিয়াছেন অতএব আপনি ওষধি সমুদায়কে পৃথিবী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আমাদিগের জীবন রক্ষা করুন।

প্রজাগণ কাতরান্তঃকরণে এইরূপ বিনয় করিলে প্রজাবৎসল মহারাজ পৃথু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দিব্য

আজগব ধনু ও অসংখ্য শর গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথিবীরে সংহার করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে বসুন্ধরা ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকাদি নানা স্থানে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি সুস্থির হইতে পারিলেন না। তিনি যে যে স্থানে পলায়ন করেন, মহারাজ পৃথু অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া সেই সেই স্থানেই সমুপস্থিত হইতে লাগিলেন।

পৃথিবী এইরূপে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়াও যখন আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন মহারাজ পৃথুরই শরণাপন্ন হইয়া কম্পিতকলেবরে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন মহারাজ! স্ত্রীহত্যা করিলে যে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয় তাহা কি আপনার বিদিত নাই? আমি অবলা। আপনি কি নিমিত্ত আমার প্রাণ সংহার করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন?

পৃথু কহিলেন দুষ্টে! যে স্থলে এক জন দুষ্কৃতকারীর প্রাণ সংহার করিলে অসংখ্য লোকের মঙ্গল হয়, সে স্থলে তাহারে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে অধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই।

পৃথিবী কহিলেন মহারাজ! আপনি প্রজাগণের মঙ্গলবিধানার্থ আমারে নিহত করিতে সমুদ্যত

হইয়াছেন, কিন্তু আমার প্রাণ সংহার করিলে কে প্রজাগণকে ধারণ করিয়া থাকিবে।

পৃথু পৃথিবীর এই বাক্য শ্রবণে কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন দুর্ব্বৃত্তে! তুমি আমার শাসন অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমি এই শরনিকর দ্বারা তোমারে নিপাতিত করিয়া যোগবলে প্রজা সমুদায়কে ধারণ করিয়া থাকিব।

মহাত্মা পৃথু এইরূপ কহিলে বিশ্বম্ভরা দেবী ভয়ে নিতান্ত জড়ীভূত ও কম্পিতকলেবর হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ! উপায় দ্বারা সমুদায় কার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আপনি প্রজাগণের হিতসাধনার্থ এত ব্রিত হইয়াছেন কেন? আমি এক উপায় বলিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি যে সমুদায় ওষধি গ্রাস করিয়াছিলাম তৎসমুদায় আমার উদরে জীর্ণ হইয়াছে, এই নিমিত্ত আপনারে প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার এক বৎস কল্পনা করিয়া দিন্, আমি তাহারে অবলম্বন করিয়া সমুদায় ওষধি ক্ষীর রূপে প্রদান করিব। আমার ক্ষীর সর্ব্বত্র সমভাবে নিঃসৃত হইলে সর্ব্ব স্থানেই অভিন্নভাবে প্রচুর শস্য সমুৎপন্ন হইবে।

পৃথিবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ পৃথু শরাসনের অগ্রভাগ দিয়া অসংখ্য পর্ব্বত ভগ্ন

করিয়া দেন, এই নিমিত্ত সেই অবধি পর্ব্বতসমুদায়ের এক এক স্থান অদ্যাপি সমুন্নত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে ভূমণ্ডল বিষম ছিল বলিয়া গ্রামসমুদায় সম্যক্‌রূপে বিভক্ত হয় নাই এবং কৃষি বাণিজ্য ও গোচারণ প্রভৃতি কোন কার্য্যই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে সম্পন্ন হইত না, কিন্তু মহারাজ পৃথুর অধিকার অবধি ঐ সমুদায় কার্য্যের সুবিধা হইতে আরম্ভ হইল এবং তিনি যে যে স্থান সমতল করিলেন, সেই সেই স্থানে প্রজাগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে প্রজাগণ কেবল ফলমূলাদি ভোজন করিয়া অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিত, কিন্তু তাঁহার অধিকার কালেই উহাদিগের সে দুঃখ দূরীভূত হয়। তিনি স্বায়ম্ভুব মনুরে বৎস ও আপনার হস্তকে পাত্ররূপে কল্পনা করিয়া গোরূপ-ধরা পৃথিবীরে দোহন করিতে প্রবৃত্ত হন্‌। তৎপরে সর্ব্বস্থানেই সর্ব্ব প্রকার শস্য পর্য্যাপ্তপরিমাণে সমুৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়। সেই সমুদায় শস্য দ্বারা প্রজাগণ অদ্যাপি জীবন ধারণ করিতেছে। মহারাজ পৃথু ধরিত্রীর প্রাণ রক্ষা করিয়া তাঁহার পিতৃ-স্থানীয় হইয়াছিলেন এই নিমিত্ত ধরিত্রী পৃথিবী নামে বিখ্যাত হন্‌। পৃথুর পৃথিবীদোহন সমাপন হইলে দেবতা, ঋষি, দৈত্য, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ভূত, উরগ এবং

তরু লতা প্রভৃতি স্থাবরসমুদায় এক এক পদার্থকে পাত্র কল্পনা করিয়া ঐ পৃথিবী হইতে স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট দোহন করিয়াছিল। ঐ পৃথিবী সামান্যা নহেন। উনি নিরন্তর সমুদায় জগৎকে ধারণ ও প্রতিপালন করিতেছেন এবং সনাতন বিষ্ণুর পদ-তল হইতেই উঁহার উদ্ভব হইয়াছে।

বৎস! এই আমি মহারাজ বেণপুত্র পৃথুর মাহাত্ম্য তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। তাঁহার তুল্য বলবীর্য্য-সম্পন্ন মহাপুরুষ কেহ কখন জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তিনি অতিশয় প্রজারঞ্জন ছিলেন বলিয়াই আদিরাজ নামে বিখ্যাত হন্। তাঁহার চরিত অতি পবিত্র। যাঁহারা উহা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের সমুদায় দুষ্কৃত ধ্বংস হইয়া যায় এবং যাঁহারা উহা শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের ও দুঃস্বপ্ন দূরীভূত হইয়া থাকে।

বিষ্ণু পুরাণ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বৎস। মহারাজ পৃথু অন্তর্দ্ধান ও পালী নামে দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ঐ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে অন্তর্দ্ধান শিখণ্ডিনী নামে এক রমণীর পাণি-গ্রহণ করেন। ঐ স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার হবির্দ্ধান নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ হবির্দ্ধান অগ্নিকন্যা আগ্নেয়ীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে প্রাচীন-বর্হি, শুক্র, জয়, কৃষ্ণ, ব্রজ, ও অজিল এই ছয় পুত্র উৎপাদন করেন। উঁহাদিগের মধ্যে প্রাচীন-বর্হিই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ঐ মহাত্মা নানা সদ্গুণে বিভূষিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহা হইতেই প্রজা-গণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি তপস্যার সময় ভূম-গুলের নানা স্থানে প্রাচীনাগ্র কুশ-সমুদায় বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত প্রাচীন-বর্হি বলিয়া বিখ্যাত হন্। এইরূপে কঠোর তপস্যার পর তিনি সমুদ্রতনয়া সবর্ণার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে

দশটি পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারা সকলেই প্রচেতা বলিয়া বিখ্যাত হন। তাঁহাদিগের ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহারা সকলেই সমান-রূপে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সাগর-সলিলমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক দশসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! প্রচেতাগণ কি নিমিত্ত সমুদ্র-জলে শয়ান হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ প্রচেতাদিগের পিতা প্রাচীনবর্হিরে প্রজা সৃষ্টি করিতে নিযুক্ত করিলে তিনি পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন বৎসগণ! ভগবান্ ব্রহ্মা আমারে প্রজাসৃষ্টি করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন এবং আমিও তাঁহার বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছি, কিন্তু এক্ষণে ঐ বিষয়ে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। অতএব তোমরা আমর প্রীতির নিমিত্ত প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমাদিগের পিতা। আমার বাক্য ও প্রজাপতি ব্রহ্মার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করা তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রাচীনবর্হি এইরূপ কহিলে, প্রচেতাগণ তাঁহার

আজ্ঞাগ্রহণ করিয়া বিনীতভাবে তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন পিত! আমরা কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইব আপনি আমাদিগকে তাহার উপদেশ প্রদান করুন।

তখন প্রাচীনবর্হি কহিলেন বৎসগণ! সনাতন বিষ্ণুর আরাধনা করিলে মনুষ্যের সমুদায় কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। তাঁহার আরাধনার অসাধ্য কিছুই নাই, অতএব তোমরা প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্ত সেই সর্ব্ব-ভূতের ঈশ্বর ভগবাম্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা কর। তিনি প্রসন্ন হইলে তোমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের সেই আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহারই অর্চ্চনা করিয়া প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন অতএব তোমরা ও তাঁহার আরাধনা করিলে তাঁহার প্রসাদে প্রজা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। মহারাজ প্রাচীনবর্হি পুত্রগণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, তাঁহারা অবিলম্বে সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইয়া সর্ব্বলোকের আশ্রয়স্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি চিত্ত সমর্পণ ও তাঁহার স্তব কীর্ত্তন পূর্ব্বক দশ সহস্র বর্ষ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

মৈত্রেয় করিলেন ভগবন্! প্রচেতাগণ সাগর-

জলে নিমগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে করিতে ভগবান্ বিষ্ণুর যেরূপ স্তব করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে অতএব আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! প্রচেতাগণ সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইয়া সনাতন বিষ্ণুরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন ভগবন্! তুমি আদিপুরুষ, আদ্যজ্যোতিঃ, জগতের ঈশ্বর, অনন্ত, অপার ও চরাচরের উৎপত্তির কারণ। তুমি সমুদায় পদার্থেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ। কিছুই তোমার উপমাস্থল নাই। তুমি রূপ-বিহীন হইলেও দিন এবং সন্ধ্যা ও রাত্রি তোমার রূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তোমারে কালস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তোমার অনুগ্রহেই দেবতা ও পিতৃগণ নিরন্তর সুধাময় অন্নভোজন করিয়া থাকেন। তুমি সোমরূপী ও সর্ব্বভূতের জীবস্বরূপ। তুমিই সূর্য্যরূপী হইয়া প্রখর কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক অন্ধকারের উচ্ছেদ ও শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু ভেদ করিতেছ। তুমিই কাঠিন্য-যুক্ত পৃথিবীরূপী হইয়া বিশেষরূপে জগতের পালন করিতেছ। তুমিই জগদ্যোনি ও সর্ব্বদেহীর বীজস্বরূপ হইয়া জলরূপ ধারণ করিয়াছ। তুমি দেবগণের মুখস্বরূপ হইয়া হব্য ও পিতৃগণের মুখস্বরূপ হইয়া কব্যভোজন করিয়া থাক।

তোমারেই অগ্নি-মূর্ত্তি বলিয়া দির্দ্দেশ করা যায়। তুমি প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া তৎসমুদায়কে চেষ্টাযুক্ত করিতেছ। তুমি সর্ব্বভূতের অবকাশদাতা, অনন্তমূর্ত্তি ও আকাশস্বরূপ। তুমিই ইন্দ্রিয়-কার্য্যের উত্তমস্থান শব্দাদিরূপ ধারণ এবং ইন্দ্রিয়রূপী হইয়া সমুদায় বিষয় ভোগ করিতেছ। তুমি অক্ষর, ক্ষর ও জ্ঞান-সমুদায়ের মূলস্বরূপ। তুমিই ইন্দ্রিয়-দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়া আত্মারে পরিতৃপ্ত করিতেছ। তোমারেই অন্তঃকরণস্বরূপ ও বিশ্বাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তুমিই প্রকৃতিরূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া নিয়ত ইহার পালন করিতেছ এবং তোমা হইতেই ইহা পুনর্ব্বার লয়প্রাপ্ত হইবে। তুমি স্বভাবত শুদ্ধ ও নির্গুণ। কিন্তু লোকে ভ্রমনিবন্ধন তোমারে সগুণরূপে দর্শন করিয়াথাকে। তুমি নির্ব্বিকার, অজ, শুদ্ধ, নির্গুণ, নিরঞ্জন, বিষ্ণুর পরমপদ ও পরব্রহ্মস্বরূপ। তুমি পরমেশ্বর, দৈর্ঘবিস্তার-শূন্য, স্থূলসূক্ষ্মতা বিহীন, নিরাকার, স্পর্শশূন্য, অব্যয়, অভ্রান্ত, অজর, ও অমর-স্বরূপ। কিছুতেই তোমার বিশেষ লক্ষিত হয় না। তুমিই সর্ব্বগুণের আধার ও সর্ব্বভূতের আশ্রয়স্বরূপ। তুমি নেত্রাদি ইন্দ্রিয় সমুদায়ের অগোচর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক। আমরা তোমার শরণাপন্ন হইয়া বারংবার তোমারে নমস্কার করিতেছি, অতএব তুমি আমাদিগের বাসনা পূর্ণ কর।

প্রচেতাগণ দশ সহস্র বৎসর সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইয়া সনাতন বিষ্ণুর এইরূপ স্তব করিলে তিনি প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে স্বীয় রূপ প্রকাশিত করিলেন। তখন প্রচেতাগণ তাঁহারে নীলোৎপলের ন্যায় মনোহররূপে গরুড়োপরি অবস্থান করিতে দেখিয়া তদ্গতান্তঃকরণে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। সনাতন বিষ্ণু তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎসগণ! আমি তোমাদিগের তপস্যায় প্রীত হইয়া আগমন করিয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। প্রচেতাগণ ভগবান্ বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহারে নমস্কার পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে এই বরদাও যেন আমরা পিতার আদেশানুসারে প্রজাবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হই।

প্রচেতাগণ এইরূপ বরপ্রার্থনা করিলে ভগবান্ বিষ্ণু প্রীতির আধিক্য-নিবন্ধন তাঁহাদিগকে ঐ বরই প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হন্। তৎপরে প্রচেতারাও সলিল হইতে বিনির্গত হইয়া প্রীতিযুক্তমনে যথা স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

বিষ্ণু পুরাণ

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বৎস! যখন প্রচেতাগণ তপস্যায় কাল হরণ করেন, তখন তাঁহাদিগের পিতা মহারাজ প্রাচীন-বর্হি তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্য আশ্রয় করেন, সুতরাং সেই সময়ে রক্ষক বিরহে প্রজাগণ ক্ষয় প্রাপ্ত ও রাজ্যসমুদায় বৃক্ষাদিদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। পরে ক্রমে ক্রমে বৃক্ষ সমুদায় সমুন্নত হওয়াতে আকাশ পথ সমাকীর্ণ ও পবনপতি পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া যায়।

বাজ্যের এইরূপ দুরবস্থা ঘটিলে প্রজাগণ দশ-সহস্র বৎসর বিষম ক্লেশে কাল হরণ করিল। তৎ-পরে প্রচেতাগণ সাগর-সলিল হইতে বিনির্গত হইয়া পৃথিবীর এইরূপ দুর্দ্দশা-দর্শনে যার পর নাই কোপা-বিষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহাদিগের মুখ হইতে বায়ু ও বহ্নি সমুদ্ভূত হয়। তৎপরে ঐ বায়ুদ্বারা বৃক্ষাদি উন্মূলিত ও পরিশুষ্ক হইলে বহ্নি উহাদিগকে

তস্মসাৎ করিতে আরম্ভ করে। পৃথিবী এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রায় বৃক্ষশূন্য হইলে ভগবান্ চন্দ্র প্রচেতো-দিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করত কহিয়াছিলেন রাজপুত্রগণ! তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপ সংবরণ কর। আর এই পাদপদিগকে দগ্ধ করিও না। যাহাতে ইহাদিগের সহিত তোমাদিগের সন্ধিসংস্থাপন হয়, আমি তাহার উপায় বিধান করিতেছি। ভাবী বিষয়ের কিছুমাত্র আমার অবিদিত নাই। এই বৃক্ষসমুদায়ের মারিষা নামে এক রত্ন-স্বরূপা পরমসুন্দরী কন্যা আছে। আমি সুধাময় কিরণদ্বারা নিরন্তর তাহারে পালন করিয়া থাকি। তোমরা সেই কন্যারে ভার্য্যারূপে গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই পরম সুখে কাল হরণ করিতে পারিবে এবং তোমাদিগের তেজের অর্দ্ধাংশ ও আমার তেজের অর্দ্ধভাগে সেই কন্যার গর্ভে দক্ষনামে এক প্রজাপতি সমুৎপন্ন হইবেন। কেহই তাঁহার তুল্য তেজস্বী হইতে সমর্থ হইবে না। তিনি অগ্নিতুল্য তেজোময় হইয়া পুনর্ব্বার প্রজাগণকে বর্দ্ধিত করিতে পারিবেন। দশ জনে কিরূপে এক রমণীর পাণিগ্রহণ করিব এরূপ আশঙ্কায় যদি তোমাদিগের চিত্ত বিচলিত হইয়া থাকে, আমি তাহার নিবারণার্থ এই রমণীর পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে কণ্ডুনামে এক বেদ-বেত্তা মহর্ষি গোমতী নদীর তীরে উপবিষ্ট হইয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতেন। দেবরাজ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহার তপোভঙ্গের নিমিত্ত প্রম্লোচা নামক এক অপ্সরারে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। ঐ বিদ্যাধরী তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া বিবিধ প্রকার হাব ভাবাদি প্রকাশ করিলে, তিনি আর সুস্থির হইতে সমর্থ হইলেন না। অবিলম্বেই তাঁহারে তপস্যায় জলাঞ্জলি দিয়া উহার সহিত বিষয় সুখে আসক্ত হইতে হইল। তিনি এইরূপে ঐ কামিনীর সহিত সমবেত হইয়া মন্দরদ্রোণীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শতবৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইলে, বিদ্যাধরী তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহর্ষে! এক্ষণে আমি সুরধামে গমন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছি, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমারে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।

বিদ্যাধরী এইরূপ প্রর্থনা করিলে মুনিবর প্রগাঢ় অনুরাগনিবন্ধন তাহার বাক্যে সম্মত হইতে নাপারিয়া তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন প্রিয়তমে! এক্ষণে আমি তোমার প্রর্থনা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। আরও কিয়দ্দিবস তোমারে এইস্থানে অবস্থান করিতে হইবে। এইরূপ কহিলে, বিদ্যাধরী তাঁহার

বাক্যে অসম্মত হইতে পারিল না। তখন মুনিবর পুনরায় ঐ দিব্যাঙ্গনার প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া তাহার সহিত বিষয়-সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পুনরায় শতবৎসর অতীত হইলে একদা ঐ বিদ্যাধর-বধূ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিল মুনিবর! আর আমার এস্থানে বাস করিতে বাসনা নাই। আপনি অনুজ্ঞা করুন আমি সুরপুরে প্রস্থান করি। তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষি তাহারে পুনরায় সম্বোধন করিয়া কহিলেন শোভনে! আরও কিয়দ্দিন তোমারে আমার সহবাসে কাল হরণ করিতে হইবে।

মহর্ষি এইরূপ কহিলে, ঐ সুরকামিনী তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারিল না। মুনিবর উহার সহবাসে পুনরায় সার্দ্ধশত বৎসর যাপন করিলেন। তৎপরে ঐ বিদ্যাধরী তাঁহার নিকট স্বর্গগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সুন্দরি! আর কিছুদিন আমার সহিত হাস্যপরিহাসে যাপন কর। আমি তোমার প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইয়াছি। এই বলিয়া তিনি তাহার প্রতি প্রেমভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ বিশাল-নয়না বিদ্যাধরী অভিশাপ-ভয়ে তাঁহার আজ্ঞা অতিক্রম করিতে না পারিয়া পুনরায় কিঞ্চিদূন

দুইশত বৎসর তাঁহার সহবাসে কালহরণ করিল। তৎপরেও স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাহার মনোরথ পূর্ণ হইল না। মহর্ষি তখন ও তাহারে কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্যাধরী স্বর্গগমনে নিতান্ত সমুৎসুক হইলেও অভিশাপভয়ে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইল না! তৎপরে মুনিবর নিরন্তর তাহার সহবাসে কালহরণ করিয়া প্রতিদিন নব নব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, একদা মহর্ষি অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া স্বীয় পর্ণশালা হইতে বিনির্গত হইতেছিলেন এমন সময়ে, ঐ বিদ্যাধরী তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিল মুনিবর! এক্ষণে আপনি কোথায় গমন করিতেছেন? তাহার এইবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষি উত্তর করিলেন শোভনে! দিনমণি অস্তাচলের সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন। এক্ষণে আমি সন্ধ্যার উপাসনা করিতে চলিলাম, অবিলম্বেই প্রত্যাগত হইয়া তোমার সহিত সুখভোগে কালহরণ করিব। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, ঐ দিব্যাঙ্গনা সহাস্যবদনে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিল মুনি বর! বহুবৎসরের পর এক্ষণে কি আপনার সন্ধ্যোপাসনার সময় উপস্থিত হইয়াছে? এই

বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষির অন্তঃকরণে বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। তখন তিনি তাহারে সম্বোধন কয়িয়া কহিলেন সুন্দরি! তুমি এ কি কথা কহিলে? আমি আজি প্রাতঃকালেইত তোমারে নদীরতীরে দর্শন করিয়াছিলাম। তুমি সেই সময়ে আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছ। তৎপরে ক্রমে ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল অতীত হইয়াছে। এক্ষণেও সায়ংকাল প্রায় উপস্থিত হইল, অতএব তুমি কিনিমিত্ত আমারে উপহাস করিলে, তাহার কারণ বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর।

মহর্ষি এইরূপ কহিলে, বিদ্যাধরী প্রম্লোচা তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিল মুনিবর! আপনি যাহা কহিলেন যথার্থ বটে, কিন্তু আমার আগমন অবধি এই পর্য্যন্ত বহুশত বৎসর অতীত হইয়াছে।

দিব্যাঙ্গনার এই বাক্য শ্রবণকরিবামাত্র মহর্ষি তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন শোভনে! তুমি কতকাল এই স্থানে আমার সহিত বাস করিতেছ তাহা যথার্থরূপে প্রকাশ কর। এই বলিয়া তিনি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে ঐ বিদ্যাধরবধূ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিল মহর্ষে। নবশত সাত বৎসর ছয় মাস তিন দিন অতীত হইল, এই স্থানে আমি আপনার সহিত বাস করিতেছি। মহর্ষি তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন

ভদ্রে! তুমি পরিহাস করিতেছ কি যথার্থ কহিতেছ, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। নিশ্চয় জানি, আমি এক দিনমাত্র তোমার সহিত এই স্থানে বাস করিতেছি। তিনি এইরূপ কহিলে, ঐ সুরাঙ্গনা, তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিল মুনিবর! আমি কি আপনার নিকট মিথ্যা কহিতে পারি? বিশেষত আপনি ন্যায়ানুসারে জিজ্ঞাসা করিতেছেন এ সময়ে পরিহাস বা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা আমার কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে।

মহর্ষি বিদ্যাধরীর প্রমুখাৎ এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবিধরূপে আপনারে ধিক্কার প্রদান ও নিন্দা করিলেন। তৎপরে খেদ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন হায়! অমার সে তপোবল কোথায় গেল। আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু এই ছয় রিপুরে জয় করিয়া বহুক্লেশে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, এই মায়াবিনী আমার সেই অমূল্য ধন হরণ করিয়াছে। কোন্ ব্যক্তি কুহকিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিল বলিতে পারিনা, অথবা কামরূপ মহাগ্রাহকে ধিক্। তাহা হইতেই আমার এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। আমি ব্রত নিয়মাদি যে সমুদায় সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তাহার ফলভোগে আমারে এক কালে বঞ্চিত হইতে হইল।

এইরূপে বহুক্ষণ আপনারে ধিক্কার প্রদান ও আক্ষেপ করিয়া তিনি সেই সুরাঙ্গনারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন রে দুষ্কৃতকারিণি! এক্ষণে তুই আমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান কর্। তোর্ যাহা কর্ত্তব্য ছিল তাহা পূর্ণ হইয়াছে। যখন দেবরাজও তোর্ হাবভাবাদি দ্বারা বিমোহিত হন্, তখন তোর্ কুহকে আমার অন্তঃকরণ বিচলিত হইবে বিচিত্র কি? আমি কোপানলে এখনি তোরে ভস্মসাৎ করিতে পারিতাম। কেবল অনেক কাল তোর্ সহবাসে কালহরণ করিয়াছি বলিয়া স্নেহ-নিবন্ধন তাহাতে পরাঙ্মুখ হইলাম। অথবা তোরই বা দোষ কি? তোর প্রতি কোপ প্রকাশ করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সকলই আমার দোষ স্বীকার করিতে হইবে। আমি কেন ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করি নাই, তাহা হইলেত আমার এরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত না। যাহা হউক তুই ইন্দ্রের প্রিয়াকাঙ্ক্ষিণী হইয়া আমার তপোভঙ্গ করিয়াছিস্, এই নিমিত্ত আমি তোরে বারংবার ধিক্কার প্রদান করিতেছি। তুই অতিশয় ঘৃণাস্পদ ও মহামোহের মঞ্জুষাস্বরূপ সন্দেহ নাই।

মহর্ষি অপ্সরারে এইরূপে ভৎ সনা করিতে আরম্ভ করিলে সে নিতান্ত ভীত ও কম্পিতকলেবর হইল এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে অনবরত

স্বেদধারা নির্গত হইতে লাগিল। মহর্ষি তাহার এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়াও তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন পাপকারিণি! তুই আমার সম্মুখ হইতে শীঘ্র পলায়ন কর্। এই বলিয়া তাহারে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। তখন ঐ অপ্সরা তাঁহার আশ্রম হইতে বিনির্গত হইয়া আকাশ পথে গমন করিবার সময় বৃক্ষসমুদায়ের পল্লবাদিতে স্বীয় শরীরের স্বেদজল মোচন করিতে লাগিল। এইরূপে এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে বারংবার স্বেদ মোচন করিতে আরম্ভ করিলে, মহর্ষি হইতে তাহার যে গর্ভ হইয়াছিল তাহা স্বেদরূপী হইয়া বিনির্গত হয়। বৃক্ষগণ সেই গর্ভ ধারণ করে এবং আমারও কিরণ জাল দ্বারা তাহা প্রতিপালিত হয়। তৎপরে সেই গর্ভ কালক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বৃক্ষ-সমুদায়ের উপরিভাগে অবস্থিত হইলে তথা হইতে মারিষানামে এক পরম সুন্দরী কন্যা সমুদ্ভূত হইয়াছে। বৃক্ষগণ তোমাদিগকে তাহারে প্রদান করিবে। সেই কন্যা বিদ্যাধরী প্রম্লোচার গর্ভ হইতে বিনির্গত ও বৃক্ষসমুদায় হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং সে আমার ও মহর্ষি কণ্ডুরও অপত্য! অতএব তোমরা কোপ সংবরণ করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ কর। সেই মহর্ষি কণ্ডু আর এস্থানে বিদ্যমান নাই। তপঃ ক্ষয় হইলে তিনি বিষ্ণুধাম পুরুষোত্তমে গমন

করিয়া পূর্ব্ববৎ অনন্যমনে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি জিতেন্দ্রিয় ঊর্দ্ধবাহু ও যোগনিরত হইয়া নিরন্তর ব্রহ্মাক্ষর স্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক সনাতন বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহা হইতে তোমাদিগের ভীত হইবার প্রয়োজন নাই।

ভগবান্ চন্দ্র এইরূপ কহিলে প্রচেতাগণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্! মহর্ষি কণ্ডু যেরূপে ব্রহ্মাক্ষর স্তোত্র পাঠ করিয়া ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করেন, সেই স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হইতেছে অতএব আপনি তাহা আমাদিরে নিকট কীর্ত্তন করুন।

চন্দ্র কহিলেন রাজপুত্রগণ! মহর্ষি কণ্ডু সনাতন বিষ্ণুরে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন হে প্রভো! তুমি সংসারপথের আদি ও অন্তস্বরূপ। তোমা হইতেই সংসারসাগর পার হওয়া যায়। তুমি আকাশাদি হইতে ও অসীম ও পরমার্থ স্বরূপ। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ তোমার প্রভাবেই সংসার হইতে পার হইয়া থাকেন। তুমিই জগৎ প্রপঞ্চের অবধি, পরব্রহ্ম এবং কারণের কারণ ও তাহারওকারণ-স্বরূপ। তোমার কারণ আর কিছুই নাই। তুমিই ব্রহ্মাণ্ড হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত সমুদায়ের হেতু। তুমিই কর্ত্তা ও কর্ম্মস্বরূপ হইয়া নিরন্তর এই

জগৎকে পালন করিতেছ। তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্ব ভূত ও প্রজাগণের পালনকর্ত্তা। তোমারে অচ্যুত, সর্ব্বব্যাপী ও ক্ষয়-বিনাশ-বিবর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তুমি সকল সময়েই সমভাবে অবস্থান করিতেছ। কোন কালে তোমার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। তুমি পুরুষোত্তম, নির্ব্বিকার, ও পরব্রহ্মস্বরূপ। এক্ষণে তোমার প্রসাদে আমার রাগাদি তিরোহিত ও প্রশান্ত ভাব সমুদ্রিত হউক।

মহর্ষি কণ্ডু এইরূপে ব্রহ্মাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া সনাতন বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়াছেন। আমি তোমাদিগের নিকট যে তাঁহার কন্যা মারিষার কথা উত্থাপন করিলাম, তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত ও তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্ব জন্মে মারিষা পুত্রবিহীনা রাজপত্নী ছিলেন। তাঁহার স্বামীর লোকান্তর হইলে তিনি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতিলাভ করেন। তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার নিকট স্বীয় মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া মধুর বাক্যে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন বৎসে! আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর।

ভগবান্ বিষ্ণু প্রীত হইয়া এইরূপ কহিলে, সেই কামিনী তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন ভগবন্! আমারে বাল্যাবস্থা হইতেই বৈধব্য-

যন্ত্রণাভোগ করিতে হইতেছে। আমার মত হত-ভাগিনী আর কেহই নাই। আমার জীবিত থাকা বিড়ম্বনামাত্র। যাহা হউক যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে এই বর দাও, যেন পর জন্মে আমি রূপ-যৌবন-সম্পন্না অযোনিজা রমণীরূপে আবির্ভূত হইয়া প্রশংসনীয় অনেক পতি লাভ করিতে পারি, এবং আমার গর্ভেও যেন প্রজাপতির তুল্য এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

সেই স্ত্রী এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহারে উত্থা-পিত করিয়া কহিয়াছিলেন ভদ্রে! অন্য জন্মে তুমি অযোনিজা হইয়া রূপগুণসম্পন্না কামিনী রূপে আবির্ভূত হইবে। তোমার দর্শনে মানবগণেরপ্রীতির পরিসীমা থাকিবে না। তুমি উদারচিত্ত প্রসিদ্ধ দশপতি ও প্রজাপতি তুল্য বলবীর্য্যসম্পন্ন এক পুত্রও লাভ করিতে পারিবে এবং তোমার সেই পুত্র হইতে অসংখ্য সন্তান সমুৎপন্ন হইয়া ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত করিবে। এই বলিয়া তিনি যথাস্থানে গমন করিলেন। তৎপরে সেই বিশালনয়না রাজপুত্রী মারিষা-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব যথা-বিধি তাঁহার পাণিগ্রহণ করা তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভগবান্ চন্দ্র এইরূপ কহিলে, প্রচেতাগণ কোপ সংবরণ করিয়া বৃক্ষগণের সমীপে সেই মারিষার পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে সেই দশপ্রচেতা হইতে সেই কন্যার গর্ভে প্রজাপতি দক্ষ সমুৎপন্ন হন্। তিনি পূর্ব্বজন্মে মহাযোগশীল ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। দক্ষ প্রজা সৃষ্টি করিতে বাসনা করিয়া প্রথমে কয়েকটি মানসপুত্রের সৃষ্টি করেন এবং ব্রহ্মার আদেশানুসারে তাঁহা হইতে উত্তম, অধম, চর, অচর এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পাদ-রূপে প্রাণিগণের বিভাগ হয়। এইরূপে মানস সৃষ্টির পর তিনি কতকগুলি কন্যা উৎপাদন করিয়া তাহাদিগের মধ্যে দশটি ধর্ম্মকে, তেরটি কশ্যপকে ও সাতাশটি চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন। ভগবান্ চন্দ্র ঐ সপ্তবিংশতি ভার্য্যারে কাল-পরিমাণে পর্য্যায়ক্রমে গ্রহণ করিয়া থাকেন। দক্ষের ঐ সমুদায় কন্যা হইতে দেব, নাগ, খগ, গো, অপ্সরা, ও দানবাদির উদ্ভব হয়। সেই অবধি স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সহযোগ দ্বারা প্রজাগণের সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে সঙ্কল্প দর্শন ও স্পর্শমাত্রেই সন্তান উৎপন্ন হইত। ফলত পূর্ব্বকালীন ব্যক্তিরা তপঃসিদ্ধ ছিলেন বলিয়া বাক্য মাত্রেই সন্তানের সৃষ্টি করিতে পারিতেন।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! শুনিয়াছি প্রজাপতি-দক্ষ ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন আবার

প্রচেতাগণ হইতে তাঁহার উদ্ভব হইল, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এ বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইতেছে? দ্বিতীয়ত দক্ষ প্রজাপতি চন্দ্রের দৌহিত্র। তিনিই যে আবার চন্দ্রকে কন্যাদান করিলেন ইহাও কোনরূপে সম্ভব হইতে পারে না। অতএব আপনি ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয়াপন্ন চিত্তকে আপ্যায়িত করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! পর্য্যায়ক্রমে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া আসিতেছে। তত্ত্ববিদ্ মহর্ষিগণ কখনই ইহাতে বিমোহিত হন্ না। দক্ষ প্রভৃতি মহাত্মারা প্রতিযুগেই সমুৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকেন সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের এ বিষয়ে মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, বিশেষত পূর্ব্বে দক্ষাদির মধ্যে কাহারও প্রতি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বলিয়া কোন বিশেষ নিয়ম নিরূপিত ছিল না। সকলেই তপোবল ও প্রভাবকে প্রাধান্যের হেতুভূত বলিয়া স্থির করিয়াছিল।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! কিরূপে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষস প্রভৃতির উদ্ভব হইল, এক্ষণে উহা বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে অতএব আপনি উহা সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! পূর্ব্বে সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা দক্ষকে প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে নিযুক্ত করিলে তিনি প্রথমে মানসিক সঙ্কল্পদ্বারা দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও পন্নগগণের সৃষ্টি করেন, কিন্তু তদ্দ্বারা প্রজাসংখ্যা বর্দ্ধিত হয় নাই। তৎপরে তিনি স্ত্রীসহযোগ দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি করিতে বাসনা করিয়া বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিক্লীর পাণিগ্রহণ করেন। ঐ স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার হর্য্যশ্ব নামে বিখ্যাত পঞ্চ সহস্র পুত্র সমুৎপন্ন হয়। ঐ সমুদায় পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে প্রজা সৃষ্টি করিতে অনুজ্ঞা করেন।

অনন্তর উহারা পিতা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে সমুদ্যত হইলে, একদা তপো-ধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগের সন্নিধানে সমু-পস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়া-ছিলেন হে বীরগণ! পৃথিবীর অধঃ উর্দ্ধ ও মধ্য-ভাগের পরিমাণ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত না হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে যত্ন করাতে তোমাদিগের অতিশয় মূঢ়তা প্রকাশ হইতেছে। ঐ সমুদায় পরিজ্ঞাত না হইলে কখনই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যখন তোমাদিগের গতি সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত রহি-য়াছে, তখন ঐ সমুদায় বিষয়ের অনুসন্ধান না করা তোমাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

দেবর্ষি নারদ এইরূপ কহিলে তাঁহারা পৃথিবীর পরিমাণ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত নানা দিকে প্রস্থান করেন, কিন্তু সমুদ্র-গত নদীগণের ন্যায় অদ্যাপি প্রত্যাগত হন নাই। ঐ সমুদায় পুত্র নিরুদ্দেশ হইলে প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় পত্নী অসিক্নীর গর্ভে পুনরায় শবলাশ্ব নামে বিখ্যাত সহস্র পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে ও প্রজা বৃদ্ধি করিতে অনুজ্ঞা করেন। তৎপরে তাঁহারা প্রজাবর্দ্ধনে উদ্যত হইলে দেবর্ষি নারদও তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববৎ পৃথিবীর পরিমাণ নিরূপণ করিতে আদেশ করেন।

এইরূপে দেবর্ষি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শবলাশ্বগণ পরস্পর মন্ত্রণা করিলেন এই মহাত্মা যাহা উপদেশ দিলেন, তাহা অতিশয় ন্যায়ানুগত। ইঁহার বাক্য অন্যথা করা আমাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। আমাদিগের ভ্রাতৃগণ যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পথ আশ্রয় করাই আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য অতএব এস, আমরা এক্ষণে পৃথিবীর পরিমাণ নির্ণয় করিতে প্রস্থান করি। পরে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়া পিতার আজ্ঞানুসারে প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইব। এই বলিয়া তাঁহারা নানাদিকে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু সাগর-গত নদীসমুদায়ের ন্যায় অদ্যাপি তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন হয় নাই। সেই অবধি এক ভ্রাতা অন্যভ্রাতার অন্বেষণে বিনির্গত

হইলে প্রায়ই বিনষ্ট হয়, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠানে একান্ত বিমুখ হইয়া থাকেন।

শবলাশ্বগণ এইরূপে নিরুদ্দেশ হইলে তাঁহাদিগের পিতা প্রজাপতি দক্ষ বহুকাল-পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে প্রত্যাগত হইতে না দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন অবশ্যই তাহারা বিনষ্ট হইয়া থাকিবে। এই নিশ্চয় করিয়া তিনি উপদেষ্টা দেবর্ষি নারদকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত সেই পত্নীর গর্ভে ষাট্ টি কন্যা উৎপাদন করেন এবং ঐ সমুদায় কন্যার মধ্যে দশটি ধর্ম্মকে, তেরটি কশ্যপকে, সাতাশটি চন্দ্রকে চারিটি অরিষ্ট-নেমিরে, দুইটি বহুপুত্রকে, দুইটি আঙ্গিরসকে ও দুইটি কৃশাশ্বকে সম্প্রদান করেন। ধর্ম্ম যে দশটি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাদিগের গর্ভে যে যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন, তাহাও তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুদ্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা এই দশটি ধর্ম্মের পত্নী। ধর্ম্ম হইতে বিশ্বার গর্ভে বিশ্বদেবগণ, সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ, মরুদ্বতীর গর্ভে মরুদ্গণ, বসুরগর্ভে বসুগণ, ভানুর গর্ভে ভানুগণ, মুহূর্ত্তার গর্ভে মুহূর্ত্তজগণ, লম্বার গর্ভে ঘোষ, যামীর গর্ভে নাগ শ্রেণী এবং অরুন্ধতীর গর্ভে পৃথিবীস্থ পদার্থ সমুদায় ও সঙ্কল্পার গর্ভেসর্ব্বাত্মক সঙ্কল্পের উদ্ভব হইয়াছে।

চল, আমরা তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করি। এই নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা কশ্যপপুত্র মারীচ হইতে অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া দ্বাদশআদিত্য নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ভগবান্ চন্দ্র দক্ষের যে সপ্তবিংশতিটি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের গর্ভে অতিশয় দীপ্তিশালী পুত্রগণ সমুৎপন্ন হন্ এবং তাঁহারা নক্ষত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অরিষ্টনেমি চার ভার্য্যাতে ষোড়শ পুত্র উৎপাদন করেন। বহুপুত্রের দুই ভার্য্যা চারিটি বিদ্যুৎ প্রসব করিয়াছেন। আঙ্গিরসের দুই ভার্য্যার গর্ভে ব্রহ্মর্ষি-সংস্কৃত ঋগেবদসমুদায় এবং কৃশাশ্বের দুই ভার্য্যার গর্ভে দেবতাগণের অস্ত্র সমুদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। এই আমি অদিতির পুত্রোৎপত্তির বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এইরূপে বারংবার ঐ সমুদায়ের সৃষ্টি ও বিনাশ হইয়া থাকে। দেবগণ ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকারে বিভক্ত আছেন। স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন। সূর্য্য যেমন এক বার উদিত ও এক বার অস্তগত হন্ তদ্রূপ তাঁহারাও এক বার সৃষ্ট ও এক বার তিরোহিত হইয়া থাকেন।

বৎস! এক্ষণে দিতির বংশবিস্তার তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। মহর্ষি কশ্যপ দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই

পুত্র এবং সিংহিকা নামে এক কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। বিপ্রচিত্তি ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে হিরণ্যকশিপুর অনুহ্লাদ, হ্লাদ, প্রহ্লাদ, ও সংহ্লাদ নামে চারিটি কুলবর্দ্ধন পুত্র সমুৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে মহাত্মা প্রহ্লাদ সনাতন নারায়ণের প্রতি একান্ত ভক্তি-পরায়ণ ছিলেন। নারায়ণ-দ্বেষ্টা দানবরাজ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে প্রজ্জ্বলিত অনল-মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল কিন্তু, তাঁহারে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি নারায়ণের প্রসাদে অনায়াসে সেই অনল হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পাশ-বদ্ধ হইয়া মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হইলে বসুন্ধরা ভয়ে বিচলিত হয়। অতঃপর তিনি ভগবানের প্রসাদে সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু তাঁহার সর্ব্ব শরীরে বিবিধ অস্ত্র প্রহার করে, কিন্তু সেই সমুদায় অস্ত্র তাঁহার শরীর ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই। দানব-রাজের আজ্ঞানুসারে দূতগণ বিষাক্ত সর্পদ্বারা তাঁহার শরীর সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল, কিন্তু সর্পদংশনে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। দুরাত্মা দানবরাজ অসংখ্য শৈল তাঁহার শরীরে নিপাতিত করিলে, বিষ্ণু-স্মরণই ধর্ম্মরূপী হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিত। দূতগণ রাজার আজ্ঞানুসারে তাঁহারে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলে

যখন তিনি ভূতলে নিপতিত হন্, তখন ভগবতী বিশ্বম্ভরা দেবী স্বয়ং তাঁহারে ধারণ করিয়াছিলেন। সংশোষক বায়ু দানবরাজ কর্ত্তৃক তাঁহার বিনাশার্থ নিযোজিত হইয়া মধুসূদনের প্রভাবে ক্ষীণ হইয়া যায়। দিগ্মাতঙ্গগণ তাঁহার প্রাণ-নাশে সমুদ্যত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে সমারূঢ় হইলে, তাহাদিগের মদহানি ও বিষাণভঙ্গ হইয়াছিল। পুরোহিতগণ দৈত্যপতির আজ্ঞানুসারে নানা প্রকার অভিচার করিয়াও তাঁহার কিছু মাত্র অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। মায়াবী সম্বরাসুর তাঁহার প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত বিবিধ মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিল কিন্তু ভগবদ্ভক্তি প্রভাবে তৎসমুদায় বিফল হইয়া যায়। দানবরাজ তাঁহার বিনাশার্থ তাঁহারে হলাহল প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান্ নারায়ণের কৃপাবলে তাহাও তাহার উদরে জীর্ণ হইয়াছিল।

বৎস! মহাত্মা প্রহ্লাদ কেবল সনাতন নারায়ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন এমন নহে, সর্ব্ব ভূতে তাঁহার সমান দৃষ্টি ছিল। তিনি সমুদায় প্রাণীরেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করিতেন এবং তাঁহার বুদ্ধি ও ধর্ম্মবিষয়ে অতিশয় আসক্তছিল। ফলত তিনি যে ধর্ম্মপরায়ণ শৌচাদিগুণের আকর ও সাধুদিগের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিষ্ণু পুরাণ

একবিংশতিতম অধ্যায়।

বৎস! এক্ষণে আমি তোমার নিকট দৈত্যবংশ সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সংহ্রাদ, শিবি ও বাস্কল নামে দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। মহাত্মা প্রহ্লাদের বিরোচন নামে এক পুত্র সমুৎপন্ন হয়। ঐ বিরোচন হইতে মহাত্মা বলি জন্মগ্রহণ করেন। বলির ঔরসে এক শত পুত্রের উদ্ভব হয়। সেই পুত্রগণের মধ্যে বাণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হিরণ্যাক্ষের ঝর্ঝর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ, মহাবাহু ও কালনাভ এই কয়েকটি পুত্র সমুৎপন্ন হয়। উহারা সকলেই মহাবল-পরাক্রান্ত ছিল। দনু হইতে দ্বিমূর্দ্ধা, শঙ্কর, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, কপিল, শম্বর, একচক্র, তারক, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, পুলোমা ও বিপ্রচিত্তির উদ্ভব হয়। স্বর্ভানু প্রভা নামক এক কন্যা এবং বৃষপর্ব্বা শর্ম্মিষ্ঠা, উপদানবী, ও হয়শিরা নামে তিন কন্যা

উৎপাদন করেন। বৈশ্বানরের পুলোমা ও কালকা নামে দুই কন্যা সমুৎপন্ন হয়। প্রজাপতি, কশ্যপ ঐ কন্যাদ্বয়কে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া উহাদিগের গর্ভে ষষ্টিসহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। সেই পুত্রগণ পুলোমা ও কালকঞ্জ নামে বিখ্যাত হয়। বিপ্রচিত্তি হইতে সিংহিকার গর্ভে ব্যংশ, শল্য, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খস্‌ম, অঞ্জিক, নরক, কীলনাভ, স্বর্ভানু ও বক্রযোধী জন্মগ্রহণ করে। ঐ অসুরগণের অসংখ্য পুত্র পৌত্র সমুৎপন্ন হওয়াতে দনু বংশ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মহাত্মা প্রহ্লাদের কুলে নিবাত কবচগণ সমুৎপন্ন হয়।

এই আমি তোমার নিকট কশ্যপ হইতে অদিতি ও দিতির গর্ভে যে সমুদায় সন্তান সমুৎপন্ন হইয়াছিল, তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে প্রজাপতি কশ্যপের অপর স্ত্রী হইতে যে যে বংশের উদ্ভব হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। মহাত্মা কশ্যপের তাম্রা নামক স্ত্রীর গর্ভে শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা এই ছয় কন্যার উদ্ভব হয়। ঐ সমুদায় কন্যার মধ্যে শুকী হইতে শুক, পেচক ও কাক এই ত্রিবিধ বিহঙ্গজাতি, শ্যেনী হইতে শ্যেনগণ, ভাসী হইতে ভাসগণ, গৃধ্রিকা হইতে গৃধ্রগণ, শুচি হইতে জলচর পক্ষিগণ, এবং সুগ্রীবী হইতে অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভগণ সমুৎপন্ন হইয়াছে।

বৎস! কশ্যপভার্য্যা বিনতা গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। পন্নগাশন গরুড় সমুদায় বিহঙ্গমের শ্রেষ্ঠ। সুরসার গর্ব্ভে বহুমস্তকধারী সহস্র সর্প ও কদ্রুর গর্ব্ভে বহুমস্তকসম্পন্ন সহস্র নাগের উদ্ভব হয়। সেই নাগগণ গরুড়ের আয়ত্ত। উহাদি-গের মধ্যে শেষ, বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ, শ্বেত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, কর্কোটক, ধনঞ্জয় ও অন্য কতকগুলি বিষধর সর্পপ্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। উহাদিগের তুল্য ক্রুদ্ধ-স্বভাব প্রাণী প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। সুরভি, গাভি ও মহিষগণকে, ইরা বৃক্ষ লতা বল্লী ও তৃণ এই চতুর্ব্বিধ উদ্ভিদ্‌কে, খসা, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে, মুনি অপ্সরাদিগকে এবং অরিষ্টা গন্ধর্ব্বগণকে প্রসব করিয়াছেন। উহারা সক-লেই প্রজাপতি কশ্যপের দায়াদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। উহাদিগেরই অসংখ্য পুত্রপৌত্রাদি সমুৎপন্ন হইয়া পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। এই আমি তোমার নিকট চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রাচেতস দক্ষ হইতে যে রূপে সৃষ্টি হইয়াছিল, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। স্বারোচিষ প্রভৃতি প্রতি মন্বন্তরেই এই-রূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই প্রচলিত বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভে ভগবান্ ব্রহ্মা বারুণ যজ্ঞের অনু-ষ্ঠান করিয়া মরীচি প্রভৃতি সপ্ত মানস পুত্র উৎ-পাদন করিয়া ছিলেন, সেই মহাত্মাদিগের

দ্বারাই ক্রমে ক্রমে প্রজাসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে।

বৎস! যাহারা দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে দৈত্য, আর যাহারা অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় কিন্তু বায়ু দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও কিরূপে দেব-গণমধ্যে পরিগণিত হইলেন, তাহা তোমার অবিদিত রহিয়াছে। অতএব আমি উহা তোমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে কশ্যপভার্য্যা দিতি পুত্রবিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়া প্রজাপতি কশ্যপের বিস্তর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তৎপরে মহাত্মা কশ্যপ তাঁহার শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন ভদ্রে! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, অভি-লষিত বর প্রার্থনা কর। তিনি এইরূপ কহিলে দিতি তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন নাথ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর দিন্, যেন আমার গর্ভে ইন্দ্রহন্তা অতিতেজস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে মহর্ষি কশ্যপ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভদ্রে! যদি ইন্দ্র শরদ্বারা তোমার গর্ভ প্রতিহত্ত করিতে নাপারে, তাহা হইলে তোমার গর্ভজাতপুত্র ইন্দ্রের বিনাশ

কর্ত্তা হইবে। অতএব তুমি পবিত্রা ও শুদ্ধচারিণী হইয়া গর্ভ ধারণ কর। এই বলিয়া তিনি তথাহইতে প্রস্থান করিলেন। দিতিও গর্ভধারণাবধি অতিশয় শুদ্ধচারিণী হইয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবরাজ, দিতি তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত গর্ভধারণ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া, বিনীতভাবে তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক নিরন্তর তাঁহার রন্ধ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন রূপ ছিদ্র-দর্শনে সমর্থ হইলেন না। এই রূপে একোনবিংশতি বর্ষ অতীত হইলে একদা দিতি পাদ প্রক্ষালন না করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। দেবরাজ সেই অবসরে তাঁহার কুক্ষিতে প্রবেশ করিয়া বজ্র দ্বারা তাঁহার গর্ভ সপ্তধা বিদীর্ণ করিলেন। গর্ভস্থ বালক এই রূপে বজ্রভিন্ন হইয়া দারুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল। দেবরাজ বারংবার তাহারে রোদন করিতে নিষেধ করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার সেই সপ্ত খণ্ডকে সপ্তধা ছেদন করিলেন। এই রূপে দিতির গর্ভস্থ সন্তান একোনপঞ্চাশৎভাগে বিভক্ত হইলে ঐ অংশ-সমুদায় একোনপঞ্চাশৎ বায়ু নামে বিখ্যাত হইয়া দেবরাজের সহকারী হইয়াছে।

বিষ্ণু পুরাণ

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

বৎস ! যখন মহারাজ পৃথু মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তখন সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা চন্দ্রকে যজ্ঞ, তপস্যা, নক্ষত্র, গ্রহ, ব্রাহ্মণ, ও বীরুৎগণের, কুবেরকে রাজাদিগের, বরুণকে জলের, বিষ্ণুরে আদিত্যগণের, পাবককে বসুগণের, দক্ষকে প্রজাপতিদিগের, ইন্দ্রকে দেবতা ও মরুদ্গণের, প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানব-গণের, যমকে পিতৃগণের, ঐরাবতকে গজেন্দ্রদিগের, গরুড়কে পক্ষিগণের, উচ্চৈশ্রবারে অশ্বগণের, বৃষভকে গো-সমুদায়ের, অনন্তকে নাগগণের, সিংহকে পশুগণের এবং প্লক্ষকে বনস্পতিদিগের আধিপত্য প্রদান করিয়া বৈরাজ প্রজাপতির পুত্র সুধম্বারে পূর্ব্বদিকের, কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র শঙ্খপদকে দক্ষিণদিকের, রজসা প্রজাপতির পুত্র কেতুমান্‌কে পশ্চিমদিকের, এবং পর্য্যন্য প্রজাপতির পুত্র হিরণ্যরোমারে উত্তর

দিকের অধীশ্বর করেন। সেই অবধি ঐ মহাত্মারা ধর্ম্মানুসারে এই সসাগরা ধরিত্রী পালন করিয়া আসিতেছেন।

বৎস! আমি তোমার নিকট যাঁহাদিগের কথা কীর্ত্তন করিলাম, তাঁহারা এবং অন্যান্য সমুদায় লোকেই পালনকর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। যে সমুদায় ভূপতি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন এবং পরে যাঁহারা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবেন তাঁহারাও তাঁহার অংশস্বরূপ। দানব, দৈত্য, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মনুষ্য, গো, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও গ্রহগণের অধীশ্বরদিগের মধ্যে কেহই তাঁহা হইতে পৃথক্‌ভূত নহে। ফলত ভূপাল ও দিক্‌পালমাত্রেই তাঁহার বিভূতিভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণুর আবির্ভাব-ভিন্ন কাহারও পালন করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি একাকীই রজোগুণযুক্ত হইয়া সৃষ্টি, সত্ত্বগুণ-যুক্ত হইয়া পালন ও তমোগুণযুক্ত হইয়া সংহার করিয়া থাকেন। সৃষ্টি, পালন ও সংহার এই তিন কালেই তাঁহার চারি চারি রূপ প্রকাশিত হয়। সৃষ্টিকালে তিনি রজোগুণ সহকারে এক অংশে সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, এক অংশে মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, এক অংশে কাল ও অন্য এক অংশে সর্ব্বভূত-রূপে আবির্ভূত হন্। পালন-সময়ে তিনি সত্ত্বগুণ-সমন্বিত হইয়া

এক অংশে বিষ্ণু, এক অংশে মন্বাদিরূপী এক অংশে কাল ও এক অংশে সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ হইয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পালন করেন এবং প্রলয়কালে তিনি এক অংশে রুদ্র, এক অংশে অগ্নি ও অন্তকাদি, এক অংশে কাল ও এক অংশে সর্ব্বভূতস্বরূপ হইয়া সংহার করিয়া থাকেন। এই রূপে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার এই তিন কালেই তাঁহার অংশ চতুষ্টয়ের আবির্ভাব হয়। অতএব ভগবান্ ব্রহ্মা, দক্ষাদি প্রজাপতিগণ, কাল ও সমুদায়-প্রাণী তাঁহার বিভূতিস্বরূপ। তিনি জগতের আদি হইতে প্রলয়ের পূর্ব্বপর্য্যন্ত পর্য্যায়-ক্রমে সৃষ্টি কার্য্যে নিয়োজিত থাকেন। সৃষ্টির প্রথমে সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিলে মরীচিপ্রভৃতি মহর্ষিগণ সন্তান উৎপাদন করেন। তৎপরে তাঁহাদিগের দ্বারা প্রাণিগণ সমুৎ-পন্ন হইয়া প্রতিক্ষণেই প্রজাসংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। কাল সকলেরই মূলাধার। কাল ভিন্ন কি ব্রহ্মা, কি প্রজাপতিগণ, কি প্রাণিসমুদায় কাহারও কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার ক্ষমতা নাই। পালন ও সংহার কালেও এই রূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে। ফলত ইহলোকে সৃষ্টিকর্ত্তা সৃজ্যপদার্থ এবং বিনাশ-কর্ত্তা ও বিনাশ্যপদার্থ সকলই সনাতন বিষ্ণুর পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তিস্বরূপ। তিনি এই রূপে কালত্রয়ে বিষ্ণু ব্রহ্মা ও রুদ্ররূপী হইয়া ত্রিগুণাশক্তির সহকারে সমু-

দায় জগতের সৃষ্টি পালন ও সংহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ অখিল জ্ঞানময়, নিত্য ও নির্গুণ। ঐ স্বরূপ চতুর্ব্বিধ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! সনাতন বিষ্ণু একমাত্র হইলেও কি রূপে তাঁহার স্বরূপ চতুর্ব্বিধ হইল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি উহা সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস। অভিলষিত পদার্থ লাভের উপায় সাধন ও অভিলষিত পদার্থ সাধ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব মুমুক্ষু যোগিগণের প্রাণায়ামাদি যে সাধন এবং পরব্রহ্ম যে সাধ্য পদার্থ তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঐ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে আর সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। শাস্ত্রীয় জ্ঞান, প্রাণায়ামাদি সাধনের আলম্বন স্বরূপ। ঐ জ্ঞানকে জ্ঞানভূত বিষ্ণুর প্রথম স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যোগিগণ মোক্ষ লাভের বাসনায় প্রথমে ঐ জ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। অনুভবাত্মক জ্ঞান সেই সনাতন পরমাত্মার দ্বিতীয়স্বরূপ। যোগিগণ ক্লেশমুক্তির নিমিত্ত ঐ জ্ঞানকেই আশ্রয় করেন এবং উহাই পরব্রহ্মের আলম্বন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ অনুভবাত্মক জ্ঞানের পর যে অদ্বৈতময় বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাহাই তাঁহার তৃতীয় স্বরূপ এবং এইরূপ বিজ্ঞানের পর যদ্দারা হৃদয়-

মন্দিরে পরাৎপর পরব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি হয় তাহাই তাঁহার চতুর্থস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা সনাতন বিষ্ণুর ঐ স্বরূপকে বাক্য মনের অগোচর, অনির্দ্দেশ্য, সর্ব্বব্যাপী, অনুপম, জন্মমরণাদি-শূন্য অলক্ষণ, প্রশান্ত, অভয়, শুদ্ধ,দুর্ব্বিভাব্য ও অসংশ্রিত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ঐ স্বরূপকেই পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যোগিগণ স্থূলজ্ঞান রুদ্ধ করিতে পারিলেই সেই পরব্রহ্মে লীন হইতে পারেন। পরম জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে আর সংসারক্ষেত্রে উৎপন্ন হইতে হয় না। ফলত যে যোগশীল মহাত্মা নিত্য, নির্ম্মল, ক্ষয়-বিনাশ-বিহীন, ভেদ-শূন্য, বিষ্ণুর স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারেন,তিনি নিঃসন্দেহ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন্। ব্রহ্ম-স্বরূপ সনাতন বিষ্ণু পাপ-পুণ্যবিহীন, পরম, ক্লেশশূন্য ও অত্যন্ত নির্ম্মল। তাঁহার রূপ দুই প্রকার। মূর্ত্ত অর্থাৎ ক্ষর, অমূর্ত্ত অর্থাৎ অক্ষর। পণ্ডিতেরা পরব্রহ্মকে অক্ষর ও ব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন চন্দ্র একস্থানে অবস্থিত হইয়া জ্যোৎস্না দ্বারা সমুদায় স্থান আলোকময় করিতেছেন, তদ্রূপ পরব্রহ্ম একমাত্র হইলেও তাঁহার শক্তি সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। যেমন জ্যোৎস্নার কোন স্থানে আধিক্য ও কোথায় বা অল্পতা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ পরব্রহ্মের শক্তিরও স্থান বিশেষে হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও

মহেশ্বরে সেই ব্রহ্মের সম্পূর্ণশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। দেবগণ উহা অপেক্ষা কিঞ্চিদূন শক্তি ধারণ করিয়া-থাকেন। এইরূপ নিয়মানুসারে দেবগণ হইতে যক্ষাদি, যক্ষাদি হইতে মনুষ্যগণ, মনুষ্যগণ হইতে পশুপক্ষী ও সরীসৃপ প্রভৃতি তির্য্যগ্‌জাতি, ঐ তির্য্যগ্‌জাতি হইতে বৃক্ষগুল্মাদি উদ্ভিদ্ সমুদায় পর্য্যায়ক্রমে অপেক্ষাকৃত ন্যূনতর শক্তি ধারণ করিতেছে।

বৎস! এই চরাচর-সম্বলিত অখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রবাহকে নিত্য পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কেবল বারংবার উহার আবির্ভাব ও তিরোভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। সনাতন বিষ্ণুই পরব্রহ্মের দ্বিতীয়-স্বরূপ। যোগিগণ প্রথম যোগারম্ভকালে এই রূপেরই চিন্তা করিয়া থাকেন। এই যোগকে সালম্বন ও সবীজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সর্ব্বশক্তিময় সনাতন বিষ্ণু পরব্রহ্মের স্বরূপ-মাত্র। এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই গ্রথিত রহিয়াছে। এই ব্রহ্মা-ণ্ডকে তাঁহার মূর্ত্তিভেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এবং তিনি সুদর্শনাদি অস্ত্রধারণচ্ছলে সমুদায় জগৎধারণ করিয়া থাকেন।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! এই চরাচর-সম্বলিত সমুদায় জগৎ সনাতন বিষ্ণুর শরীরে অস্ত্র-স্বরূপ হইয়া কিরূপে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা বিশেষরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস। পূর্ব্বে মহর্ষি বশিষ্ঠ এই [illegible] আমি সেই [illegible] য়। তাহা তোমার নিকট সবিস্তরে কহিতেছি শ্রবণ কর। ভগবান্ হরি, কৌস্তুভমণি ধারণচ্ছলে নির্গুণ, নির্ম্মল ও নির্লিপ্ত আত্মারে ধারণ করিতেছেন, এবং প্রকৃতি শ্রীবৎস চিহ্নরূপে, বুদ্ধি গদা-রূপে, দ্বিবিধ অহঙ্কার শক্তিরূপে, মন চক্র-রূপে, পঞ্চভূত ও দশইন্দ্রিয় পঞ্চরূপা বৈজয়ন্তীমালা-রূপে, বিদ্যা অসি-রূপে ও অবিদ্যা চর্ম্ম-রূপে তাঁহার শরীরে অবস্থিত রহিয়াছে। এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণু সমুদায় প্রাণীর হিতসাধনার্থ অস্ত্রধারণচ্ছলে আত্মা, প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, সর্ব্বভূত, মন, ইন্দ্রিয়-সমুদায় জ্ঞান ও অজ্ঞানকে ধারণ করিয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পালন করিতেছেন। বিদ্যা, অবিদ্যা, সৎ, অসৎ, কলা, কাষ্ঠা, নিমেষাদি, মুহূর্ত্ত ও বৎসর কিছুই তাঁহা হইতে পৃথক্ভূত নহে। ভূর্লোক তপোলোক ও সত্য-লোক সকলই তাঁহার অন্তর্গত। তিনি সকলের আত্মা-স্বরূপ, পূর্ব্ব হইতে পূর্ব্বতর ও সর্ব্ববিদ্যার আধার। তিনি দেবতা, মনুষ্য ও পশু-পক্ষ্যাদি-রূপে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারে সর্ব্বেশ্বর, অনন্ত ও ভূতমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব এই চারি বেদ, ইতিহাস, বেদাঙ্গ, বিবিধশাস্ত্র, বাদ, কাব্যা-লাপ, সঙ্গীত-সমুদায় এবং মূর্ত্ত অমূর্ত্ত প্রভৃতি সমুদায়

পদার্থই তাঁহার শরীরের অংশস্বরূপ। যে ব্যক্তি, আমি সেই সনাতন বিষ্ণু, তাঁহা হইতে কোন পদার্থই পৃথক্ ভূত নহে এইরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাঁহারে আর সংসার রোগে আক্রান্ত হইতে হয় না।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশ সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করিলে সমুদায় পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হওয়া যায়। বিশেষত দ্বাদশ বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে পুষ্কর তীর্থে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, এই অংশ শ্রবণ করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা দেবতা, ঋষি, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব ও দক্ষাদি প্রজাপতিগণের উৎপত্তির বিষয় শ্রবণ করেন, তাঁহারা ঐ দেবাদির প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হন্ সন্দেহ নাই।

প্রথম অংশ সম্পূর্ণ

পুরাণ রত্নাকর

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত।

বিষ্ণু পুরাণ

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীরামসেবক বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

রাজপুর।

পুরাণ রত্নাকর কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৭৮৯।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।
নিমতলা ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন

বিষ্ণু পুরাণ

দ্বিতীয় অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! আমি আপনার নিকট জগতের সৃষ্টি-বিষয়ক যে যে কথা প্রশ্ন করিয়াছিলাম, আপনি তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে পুনর্ব্বার যে বিষয় শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইয়াছে, তাহা আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক যে দুই মহীপালের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র মহাত্মা ধ্রুবের চরিত আপনার প্রমুখাৎ আমার বিদিত হইয়াছে, কিন্তু আপনি প্রিয়ব্রতের পুত্রাদির বিবরণ কীর্ত্তন করেন নাই, এক্ষণে আমি সেই বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! মহারাজ প্রিয়ব্রত কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে সম্রাট্ ও কুক্ষী নামে দুই কন্যা, এবং অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান্, দ্যুতিমান, মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র ও জ্যোতিষ্মান্ নামে মহাবীর্য্য-সম্পন্ন অতি-বিনীত দশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। উহাদিগের মধ্যে মেধাগ্নি, অগ্নিবাহু ও পুত্র এই তিনজন যোগপরায়ণ, জাতিস্মর ও মহাভাগ ছিলেন বলিয়া রাজ্য গ্রহণ করিতে বাসনা করেন নাই। তাঁহারা স্বভাবতই নির্ম্মম ও নির্ম্মৎসর হইয়া ফল লাভের বাসনা পরিহারপূর্ব্বক নিরন্তর ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত ঐ তিন পুত্রকে রাজ্যলাভে পরাঙ্মুখ দেখিয়া অন্য সাত পুত্রকে এই সপ্তদ্বীপা সসাগরা পৃথিবী বিভাগ করিয়া দেন। সেই বিভাগানুসারে অগ্নীধ্র জম্বু-দ্বীপের, মেধাতিথি প্লক্ষদ্বীপের, বপুষ্মান্ শাল্মলদ্বীপের, জ্যোতিষ্মান্ কুশদ্বীপের, দ্যুতিমান্ ক্রৌঞ্চদ্বীপের, ভব্য শাকদ্বীপের ও সবন পুষ্করদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। জম্বুদ্বীপাধিপতি অগ্নীধ্রের নাভি, কিং-পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্যক, কুরু, ভদ্রাশ্ব, ও কেতুমাল এই নয়টি প্রজাপতি-তুল্য পুত্র সমুৎ-পন্ন হয়। অগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপ নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া ঐ নয় পুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বিভা-

গানুসারে নাভি হিমালয়ের দক্ষিণভাগ, কিংপুরুষ হেমকূট পর্ব্বতের দক্ষিণভাগ, হরিবর্ষ নিষধের দক্ষিণভাগ, ইলাবৃত সুমেরুর চতুঃপার্শ্ব, রম্যক নীলাচলের উত্তর, হিরণ্যক শ্বেত পর্ব্বতের উত্তর, কুরু শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উত্তর, ভদ্রাশ্ব সুমেরুর পূর্ব্বভাগ এবং কেতুমাল সুমেরুর পশ্চিমভাগের আধিপত্য প্রাপ্ত হন্। সেই অবধি ঐ সমুদায় স্থান তাঁহাদিগের নামানুসারে নাভিবর্ষ, কিংপুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত্তবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্যকবর্ষ, কুরুবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ ও কেতুমালবর্ষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। নাভি হিমালয়ের দক্ষিণভাগের অধীশ্বর হইলে ঐ ভাগ নাভিবর্ষ বলিয়া বিখ্যাত হয় বটে, কিন্তু তাঁহার পৌত্র ভরতের অধিকার অবধি ঐ স্থান ভারতবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বৎস! এইরূপে মহারাজ অগ্নীধ্র স্বীয় রাজ্যের এক এক অংশ পুত্রদিগকে প্রদান করিয়া স্বয়ং তপঃ সাধনার্থ অতি পবিত্র গণ্ডকী-তীরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার কিংপুরুষ প্রভৃতি আট্ পুত্র জম্বুদ্বীপের যে যে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সেই অংশে তাঁহাদিগের স্বাভাবিকী সিদ্ধি লাভ হয়। তঁহারা সেই সমুদায় স্থানে বুদ্ধি-বিপর্য্যয় জরা, মৃত্যু, ভয়, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, উত্তম মধ্যম ও অধমরূপে গণনা ও সত্য ত্রেতাদি যুগবিভাগের

অভাব-নিবন্ধন সুখে কালহরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ভ্রাতা নাভি হিমালয়ের দক্ষিণ-ভাগের অধীশ্বর হইয়া স্বীয় পত্নী মেরুদেবীর গর্ব্ভে ঋষভ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মহারাজ ঋষভের একশত পুত্র সমুৎপন্ন হয়। সেই পুত্রগণের মধ্যে মহাত্মা ভরত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন ও অসংখ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক মহাত্মা পুলস্ত্যের আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। তথায় বানপ্রস্থ-বিধানানুসারে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হওয়াতে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কৃশ ও শিরা-সমুদায় বিনির্গত হইয়াছিল। পাছে কাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে হয় এই ভয়ে তিনি মুখ-মধ্যে উপল খণ্ড প্রদান করিয়া এইরূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে করিতে পরম গতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পুত্র ভরতকে এই নাভিবর্ষ প্রদান করেন বলিয়া সেই অবধি ইহা ভারতবর্ষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। মহাত্মা ভরতের সুমতি নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল; তিনি ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে স্বীয় পুত্র সুমতির প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক যোগবলে গণ্ডকীতীরে প্রাণত্যাগ করেন। প্রাণত্যাগের পর এক যোগশীল ব্রাহ্মণের পবিত্র

কুলে তাঁহার জন্ম হয়। ঐ জন্মে তিনি যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, পরে তাহার বিশেষ বিবরণ কীর্ত্তন করা যাইবে।

বৎস! ভরতপুত্র মহারাজ সুমতি হইতে তেজস, তেজস হইতে ইন্দ্রদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে পরমেষ্ঠী, পরমেষ্ঠী হইতে প্রতীহার, প্রতীহার হইতে প্রতিহর্ত্তা, প্রতিহর্ত্তা হইতে ভুব, ভুব হইতে উদ্গীথ, উদ্গীথ হইতে প্রস্তাব, প্রস্তাব হইতে বিভু; বিভূ হইতে পৃথু; পৃথু হইতে নক্ত; নক্ত হইতে গয়; গয় হইতে নর; নর হইতে বিরাট্, বিরাট্ হইতে মহাবীর্য্য, মহাবীর্য্য হইতে ধীমান্, ধীমান্ হইতে মহান্ত, মহান্ত হইতে মনস্য, মনস্য হইতে ত্বষ্টা; ত্বষ্টা হইতে বিরজ, বিরজ হইতে রজ, রজ হইতে শতজিৎ ও শতজিৎ হইতে এক শত পুত্র সমুৎপন্ন হয়। তাহারাই এই ভারতবর্ষের প্রজা বর্দ্ধনের মূল কারণ। তাঁহাদিগের বংশসম্ভূত ব্যক্তিরাই এই ভারতীপুরী ভোগ করিয়া আসিতেছে। এই আমি তোমার নিকট স্বায়ম্ভুব মনুর সৃষ্টি-বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। তিনি বরাহকল্পের পূর্ব্বে সত্য-ত্রেতাদি-সংজ্ঞিত দেব-পরিমাণের একসপ্ততি যুগ পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন।

বিষ্ণু পুরাণ

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! আমি আপনার মুখে স্বায়ম্ভুব মনুর সৃষ্টি-বিবরণ শ্রবণ করিলাম; কিন্তু সাগর, দ্বীপ, বর্ষ, পর্ব্বত, বন ও নদী সমুদায় পৃথিবীর কোন্ কোন্ স্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছে? সূর্য্য ও দেবগণের নিরূপিত স্থানই বা কোথায়? এই জগতের পরিমাণ কত? ও কিরূপে উহা অবস্থিত রহিয়াছে এবং উহার আধারই বা কি? এই সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! তুমি আমার নিকট যে বিষয় প্রশ্ন করিলে, কোন ব্যক্তি শতবর্ষ কীর্ত্তন করিয়া ও উহার শেষ করিতে পারেনা। অতএব আমি সংক্ষেপে ঐ বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

এই পৃথিবী জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপে পরিপূর্ণ। লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্ত সমুদ্র ঐ সপ্তদ্বীপকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। জম্বুদ্বীপ সমুদায় দ্বীপের মধ্যগত। উহার মধ্যে কনকময় সুমেরু পর্ব্বত বিরাজিত আছে। ঐ পর্ব্বত চতুরশীতি-সহস্র যোজন উন্নত। উহার ষোড়শ সহস্র যোজন ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। উহার অধোভাগের বিস্তার ষোড়শ সহস্র যোজন ও ঊর্দ্ধ ভাগের বিস্তার দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন। ঐ পর্ব্বত পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকা-স্বরূপ। হিমালয়, হেমকূট ও নিষধ পর্ব্বত উহার দক্ষিণভাগে এবং নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত উহার উত্তরভাগে সংস্থাপিত আছে। ঐ ছুইটি পর্ব্বত জম্বুদ্বীপের বর্ষপর্ব্বত বলিয়া পরিগণিত হয়; সুমেরুর উভয় পার্শ্বস্থ নিষধ ও নীল পর্ব্বতের দৈর্ঘ্য লক্ষ যোজন। ঐ দুই পর্ব্বত ভিন্ন অবশিষ্ট কয়েকটি পর্ব্বতের দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত দশসহস্র-যোজন ন্যূন। ঐ প্রমাণানুসারে হেমকূট ও শ্বেত পর্ব্বতের দৈর্ঘ্য নবতি-সহস্র যোজন এবং হিমালয় ও শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের দৈর্ঘ্য অশীতি-সহস্র যোজন বলিয়া পরিগণিত হয়। ঐ দুই বর্ষপর্ব্বতের এইরূপ দৈর্ঘ্যের পরিমাণ বিভিন্ন বটে, কিন্তু বিস্তার ও উচ্চতার প্রভেদ নাই। উহা-

দিগের প্রত্যেকরই বিস্তার ও উচ্চতা দুই সহস্র যোজন বলিয়া নিরূপিত আছে।

বৎস! সুমেরুর দক্ষিণভাগের শেষ সীমা অবধি পর্য্যায়ক্রমে ভারতবর্ষ, কিংপুরুষবর্ষ ও হরিবর্ষ এবং উত্তরভাগের প্রথম সীমা অবধি পর্য্যায়ক্রমে রম্যক-বর্ষ, হিরণ্যকবর্ষ ও কুরুবর্ষ বিদ্যমান আছে। উহা-দিগের প্রত্যেকের পরিমাণ নবসহস্র যোজন। সুমেরু ইলাবৃতবর্ষের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছে। উহার চারিদিকেরই বিস্তার নবসহস্র যোজন। ঐ ইলাবৃত-বর্ষের পূর্ব্বদিকে মন্দরগিরি, দক্ষিণদিকে গন্ধমাদন, পশ্চিমদিকে বিপুল পর্ব্বত ও উত্তরদিকে সুপার্শ্ব-পর্ব্বত বিরাজিত আছে। উহাদিগকে ইলাবৃতবর্ষের সীমাপর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ চারি পর্ব্বতে, কদম্ব, জম্বু, পিপ্পল ও বট এই চারিটি একা-দশ শত-যোজন-সমুন্নত বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। উহারা এই পর্ব্বত-চতুষ্টয়ের কেতুস্বরূপ। এই দ্বীপে ঐ প্রকাণ্ড জম্বুবৃক্ষ অবস্থিত রহিয়াছে বলিয়া ইহা জম্বুদ্বীপ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ জম্বুবৃক্ষের এক একটি ফল এক এক প্রকাণ্ড গজের তুল্য। ঐ সমুদায় ফল নিরন্তর ভূধর-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া বিশীর্ণ হওয়াতে উহাদিগের রসে জম্বু-নদী সমু-পন্ন হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদীর সলিল অতি উৎকৃষ্ট। উহা দ্বারা ঐ নদীর তীরবর্ত্তী

লোক সমুদায়ের পরম প্রীতি লাভ হয়। এমন্ কি, উহা পান করাতে তাঁহারা সর্ব্বদা স্বেদ-বিহীন, সুগন্ধ-যুক্ত, জরাবিবর্জ্জিত ও সবলেন্দ্রিয় হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিয়া থাকেন। আর ঐ নদীর তীরস্থ মৃত্তিকা-সমুদায়ও বিশুদ্ধ বায়ু দ্বারা সংশোধিত হইয়া জাম্বূ-নদ নামক উৎকৃষ্ট সুবর্ণরূপে পরিণত হয়। দেবগণ সেই সুবর্ণ-নির্ম্মিত ভূষণ ধারণ করিয়া থাকেন।

বৎস! সুমেরুর পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ ও পশ্চিমদিকে কেতুমালবর্ষ বিদ্যমান আছে। ইলাবৃতবর্ষ ঐ দুই বর্ষের মধ্যভাগে অবস্থিত। সুমেরুর পূর্ব্বে চৈত্ররথ বন, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ ও উত্তরে নন্দনবন শোভা পাইতেছে। অরুণোদ, মহাভদ্র, অসিতোদ ও মানস এই চারিটি দেবভোগ্য সরোবর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। শীতান্ত, চক্রমুঞ্জ, কুরবী, মাল্যবান্ ও বৈকঙ্ক প্রভৃতি কয়েকটি পর্ব্বত সুমেরুর পূর্ব্বদিকের কেশরাচল, ত্রিকুট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক ও নিষধ প্রভৃতি কয়েকটি পর্ব্বত দক্ষিণদিকের, শিখিবাসা, বৈদূর্য্য, কপিল, গন্ধমাদন ও জারুধি প্রভৃতি কয়েকটি পর্ব্বত পশ্চিমদিকের এবং শঙ্খকূট, ঋষভ, হংস ও নাগ প্রভৃতি কয়েকটি পর্ব্বত উত্তরদিকের কেশরাচল বলিয়া বিখ্যাত আছে। এই সমুদায় ভিন্ন সুমেরুর জঠরদেশ ও অন্যান্য অঙ্গেও অনেক পর্ব্বত মিলিত হইয়া রহি-

য়াছে। সুমেরুর উপরিভাগে ব্রহ্মার চতুর্দ্দশ-সহস্র-যোজন-পরিমিত এক মহাপুরী বিদ্যমান আছে। ঐ পুরীর আট্ দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালদিগের পুর সংস্থাপিত। গঙ্গাদেবী সনাতন বিষ্ণুর পাদ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া চন্দ্রমণ্ডল প্লাবন করত ঐ ব্রহ্মার পুরীতে নিপতিত হন্। ঐ স্থানে পতিত হইবা-মাত্র সীতা, অলকনন্দা, বংক্ষু ও ভদ্রা এই চারি অংশে তাঁহার বিভাগ হয়। তন্মধ্যে সীতা সুমে-রুর পূর্ব্বভাগস্থ পর্ব্বত-সমুদায় অতিক্রমপূর্ব্বক ভদ্রা-শ্বর্ষ প্লাবিত করিয়া পূর্ব্ব লবণ-সমুদ্রে, অলকনন্দা দক্ষিণভাগস্থ পর্ব্বত সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক ভারত-বর্ষ প্লাবিত করিয়া দক্ষিণ লবণ সমুদ্রে, বংক্ষু পশ্চি-মভাগস্থ পর্ব্বত সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক কেতুমালবর্ষ প্লাবিত করিয়া পশ্চিম লবণ-সমুদ্রে এবং ভদ্রা উত্তর-ভাগস্থ পর্ব্বত সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক উত্তর কুরুবর্ষ প্লাবিত করিয়া উত্তর লবণ সমুদ্রে মিলিত হইয়া-ছেন। মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন পর্ব্বতের আয়াম নীল ও নিষধ পর্ব্বতের তুল্য। সুমেরু ঐ পর্ব্বত-দ্বয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া পৃথিবীর কর্ণিকারূপে শোভা পাইতেছে। উহার মর্য্যাদা-পর্ব্বতের বহির্ভাগে যে ভারত, কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ব বর্ষ বিদ্যমান আছে, তৎ-সমুদায় ভূপদ্মের পত্রস্বরূপ। জঠর ও দেবকূট সুমেরুর দক্ষিণ ও উত্তর সীমা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। উহা-

দিগেরও আয়াম নীল ও নিষধ পর্ব্বত অপেক্ষা ন্যূন নহে। অশীতি-যোজন সমুন্নত গন্ধমাদন এবং কৈলাস পর্ব্বত সমুদ্রের পূর্ব্ব-পশ্চিম সীমা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। এইরূপে সুমেরুর পশ্চিমভাগেও নিষধ ও পারিপাত্র পর্ব্বত অবস্থিত আছে। ত্রিশৃঙ্গ ও জারুধি এই দুই বর্ষ-পর্ব্বত সমুদ্রের পূর্ব্ব-পশ্চিম সীমায় সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট সুমেরুর কেশর ও সীমা পর্ব্বত-সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। যে সমুদায় কেশর পর্ব্বত সুমেরুর চারিদিকে অবস্থিত। তাহারা উহার দুই দুই দিক্ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। সেই শীতান্ত প্রভৃতি পর্ব্বতের প্রদেশ-সমুদায় অতি রমণীয়। সেই সমুদায় প্রদেশে সিদ্ধ-চারণ-সেবিত বিবিধ দ্রোণী অসংখ্য রমণীয় কানন ও পুর বিদ্যমান আছে। লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতা এবং কিন্নর গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও দানবগণ সর্ব্বদা ঐ সমুদায় মনোহর স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ঐ সমুদায় প্রদেশকে ধর্ম্ম-পরায়ণ পুণ্যবান্‌দিগের স্বর্গভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পাপপরায়ণ ব্যক্তিরা শত জন্মেও ঐ স্থানে গমন করিতে সমর্থ হয় না।

বৎস! সর্ব্বভূতের-আধার-স্বরূপ সনাতন বিষ্ণু ভদ্রাশ্ববর্ষে হয়শিরা, কেতুমালবর্ষে বরাহ, ভারত-

বর্ষে কূর্ম্ম ও কুরুবর্ষে মৎস্যরূপে আবির্ভূত হইয়া অদ্যাপি অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বরূপ সর্ব্বত্রই প্রকাশিত আছে। কিংপুরুষ প্রভৃতি আট্ বর্ষে শোক, আয়াস, উদ্বেগ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ভয়াদির লেশমাত্রও নাই। তত্রত্য লোক সমুদায়ের আয়ুর পরিমাণ দ্বাদশ-সহস্র-বৎসর। তাঁহারা নিরন্তর নিরাতঙ্ক সুস্থ ও সর্ব্ব-দুঃখ-বিবর্জ্জিত হইয়া পরমসুখে কালহরণ করেন। সেই সমুদায় প্রদেশে দৈবজলের অপেক্ষা নাই। ভূমিগত জল দ্বারাই তথাকার সমুদায় কৃষ্যাদি কার্য্য সম্পাদিত হয়। সেই সমুদায় বর্ষে সাত সাত কুলপর্ব্বত বিদ্যমান আছে; সেই পর্ব্বত সমুদায় হইতে শত শত নদী বিনির্গত হইয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া থাকে।

বিষ্ণু পুরাণ

তৃতীয় অধ্যায়।

বৎস! সাগরের উত্তরভাগে ও হিমালয়ের দক্ষিণ-ভাগে ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষের বিস্তার নব সহস্র যোজন। ইহাই কর্ম্মভূমি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মানবগণ এই বর্ষেই স্বর্গ ও মোক্ষ লাভে সমর্থ হন্। এই বর্ষে মহেন্দ্র, মলয় সজ্য, শক্তি-মান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সপ্ত কুল-পর্ব্বত বিদ্যমান আছে। কি স্বর্গ কি মোক্ষ কি তির্য্যগ্-ভাব আশ্রয়, কি নরক, কি মধ্য কি অন্ত সকলই এই কর্ম্মভূমির আয়ত্ত। মানবগণ কেবল এই স্থানেই স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিয়া থাকে। এই ভারতবর্ষে ইন্দ্র, কশেরুমান্, তাম্রবর্ণ, গভস্তি-মান্, নাগ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব ও বারুণ এই আট্টি দ্বীপ বিদ্যমান আছে; সাগরসংযুক্ত এই ভারতবর্ষকে নবমদ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই দ্বীপ উত্তর দক্ষিণে সহস্র যোজন। ইহার পূর্ব্বদিকে কিরাত,

পশ্চিমদিকে যবন এবং মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের বাসস্থান। ঐ বর্ণ চতুষ্ট-য়ের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞানুষ্ঠান, ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ, বৈশ্যগণ কৃষিবাণিজ্যাদি ও শূদ্রগণ দ্বিজসেবায় আসক্ত হইয়া থাকেন। এই দ্বীপের পারিপাত্র পর্ব্বত হইতে বেদ-স্মৃতি প্রভৃতি, বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে নর্ম্মদা ও সুরসা প্রভৃতি, ঋক্ষপর্ব্বত হইতে তাপী, পয়োষ্ণী ও নির্ব্বিন্ধ্যা প্রভৃতি, সহ্যপর্ব্বত হইতে গোদাবরী, ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণ্বা প্রভৃতি, মলয়পর্ব্বত হইতে কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী প্রভৃতি, মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে ত্রিসামা ও ঋষিকুল্যা প্রভৃতি, শক্তিমান্ পর্ব্বত হইতে কুমারিকা প্রভৃতি ও হিমাচল হইতে শতদ্রু ও চন্দ্র-ভাগা প্রভৃতি নদী সমুদায় বিনির্গত হইয়া প্রবা-হিত হইতেছে। এই সমুদায় নদীর শাখানদী ও উপ-নদীও অসংখ্য। কুরু, পাঞ্চাল, মধ্যদেশ, কামরূপ, ওড্র, কালিঙ্গ, মাগধ, দাক্ষিণাত্য, সৌরাষ্ট্র, সুর, আভীর, অর্ব্বুদ, শাল্বক, সৌবীর, সৈন্ধব, হূল, শাল্ব, মদ্র ও পারসীক প্রভৃতি বিবিধ দেশীয় লোক এবং পারি-পাত্র-নিবাসী লোক সমুদায় ঐ সমস্ত। নদীর তীরে বাস করিয়া উহাদিগের নির্ম্মল জল পান করত পরম সুখে কালহরণ করিয়া থাকে।

বৎস! এই ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ বিদ্যমান আছে। এই বর্ষে যোগি-

গণ তপস্যা, যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধার্ম্মিকগণ পরলোকের মঙ্গল বিধানার্থ বিবিধ বস্তু দান করিয়া থাকেন। জম্ব দ্বীপের লোক সমুদায় বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে রূপে যজ্ঞময় সনাতন বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, অন্যান্য দ্বীপে সেরূপ লক্ষিত হয় না। ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি ও ভোগভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, এই নিমিত্ত উহারে জম্বুদ্বীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রাণিগণ অসংখ্য জন্মের পর অতি কষ্টে বহু পুণ্যে এই স্থানে মানুষদেহ প্রাপ্ত হন্। দেবগণ কহিয়া থাকেন যে সমুদায় মনুষ্য স্বর্গ ও মোক্ষের কারণ-স্বরূপ এই ভারত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ধন্য। যাঁহারা এই ভারত ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কার্য্য সনাতন বিষ্ণুতে সমর্পণ করেন, তাহারা নির্ম্মলা-ন্তঃকরণে সেই বিষ্ণুতে লীন হইতে সমর্থ হন্ সন্দেহ নাই। স্বর্গভোগাবসানে আমাদিগকে যে কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে তাহা বলিতে পারিনা। ইন্দ্রি-য়বিহীন হইয়াও ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করা সার্থক। অতএব প্রার্থনা করি যেন স্বর্গভোগাবসানে ভারত বর্ষে আমাদিগের জন্ম হয়। এই আমি তোমার নিকট লক্ষ-যোজন বিস্তৃত নববর্ষ-সমন্বিত জম্বুদ্বীপের বিবরণ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। লবণ সমুদ্র বলয়াকার হইয়া এই দ্বীপের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

বিষ্ণু পুরাণ

চতুর্থ অধ্যায়।

বৎস! জম্বুদ্বীপ যেমন লবণসমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত আছে, তদ্রূপ প্লক্ষদ্বীপও ঐ লবণ সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই দ্বীপের বিস্তার দুই লক্ষ যোজন। প্রিয়ব্রত-পুত্র মহাত্মা মেধাতিথি এই দ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার শান্তভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ধ্রুব এই সাত পুত্র সমুৎ-পন্ন হয়। তিনি এই প্লক্ষ দ্বীপকে সাতভাগে বিভক্ত করিয়া ঐ সাত পুত্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ সপ্ত অংশ তাঁহাদিগের নামানুসারে, শান্ত ভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ধ্রুব এই সপ্ত বর্ষ বলিয়া বিখ্যাত হয়। এই সপ্ত-বর্ষে গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোমক, সুমনা, ও বৈভ্রাজ এই সপ্ত পর্ব্বত বিদ্যমান আছে। উহাদিগকে এই দ্বীপের বর্ষ-পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ সমুদায় পর্ব্বতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও অন্যান্য প্রাণিগণ

পরম সুখে বাস করিয়া থাকেন। সেই সমুদায় পবিত্র স্থানে আধি ও ব্যাধির লেশমাত্রও নাই। তত্রত্য সকল লোকেই সকল অবস্থায় সুখে কাল হরণ করে। ঐ সপ্ত পর্ব্বত হইতে অনুতপ্তা, শিখী, বিপাশা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃতা ও সুকৃতা এই সপ্ত নদী সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সমুদায় পর্ব্বত ও নদীর নাম শ্রবণ করিলে সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সপ্ত পর্ব্বত ও সপ্ত নদী ভিন্ন এই দ্বীপে আরও অসংখ্য ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও ক্ষুদ্র নদী বিদ্যমান আছে। এই দ্বীপের লোকসমুদায় ঐ সমস্ত নদীর জল পান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়া থাকে। ঐ সমুদায় নদী সর্ব্বদাই অনুকূলরূপে প্রবাহিত হয়। ঐ সপ্ত স্থানে সত্য-ত্রেতাদি যুগবিভাগ বিদ্যমান নাই। সেই সমুদায় প্রদেশে সর্ব্বদাই ত্রেতাযুগের তুল্য কাল দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্লক্ষ হইতে শাক পর্য্যন্ত সমুদায় দ্বীপের প্রজাগণ নিরাময় হইয়া পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। এই সমুদায় দ্বীপে আর্য্যক, কুরব, বিরশ ও ভাবী নামে যে চতুর্ব্বিধ প্রাণী অবস্থান করেন, তাঁহাদিকেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ দ্বীপে জম্বুবৃক্ষের ন্যায় এক প্রকাণ্ড প্লক্ষ-পাদপ বিদ্যমান আছে। এই নিমিত্ত ইহা প্লক্ষ-দ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর্য্যক প্রভৃতি চারি বর্ণেই এই দ্বীপে

যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক সোমরূপী জগৎ-স্রষ্টা ভগবান্ নারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এইদ্বীপের যেরূপ পরিমাণ, ইক্ষুসমুদ্র সেই পরিমাণে ইহারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

বৎস। এই আমি তোমার নিকট প্লক্ষ দ্বীপের বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে শাল্মল দ্বীপের বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে প্রিয়ব্রতপুত্র মহাত্মা বপুষ্মান্ এই দ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস, ও সুপ্রভ এই সাতপুত্র সমুৎপন্ন হয়। তিনি ঐ দ্বীপকে সাত অংশ পরিয়া ঐ সাতপুত্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ সপ্ত অংশ তাঁহদিগের নামানুসারে শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ এই সপ্ত বর্ষ বলিয়া বিখ্যাত হয়। এই দ্বীপ ইক্ষু-সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কুমুদ, উন্নত, বলাহক, মহৌষধিসম্পন্ন দ্রোণ, কঙ্ক, মহিষ ও ককুদ্মান্ এই সপ্ত পর্ব্বতকে এই দ্বীপের বর্ষপর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায়। ঐ সপ্ত পর্ব্বত হইতে যোনী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিমোচিনী, ও নিবৃত্তি এই সপ্ত নদী বিনির্গত হইয়াছে। ঐ সমুদায় নদীর জল পরম পবিত্র। উহা পান করিলে সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্বেত, লোহিত, জীমূত,

হরিত, বৈদ্যুত, মানস, ও সুপ্রভ এই সপ্ত বর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে কপিল, অরুণ, পীত ওকৃষ্ণ এই চতুর্ব্বিধ নামে নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ সমুদায় বর্ষে যাজ্ঞিকগণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বায়ু-স্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ঐ দ্বীপ অতিরমণীয়। প্রায় সর্ব্বদাই ঐ সমুদায় স্থানে দেবগণের আবির্ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে এই দ্বীপে সর্ব্বজন-সুখকারক এক প্রকাণ্ড শাল্মলি বৃক্ষ বিদ্যমান আছে এইনিমিত্ত ইহারে শাল্মলদ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই দ্বীপের পরিমাণ প্লক্ষ দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ। ঐ পরিমাণে ইহার চতুর্দ্দিক সুরাসমুদ্রে পরিবেষ্টিত আছে।

বৎস! কুশ দ্বীপ ঐ সুরাসমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উহার বিস্তার শাল্মল দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ। প্রিয়ব্রত-পুত্র মহাত্মা জ্যোতিষ্মান্ এই দ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার উদ্ভিদ, রেণুমান্, শ্বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল এই সাত পুত্র সমুৎপন্ন হয়। নরপতি জ্যোতিষ্মান্ কালক্রমে এই দ্বীপকে সাত অংশ করিয়া ঐ সাত পুত্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ সপ্ত অংশ তাঁহাদিগের নামানুসারে উদ্ভিদ, রেণুমান্, শ্বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল এই সপ্তবর্ষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। এই সমু-

দায় বর্ষে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, যক্ষ, কিং-পুরুষ ও মনুষ্য প্রভৃতি অসংখ্য প্রাণী বাস করিয়া থাকে। তত্রত্য লোক-সমুদায় সমী, শুষ্মী, স্নেহ ও মন্দেহ এই চারি বর্ণে বিভক্ত আছে। ঐ চারিবর্ণ পর্য্যায়ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপে পরি-গণিত হয়। যাজ্ঞিকগণ ঐ স্থানে ব্রহ্মরূপ জনার্দ্দনকে ধ্যান করিয়া প্রারব্ধ-কর্ম্মভোগের অবসানে পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। এই কুশদ্বীপে বিদ্রুম, হেম-শৈল, দ্যুতিমান্, পুষ্কর, কুশেশয়, হরি ও মন্দর এই সপ্ত বর্ষপর্ব্বত বিদ্যমান আছে। ঐ সপ্তপর্ব্বত হইতে ধূত-পাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি বিদ্যুদম্ভা ও মহী এই সপ্ত পাপ-হারিণী নদী সমুৎপন্ন হয়। এই সাত পর্ব্বত ও সাত নদী ভিন্ন আরও অসংখ্য ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও ক্ষুদ্র নদী ঐ দ্বীপের অন্তর্গত। উহার মধ্যে কুশস্তম্ব বিদ্যমান আছে এই নিমিত্ত উহা কুশ দ্বীপ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। এই কুশদ্বীপের পরি-মাণ শাল্মল দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ। ঐ পরি-মাণে এই দ্বীপ ঘৃতসমুদ্রে পরিবেষ্টিত আছে।

রৎস। ক্রৌঞ্চদ্বীপ এই ঘৃত-সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই দ্বীপের বিস্তার কুশ দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ। প্রিয়ব্রতপুত্র দ্যুতিমান্ এই ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পিবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি এই সপ্ত পুত্র সমুৎপন্ন

হয়। তৎপরে তিনি এই দ্বীপকে সাত ভাগ করিয়া ঐ সাত পুত্রকে প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নামানুসারে কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পিবব, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি এই সপ্তবর্ষ সংস্থাপন করেন। ঐ সমুদায় বর্ষ অতি মনোহর। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ নিরন্তর ঐ সমুদায় প্রদেশে অবস্থান করিয়া থাকেন। ঐ সাত প্রদেশে ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকারক, দেবাবৃৎ, চৈত্র, পুণ্ডরীকবান্ ও দুন্দুভি এই সাত বর্ষপর্ব্বত বিদ্যমান আছে। উহাদিগের দ্বারাই দ্বীপসমুদায়ের বিভাগ লক্ষিত হয়। ঐ বর্ষ, বর্ষপর্ব্বত, ও কানন সমুদায়ে দেবতা ও অন্যান্য প্রজাগণ নির্ভয়ে পরম সুখে বাস করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত প্রদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই যে চারি বর্ণ বাস করেন। তাঁহাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে পুষ্কর, পুষ্কল, ধন্য ও তিষ্যনামে নির্দ্দেশ করা যায়। এই ক্রৌঞ্চদ্বীপের সপ্ত বর্ষপর্ব্বত হইতে গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীকা, এই সপ্ত নদী বিনির্গত হইয়াছে; উহাদিগের জল অতি পবিত্র। ঐ সমুদায় নদীর তীরবাসী প্রজাগণ সেই জল পান করিয়া পরমসুখে কালহরণ করিয়া থাকেন। এই দ্বীপের পুষ্করাদি চারি বর্ণেই বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন। এই দ্বীপের পরিমাণানুসারে এই দ্বীপ দধিসমুদ্রে পরি-

বেষ্টিত রহিয়াছে। এই দ্বীপের মধ্যে ক্রৌঞ্চ নামে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত বিরাজিত আছে, এই নিমিত্ত ইহারে ক্রৌঞ্চ দ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

বৎস! শাক দ্বীপ ঐ দধি সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; উহার বিস্তার ক্রৌঞ্চ দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ। প্রিয়ব্রতপুত্র মহাত্মা ভব্য ঐ দ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার জলদ' কুমার, সুকুমার, মনীরক, কুসুমোদ, সমৌদাকি ও মহাদ্রুম নামে সাত পুত্র সমুৎপন্ন হয়। কালক্রমে তিনি শাক দ্বীপ সাত ভাগ করিয়া ঐ সাত পুত্রকে প্রদান করেন। তৎ-পরে ঐ সাত অংশ তাঁহাদিগের নামানুসারে জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীরক, কুসুমোদ, সমৌদাকি ও মহাদ্রুম এই সপ্ত বর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। উদয়, জলাধার, রৈবতক, শ্যাম, অস্ত, অম্বিকেয় ও কেশরী এই সপ্ত পর্ব্বতকে শাক দ্বীপের সপ্ত বর্ষপর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই দ্বীপে শাক নামক এক সিদ্ধ-গন্ধর্ব-সেবিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ বিদ্যমান আছে, এই নিমিত্ত ইহা শাক দ্বীপ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। এই শাক বৃক্ষের পত্র-সংস্পৃষ্ট বায়ু অতিশয় প্রীতিকর। এই দ্বীপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ-চতুষ্টয়-পরিপূর্ণ পবিত্র জনপদ-সমূহ বিদ্যমান আছে। সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, রেণুকা, ইক্ষু, ধেনুকা ও

গভস্তী এই সপ্ত নদী এই দ্বীপের সপ্ত পর্ব্বত হইতে বিনির্গত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই দ্বীপে যে কত ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও ক্ষুদ্র নদী বিদ্যমান আছে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। স্বর্গবাসী প্রাণিগণ এই দ্বীপের জনপদে সমাগত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নদী-সমুদায়ের জল পান করত পরম সুখে কাল হরণ করিয়া থাকেন। এই দ্বীপের সপ্তবর্ষে অধর্ম্ম বিষাদ ওঅমর্য্যাদার লেশমাত্রও নাই। ঐ সমুদায় স্থানে মগ, মগধ, মানস ও মন্দগ এই চারিবর্ণ বিদ্যমান আছে; তাহাদিগের মধ্যে মগ ব্রাহ্মণ, মগধ ক্ষত্রিয়, মানস বৈশ্য ও মন্দগ শূদ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই শাক দ্বীপে ভগবান্ বিষ্ণু সূর্য্যরূপে প্রকাশিত আছেন। এই দ্বীপের লোকসমুদায় সংযতাত্মা হইয়া বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সেই সূর্য্যরূপী সনাতন বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই শাকদ্বীপের চতুর্দ্দিক ইহার পরিমাণানুসারে ক্ষীর সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে।

বৎস! পুষ্কর দ্বীপ ঐ ক্ষীর-সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে। উহার বিস্তার শাক-দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ। প্রিয়ব্রত-পুত্র মহাত্মা সবন পুষ্কর দ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার মহাবীত ও ধাতকি নামে দুই পুত্র সমুৎপন্ন হয়। তৎপরে তিনি পুষ্কর দ্বীপ বিভাগ করিয়া ঐ পুত্রদ্বয়কে প্রদান

পূর্ব্বক উহাদিগের নামানুসারে মহাবীত ও ধাতকি এই দুই বর্ষ সংস্থাপন করেন। ঐ দুই বর্ষের মধ্য-ভাগে মানসোত্তর নামে এক বলয়াকার পর্ব্বত বিদ্য-মান আছে। উহার বিস্তার ও ঊর্দ্ধদিকের পরিমাণ পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন। ঐ পর্ব্বত পুষ্কর দ্বীপের মধ্য ভাগে বলয়াকারে অবস্থান পূর্ব্বক ঐ দ্বীপকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ঐ দ্বীপের লোক সমুদায় রোগ-বিহীন ও রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া পরমসুখে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের আয়ুর পরিমাণ দশসহস্র বৎসর। ঐ দ্বীপে কেহ প্রধান কেহ অপ্রধান কেহ বিনাশ্য ও কেহ বিনাশক বলিয়া পরিগণিত হয় না। তথায় ঈর্য্যা, অসূয়া, ভয়, রোষ, ও লোভাদির লেশমাত্রও নাই। মানসোত্তর পর্ব্ব-তের বহির্ভাগে দেব-দৈত্যাদি-সেবিত মহাবীত বর্ষ ও অন্তর্ভাগে ধাতকি বর্ষ বিদ্যমান আছে। ঐ বর্ষ-দ্বয়ের লোকদিগকে সত্য ধর্ম্মেই আক্রান্ত দেখিতে পাওয়াযায়। তথায় কোন নদী ও অন্য কোন পর্ব্বত বিদ্যমান নাই। অত্রত্য সকল লোকেই একধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াথাকে। তথায় বর্ণাশ্রম বিভাগ, ধর্ম্মো-পার্জ্জন, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই ত্রিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা ও গুরুশুশ্রূষা এই সমুদায় নিয়ম প্রচলিত নাই। ঐ বর্ষদ্বয়কে ভৌমস্বর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায়। ঐ স্থানে এক কালে সকল ঋতুর আবির্ভাব লক্ষিত

হইয়াথাকে। ঐ বর্ষ দ্বয়ে কাহারেও জরারোগাদি দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয় না। ঐ বর্ষ-দ্বয়-সমন্বিত পুষ্কর-দ্বীপে এক ন্যগ্রোধ বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। ন্যগ্রোধকে পুষ্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই নিমিত্ত উহা পুষ্কর-দ্বীপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই দ্বীপে সুরাসুর-পূজিত ভগবান্ ব্রহ্মা বাস করিয়া থাকেন। জলসমুদ্র এই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উহার পরিমাণ পুষ্করদ্বী-পের তুল্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

বৎস! এইরূপে জম্বু প্রভৃতি সপ্তদ্বীপ লবণাদি সপ্ত সমুদ্রে পরিবেষ্টিত আছে। ঐ সমস্ত দ্বীপ ও সমুদ্রের পরিমাণ উত্তরোত্তর দুই গুণ অধিক। সমুদায় সমুদ্রেরই জল সর্ব্বদা সমভাবে অবস্থিত থাকে। কখন স্বীয় স্বীয় সীমা অতিক্রম করে না। যেমন অগ্নি-সংযোগে স্থালীগত সলিল স্ফীত হইয়া উঠে, তদ্রূপ চন্দ্রকিরণ সংযোগেই সাগরজল উচ্ছ্বলিত হইয়া থাকে। চন্দ্রের উদয় ও অস্ত-গমন এবং শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের আবির্ভাব-নিবন্ধন সাগরজলের পঞ্চদশ-শত-অঙ্গুল-পরিমিত বৃদ্ধি ও ক্ষয় লক্ষিত হয়। ইহা ভিন্ন সমুদ্র-সলিলের হ্রাস-বৃদ্ধির আর কোন কারণ বিদ্যমান নাই। ঐ পুষ্কর দ্বীপে ভোক্ষ্য বস্তুর আহ-রণার্থ বিশেষ যত্ন করিতে হয় না। তত্রত্য প্রজা-গণ বিনা যত্নে বিবিধ বস্তু ভোজন ও ষড়্‌বিধ রসের

স্বাদগ্রহ করিয়া থাকে। জল-সমুদ্রের অদূরবর্ত্তী প্রদেশে লোক-সমুদায়ের বাসস্থান দৃষ্টি-গোচর হয়। ঐ লোকালয়ের পর পুষ্কর-দ্বীপ হইতে দ্বিগুণ পরিমাণে সর্ব্ব-জন্তুবিবর্জ্জিত কাঞ্চনময়ী ভূমি বিদ্যমান আছে। ঐ কাঞ্চনময়ী ভূমির শেষসীমায় অযুত-যোজন-বিস্তৃত লোকালোক পর্ব্বত। উহার ঊর্দ্ধদিকের পরিমাণও ঐ অযুত যোজন। ঐ পর্ব্বতের বহির্ভাগ অণ্ডকটাহ-পর্য্যন্ত তিমির-জালে সমাচ্ছন্ন আছে। এইরূপে সর্ব্ব-জগতের আধার-রূপা সসাগরা সপ্তদ্বীপা ধরিত্রী অণ্ড-কটাহের সহিত সমবেত হইয়া পঞ্চাশৎ-কোটিযোজন পরিমাণে একভাবে অবস্থান করিতেছে।

বিষ্ণু পুরাণ

পঞ্চম অধ্যায়।

বৎস ! এই আমি তোমার নিকট পৃথিবীর বিবরণ সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পাতালের বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর। অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, সুতল ও পাতাল এই সপ্তবিধ ভূবিবর বিদ্যমান আছে। উহাদিগের প্রত্যেকেরই পরিমাণ দশসহস্রযোজন। ঐ পরিমাণানুসারে সপ্তপাতালের পরিমাণ সপ্ততি-যোজন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সমুদায় পাতালে শুক্ল, কৃষ্ণ, অরুণ, পীত, শর্করা, শৈল ও কাঞ্চনময় ভূমি বিরাজিত আছে। ঐ সমুদায় প্রদেশ অসংখ্য অট্টালিকায় পরিপূর্ণ। অসংখ্য দৈত্য দানব ও নাগগণ ঐ সমুদায় স্থানে বাস করিয়া থাকে। তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ সমস্ত পাতাল হইতে স্বর্গারোহণ করিয়া স্বর্গবাসীদিগের নিকট স্বর্গ হইতেও

ঐ সমস্ত পাতালকে সমধিক রমণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ঐ সমুদায় পাতালমধ্যে মনের প্রীতি-কর উজ্জ্বল-প্রভাসম্পন্ন অসংখ্য নাগভূষণ মণি বিরা-জিত আছে। অতএব রমণীয়তায় উহার তুল্য স্থান আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐ সমুদায় প্রদেশে দৈত্য দানবদিগের কন্যাগণ মনোহর বেশে নিরন্তর ইতস্তত বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ স্থানে কাহারও অপ্রীতির লেশমাত্রও নাই। এমন্ কি, ঐ স্থানে বাস করিলে মুক্ত মহাত্মাদিগকেও বিষয়-সুখে বিমোহিত হইতে হয়। ঐ পাতাল মধ্যে সূর্য্যের কিরণ-জাল প্রবেশ করিয়া প্রভামাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে। তথায় চন্দ্র-কিরণের শৈত্যগুণ বিদ্যমান নাই। কেবল সুধাকর শোভা-সম্পাদনের নিমিত্ত দিক্ সমুদায় আলোকময় করেন। অতি-ভোগশীল দানবগণ ঐ স্থানে বিবিধ ভোজ্য ভোজন ও পানীয় পান করিয়া এরূপ প্রীতি-মনে অবস্থান করেন, যে অতিক্রান্ত কাল সমুদায় ও তাঁহাদিগের বোধগম্য হয় না। ঐ সমদায় পাতাল মধ্যে অসংখ্য কানন, নদী ও কমলদল-সমন্বিত সরোবর সুশোভিত আছে। ঐ সমদায় প্রদেশ কোকিলগণের মধুরালাপ, মনোহর বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ-দ্রব্য এবং বীণা বেণু মৃদঙ্গাদির নিনাদে পরিপূর্ণ। দৈত্য, দানব ও নাগগণ সর্ব্বদা ঐ সমুদায় বিষয় ভোগ করিয়া থাকে।

বৎস! সমুদায় পাতালের অধোভাগে ভগবান্ বিষ্ণুর শেষ নামে বিখ্যাত তামসীমূর্ত্তি বিরাজিত আছে। সিদ্ধগণ ঐ শেষকে অনন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। দেবতা ও দেবর্ষিগণ নিরন্তর তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহারে সহস্র-শিরা ও স্বস্তি নামক নির্ম্মল ভূষণে বিভূষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায়। তিনি সহস্র ফণামণি দ্বারা দিক্ সমুদায় আলোকময় করিয়া জগতের হিতসাধনার্থ অসুরগণকে বলবীর্য্য-বিহীন করিতেছেন। তাঁহার নয়ন-দ্বয়কে নিয়ত মদঘূর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এক কর্ণে কুণ্ডল ও মস্তকে কিরীট ধারণ করিয়া অনল-সমন্বিত শ্বেতাচলের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। নীলবস্ত্র ও শ্বেতহার তাঁহার অঙ্গে সুশোভিত আছে। তিনি মেঘজাল ও গঙ্গাপ্রপাত-যুক্ত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় সমুন্নত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বাম হস্তে লাঙ্গল ও দক্ষিণ হস্তে মুষল বিরাজিত আছে। শ্রী ও বারুণী দেবী স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। প্রলয়-কালে তাঁহার মুখ-সমুদায় হইতে বিষানল-দীপ্ত সঙ্কর্ষণ নামক একাদশ রুদ্র বিনির্গত হইয়া সমুদায় জগৎ সংহার করিয়া থাকেন। তাঁহার এক মস্তকে সমস্ত ক্ষিতি-মণ্ডল অবস্থিত আছে। সর্ব্বদেব-পূজিত ভগবান্ অনন্ত এইরূপে পাতালের নিম্নভাগে অব-

স্থান করিতেছেন। দেবগণ ও তাঁহার বীর্য্যপ্রভাব-স্বরূপ ও রূপ বর্ণন করিতে ও পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন্ না। এই সসাগরা সদ্বীপা মেদিনী তাঁহার ফণামণি দ্বারা অরুণ-বর্ণ হইয়া কুসুম মালার ন্যায় অবস্থান করিতেছে। কেহই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। যখন তিনি মদাঘূর্ণিতলোচনে জৃম্ভন করেন, তখন এই পৃথিবী সমুদায়-সাগর পর্ব্বতাদি-সম্বলিত বিচলিত হইয়া উঠে। গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ কিন্নর, নাগ ও চারণগণ তাঁহার গুণের অন্তকরিতে সমর্থ হন্ নাই। এই নিমিত্ত তিনি অনন্ত নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। নাগ-বধূগণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দন লেপন করিয়া দেন। তাঁহার নিশ্বাস বায়ুর সহযোগে দিক্ সমুদায় মুহুর্মুহু কম্পিত হইয়া থাকে। মহর্ষি গর্গ তাঁহারই আরাধনা করিয়া জগতের সমুদায় জ্যোতিঃ শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় পাতালের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। নাগ-প্রধান অনন্তদেব এই রূপে দেবাসুর-মনুষ্য গণ-সমন্বিত সমুদায় পৃথিবী এক মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

বিষ্ণু পুরাণ

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৎস! পাপপরায়ণ প্রাণিগণ পৃথিবী ও সলিলের অধোগত যে সমুদায় নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি তোমার নিকট তৎ সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশশন, মহাজ্জ্বাল, তপ্তকুম্ভ, সবন, বিমোহন, রুধিরান্ধ, বৈতরিণী, ক্রমীশ, ক্রমিভোজন, অসিপত্র-বন, কৃষ্ণ, লালা-ভক্ষ্য, পূয়বহ, বহ্নিজ্জ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ-কালসূত্র, তম, শ্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ, ও অবীচি প্রভৃতি বিবিধ শস্ত্রাগ্নি-ভয়-প্রদ সুদারুণ নরক যমের অধিকার-মধ্যে বিদ্যমান আছে। যাহারা নিরন্তর পাপাচরণ করে, তাহাদিগকেই ঐ সমুদায় নরকে নিপতিত হইতে হয়। যাহারা কূটসাক্ষ্য প্রদান,

পক্ষপাত ও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা নিঃসন্দেহ্ রৌরব নরকে নিপতিত হইয়া বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। ভ্রূণ-ঘাতক গুরু-হন্তা গোহত্যাকারী ও প্রাণ-বায়ু-রোধক ব্যক্তিদিগকে রোধনামক নরকে নিপতিত হইতে হয়। যাহারা সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা ও সুবর্ণাপহরণ করে, তাহারা নিঃসন্দেহ শূকর নামক নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। ঐ সমুদায় ব্যক্তির সহচর দিগকেও ঐ রূপ নরক ভোগ করিতে হয়। যাহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-গণের প্রাণ বিনাশ, বিমাতৃ ও ভগিনী গমন ও রাজ-দূতগণেব প্রাণ সংহার করে, তাহাদিগের তপ্তকুম্ভ নামক নরক হইতে কখনই নিষ্কৃতি লাভহয় না। যাহারা মদ্য বিক্রয়, পালিত পশুর প্রাণ সংহার, অশ্ব বিক্রয়, এবং অনুগত ব্যক্তিরে পরিত্যাগ করে,তাহারা তপ্তলোহ নামকবিষম নরকে গমন করিয়া থাকে। কন্যা ও পুত্রবধূতে গমন করিলে মহাজ্বাল নামক নরকে নিপতিত হইতে হয়। গুরু দিগের অবমান কারী, অক্রোষনিরত বেদদূষয়িতা বেদবিক্রয়ী ও অগম্যগামী ব্যক্তিরা সবন নামক নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। চৌরকর্ম্মনিরত, মর্য্যাদা-দূষক দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের দ্বেষ্টা, ও রত্নদূষয়িতা পামরগণ কৃমিভক্ষ্য নামক নরক ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা ভোক্ষ্যদ্রব্য পিতৃ ও অসুরগণকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করে, তাহারা লালা-ভক্ষ্য নামক নরক

এবং যাহারা প্রাণি বধের নিমিত্ত শর নির্ম্মাণ করে, তাহারা রোধকনামক নরক ভোগ করিয়া থাকে। ঐ রূপ কর্ণীশর ও খড়্গাদি-নির্ম্মাণ-কর্ত্তা ব্যক্তিদিগকে বিশশন নামক নরক ও অসৎ-প্রতি-গৃহীতা মানবগণকে অধোমুখ নামক নরকে নিপতিত হইতে হয়। যাহারা অযাজ্য যাজন ও নক্ষত্র-গণনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও একাকী মিষ্ঠান্নভোজন করে, তাহারা নিঃসন্দেহ পূয়-বহ নামক ঘোরনরকে নিপতিত হইয়া থাকে। যেব্রাহ্মণ লাক্ষা, মাংস, রস, তিল ও লবণ বিক্রয় করে, তাহারা ঐ পূয়বহ নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হয় না। মার্জ্জার, কুক্কুট, ছাগ, কুক্কুর বরাহ ও বিহঙ্গম দিগকে জীবিকার্থ পোষণ করিলেও ঐ নরক ভোগ করিতে হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ নাট্য ও ধীবর-বৃত্তি অবলম্বন, বিভিন্ন স্ত্রী-পুরুষ-সংঘটন, বিষপ্রদান, ক্রূরাচরণ, স্বপত্নীর ব্যভিচার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, ইষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত প্রবঞ্চনা-সহকারে যজমানাদির নিকট পর্ব্বকাল কীর্ত্তন, গৃহ-দাহন, মিত্র-হত্যা, ব্যাধ-বৃত্তি আশ্রয় গ্রাম-যাজন এবং সোমলতা বিক্রয় করে, তাহারা নিঃসন্দেহ রুধিরান্ধ নামক নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। মধুক্রম-বিঘাতী ও গ্রামহন্তাব্যক্তিদিগকে বৈতরিণী এবং রেতঃপানাদি-নিরত, মর্য্যাদাভেদী, অপবিত্র ও কুহকজীবী ব্যক্তিদিগ-কে কৃষ্ণ নামক নরকে গমন করিতে হয়। যাহারা অন-র্থক বনচ্ছেদন করে, তাহারা অসি-পত্র-বন নামক নরকে

নিপতিত হইয়া থাকে। যাহারা মেষ ও মৃগ ব্যবসায় করে, তাহাদিগের বহ্নি-জ্বাল নামক নরক হইতে কখনই নিষ্কৃতি লাভ হয় না। যাহারা পাক সমাপন না হইতে শূদ্রাদিরে বহ্নি প্রদান করে, তাহাদিগকে ও ঐ বহ্নি-জ্বাল নামক নরকে নিপতিত হইয়া বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ব্রত-বিঘাতক ও আশ্রম-ভ্রষ্ট মানবগণ সন্দংশ নামক নরকে নিপতিত হইয়া যাহার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে এবং যাহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দিবসে শয়ন ও যাহারা পুত্রের নিকট অধ্যয়ন করেন, তাহাদিগকে শ্বভোজন নামক নরক ভোগ করিতে হয় সন্দেহ নাই।

এই আমি তোমার নিকট যে সমুদায় নরকের কথা কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমস্ত ভিন্ন আর ও অসংখ্য নরক বিদ্যমান আছে। দুষ্কৃতকারীদিগকে সেই সমুদায় নরক ভোগ করিতে হয়। পাপকার্য্য যে কত প্রকার তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যাহারা যেরূপ পাপাচরণ করে, তাহারা তদনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন নরক ভোগ করিয়া থাকে। কার্য্য মন ও বাক্য দ্বারা ও বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে নিরয়-গামী হইতে হয়। নরকবাসী ব্যক্তিরা অধঃশিরা হইয়া দেবগণকে ও দেবগণ অধঃশিরা হইয়া নারকীদিগকে দর্শন করিয়া থাকেন। সৎকার্য্য দ্বারাই যথা-ক্রমে স্থাবর হইতে ক্রমি,

ক্রমি হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে পশু, পশু হইতে মনুষ্য, মনুষ্য হইতে ধার্ম্মিক পুরুষ, ধার্ম্মিক পুরুষ হইতে দেবতা, ও দেবতা হইতে মুক্ত পুরুষের উদ্ভব হয়। উহাদিগকে পর্য্যায়-ক্রমে অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রাণিগণ যে পরিমাণে সুরপুরে বাস করিয়া থাকে। নরক-বাসীদিগের সংখ্যাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। পাপাচরণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করিলে নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই।

বৎস! মহর্ষি ও স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মনুগণ পাপের অনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। গুরুতর পাপাচরণ করিলে গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত ও স্বল্প-মাত্র পাপাচরণ করিলে সামান্য-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ইহ লোকে তপস্যা বিভৃতি বিবিধ রূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিবিধ পাপের ধ্বংস হয় বটে, কিন্তু সনাতন বিষ্ণুর স্মরণের তুল্য প্রায়শ্চিত্ত আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া পরিশেষে অনুতাপ করে, হরিস্মরণ করিলেই তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়াযায়। মনুষ্য প্রাতঃকাল, রাত্রি মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা প্রভৃতি সকল সময়ে বিষ্ণুর স্মরণ করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। বিষ্ণু স্মরণ দ্বারা সমুদায় ক্লেশ দূরীভূত হইলে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভে সমর্থ হওয়াযায়। বিষ্ণু-

স্মরণ-কারী মহাত্মা-দিগের কখন কোন রূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। যে ব্যক্তি সনাতন বাসুদেবের প্রতি চিত্ত সমর্পণ ও জপ-হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সমুদায় বিপদ্ দূরীভূত হয় এবং তিনি ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিতে পারেন। জপ হোমাদি দ্বারা যে স্বর্গ-সুখ লাভ হয়, তাহা মোক্ষ পদের নিকট অতি সামান্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। স্বর্গ লাভ করিলে পুনর্ব্বার সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু মোক্ষ লাভ হইলে ইহলোকের সহিত আর কোন সংশ্রব থাকেনা। মনুষ্য ভক্তি-সহকারে ভগবান্ বাসুদেবের স্মরণ করিলে ঐ দুর্লভ মোক্ষপদ লাভ করিতে পারে। অতএব দিবা রাত্রি বিষ্ণু-স্মরণ করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্য সৎক্রিয়া দ্বারা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলে নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। স্বর্গ মনের প্রীতি-কর ও নরক মনের অপ্রীতি কর। পুণ্য ও পাপ এই উভয় পদার্থকেই স্বর্গ নরকের হেতুভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ উভয় পদার্থের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই। এক মাত্র অদৃষ্টই কার্য্য ভেদে দুঃখ সুখ ঈর্ষ্যা ও ক্রোধের কারণ-স্বরূপ হয়। ফলত ইহলোকে সুখাত্মক ও দুঃখা-ত্মক কোন পদার্থই নাই। মনের পরিণামই সুখ-দুঃখরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। এক মাত্র জ্ঞানকেই পরব্রহ্ম

বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মনুষ্য জ্ঞান-দ্বারাই ভব-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানাত্মক। জ্ঞানের পর উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। ফলত বিদ্যা ও অবিদ্যা সমুদায়ই জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই আমি তোমার নিকট পৃথিবী পাতাল নরক, সমুদ্র, পর্ব্বত, দ্বীপবর্ষ ও নদী সমুদায়ের বিবরণ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে প্রকাশ কর।

বিষ্ণু পুরাণ

সপ্তম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! আমি আপনার নিকট ভূলোকের বিষয় শ্রবণ করিলাম, কিন্তু ভুবর্লোকাদি ও গ্রহগণ কিরূপে অবস্থিত আছে? এবং তাঁহাদিগের পরিমাণই বা কিরূপ? এই সমুদায় বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি এই সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণজালে যতদূর আলোকময় হয়। সমুদ্র নদী ও পর্ব্বতাদি-সম্বলিত পৃথিবীর পরিমাণ ততদূর নির্দ্দিষ্ট আছে। ভূমণ্ডলের বিস্তার যেরূপ, নভোমণ্ডলের বিস্তার ও সেই রূপ। ভূমি হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল, সূর্য্য-মণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল, চন্দ্র-মণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্র-মণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে বুধ,

বুধ হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে শুক্র, শুক্র হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে মঙ্গল, মঙ্গল হইতে দ্বিলক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে শনৈশ্চর, শনৈশ্চর হইতে দ্বিলক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে দেব-পুরোহিত বৃহস্পতি, বৃহস্পতি হইতে লক্ষ-যোজন ঊর্দ্ধে সপ্তর্ষি-মণ্ডল ও সপ্তর্ষি-মণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে জ্যোতিশ্চক্রের আধার-স্বরূপ ধ্রুবলোক বিদ্যমান আছে।

এই আমি তোমার নিকট ত্রলোক্যের বিবরণ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। এই পৃথিবী যজ্ঞীয় ফলভোগের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থানেই যজ্ঞপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ধ্রুবলোক হইতে এক কোটি যোজন ঊর্দ্ধে মহর্লোক ও মহর্লোক হইতে দ্বিকোটি-যোজন ঊর্দ্ধে জনলোক বিরাজিত আছে। ঐ জন-লোকে ব্রহ্মারপুত্র সনকাদি সিদ্ধ-মহাত্মারা বাস করিয়া থাকেন। ঐ জনলোক হইতে চারিগুণ অধিক ঊর্দ্ধে তপোলোক। তাপবিবর্জ্জিত বৈরাজ নামক দেবগণ ঐ তপোলোকে অবস্থান করেন। তপোলোক হইতে ছয়গুণ অধিক ঊর্দ্ধে সত্যলোক বিরাজিত আছে। ঐ লোকে পাপের লেশমাত্রও নাই। এই নিমিত্ত উহারে ব্রহ্মলোক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে স্থানে পাদচারে গমন করা যায়, তাহাই ভূর্লোক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সেই ভূর্লোকের বিষয় আমি তোমার নিকট সবিস্তরে

কীর্ত্তন করিয়াছি। ভূমি হইতে সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত সিদ্ধাদিসেবিত যে স্থান, তাহা ভুর্লোক এবং সূর্য্যলোক হইতে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশনিযুত-যোজন-পরিমিত যে স্থান তাহা স্বর্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। দৈনন্দিন প্রলয়ে যে সমুদায় লোকের ধ্বংস হয়, সেই সমুদায়কে কৃতক আর যে সমুদায় লোকের ধ্বংস না হয় সেই সমুদায়কে অকৃতক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। লোকসংস্থান-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এই ত্রিলোককে কৃতক এবং জন তপ ও সত্যলোককে অকৃতক বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকেন। ঐ কৃতক ও অকৃতক লোক-সমুদায়ের মধ্যভাগে যে মহর্লোক বিদ্যমান আছে, দৈনন্দিন প্রলয়ে তাহা বিনষ্ট না হইয়া সন্তাপিত হয়। তৎকালে তত্রত্য প্রাণিগণ সেই লোক পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক অন্য লোক আশ্রয় করিলে উহা শূন্য-ময় লক্ষিত হইয়া থাকে।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট সপ্তলোক সপ্তপাতাল ও ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করি-লাম। কপিত্থের বীজ সমুদায় যেমন তাহার আবরণে আবৃত থাকে তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধ অধ ও তির্য্যগ্‌ভাগ অণ্ডকটাহে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ পঞ্চাশৎ কোটিযোজন। ঐব্রহ্মাণ্ডের পর সার্দ্ধ-দ্বাদশকোটিযোজন পর্য্যন্ত অণ্ডকটাহে আবৃত থাকে।

ঐ অণ্ডকটাহের পর দশযোজন পর্য্যন্ত জল, জলের পর দশযোজন পর্য্যন্ত বহ্নি, বহ্নির পর দশযোজন পর্য্যন্ত বায়ু, বায়ুর পর দশযোজন পর্য্যন্ত আকাশ, আকাশের পর দশযোজন পর্য্যন্ত অহঙ্কার, অহঙ্কারের পর দশযোজন পর্য্যন্ত মহত্তত্ত্ব, সংস্থাপিত আছে। প্রকৃতি ঐ মহত্তত্ত্বকে আবরণ করিয়া অবস্থান করে। কেহই প্রকৃতির সংখ্যা নিরূপণ করিতে সমর্থ হন্ না। এই নিমিত্ত প্রকৃতি অনন্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রকৃতির পর শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। পণ্ডিতেরা তাহারে সমুদায় পদার্থের কারণ-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

বৎস! এই আমি ব্রহ্মাণ্ডের কথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এইরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন কাষ্ঠে অনল ও তিলে তৈল অবস্থিত আছে তদ্রূপ পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থান পূর্ব্বক আত্মা রূপে আবির্ভূত হয়। ঐ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে মিলিত হইয়া সর্ব্বভূতাত্ম-রূপা বিষ্ণুশক্তি দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। সেই একমাত্র প্রকৃতিই পৃথক্‌ভাব মিলন ও ক্ষোভের মূল কারণ। বায়ু যেমন জলের কালক্রমাগত শৈত্য গুণকে ধারণ করে তদ্রূপ সনাতন বিষ্ণুর প্রকৃতি-পুরুষাত্মিকা শক্তি সমুদায় জগৎকে ধারণ করিতেছে। যেমন প্রথমে একমাত্র বীজ হইতে মূলশাখাদি-সমন্বিত প্রকাণ্ড পাদপ

সমুৎপন্ন হইলে ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে অসংখ্য বৃক্ষের উদ্ভব হয় তদ্রূপ একমাত্র প্রকৃতি হইতেই পর্য্যায়-ক্রমে মহত্তত্ত্ব অবধি পৃথিবী পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সমুৎপন্ন হয়। তৎপরে সেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে দেবগণ ও তাঁহাদিগের পুত্র-পৌত্রাদি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে মূল বৃক্ষ বিনষ্ট হয় না তদ্রূপ পঞ্চভূত হইতে প্রাণিগণ সৃষ্ট হইলেও ঐ পঞ্চভূত ধ্বংস না হইয়া চিরকাল সমভাবে অবস্থান করে, কাল ও আকাশাদি পঞ্চভূত যেমন বৃক্ষোৎপাদনের মূলকারণ, তদ্রূপ ভগবান্ বিষ্ণু প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বাদির পরিণাম সহকারে সমুদায় বিশ্বের কারণ-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যেমন উপযুক্ত উপাদান সমুদায় প্রাপ্ত হইলে ক্রমে ক্রমে ব্রীহি-বীজ হইতে মূল, নাল, পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, কোষ, পুষ্প, ক্ষীর ও তণ্ডুল সমুৎপন্ন হয় তদ্রূপ দেবতা প্রভৃতি প্রাণিগণের কলেবর বিষ্ণু-শক্তির সহকারে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সনাতন বিষ্ণু পরব্রহ্ম-স্বরূপ। তাঁহা হইতেই সমুদায় জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে ও পরিণামে তাঁহাতেই লীন হইবে। তাঁহারেই জগৎ স্বরূপ, পরম ধাম, সৎ, অসৎ ও পরম পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায়। তিনি সমুদায় চরাচরে অভিন্ন-রূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই মূল প্রকৃতি ও বক্তরূপী জগৎ। তাঁহাতেই

সমুদায় পদার্থ অবস্থিত ও লীন হইয়া থাকে। তিনি ক্রিয়াকর্ত্তা, যজ্ঞ পুরুষ, যজ্ঞ, যজ্ঞফল, ও যজ্ঞসাধন-শ্রগাদি পদার্থ-স্বরূপ। তাঁহাহইতে অতীত কোন পদার্থই বিদ্যমান নাই

বিষ্ণু পুরাণ

অষ্টম অধ্যায়।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে সূর্য্যাদি গ্রহগণ যে রূপে অবস্থিত আছে এবং তাহাদিগের পরিমাণযেরূপ তৎসমুদায় বিশেষরূপে কহিতেছি শ্রবণ কর। সূর্য্যের রথের পরিমাণ নবসহস্র যোজন। ঐ রথের ঈষাদণ্ডের পরিমাণ উহা অপেক্ষা দুইগুণ অধিক। অক্ষদণ্ডের পরিমাণ এক কোটি সপ্তপঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন। ঐ অক্ষদণ্ডে সংবৎসরময় কালচক্র সংযোজিত রহিয়াছে। তিন চাতুর্ম্মাস্য ঐ চক্রের নাভি, উদাদি বর্ষসংখ্যা অর ও ছয় ঋতু নেমিস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কখনই এই কালচক্রের ক্ষয় হয় না। ঐ রথের দ্বিতীয় অক্ষের পরিমাণ সার্দ্ধপঞ্চচত্বারিংশৎ সহস্র-যোজন। প্রথম অক্ষদণ্ডে যে দুই যুগকাষ্ঠের অর্দ্ধাংশ সং-

যোজিত আছে, তাহার পরিমাণ ঐ অক্ষদণ্ডের অনুরূপ। দ্বিতীয় অক্ষদণ্ডে যে যুগদ্বয়ের অর্দ্ধাংশ বিদ্যমান আছে, ধ্রুব তাহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। মানসাচলের উপরিভাগে দ্বিতীয় অক্ষে ঐ চক্র সংস্থাপিত আছে। গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, তৃষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ও পংক্তি এই সাত ছন্দ ঐ সূর্য্যরথের সপ্ত অশ্ব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

বৎস! মানসোত্তর-পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রপুরী, দক্ষিণদিকে যমপুরী, পশ্চিমদিকে বরুণপুরী ও উত্তরদিকে চন্দ্রপুরী বিদ্যমান আছে। ইন্দ্রের ঐ পুরী বস্বেকসারা, যমের পুরী সংযমনী, বরুণের পুরী সুখা ও চন্দ্রের পুরী বিভাবরী নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্যোতিশ্চক্র-সমন্বিত ভগবান্ সূর্য্য যখন দক্ষিণভাগস্থ হন্, তখন তিনি নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় ভীষণ-বেগে গমন করেন। তাঁহা হইতে দিবা রাত্রির বিভাগ হইয়াছে। যোগিগণ যোগবলে সিদ্ধিলাভ করিলে তিনি তাঁহাদিগের পথ প্রদান করেন। তাঁহার প্রকাশ-নিবন্ধন যখন যে দ্বীপে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হয়, তখন সেই দ্বীপের বিপরীত ভাগে অর্দ্ধরাত্রি লক্ষিত হইয়া থাকে। কি উদয় কি অস্তগমন সকল সময়েই তাঁহারে সম্মুখবর্ত্তী দেখিতে পাওয়া যায়। যখন তিনি যে সমুদায়দিক্ ও বিদিক্ আলোক ময় করেন, তখন তত্রত্য লোক সমুদায় তাঁহারে উদিত আর যখন তিনি যে

সমুদায দিক্ হইতে তিরোহিত হন্ তখন তথাকার লোক সমুদায় তাঁহারে অস্তমিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার উদয় ও অস্তমন নাই। তিনি নিরন্তর ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বদিক্ বিচরণ করিতেছেন। কেবল তাঁহার দর্শন ও অদর্শন-নিবন্ধন লোকে তাঁহারে উদিত ও অস্তমিত বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। যখন ভগবান্ সূর্য্য ইন্দ্রপুরীতে প্রকাশিত হন্, তখন তাঁহার কিরণজালে যম ও বরুণের পুরী এবং অগ্নি, বায়ু ও নৈঋতকোণ আলোকময় হইয়া উঠে। উদয়াবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তাঁহার কিরণ-জাল বর্দ্ধিত হইতে থাকে কিন্তু মধ্যাহ্নের পর ক্রমে ক্রমে ঐ কিরণজালের হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে তিনি হীনপ্রভ হইয়া অস্ত গমন করিয়া থাকেন। ভগবান্ সূর্য্যের উদয় ও অস্তমন দ্বারাই পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিক্ নিরূপিত হয়। তিনি সম্মুখে যেরূপ কিরণজাল বর্ষণ করেন, পার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগেও সেইরূপ বর্ষণ করিয়া থাকেন কিন্তু সুমেরুর উপরিভাগস্থ ব্রহ্মার সভা আলোকময় করিতে সমর্থ হন্ না। তাঁহার কিরণজাল ঐ সভার তেজে প্রতিহত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। সুমেরু পর্ব্বত জম্বুদ্বীপের মধ্য ভাগে অবস্থিত থাকিলেও সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন-নিবন্ধন সমুদায় দ্বীপ ও বর্ষের উত্তরভাগস্থ বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে। অতএব সুমেরুর

দক্ষিণ ভাগেই যে দিবা রাত্রি ব্যবহৃত হয়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বৎস! দিবাকর অস্তগত হইলে তাঁহার প্রভা অনল-মধ্যে প্রবেশ করে এই নিমিত্ত রাত্রিযোগে অনলকে দূর হইতে সমধিক সমুজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়। আর সূর্য্য উদিত হইলে অনলপ্রভা সেই সূর্য্য-মধ্যে প্রবেশ করে এই নিমিত্ত সূর্য্যের তেজ অতিশয় প্রখরতর দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে দিবা-কর ও অগ্নির প্রভা পরস্পর মিলন দ্বারা দিবারাত্রির তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছে। দিনকর সুমেরুর দক্ষি-ণার্দ্ধ পর্য্যন্ত গমন করিলে দিবস ও উত্তরার্দ্ধ পর্য্যন্তগমন করিলে রাত্রি সলিল-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত দিবা-ভাগে রাত্রির প্রবেশ-নিবন্ধন সলিলরাশি তাম্রবর্ণ এবং রজনীযোগে দিবসের প্রবেশ-নিবন্ধন সলিল সমুদায় শুক্লবর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়। যখন সূর্য্য পুষ্কর-দ্বীপের মধ্যভাগে সমুপস্থিত হন্, তখন তাঁহার মেদিনীর ত্রিংশৎ ভাগের এক ভাগ অতি-ক্রম করা হয়। তাঁহার এই গতি মৌহূর্ত্তিকীগতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

বৎস! ভগবান্ সূর্য্য এইরূপে নিরন্তর কুলাল চক্রের ন্যায় বিচরণপূর্ব্বক দিবারাত্রির বিভাগ করিতেছেন। যখন তিনি মকর রাশিতে গমন করেন, তখন তাঁহার উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে কুম্ভ ও

মীন রাশিতে তাঁহার সঞ্চার হইয়া থাকে। তিনি মীন রাশিতে গমন করিলে দিবা ও রাত্রির পরিমাণ সমান হয়। অতঃপর তিনি মেষ রাশিতে গমন করিলে ক্রমে ক্রমে দিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে তিনি বৃষ ও মিথুন রাশি ভোগ করেন। তাঁহার মিথুন রাশি ভোগ করা সম্পন্ন হইলে দিবসের বৃদ্ধির পরিমাণ শেষ হইয়া যায়। তৎপরে তিনি কর্কট রাশিতে গমন করিলে তাঁহাব দক্ষিণায়ণ উপস্থিত হয়। তৎকালে তিনি কুলাল চক্রের ন্যায় বায়ুবেগে বিচরণ করেন বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যে অধিক স্থান অতিক্রম করিয়া থাকেন। দক্ষিণায়ন উপস্থিত হইলে তিনি দিবাভাগে অতিশীঘ্র দ্বাদশ মুহূর্ত্তে ছয় রাশি ভোগ করিয়া সপ্তম রাশিতে অস্তগত হন্ এবং রাত্রি যোগে কুলালচক্রের ন্যায় জ্যোতিশ্চক্রের মধ্য-ভাগে অবস্থিত হইয়া মন্দ মন্দ গমন করত অষ্টা-দশ মুহূর্ত্তে ছয় রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। তৎ-পরে সপ্তম রাশিতে পুনর্ব্বার তাঁহার উদয় হয়।

এই রূপে দক্ষিণায়ণ অতীত হইলে ভগবান্ সূর্য্য মৃদুগতি অবলম্বন করিয়া অধিক সময়ের মধ্যে অল্পদূর গমন করিয়া থাকেন। এই সময়কে তাঁহার উত্তরায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায়। এই উত্তরায়ণের দিবসের পরিমাণ অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত। এই কালে তিনি দিবাভাগে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে ছয় রাশি ভোগ করিয়া

সপ্তম রাশিতে অস্তগত ও রাত্রি-যোগে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে ছয় রাশি ভোগ করিয়া সপ্তম রাশিতে উদিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সর্ব্বস্থানেই তাঁহার এই রূপ গতি দৃষ্টি গোচর হয় না। তাঁহার এই গতি দ্বারা রাত্রি ও দিবামানের যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল, তাহা অন্য কোন প্রদেশে ব্যবহৃত হয়। এতদ্দে-শের দক্ষিণায়ণের শেষ-সীমার দিনমান ত্রয়োদশ মুহূর্ত্তের কিঞ্চিদধিক ও রাত্রিমান সপ্তদশ মুহূর্ত্তের কিঞ্চিৎ ন্যূন এবং উত্তরায়ণের দিনমান সপ্তদশ মুহূর্ত্তের কিঞ্চিৎ ন্যূন ও রাত্রি-মান ত্রয়োদশ মুহূর্ত্তের কিঞ্চি-দধিক রূপে প্রচলিত হইয়া থাকে।

বৎস! কুলালচক্রের নাভি-দেশস্থ মৃৎপিণ্ড যেমন একস্থানে অবস্থিত হইয়া পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ জ্যোতিশ্চক্রের মধ্যগত ধ্রুব একস্থানেই অবস্থান পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। ভগবান্ সূর্য্য এইরূপে কুলাল চক্রের ন্যায় উভয় কাষ্ঠের মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া দিবা রাত্রি মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার মন্দ ও শীঘ্র এই দুই প্রকার গতি বিদ্যমান আছে। যে অয়নে তিনি দিবসে মন্দ গতি আশ্রয় করেন, সেই অয়নে রাত্রিতে তাঁহার শীঘ্রগতি এবং যে অয়নে রাত্রিতে মন্দগতি আশ্রয় করেন, সেই অয়নে দিবসে শীঘ্রগতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই রূপে তিনি একরূপ প্রমাণানুসারে বিচরণপূর্ব্বক দিবসে

ছয় রাশি এবং রাত্রিতেও ছয় রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। রাশির প্রমাণ দ্বারাই দিবা রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি উপস্থিত হয়। অতএব রাশির ভোগই যে দিবা রাত্রির দীর্ঘতা ও ন্যূনতার প্রধান কারণ তাহাতে আর কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই। এই রাশি ভোগ দ্বারা উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে রাত্রির পরিমাণ অল্প ও দিনের পরিমাণ দীর্ঘ এবং দক্ষিণায়ণ উপস্থিত হইলে রাত্রির পরিমাণ দীর্ঘ ও দিনের পরিমান অল্প হইতে থাকে। উষাদণ্ড রাত্রিমধ্যে ও উদয়দণ্ড দিনের মধ্যে গণনীয়। ঐ উভয় দণ্ডকে প্রাতঃ সন্ধ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায়। এইরূপ দিবসের শেষ দণ্ড ও রাত্রির প্রথম দণ্ড সায়ং সন্ধ্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

বৎস! ঐ পরম দারুণ উভয় সংন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইলে মন্দেহ নামক রাক্ষসগণ ভগবান্ সূর্য্যকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। প্রজাপতির শাপে ঐ রাক্ষসগণের প্রতি দিন প্রাণবিয়োগ ও পুনর্ব্বার জীবন লাভ হয়। প্রতি-নিয়ত ঐ রাক্ষসগণের সহিত সূর্য্যের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-গণ গায়ত্রী ও ওঁকার দ্বারা অভিমন্ত্রিত সলিল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলে ঐ জল বজ্র-সদৃশ হইয়া ঐ রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিয়া থাকে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অনল-মধ্যে আহুতি প্রদান করিলে ভগবান্ সূর্য্যের প্রভা অতি-

শয় সমুজ্জ্বল হয়। ভগবান্ সূর্য্য সনাতন বিষ্ণুর-স্বরূপ ও ওঁকার ঐ বিষ্ণুর প্রতি-পাদক। এই নিমিত্ত ওঁকারের উচ্চারণ-মাত্র সূর্য্যের বিঘ্নকর মন্দাখ্য নামক রাক্ষসগণের প্রাণবিয়োগ হইয়া থাকে। ফলত বিষ্ণু-তেজ ওঁকার-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সূর্য্যের সহিত মিলিত হইলে সেই ভয়ঙ্কর তেজে ঐ রাক্ষসগণ দগ্ধ হইয়া যায়। অতএব সন্ধ্যোপাসনা লঙ্ঘন করা অতিশয় অকর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সন্ধ্যার উপাসনা না করে, তাহার সূর্য্যকে বিনষ্ট করা হয়। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ও বালখিল্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রতিদিন সন্ধ্যোপাসনাদি দ্বারাই জগৎপালন-নিরত ভগবান্ সূর্য্যকে সেই রাক্ষসগণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন।

বৎস! ভগবান্ সূর্য্যের গতিদ্বারা যেরূপ কাল-ভেদ হইয়াছে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পঞ্চদশ নিমেষে কষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় কলা, ত্রিংশৎ কলায় মুহূর্ত্ত ও ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে দিবা-রাত্রি পরিগণিত হইয়া থাকে। এই দিবারাত্রির যথাক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি উপস্থিত হয়, কিন্তু উভয় সন্ধ্যা-মুহূর্ত্তের কখনই হ্রাস বৃদ্ধি নাই। উহারা চিরকালই সমভাবে প্রচলিত হইয়া থাকে। ভগবান্ সূর্যের উদয়াবধি তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃকাল। ঐ কালকে দিব-সের পঞ্চম ভাগের এক ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত্ত সঙ্গব, সঙ্গবের

পর তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্নের পর তিন মুহূর্ত্ত অপরাহ্ন ও অপরাহ্নের পর তিন মুহূর্ত্ত সায়াহ্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সমুদায়ে পঞ্চদশ মুহূর্ত্তে এক সৌর-দিন, কিন্তু অয়ন-ভেদে ঐ দিনের তারতম্য লক্ষিত হয়। উত্তরায়ণে দিন রাত্রিরে ও দক্ষিণায়ণে রাত্রি দিনকে গ্রাস করিয়া থাকে। শরৎ ও বসন্তের মধ্যে তুলা ও মেষ রাশির সঞ্চার বিসুব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ কালেই দিবামান্ ও রাত্রিমান্ সমানরূপে প্রচলিত হয়। যখন ভগবান্ সুর্য্য কর্কট রাশিতে গমন করেন, তখন তাঁহার দক্ষিণায়ণ, আর যখন তিনি মকর রাশিতে গমন করেন, তখন তাঁহার উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়া থাকে।

বৎস! এই যে আমি তোমার নিকট ত্রিংশৎ মুহূর্ত্ত-পরিমিত দিবা রাত্রির কথা কীর্ত্তন করিলাম এইরূপ পঞ্চদশ দিবারাত্রিতে এক পক্ষ, দুই পক্ষে মাস, দুই মাসে ঋতু, তিন ঋতুতে অয়ন ও দুই অয়নে বৎসর পরিগণিত হয়। চাতুর্মাস্যের বৈপরীত্যনিব-ন্ধন বৎসর পঞ্চবিধ বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে প্রথম বৎসরকে সংবৎসর, দ্বিতীয়কে পরি-বৎসব, তৃতীয়কে ইদ্বৎসর, চতুর্থকে অনুবৎসর ও পঞ্চমকে বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ সমুদায় বৎসরই যুগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর উ-ত্তরভাগস্থ শ্বেতপর্ব্বতে দক্ষিণ,উত্তর ও মধ্য নামে তিন

শৃঙ্গ বিদ্যমান আছে। এই নিমিত্ত ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গবান্ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ভগবান্ সূর্য্য ঐ পর্ব্বতের তিন শৃঙ্গেরই উপরি ভাগ দিয়া গমন কবিয়া থাকেন। যখন ভগবান্ সূর্য্য শরৎ ও বসন্তের মধ্যগত তুলা ও মেষ রাশিতে গমন করেন, সেই সময়ে দিবা ও রাত্রি উভয়েরই পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত পরিমাণ লক্ষিত হইয়া থাকে। যে সময়ে সূর্য্য মেষরাশির শেষভাগে ওচন্দ্র তুলারাশির সপ্তম স্থানে অবস্থান করেন, সেই সময়ে বৈশাখী-পূর্ণিমা এবং যে সময়ে সূর্য্য তুলা রাশির সপ্তম স্থানে ও চন্দ্র মেষ রাশির শেষে অবস্থান করেন সেই সময়ে কার্ত্তিকীপূর্ণিমা উপস্থিত হয়। ঐ উভয় পৌর্ণমাসী অতিশয় পবিত্র কাল। এইরূপ বিসুব সংক্রান্তিও পবিত্রকাল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সংযতাত্মা মানবগণ ঐ সমুদায় পবিত্রকালে দেবতা ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিয়া থাকেন। ঐ সময়ে দান করিলে বিশুদ্ধ সুখ লাভে সমর্থ হওয়া যায়। বিশেষতঃ বিসুব সংক্রান্তিতে দান করিলে মনুষ্য কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে।

বৎস! যেমন সূর্যের গতি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত উভয়পৌর্ণমাসী ও বিসুবসংক্রান্তির সঞ্চার হয়, তদ্রূপ দিবারাত্রি, মলমাস, কলা, কাষ্ঠা, ক্ষণ, এবং অন্যান্য পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যা ও সেই সূর্য্যের গতিদ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। যে অমাবস্যার প্রাতঃকালে চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হন্

তাহারে সিনী-বালী ও যে অমাবস্যায় চন্দ্র অদৃশ্য থাকেন তাহারে কুহূ এবং যে পূর্ণিমায় চন্দ্র পরিপূর্ণ থাকেন, তাহারে রাকা আর যে পূর্ণিমা চতুর্দ্দশী সংযুক্ত হয় তাহারে অনুমতী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ভগবান্ সূর্য্যের গতি দ্বারাই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এইছয় মাস উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই ছয় মাস দক্ষিণায়ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

বৎস! পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট যে লোকালোক পর্ব্বতের কথা কহিয়াছিলাম কর্দ্দম প্রজাপতির সুধামা শঙ্খপা হিরণ্য-রোমা ও কেতু-মান্ এই চারি পুত্র নির্দ্বন্দ, অভিমানশূন্য নিস্ত্রপ, ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া সেই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর তাহার চারি দিক্ পালন করিতেছেন। অগস্ত্যের উত্তর ও অজবীথী নামক সূর্য্য-পথের দক্ষিণ-ভাগে পিতৃযান। ঐ পিতৃযান অনল-পথের বহির্ভাগে বিদ্যমান আছে। ঋত্বিক-কার্য্য-নিরত বেদোচ্চারণ-পরায়ণ অগ্নিহোত্রী মহর্ষিগণ ঐ পিতৃযানে অবস্থিত হইয়া বংশ-বিস্তার, তপস্যা, মর্য্যাদা ও জ্ঞান দ্বারা প্রতি-যুগে তত্রত্য লোক-সমুদায়কে পালন ও বেদ-মন্ত্র সংস্থাপন করিয়া থাকেন। যাঁহারা পিতৃযানের পূর্ব্বদিকে অবস্থান করেন, প্রাণ-

ত্যাগের পর তাঁহাদিগকে সেই পিতৃযানের পশ্চিম-দিকে এবং যাঁহারা পশ্চিম দিকে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে প্রাণ-বিয়োগের পর পূর্ব্ব-দিকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে তাঁহারা সূর্য্যের দক্ষিণ-ভাগ আশ্রয় করিয়া দৈনন্দিন প্রলয়-পর্য্যন্ত সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন।

বৎস! নাগবীথী নামক সূর্য্য-পথের উত্তর ও সপ্তর্ষি-মণ্ডলের দক্ষিণভাগে পিতৃযান বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধ মহাত্মারা ঐ স্থানে বাস করিয়া থাকেন। মৃত্যু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। অষ্টাশীতি-সহস্র ঊর্দ্ধরেতা মহর্ষি লোভ মৈথুন, ইচ্ছা, দ্বেষ, অপত্যোৎপাদন, কামনা ও শব্দাদি বিষয় ভোগ পরিহার পূর্ব্বক প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত ভগবান্ সূর্য্যের উত্তর দিকে অবস্থান করেন। তৎপরে তাঁহারা অমরত্ব লাভ করিয়া পুনর্ব্বার প্রলয়,পর্য্যন্ত স্বর্গ সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। ত্রিলোকের ধ্বংস না হইলে ব্রহ্ম-হত্যা-জনিত পাপ ও অশ্বমেধের অনুষ্ঠান-জনিত ফল-ভোগের অবসান হয় না। ধ্রুব যে প্রদেশ পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, দৈনন্দিন প্রলয়ে পৃথিবী হইতে তাহার নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত ক্ষয় হইয়া যায়। ঋষিগণের উপরি-ভাগে ঐ ধ্রুব-লোক অবস্থিত আছে। উহারে বিষ্ণুর পরম পদ ও তৃতীয় লোক

বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পাপ পুণ্যের ক্ষয় হইলে সংযতাত্মা যোগিগণ সেই পরম পদ লাভ করিতে পারেন। সেই স্থান লাভ করিতে পারিলে আর কোন প্রকার শোকে আক্রান্ত হইতে হয় না। লোক-সাক্ষী ধর্ম্ম-পয়ায়ণ মহাত্মারা সাংখ্য-যোগ প্রভাবে সেই বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিয়া পরম সুখে তথায় অবস্থান করেন। আকাশ-মার্গে যেমন দিবাকর দৃষ্টিগোচর হন্ তদ্রূপ যোগশীল মহাত্মারা বিবেক-জ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা সেই স্থান দর্শন করিয়া থাকেন। সেই বিষ্ণু-ধাম ধ্রুব-লোকে চরাচর-সম্বলিত সমুদায় ভূত ও ভাব্য ব্রহ্মাণ্ড ওতপ্রোত-রূপে গ্রথিত রহিয়াছে। ধ্রুব মেধীভূত হইয়া স্বয়ং ভগবান্ সূর্য্যকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ধ্রুবে সমুদায় জ্যোতি, জ্যোতির্ম্মধ্যে মেঘজাল, মেঘজাল মধ্যে বৃষ্টি ও বৃষ্টি-মধ্যে সলিল রাশি অবস্থিত আছে। সেই সলিল দ্বারা দেবাদি সমুদায় প্রাণীর দেহ পুষ্টি ও তৃপ্তি লাভ হয়। মানবগণ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণকে পরিতুষ্ট করিলে তাঁহারা বারি বর্ষণ করিয়া মনুষ্যগণের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট পরম-পবিত্র বিষ্ণু-ধাম ধ্রুবলোকের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। সেই পরমস্থান ত্রিলোকের আধার-স্বরূপ। সর্ব্বপাপ-

বিনাশিনী ভগবতী গঙ্গাদেবী সেই লোক হইতে বিনির্গত হইয়া সলিল রাশি দ্বারা সুরাঙ্গনাদিগের বিলেপন-সমুদায় বিলুপ্ত করত পিঞ্জর বর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন। প্রথমে সনাতনবিষ্ণুর পদাঙ্গুষ্ঠে অণ্ডকটাহ বিদীর্ণ হইলে তিনি সেই পথ দিয়া বিনির্গত হন্। তৎপরে মহাত্মা ধ্রুব ভক্তিসহকারে দিবা-রাত্রি তাঁহারে মস্তকে ধারণ করেন। অনন্তর তাঁহার তরঙ্গমালায় প্রাণায়াম-নিয়ত সপ্তর্ষি-মণ্ডলের জটা-কলাপ প্রবাহিত হয়। তাহারপর সলিল রাশি দ্বারা শশি-মণ্ডল প্লাবিত হওয়াতে তাঁহার সমধিক শোভা হইয়াছিল। শশিমণ্ডল প্লাবনের পর তিনি সুমেরুপৃষ্ঠে ভয়ঙ্কর-বেগে নিপতিত হইয়া সমুদায় জগৎ পবিত্র করিবার নিমিত্ত সীতা, অলকনন্দা বংক্ষু ও ভদ্রা এই চারিভাগে বিভক্ত হন্। ভূত-ভাবন ভগবান্ ভবানীপতি ঐ চারি ভাগের মধ্যে অলকনন্দারে শত বৎসরেরও অধিক কাল প্রীত-মনে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহার জটাকলাপ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া সুরপুর প্লাবিত করিতে করিতে পৃথিবীতলে অবতরণপূর্ব্বক সগর-সন্তানদিগকে উদ্ধার করেন। তাঁহার সলিল যে কিরূপ পবিত্র, তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহার জলে স্নান করে, তৎ-ক্ষণাৎ তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট ও অভূতপূর্ব্ব

পুণ্য লাভ হয়। যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পিতৃগণের উদ্দেশে গঙ্গাজল দান করেন, তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের পিতৃগণের তৃপ্তি লাভ হয়। অসংখ্য ব্রাহ্মণ ও মহীপতি ঐ গঙ্গাজল দ্বারা বিবিধ মহা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞেশ্বর নারায়ণের তৃপ্তি সম্পাদনপূর্ব্বক উভয় লোকেই পরমৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। যতিগণ গঙ্গাজলে অবগাহন করাতে নিষ্পাপ হইয়া সনাতন বিষ্ণুর প্রতি চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হইয়াছেন। গঙ্গা নাম শ্রবণ, গঙ্গাজল অভিলাষ, গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজলস্পর্শ, গঙ্গাজল পান, গঙ্গাজলে অবগাহন ও প্রতিদিন গঙ্গানাম কীর্ত্তন করিলে প্রাণিগণ সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া যার পর নাই পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। যাহারা গঙ্গা হইতে শত যোজন দূরে অবস্থিত হইয়াও গঙ্গা নাম উচ্চারণ করে, তাহাদিগের ত্রিজন্মার্জ্জিত সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই আমি তোমার নিকট ভগবতী গঙ্গা দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তিনি এইরূপে বিষ্ণুর পরম পদ ধ্রুবলোক হইতে বিনির্গত হইয়া নিরন্তর ত্রিলোকের পবিত্রতা সম্পাদন করিতেছেন।

পুরাণ রত্নাকর।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত।

বিষ্ণু পুরাণ

পঞ্চম খণ্ড

শ্রীরামসেবক বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

রাজপুর।

পুরাণ রত্নাকর কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৭৮৯।

বিষ্ণু পুরাণ

নবম অধ্যায়।

বৎস! নভোমণ্ডলে ভগবান্ নারয়ণের শিশু-মারাকৃতি দিব্য মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। ধ্রুব সেই মূর্ত্তির পুচ্ছদেশে অবস্থান করিতেছেন। সেই মূর্ত্তি আকাশপথে স্বয়ং পরিভ্রমণ পূর্ব্বক চন্দ্র ও আদিত্য প্রভৃতি গ্রহগণকে ও ভ্রমণ করাইয়া থাকেন। তাঁহার ভ্রমণ করিবার সময় নক্ষত্র-মণ্ডল চক্রেরন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পরিভ্রমণ করে। সূর্য্য, চন্দ্র, তারা ও নক্ষত্র-সমুদায় গ্রহগণের সহিত ধ্রুব-দেহে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আকাশ-পথে যে জ্যোতির্ম্ময় শিশুমার-সদৃশ দিব্যরূপ বিদ্যমান আছে, ভগবান্ নারায়ণ আধারস্বরূপ হইয়া তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। উত্তানপাদ-পুত্র মহাত্মা ধ্রুব তাঁহারই আরাধনা করিয়া তাঁহার সেই শিশুমার-তুল্য দিব্য রূপের পুচ্ছদেশ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার,

শিশুমারাকৃতি দিব্য মূর্ত্তির, শিশুমার ধ্রুবের, ধ্রুব সূর্য্যের ও সূর্য্য দেবাসুরাদি-সম্বলিত সমুদায় জগতের আধার-স্বরূপ। দিবাকর কিরণজাল দ্বারা আট মাস পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া চারি মাস বারিবর্ষণ করেন। সেই জল দ্বারা ভূমণ্ডলে প্রচুর শস্য সমুৎপন্ন হয়। পৃথিবীস্থ সমুদায় লোক সেই সমস্ত শস্য দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ভগবান্ সূর্য্য প্রখর কিরণ-জালে ভূমির জল আকর্ষণ করিয়া সেই জল দ্বারা চন্দ্রকে পুষ্ট করেন, তৎপরে চন্দ্রের বায়ুময় নাল দ্বারা সেই জল মেঘের উপর নিপতিত হয়। ধূম অগ্নি ও বায়ুর বিকার দ্বারাই মেঘের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বায়ুর সহযোগ ভিন্ন মেঘ হইতে জলরাশি ভ্রষ্ট হয় না। এই নিমিত্ত মেঘকে অভ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সমীরণ দ্বারা সঞ্চালিত হইলে মেঘ হইতে ধরাতলে বারিধারা নিপতিত হইয়া থাকে।

ভগবান্ সূর্য্য কালজনিত সংস্কারানুসারে নদী সমুদ্র পুষ্করিণ্যাদির জল ও ভূমি-গত রস আকর্ষণ করেন। কখন কখন মেঘের সঞ্চার না থাকিলেও তিনি কিরণদ্বারা মন্দাকিনীর জল আকর্ষণ করিয়া পৃথ্বী-তলে বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই জলের সংস্পর্শ-মাত্র মনুষ্যের সমুদায় পাপপঙ্ক বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেই জলে স্নান করিলে কখনই নিরয়গামী

হইতে হয় না। ভগবান্ সূর্য্য নির্ম্মল আকাশে প্রকাশিত থাকিলেও কখন কখন মন্দাকিনীর জল তাঁহার কিরণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধরাপৃষ্ঠে নিপতিত হয়। সূর্য্যের প্রকাশ-সত্ত্বে কৃত্তিকাদি বিষম-নক্ষত্রে যে জল আকাশ হইতে বিনির্গত হয়, দিঙ্মাতঙ্গ-গণ তাহা ক্ষেপণ করে এবং যুগ্ম নক্ষত্রে যে জল নিঃসৃত হয়, তাহা সূর্য্য-রশ্মি দ্বারা ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ঐ উভয়-বিধ সলিলই পরম পবিত্র। মানবগণ ঐ আকাশ-গঙ্গার দিব্য জলে স্নান করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। মেঘ হইতে যে সমুদায় জল ধরাতলে নিপতিত হয়, প্রাণিগণের জীবিকাস্বরূপ ধান্যাদি ওষধি-সমুদায় সেই সলিল দ্বারা সমুৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শস্য-সমুদায় সমুৎপন্ন হইলে জ্ঞানবান্ মহাত্মারা তদ্দ্বারা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি লাভ হয়। এই রূপে যজ্ঞ বেদ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়, দেবগণ পশু ও প্রাণি-গণ বৃষ্টিরেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। বৃষ্টি হই-তেই সমুদায় ভোক্ষ্য পদার্থ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সূর্য্য সেই বৃষ্টির, ধ্রুব সুর্য্যের, শিশুমার ধ্রুবের ও নারায়ণ শিশুমারের আধার-স্বরূপ। সেই সনাতন নারা-য়ণ এই রূপে তাঁহার শিশুমারাকৃতি দিব্য মূর্ত্তির হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সমুদায় জগৎপালন করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণ

দশম অধ্যায়।

বৎস! জ্যোতিশ্চক্রান্তর্গত কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্য ভাগে অশীতিশতযোজন বিস্তৃত বিশালপথ বিদ্যমান আছে। ভগবান্ সূর্য্য রথারূঢ় হইয়া সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক বৎসরের মধ্যে এক বার আরোহণ ও অবরোহণ করেন। তাঁহার ঐ গতিরে বার্ষিক গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রতি-মাসেই তাঁহার রথ ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, নাগ ও রাক্ষসকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত থাকে। চৈত্র প্রভৃতি দ্বাদস মাসে পর্য্যায়ক্রমে ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, বিভাবসু, অংশু, ভগ, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু নামক দ্বাদশ আদিত্য, ক্রতুস্থলী, পুঞ্জিকস্থলী, মেনকা, রম্ভা, প্রম্লোচা, উম্লোচা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, তিলোত্তমা ও রম্ভা এই দ্বাদশ অপ্সরা; পুলস্ত্য, পুলহ দক্ষ, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, ভৃগু, গৌতম, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, ক্রতু, জমদগ্নি ও

বিশ্বামিত্র নামক দ্বাদশ ঋষি; বাসুকি, কচ্ছনীর, তক্ষক, শুক্র, এলাপত্র, শঙ্খপাল, ধনঞ্জয়, ঐরাবত, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কম্বল ও অশ্বতর নামক দ্বাদশ নাগ; রথকৃৎ, অথৌজা, রথস্বন, রথচিত্র, স্রোত, আপূরণ, সুরুচি, পর্য্যন্য, তার্ক্ষ্য, ঊর্ণায়ু, ঋতজিৎ ও সত্যজিৎ এই দ্বাদশ যক্ষ; হেতি, প্রহেতি, পৌরুষেয়, সহজন্য, সর্প, ব্যাঘ্র, বাত, স্যেনজিৎ, বিদ্যুৎ, স্ফূর্য্য, ব্রহ্মাপেত ও যজ্ঞাপেত নামক দ্বাদশ রাক্ষস এবং তুম্বুরু, নারদ, হাহা, হুহু, বিশ্বাবসু, উগ্রসেন, সুসেন, অপি, চিত্রসেন, অরিষ্টনেমি ধৃতরাষ্ট্র ও সূর্য্যবর্চ্চা নামক দ্বাদশ গন্ধর্ব্ব সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করে। এই রূপে ঐ সপ্তগণ বিষ্ণু-শক্তি দ্বারা সমাবৃত হইয়া ঐ সমস্ত মাসে সূর্য্য-মণ্ডলে বাস করিয়া থাকেন। যখন ভগবান্ সূর্য্য জ্যোতিশ্চক্র অবলম্বন পূর্ব্বক গমনকরিতে প্রবৃত্ত হন্, তখন মহর্ষিগণ তাঁহারে স্তব, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার অগ্রে সঙ্গীত, অপ্সরোগণ নৃত্য, নিশাচরগণ তাঁহার অনুগমন, পন্নগগণ তাঁহার রথ-বহন্, যক্ষগণ অভীষু-গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার রথ সঞ্চালন ও বালখিল্য মুনিগণ চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইয়া তাঁহার জয় কীর্ত্তন করেন। এই রূপে ঐ সপ্তগণ শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষাদির কারণ-স্বরূপ হইয়া নিরন্তর সূর্য্যমণ্ডলে বাস করিয়া থাকেন।

বিষ্ণু পুরাণ

একাদশ অধ্যায়

মৈত্রেয় করিলেন ভগবন্ ! আপনি সূর্য্য-মণ্ডলস্থ সপ্তগণকে হিম-তাপাদির কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন এবং আমিও আপনার প্রমুখাৎ ঐ বিষ্ণুশক্তি-সমন্বিত গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, বালখিল্য প্রভৃতি মহর্ষি, অপ্সরা ও যক্ষ-গণের বিবরণ শ্রবণ করিলাম, কিন্তু ভগবান্ সূর্য্যের সমুদায় বিষয়ই আমার অবিদিত রহিয়াছে। যদি সপ্তগণ হিম-তাপাদি বর্ষণ করে, তাহা হইলে সূর্য্য হইতে কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় ? এবং তাঁহার উদিত ও অস্তগত হইবারই বা প্রয়োজন কি ? এই সমুদায় বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইতেছে, অতএব আপনি ঐ সমুদায় বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস ! ভগবান্ সূর্য্য সপ্তগণ হইতে যেরূপে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন্, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সূর্য্য

ঋক্, যজু ও সাম-বেদ-সংজ্ঞিত বিষ্ণুশক্তির স্বরূপ। তিনিই নিরন্তর জগৎকে সন্তাপিত ও পাপ-বিরহিত করিতেছেন। জগৎ-পালন-নিরত সনাতন বিষ্ণু ঋক্ যজু ও সাম-স্বরূপ হইয়া সর্ব্বদা সেই সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থানপূর্ব্বক সমুদায় জগতের পালন করিয়া থাকেন। যে যে মাসে যে যে আদিত্যের আবির্ভাব হয়, ত্রিবেদাত্মিকা বিষ্ণুশক্তি সেই সেই মাসে সেই সেই আদিত্যে অবস্থান করে। পূর্ব্বাহ্নে ঋগ্বেদ, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ ও সায়াহ্নে সামবেদ কর্ত্তৃক দিবাকর সন্তাপিত হন্। এই ত্রয়ীময়ী বিষ্ণুশক্তি ভগবান্ সূর্য্যের অঙ্গস্বরূপ। প্রতিমাসেই সূর্য্য ঐ শক্তিদ্বারাসমাক্রান্ত হন্, কিন্তু ঐ শক্তি যে কেবল সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে এরূপ নহে। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র ও ঐ শক্তিদ্বারা সমাক্রান্ত রহিয়াছেন। সৃষ্টির প্রথমে ভগবান্ ব্রহ্মা ঋগ্বেদময়, পালন-সময়ে বিষ্ণু যজুর্ব্বেদময় ও সংহার-সময়ে রুদ্র সামবেদময় রূপ ধারণ করিয়া সমুদায় জগতের সৃষ্টি পালন ও সংহার করিয়া থাকেন।

বৎস! সপ্তগণস্থিত ভগবান্ সূর্য্য এইরূপে ত্রিবেদময়ী সাত্ত্বিকী বিষ্ণু-শক্তিদ্বারা সমাক্রান্ত হইয়া প্রখরতর কিরণ জাল বর্ষণ পূর্ব্বক সমুদায় জগতের তিমির-জাল দূরীকৃত করিতেছেন। মহর্ষিগণ নিরন্তর তাঁহার স্তুতিবাদ, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার অগ্রে সঙ্গীত, অপ্সরোগণ নৃত্য, নিশাচরগণ তাঁহার অনুগমন পন্নগও

ও বালখিল্য মহর্ষিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহার উদয় ও অস্ত-গমন কেবল কল্পনা-মাত্র। তাঁহার সপ্তগণ ও বিষ্ণু শক্তি হইতে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। স্তম্ভস্থিত দর্পণের নিকটস্থ লোক-সমুদায়ের প্রতিমূর্ত্তি যেমন সেই দর্পণে অবস্থান করে, তদ্রূপ বৈষ্ণবীশক্তি প্রতি-মাসে সূর্য্যকে আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে।

বৎস! বিষ্ণুশক্তি-সমন্বিত ভগবান্ সূর্য্য নিরন্তর নভোমণ্ডলে বিচরণ করিয়া দেবতা পিতৃ ও মনুষ্যগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক দিবা রাত্রি বিভাগ করিতেছেন। সূর্য্যরশ্মি দ্বারাই চন্দ্র আলোকময় ও বর্দ্ধিত হন্, কৃষ্ণপক্ষ উপস্থিত হইলে দেবগণ ঐ সুধাময় চন্দ্রকে পান করিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে পিতৃ-গণ ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত-রূপে তাঁহারে পান করিয়া থাকেন। এই রূপে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার সূর্য্য দ্বারা তাঁহার বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। ভগবান্ সূর্য্য প্রাণিগণের পুষ্টিসাধন ও শস্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তই পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া থাকেন। পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য ও প্রাণি সমুদায়, তাঁহা হইতেই পরিতৃপ্ত হয় এবং তিনিই দেবগণকে পক্ষ-তৃপ্তি পিতৃগণকে মাসতৃপ্তি ও মনুষ্যগণকে নিত্য-তৃপ্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

বিষ্ণু পুরাণ

দ্বাদশ অধ্যায়।

বৎস! চন্দ্রের রথ তিন-চক্রবিশিষ্ট। ঐ রথের উভয় পার্শ্বে কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দশ অশ্ব সংযোজিত আছে। ভগবান্ চন্দ্র ঐ রথে সমারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন। গ্রহ-সমুদায় ধ্রুবকে অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে। সূর্য্যরশ্মির হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারাই উহাদিগের হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। ভগবান্ সূর্য্যের অশ্বগণ সমুদ্রগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়াছিল। উহারা একবার তাঁহার রথে সংযোজিত হইয়া এক কল্পপর্য্যন্ত বহন করিয়া থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে আর উহাদিগকে রথ হইতে বিমুক্ত করিতে হয় না। চন্দ্র দেবগণ কর্ত্তৃক পীত হইলে ভগবান্ সূর্য্য পুনর্ব্বার তাঁহারে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি লাভের পর তাঁহার যে এক কলা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সূর্য্যরশ্মি দ্বারা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া

উঠে। দেবগণ কৃষ্ণপক্ষের যে দিনে সেই পরিমাণে তাঁহারে পান করেন, দিবাকর কর্ত্তৃক শুক্ল-পক্ষের সেই দিনে সেই পরিমাণে তাঁহার পুষ্টি সম্পাদিত হয়। তিনি তৎপরে ক্রমে ক্রমে সুধা-পূর্ণ হইলে, দেবগণ পুনর্ব্বার তাঁহারে পান করিতে আরম্ভ করেন, এই রূপে কৃষ্ণপক্ষে তাঁহার ক্ষয় ও শুক্লপক্ষে তঁাহার বৃদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে। ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতার মধ্যে কেহই তাঁহারে পান করিতে পরাঙ্মুখ হন্ না।

বৎস! চন্দ্র পীত হইলে তাঁহার অবশিষ্ট কলা ও অমাকলা সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকে। অমাকলা সূর্য্যরশ্মিতে বাস করে বলিয়া কৃষ্ণপক্ষের শেষ দিন অমাবস্যা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অমাবস্যার দিন চন্দ্র প্রথমে জল, তৎপরে বীরুৎ ও পরিশেষে সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এই নিমিত্ত অমাবস্যায় বৃক্ষাদি ছেদন করা অতিশয় নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তি ঐদিনে বৃক্ষের পত্রমাত্র ছেদন করে, তাহারে নিঃসন্দেহ ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অমাবস্যায় চন্দ্রের পঞ্চদশ কলা নিঃশেষিত হইলে পিতৃগণ অপরাহ্ন-সময়ে তাঁহারে পরিত্যাগ করেন। চন্দ্র পীত হইলে তাঁহার অমৃতময়ী যে কলা অবশিষ্ট থাকে, পরিশেষে তাহারও পিতৃগণের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় না। অমাবস্যায় সূর্য্য-

রশ্মি হইতে অবশিষ্ট সুধামৃত নিঃসৃত হইলেই পিতৃগণ উহা পান করিয়া থাকেন। এই রূপে সৌম্য বর্হিষদ ও অগ্নিষ্বত্তা নামক ত্রিবিধ পিতৃ-গণের মাসব্যাপিনী তৃপ্তি লাভ হয়। ফলত চন্দ্রই সমু-দায় পদার্থের তৃপ্তি-লাভের কারণ। তাঁহা হইতে শুক্লপক্ষে দেবগণ ও কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন্ এবং তিনি অমৃতময় সলিল-কণা দ্বারা বীরুৎ সমুদায়কে ও ওষধি দ্বারা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি প্রাণি-গণের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন।

বৎস! চন্দ্র-পুত্র বুধের রথ বায়ু ও অগ্নি দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ রথে পিঙ্গল-বর্ণ অষ্ট অশ্ব সংযো-জিত আছে। বুধ ঐ রথে সমারূঢ় হইয়া বায়ুবেগে বিচরণ করিয়া থাকেন। শুক্রের রথ অসংখ্য তূণীর ও পতাকায় সুশোভিত। পৃথিবী-সম্ভূত অষ্ট অশ্বে ঐ রথ বহন করিয়া থাকে। মঙ্গলের রথ কাঞ্চনময়। তিনি ঐ রথে বহ্নি-সম্ভূত পদ্মরাগমণির ন্যায় অরুণ-বর্ণ অষ্ট অশ্ব সংযোজিত করিয়া পরিভ্রমণ করেন। বৃহস্পতি স্বীয় কাঞ্চনময় রথে পাণ্ডর-বর্ণ অষ্ট অশ্ব সংযোজিত করিয়া রাশিচক্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন। শনৈশ্চরের রথে আকাশসম্ভূত শবল-বর্ণ অষ্ট অশ্ব সংযোজিত আছে। তিনি ঐ রথে আরো-হণ পূর্ব্বক মন্দ মন্দ গমন করিয়া থাকেন। রাহুর রথ ধূসর-বর্ণ। তিনি ঐ রথে ভৃঙ্গের ন্যায় কৃষ্ণ-

বর্ণ অষ্ট অশ্ব নিযোজিত করিয়া নিরন্তর নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার অশ্বগণ একবার রথে সংযোজিত হইয়া নিরন্তর তাঁহারে বহন করে। তিনি আদিত্য হইতে নিঃসৃত হইয়া পর্ব্বকালে চন্দ্রকে ও চন্দ্র হইতে নিঃসৃত হইয়া সৌরপর্ব্বে সূর্য্যকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যখন কেতু রথারূঢ় হন্, তখন পলাল ও ধূম বর্ণ এবং লাক্ষারসের ন্যায় অরুণ বর্ণ অষ্ট অশ্ব বায়ু বেগে তাঁহারে বহন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

এই আমি নব গ্রহের নব রথের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। সমুদায় গ্রহ তারাও নক্ষত্র ধ্রুবে নিবদ্ধ হইয়া বাতরশ্মি দ্বারা নিরন্তর নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। তারা ও নক্ষত্রাদি গ্রহগণের সংখ্যা যেরূপ, বাতরশ্মির সংখ্যাও সেই রূপ। উহারা প্রত্যেকেই এক এক বাতরশ্মি দ্বারা ধ্রুবে নিবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে এবং ধ্রুব ও তাঁহাদিগের দ্বারা বিচরণ করিয়া থাকেন। যেমন তৈলযন্ত্র স্বয়ং ভ্রমণ করে এবং চক্রকেও ভ্রমণ করায়, তদ্রূপ জ্যোতির্ম্ময় গ্রহগণ বাতরজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া আপনারা ভ্রমণ করে এবং ধ্রুবকেও ভ্রমণ করাইয়া থাকে। বাতচক্র দ্বারা প্রেরিত হওয়াতে অলাতচক্রের ন্যায় উহাদিগের ভীষণগতি দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু ঐ জ্যোতির্ম্ময় গ্রহগণকে বহন

করেন, এই নিমিত্ত তিনি প্রবহ নামে বিখ্যাত হই-য়াছেন।

বৎস! পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট যে ধ্রুবের আধার শিশুমারাকৃতি দিব্য রূপের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাতে যে যে গ্রহ সন্নিবে-শিত আছে, তাহা বিশেষ-রূপে কহিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি দিবসে পাপাচরণ করিয়া রাত্রিতে সেই শিশুমার-সদৃশ দিব্য মূর্ত্তি সন্দর্শন করে, তাহার তৎক্ষণাৎ সেই পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। যে ব্যক্তির ঐ শিশুমারাশ্রিত যত গ্রহ দৃষ্টিগোচর হয়, তিনি নিঃসন্দেহ ততবৎসর জীবিত থাকিতে পারেন। সেই শিশু-মারাকৃতি দিব্য মূর্ত্তির হনুদেশে উত্তানপাদ, অধরে যজ্ঞ, মস্তকে ধর্ম্ম, হৃদয়ে ভগবান্ নারায়ণ পূর্ব্ব পাদদ্বয়ে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, পশ্চিম শক্থি-দ্বয়ে বরুণ ও সূর্য্য, শিশ্নে সংবৎসর গুহ্যে মিত্র এবং পুচ্ছ-দেশে অগ্নি মহেন্দ্র কশ্যপ ও ধ্রুব অবস্থান করিতেছেন। ঐ পুচ্ছ-সংলগ্ন অগ্ন্যাদি চারিটি তার-কার কখনই অস্ত-গমন নাই। তাঁহারা নিরন্তর নভোমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন।

এই আমি তোমার নিকট পৃথিবী, গ্রহ, দ্বীপ, সমুদ্র, পর্ব্বত, বর্ষ ও নদী সমুদায় এবং ঐ সমস্ত প্রদেশের অধিবাসীদিগের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তাহাদিগের স্বরূপ সংক্ষেপে কহি-

তেছি শ্রবণ কর। সলিল হইতে সনাতন বিষ্ণুর শরীর এবং বিষ্ণুর শরীর হইতে সমুদ্র-পর্ব্বতাদি-সম্বলিত পদ্মাকারা পৃথিবী সমুদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহা হইতে অতীত কিছুই নাই। কি জ্যোতির্ম্মণ্ডল, কি ভুবন, কি পর্ব্বত কি কানন, কি দিক্, কি নদী, কি সমুদ্র সমুদায়ই তাঁহার স্বরূপ-মাত্র। বস্তু-সমুদায় জ্ঞান-স্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি স্বয়ং বস্তুভূত নন্। বিজ্ঞান দ্বারাই তাঁহা হইতে সমুদ্র পর্ব্বত ও পৃথিব্যাদির পৃথগ্ভাব নিরূপিত হইয়াছে। কর্ম্মক্ষয় হইলে যখন যে ব্যক্তি কর্ম্মক্ষয়াবসানে অতি বিশুদ্ধ পরম জ্ঞান লাভ করেন, তখন তাঁহার বস্তু-ভেদ-বিষয়ক জ্ঞান ও সঙ্কল্প তরুর বন তিরোহিত হইয়া যায়। ইহ লোকে আদি মধ্য ও অন্ত-বিহীন এক রূপ কোন পদার্থ বিদ্যমান আছে কি না? এ রূপ সংশয়ারূঢ় হইয়া বারংবার তর্ক করা নিতান্ত নিষ্ফল। ফলত বস্তু মাত্রকেই কাল-ক্রমে অন্যথাভূত দেখিতে পাওয়া যায়। যখন পৃথিবী হইতে ঘট, ঘট হইতে কপালিকা, কপালিকা হইতে রজ ও রজ হইতে পরমাণু সমুৎপন্ন হয়, তখন সেই পরমাণু কি-রূপে ঘট্যাদি বিশেষ নামে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে? অতএব বিজ্ঞানের তুল্য উৎকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নাই। বিভিন্ন-চিত্ত ব্যক্তিরাই

নিজ-কর্ম্ম-ভেদে সেই এক মাত্র বিজ্ঞানকে বহুধা কল্পনা করিয়া থাকে। ভগবান্ বিষ্ণুরে সেই পরম জ্ঞান-স্বরূপ, বিশোক, শব্দাদিবিহীন নিঃশঙ্ক এক, পরম, পরেশ ও বাসুদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এবং সত্যই জ্ঞান ও অসত্যই অজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই আমি তোমার নিকট ভুবনাশ্রিত ব্যবহার-সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। যাঁহারা নিরন্তর যজ্ঞ, পশু, ঋত্বিক সংবৎসর, ও স্বর্গময় কাম এই সমুদায়ের অন্তর্গত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পৃথিব্যাদি লোক লাভ করিয়া তদনুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকেন। ইহলোকে কর্ম্মবশ্য ব্যক্তিদিগেরই পূর্ব্বোক্ত পৃথিব্যাদি লোক লাভ হয়, কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞান-বলে সেই এক রূপ সনাতন বিষ্ণুরে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন তাঁহারা নিঃসন্দেহ তাঁহাতে লীন হইতে সমর্থ হন্ সন্দেহ নাই।

বিষ্ণু পুরাণ

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! পৃথিবী দমুদ্র নদী ও গ্রহগণ যে রূপে অবস্থিত আছে? সনাতন বিষ্ণু যে রূপে এই ত্রৈলোক্যের আধার-স্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছেন? এবং পরমার্থ বিষয় যে রূপ? তৎ-সমুদায় আমি আপনার প্রমুখাৎ পরিজ্ঞাত হইলাম, কিন্তু আপনি পূর্ব্বে যে মহারাজ ভরতের চরিত কীর্ত্তন করিবেন স্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। অতএব সেই বহীপাল ভরত বাসুদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ ও যোগযুক্ত হইয়া যে রূপে শালগ্রামে অবস্থান ও তৎপরে যেরূপে পবিত্র প্রদেশে অব-স্থান করিয়াছিলেন, যেরূপে ব্রাহ্মণ-কুলে তাঁহার জন্ম হয় এবং ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্মান্ত-রীণ সংস্কার-বশত পুনর্ব্বার যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদায় সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! মহাত্মা মহীপাল ভরত সনাতন নারায়ণের প্রতি একান্ত ভক্তি-পরায়ণ হইয়া বহুকাল শালগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। অহিংসাদি গুণ-সমুদায় তাঁহারে আশ্রয় করিয়াছিল। তিনি ঐ সমুদায় সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া নিরন্তর নারায়ণের অর্চ্চনা করত চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিয়াছিলেন। যজ্ঞেশ, অচ্যুত, গোবিন্দ, মাধব, অনন্ত, কেশব, কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও হৃষীকেশ এই সমুদায় নামোচ্চারণ ভিন্ন আর কোন কথাই তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইত না। তিনি স্বপ্নাবস্থাতেও ভগবান্ নারায়ণের নামোচ্চারণ করিতেন। সমিধ্ কুশ ও পুষ্প আহরণ করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিষয়ানুরাগ-বিহীন হইয়া নিরন্তর কেবল এই সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কালহরণ করিতেন।

এই রূপে কিছু কাল অতীত হইলে একদা সেই মহারাজ ভরত মহানদী-তীর্থে স্নান করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। তৎপরে ঐ নদী-তীরে সমুপস্থিত হইয়া তথায় অবগাহন পূর্ব্বক সন্ধ্যার উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঘটনা-ক্রমে ঐ সময়ে এক প্রসবোন্মুখী হরিণী নিতান্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া জলপান করিবার নিমিত্ত বন হইতে ঐ তীর্থাভিমুখে ধাবমান হইল এবং ক্রমে ক্রমে ঐ নদীরতীরে

উপনীত হইয়া জলপান করিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর তাহার জলপান করা প্রায় সমাপন হইলে ঐপ্রদেশে দৈববশত এক সিংহ সর্ব্বপ্রাণি-ভয়ঙ্কর ভীষণতর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সহসা ঐ ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিবামাত্র ঐ নদীতীরেই প্রসবো-ন্মুখী হরিণীর গর্ভপাত হয়। ঐ হরিণী অত্যুচ্চ-প্রদেশে আরূঢ় হইয়াছিল বলিয়া তাহার গর্ভস্থ শাবক সেই নদীতে নিপতিত হইয়া ভীষণ তরঙ্গমালায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন মহারাজ ভরত সেই হরিণ-শিশুরে গর্ভ হইলে বিনির্গত ও তরঙ্গ-মালায় প্রবাহিত দেখিয়া দয়াদ্র চিত্তে তাহারে ধারণ করিলেন। ঐ সময়ে সেই হরিণী গর্ভস্রাব-দুঃখ ও উন্নত-প্রদেশে পরিভ্রমণ-বশত ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহারাজ ভরত তদ্দর্শনে একান্ত করুণাদ্র হইয়া সেই মৃগপোতকে গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া প্রতি-দিন যথা-বিধানে তাহার পোষণ করিতে লাগিলেন। হরিণ-বালক ও তৎকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রথমে সে আশ্রম-জাত তৃণ সমুদায় ভোজন করিয়া আশ্রমসীমার মধ্যেই বিচরণ করিত। তৎপরে কোন কোন দিন দূরদেশে গমন পূর্ব্বক কোনরূপে শার্দ্দূল-গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া পুনর্ব্বার আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল এবং

কোন কোন দিন বা প্রাতঃ কালে দূরপ্রদেশে গমন করিয়া সায়ংকালে উটজাঙ্গনে উপস্থিত হইতে লাগিল।

এইরূপে সেই মৃগশাবক যখন দূরে ও কখন বা সমীপে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে রাজর্ষি ভরতের চিত্ত তাহার প্রতি একান্ত স্নেহাসক্ত হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে রাজ্য, পুত্র ও বন্ধু-বান্ধব-গণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই হরিণ-বালকের পোষণ করিতে লাগিলেন। আশ্রম হইতে দূর-দেশে গমন করিলে যে দিন হরিণ-শিশুর আসিতে বিলম্ব হইত, সেই দিন তিনি বিষণ্ণবদনে মনে মনে চিন্তা করিতেন হায়! আমার মৃগশাবক এখন ও প্রত্যাগমন করিল না কেন? হয়ত বৃক, ব্যাঘ্র ও সিংহ তাহারে গ্রাস করিয়াছে। যে এই ভূমিরে খুরাগ্র দ্বারা বিক্ষত করিলে আমার আহ্লাদের পরিসীমা থাকিত না, এক্ষণে সেই হরিণবালক কোথায় রহিয়াছে? আহা সে স্বীয় শৃঙ্গ দ্বারা আমার বাহু কণ্ডুয়ন করিত। যদি এক্ষণে সে অরণ্য হইতে সুস্থশরীরে নির্ব্বিঘ্ন প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হই তাহা বলিতে পারিনা। এই কুশ ও কাশ-সমুদায়ের অগ্রভাগ দশন দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়াতে সামগ ব্রাহ্মণের ন্যায় ইহাদিগের শোভা হইয়াছে। এই রূপে তিনি মৃগপোতের অদর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া অতি-

শয় অনুতাপ করিতেন। যখন সে তাঁহার নিকট-বর্ত্তী থাকিত, সেই সময়েই তিনি প্রীত ও প্রসন্ন-বদনে কাল হরণ করিতে পারিতেন। এইরূপে সেই মৃগশাবকের প্রতি স্নেহাসক্ত হওয়াতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য-ভোগে তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ রহিল না। সেই মৃগপোত চঞ্চল হইলে তিনি চঞ্চল, দূরবর্ত্তী হইলে দূরগামী ও সুস্থির হইলে সুস্থির হইয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

এই-রূপে কিছুকাল অতীত হইলে মহারাজ ভরতের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তখন পিতার মৃত্যুকালে পুত্র যেমন সজল-নয়নে তাঁহার মুখাব-লোকন করে, তদ্রূপ সেই মৃগশাবক অশ্রুপূর্ণ-লোচনে তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মাহা-রাজ ভরত সেই মৃগকে দর্শন করিতে করিতে প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। মৃগের প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ ছিল বলিয়া মৃত্যু-কালে সেই মৃগের চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার মনে উদিত হইল না। এই-রূপে মৃত্যুর পর তিনি জম্বুমার্গ-নামক মহারণ্যে জাতিস্মর মৃগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। মৃগরূপে উৎপন্ন হইলে জন্মান্তরের সমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন তিনি একবারে সংসার-বিমুখ হইয়া জননীরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক

পুনর্ব্বার শালগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন এবং তথায় কেবল শরীর ধারণের নিমিত্ত শুষ্ক তৃণ ও পর্ণ-মাত্র ভোজন করিয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে মৃগত্বের হেতু-ভুত কর্ম্ম হইতে তাঁহার নিষ্কৃতি লাভ হইল। তখন তিনি সে মৃগ-দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদাচার-নিরত যোগিগণের পবিত্র-কুলে জাতিস্মর ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মে তিনি স্বভাবত সর্ব্ববিজ্ঞান-সম্পন্ন ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হইয়া নিরন্তর প্রকৃতি হইতে অতীত আত্মারে দর্শন করিতে লাগিলেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞান-প্রভাবে দেবতা প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীতে তাঁহার অভেদ-দৃষ্টি লক্ষিত হইতে লাগিল। উপনীত হইয়া গুরুর উপদেশা-নুসারে বেদ-পাঠ, কর্ম্মদর্শন ও শাস্ত্র-গ্রহণে তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা রহিল না। কেহ তাঁহারে বারংবার অহ্বান করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এক একবার অসংস্কার-যুক্ত গ্রাম্য জড় বাক্যে তাঁহার উত্তর প্রদান করিতেন। সর্ব্বদা তিনি ভস্মাচ্ছা-দিত কলেবর মলিনাম্বর-ধারীও ক্লিন্নদন্ত হইয়া অবস্থান করাতে নগর-বাসী সকল লোকেই তাঁহারে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল। তিনি মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন সম্মান-না হইতে যোগসিদ্ধির অনেক ব্যাঘাত হয়। লোককর্ত্তৃক অবমানিত হইলে যোগা-

নুষ্ঠান-নিরত ব্যক্তিদিগের নিঃসন্দেহ যোগসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন সাধুদিগের পথ পরিহার পূর্ব্বক লোক-সমাজে অবমানিত হইবার চেষ্টা করা যোগিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ-রূপী মহাত্মা ভরত ভগবান্ হিরণ্যগর্ভের ঐ বাক্য মনে মনে চিন্তা করিয়া লোকের নিকট আপনারে জড় ও উন্মত্তের ন্যায় দর্শন করাইতে লাগিলেন। তাঁহার ভোজনের কিছুমাত্র নিয়ম ছিল না। কুৎসিত মাষবটী, শাক, বন্যফল ও তণ্ডুলকণা প্রভৃতি যখন যাহা উপস্থিত হইত, তখন তাহাই ভোজন করিয়া তাঁহার কালাতিপাত হইতে লাগিল। এই রূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে তাঁহার পিতা লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন। পিতার পরলোক গমনের পর তাঁহার ভ্রাতৃ ভ্রাতৃপুত্র ও বান্ধবগণ তাঁহারে স্থূলকায় দেখিয়া যথাকালে তাঁহারে কদন্ন আহার করাইয়া তাঁহার দ্বারা ক্ষেত্র-কর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করাইতে লাগিল। তিনিও সেই রূপে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগের সেই সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কোন কার্য্যের শৃঙ্খলা তাঁহার বিদিত ছিল না। এই নিমিত্ত তিনি যখন যে কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, অবিশ্রামে তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার দ্বারা কর্ম্ম করাইয়া কাহার ও বেতন প্রদান করিতে হইত না। যে ব্যক্তি তাঁহারে ভোজ্য প্রদান

করিত, তিনি যথা-সাধ্য তাহার উপকার করিতেন।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে তিনি অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে একদা সৌবীরাধিপতি মহারাজ রহূগণ শিবিকারূঢ় হইয়া ইক্ষুমতী নদীর তীরবর্ত্তী মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা কপিলের নিকট " এই দুঃখময় সংসারে মনুষ্যের শ্রেয় কি? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিবার নিমিত্ত তাঁহার আশ্রমে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার শিবিকা-বাহকের অভাব হইল। তখন মহারাজ রহূগণ এক বেতন-শূন্য ভৃত্যকে বাহক অন্বেষণ করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। ভৃত্য রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র নানাস্থান অন্বেষণপূর্ব্বক পরিশেষে ঐ জাতিস্মর ব্রাহ্মণকে সমানীত করিয়া তাঁহারেই বাহকের কার্য্যে নিযুক্ত করিল। তখন ঐ সর্ব্বজ্ঞানের আধার-স্বরূপ জাতিস্মর মহাত্মা ব্রাহ্মণ জন্মান্তরীণ পাপ-ক্ষয়ের নিমিত্ত রাজভৃত্যের আজ্ঞানুসারে বাহকগণের মধ্যস্থিত হইয়া শিবিকা বহন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার দ্বারা ঐ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠিল না। পাছে পিপীলিকাদির হিংসা হয়, এই ভয়ে তিনি যুগ-পরিমিত পথ অবলোকন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্যান্য বাহকেরা দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। এইরূপে গমন করিতে আরম্ভ করিলে শিবিকার গতি বিষম হইয়া উঠিল। তখন মহা-

রাজ রহূগণ শিবিকার গতি বিষম হইতে দেখিয়া ভৃত্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে বাহকগণ! তোমরা এরূপ বিষমভাবে গমন করিওনা। সকলে সমভাবে বহন করিতে আরম্ভ কর। এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে পুনর্ব্বার শিবিকার গতি বিষম হইয়া উঠিল। তখন সৌবীরাধিপতি হাস্য করিয়া পুনরায় বাহকগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন হে ভৃত্য-গণ! তোমরা কি নিমিত্ত এরূপ বিষম-ভাবে গমন করিতেছ তাহা যথার্থরূপে আমার নিকট প্রকাশ কর।

নরপতি বারংবার এইরূপ কহিলে বাহকগণ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল মহারাজ! এই নূতন নিযুক্ত ব্যক্তি আমাদিগের ন্যায় দ্রুতবেগে গমন করিতে না পারিয়া মৃদুভাবে গমন করিতেছে বলিয়া শিবিকার গতি এরূপ বিষম হইয়া উঠিয়াছে। রাজা বাহকদিগের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই জড়রূপী মহাত্মা ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে বাহক! তুমি কি অল্প পথ আমার শিবিকা বহন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছ? তোমারে ত অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট দর্শন করিতেছি তোমার কি কোনরূপ আয়াস সহ্য করা অভ্যাস নাই?

নরপতি এইরূপ কহিলে সেই ছদ্মবেশধারী ব্রাহ্মণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! আমি স্থূল নহি, শিবিকা আমাকর্ত্তৃক বাহিত হয় নাই।

আমি যে পরিশ্রান্ত ও আয়াস সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াছি তাহাও নহে এবং ইহলোকে বহনীয় কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হয় না।

সৌবীরাধিপতি সেই ছদ্মবেশধারী ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন হে বাহক! তুমি যে যে কথা কহিলে, সমুদায়ই অলীক। যখন আমি প্রত্যক্ষ তোমারে স্থূল দেখিতেছি এবং এখনও শিবিকা তোমার স্কন্ধে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন তোমার ঐ বাক্য কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? আরও তুমি যে কহিলে আমি পরিশ্রান্ত হই নাই, তাহাও নিতান্ত অসম্ভব। কারণ ভারবহনে প্রাণীমাত্রেই পরিশ্রান্ত হইয়া থাকে।

নরপতি এইরূপ কহিলে তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! প্রত্যক্ষদর্শন করিলেই যে বলবান্ ও দুর্ব্বল বলিয়া স্থিরীকৃত হয় এরূপ নহে। যে কোন ব্যক্তি হউক, বিশেষ-রূপে পর্য্যালোচনা না করিয়া কখনই তাহারে বল-বান্ অথবা দুর্ব্বল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। আর আপনি যে কহিলেন, আমি আপনার শিবিকা বহন করিয়াছি এখনও আমার-স্কন্ধে শিবিকা বিদ্য-মান রহিয়াছে ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। যখন ভূমি পদদ্বয়কে, পদদ্বয় জঙ্ঘাদ্বয়কে, জঙ্ঘাদ্বয় ঊরুদ্বয়কে, ঊরুদ্বয় উদরকে, উদর বক্ষঃস্থলকে, বক্ষঃস্থল বাহু-

দ্বয়কে, বাহুদ্বয় স্কন্ধকে, স্কন্ধ শিবিকারে এবং শিবিকা আপনার দেহকে বহন করিতেছে, তখন আমার ভার কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? অতএব আপনাতে ও আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। পঞ্চভূত কি আপনি, কি আমি, কি অন্যান্য প্রাণিগণ, সকলকেই বহন করিয়া থাকে। প্রাণীমাত্রেই গুণপ্রবাহে পতিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। সত্ত্বাদি গুণত্রয় কর্ম্মের বশীভূত। কর্ম্ম অজ্ঞান দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া সমুদায় প্রাণীরে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু আত্মা কখনই কর্ম্মে আবদ্ধ নহেন। তিনি শান্ত, নির্গুণ ও প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন্। তাঁহার কখনই বৃদ্ধি ও বিনাশ নাই। তিনি একমাত্র হইয়াও অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় প্রাণীতে অবস্থান করিতেছেন।

হে মহারাজ! যখন আত্মা বৃদ্ধি-বিনাশবিহীন ও সূক্ষ্মরূপে পরিগণিত হইলেন, তখন আপনি কোন্ যুক্তি অনুসারে আমারে স্থূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? যদি পর্য্যায়ক্রমে ভূমি, পদ, জঙ্ঘা, কটি, ঊরু ও জঠরাদিসম্বলিত এই শিবিকা স্কন্ধে অবস্থিত থাকাতে আমি ভারাক্রান্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে কি আপনি, কি অন্যান্য প্রাণিগণ, সকলকেই আমার ন্যায় ভার বহন করিতে হইতেছে। দ্বিতীয়ত কেবল শিবিকা হইতেই যে ভার সমুৎপন্ন হয়,

এরূপ নহে। শৈল, বৃক্ষ, গৃহ ও ভূমি হইতেও ভার সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মানবগণ যখন নিরন্তর এইরূপ, পৃথগ্‌ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, তখন আমারে যে কতশত গুরুতর ভার বহন করিতে হইবে, তাহার ইয়ত্তা কি? আরও দেখুন, এই শিবিকা যে পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সমুদায় প্রাণীই সেই পদার্থে নির্ম্মিত। অতএব প্রাণিগণ যে অজ্ঞানতানিবন্ধনই পদার্থসমুদায়ে আমার এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পরম-তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা ব্রাহ্মণ এইরূপ জ্ঞানগর্ভ বচনপরম্পরা কীর্ত্তন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে সৌবীরাধিপতি মহারাজ রহূগণ তৎক্ষণাৎ শিবিকা হইতে অবরোহণপূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন হে ভগবন্‌! আমি অজ্ঞানতানিবন্ধন আপনারে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া আপনার নিকট বিস্তর অপরাধ করিয়াছি। আপনি শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এক্ষণে আপনার বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি কে, কি নিমিত্তই বা এরূপ ছদ্মবেশে অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমারে চরিতার্থ করুন।

তখন সেই তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণ নরপতির এইরূপ বিনয়-

পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন মহারাজ! আমি কে, এই প্রশ্নের উত্তর করিতে আমার ক্ষমতা নাই। সুখ দুঃখের উপভোগের নিমিত্তই আমার সর্ব্বত্র গমনক্রিয়া বিদ্যমান আছে। সুখ দুঃখের উপভোগকেই দেহাদির উপপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সেই সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম-সম্ভূত সুখ দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্তই প্রাণিগণকে দেশ হইতে দেশান্তরে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, অতএব ধর্ম্ম-ধর্ম্মাকেই প্রাণিগণের উৎপত্ত্যাদির কারণ বলিতে হইবে। এবিষয়ে আপনি আর কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না।

সৌবীরাধিপতি ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ভগবন্! ধর্ম্মাধর্ম্ম যে সমুদায় কার্য্যের কারণ এবং উপভোগের নিমিত্তই যে দেহের দেশান্তর প্রাপ্তি হয়, তাহাতে আমার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু যদিও আপনি, আমিকে এই প্রশ্নের উত্তর করা আপনার অসাধ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, তথাপি উহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যিনি চিরকাল বিদ্যমান আছেন, তিনিই আমি একথা কহিবার আপনার বাধা কি? আত্মাতে অহং শব্দ প্রয়োগ করা কখনই দোষাবহ নহে।

সেই জাতিস্মর ব্রাহ্মণ নরপতির এই বাক্য শ্রবণ

করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ! আত্মাতে অহংশব্দ প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে যথার্থ বটে, কিন্তু আত্মা হইতে ভিন্ন দেহাদিতে অহং শব্দ প্রয়োগ করা ভ্রান্তিমাত্র। জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ ও তালু হইতে অহংশব্দ উচ্চারিত হয় বলিয়া কি উহা অহংরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পরে? কখনই নহে। উহারা কেবল বাঙ্‌নিষ্পত্তির হেতুমাত্র। যদিও অহং এই বাক্য স্বয়ং উচ্চারিত হয়, তথাপি উহারে কখনই অহং বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায় না। যখন মস্তক ও হস্ত-পদাদিযুক্ত দেহ হইতে আত্মা পৃথক্, তখন আমি কোন্ পদার্থে অহংশব্দ প্রয়োগ করিব? যদি অন্য কেহ আমাহইতে উৎকৃষ্ট থাকেন, তাহাহইলে এই আমি আর এই অন্য এই শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি। যখন এক মাত্র আত্মা জগতের সমস্ত দেহে অবস্থিত আছেন, তখন আপনি ও আমি কে? এরূপ শব্দ প্রয়োগ করা নিতান্ত নিষ্ফল। আপনি রাজা, এই শিবিকা, আমরা আপনার অগ্রসর বাহক এবং আপনার এই লোক এরূপ ভিন্ন-ভাব জ্ঞান করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বৃক্ষ হইতে দারু এবং দারু হইতে শিবিকা উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি সেই শিবিকায় অধিরূঢ় আছেন কিন্তু এক্ষণে, এই শিবিকার সে বৃক্ষ ও দারু-সংজ্ঞা কোথায়? এসময়ে লোকে কি আপনারে বৃক্ষাধিষ্ঠিত ও দারু-সমারূঢ় বলিয়া নির্দ্দেশ

করিবে? কখনই নহে, সকলেই কহিবে আপনি শিবিকায় আরোহণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে দারু ও শিবিকা কেবল নামভেদমাত্র। যখন শিবিকা দারু-সমূহ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, তখন দারু ও শিবিকায় প্রভেদ কি? ছত্র ও শলাকা আপাতত ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু এউভয়ই এক পদার্থ। এইরূপ আপনাতে ও আমাতেই বা বিশেষ কি? পুরুষ, স্ত্রী, গো, ছাগ, অশ্ব, হস্তী, বিহগ, তরু এসমুদায় কেবল লোক-সংজ্ঞামাত্র। দেবতা, মনুষ্য, পশু ও বৃক্ষ সমুদায়কে কর্ম্ম-যোনি বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায়। এই নিমিত্তই বারংবার উহাদিগের দেহের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। ফলত রাজা, রাজভট ও অন্যান্য প্রাণিগণের পৃথগ্ভাব কেবল সঙ্কল্পনামাত্র। একবার যে বস্তু যে নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, কালান্তরেও তাহার সেই সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয় না। আপনি সর্ব্বলোকের রাজা, পিতার পুত্র, শত্রুর শত্রু, পত্নীর পতি ও পুত্রের পিতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, কিন্তু আমি ঐ সমুদায়ের মধ্যে আপনারে কোন্ নামে কীর্ত্তন করিব? আপনারত মস্তক ও উদর প্রভৃতি বিবিধ অবয়ব বিদ্যমান আছে তবে কি আপনারে উদর, মস্তক, কিম্বা অন্য কোন অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে? কখনই নহে। আপনি যে সমুদায় হইতে পৃথগ্ভাবে

অবস্থান করিতেছেন। তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব যখন আপনি সমুদায় অবয়ব হইতে পৃথক্-রূপে নির্ণীত হইলেন, তখন আমি কে? এবিষয় বিশেষ-রূপে পর্য্যালোচনা করুন। তত্ত্ব যখন এইরূপে নির্ণীত হইল, তখন আমি কে? কিরূপে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি?

বিষ্ণু পুরাণ

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বৎস! সৌবীরাধি-পতি মহারাজ রহূগণ ব্রাহ্মণের এইরূপ পরমার্থযুক্ত বাক্য সমুদায় শ্রবণ করিয়া বিনীত-ভাবে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহি-লেন ভগবন্! আপনি যে জ্ঞানগর্ভ বাক্য-সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন, এবং আপনাকর্ত্তৃক সমুদায় প্রাণীতে যে সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট বিবেক-বিজ্ঞান প্রদর্শিত হইল। তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া আমার মোনোবৃত্তিসমুদায় যেন ভ্রমিত হইতেছে। আপনি কহিলেন আমি শিবিকা-বহন করিনাই, শিবিকা আমাতে অবস্থিত নহে। আমা-হইতে পৃথকদ্ভূত দেহই এই শিবিকারে ধারণ করি-য়াছে। গুণ-প্রবৃত্তি দ্বারাই সর্ব্বভূতের কর্ম্ম-প্রেরিত প্রবৃত্তি-সমুদায় নিষ্পন্ন হয়। আমাহইতে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। গুণই সমুদায় কার্য্যের মূলাধার। আপনি এই যে সমুদায় তত্ত্বজ্ঞানের কথা কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদায় শ্রুতিগোচর করিয়া আমার চিত্ত

নিতান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বেই আমি এই সংসারে শ্রেয় কি, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত মহাত্মা কপিলের আশ্রমে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আপনার মুখে এই সমস্ত বিজ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় বুঝিলাম, আপনা হইতেই আমার সংশয় দূরীভূত হইবে। আমার চিত্ত আপনার মুখে পরমার্থ বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছে। সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ-স্বরূপ মহাত্মা কপিলদেব জগতের মোহনাশের নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন সন্দেহনাই, কিন্তু আপনারে দেখিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে, আপনিই সেই ভগবান্ আমাদিগের হিত-সাধনের নিমিত্ত এইস্থানে সমাগত হইয়াছেন। আপনি বিজ্ঞান-তরঙ্গ-যুক্ত সমুদ্র-স্বরূপ। অতএব আমি প্রণত হইয়া বিনীতভাবে আপনারে নিবেদন করিতেছি। আপনি এই সংসারে শ্রেয় কি? তাহা বিশেষরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন মহারাজ! আপনি এই সংসারে শ্রেয় কি এই বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে নিতান্ত বাসনা করিয়াছেন, অতএব আমি উহা এবং পরমার্থ আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। ইহলোকে পরমার্থশূন্য সমুদায় বিষয়কেই শ্রেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি দেবগণের

আরাধনা করিয়া ধনসম্পত্তি পুত্র ও রাজ্যলাভের বাসনা করে, তাহার সেই সমুদায় অভিলাষসিদ্ধি-ই শ্রেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যজ্ঞাত্মক কর্ম্ম দ্বারা যখন স্বর্গাদি ফল লাভ হয়, তখন তাহারেও শ্রেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু যাঁহাদিগের এই শ্রেয়ঃ প্রধান ফল লাভের অভিলাষ না থাকে, তাঁহারা সর্ব্বদা যোগযুক্ত হইয়া পরাৎপর পরমাত্মারে ধ্যান করিবেন। পরমাত্মাতে আত্মসং-যোগ করাই যোগযুক্ত মহাত্মাদিগের শ্রেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ অসংখ্য শ্রেয় বিদ্যমান আছে, কিন্তু এই সমুদায়কে কখনই পরমার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায় না। যদি ধন পরমার্থ বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহা হইলে লোকে কখনই ঐ ধনকে ধর্ম্মের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিত না। অতএব ধন কখনই পরমার্থ নহে। উহা দ্বারা কেবল কামনা-সমুদায় পূর্ণ হইয়া থাকে। আবার পুত্রকে যদি পর-মার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায়, তাহা হইলে ঊর্দ্ধতন পুরুষ-গণের পর্য্যায়-ক্রমে অধস্তন পুরুষ-পরম্পরা পরমার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এরূপ হইলে এইচরাচর-সম্বলিত সমুদায় জগতে অপরমার্থ কিছুই থাকে না। সমুদায় কার্য্যকেই সমুদায় কারণের পরমার্থ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। আরও দেখুন, যদি কেহ রাজ্যাদি-লাভকে পরমার্থ বলিয়া স্থির করেন,

তাহাহইলেই বা ইহলোকে অপরমার্থ কি থাকে? যদি আপনার মতে ঋক্ যজু ও সাম-বেদ-নিষ্পাদ্য যজ্ঞ-কর্ম্ম পরমার্থ বলিয়া নিরূপিত হয়, তাহা হইলে কারণ-ভূত মৃত্তিকা দ্বারা যে ঘটাদি নির্ম্মিত হয়, তৎ সমুদায়ই বা পরমার্থ না হইবে কেন? ফলত ক্রতুর ন্যায় সমিধ্ আজ্য ও কুশ প্রভৃতি যজ্ঞীয় উপকরণ সমুদায়ই বিনশ্বর পদার্থ। সুতরাং ঐ সমুদায় দ্বারা যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তৎসমুদায়ও বিনশ্বর। অতএব যজ্ঞাদি কার্য্য কখনই পরমার্থ নহে। পণ্ডিতেরা অবিনশ্বর পদার্থকেই পরমার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। নশ্বর পদার্থ দ্বারা যেকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহাই নশ্বর। তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যদি বলেন ফলশূন্য কর্ম্ম পরমার্থ হউক তাহাও নিতান্ত অসম্ভব। ঐ অফলদ কর্ম্ম মুক্তির সাধন। পরমার্থ কিরূপে সাধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে? আবার আত্মার ধ্যান-ভেদ-কারী বলিয়া উহারে ও পরমার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায় না। পরমার্থ অভেদবান্ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যদি পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগই পরমার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ যোগ-ভিন্ন পরমাত্মা কি বস্তু-মধ্যে পরিগণিত হইবেন? অতএব উহারেও কখন পরমার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায় না

বৎস! ইহলোকে এই রূপ অসংখ্য শ্রেয় বিদ্যমান

আছে, কিন্তু এ সমুদায়ই অপরমার্থ। এক্ষণে পরমার্থ তোমার নিকট সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যিনি এক মাত্র, শুদ্ধ, নির্গুণ, প্রকৃতি হইতে অতীত, জন্ম-বৃদ্ধ্যাদি-বিহীন, সর্ব্বাত্মা, অব্যয় ও পরজ্ঞান-ময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, নাম-জাত্যাদি যাঁহারে কখন আশ্রয় করিতে পারে নাই ও পারিবে না এবং যিনি এক মাত্র হইয়াও সর্ব্বদেহে বিজ্ঞান-রূপে অবস্থান করিতেছেন সেই পরমাত্মাকেই পরমার্থ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। অতথ্যদর্শী-ব্যক্তিরাই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার রূপ-ভেদ কেবল কল্পনা-মাত্র। যেমন বেণুর রন্ধ্র-ভেদ দ্বারা অভেদ-ব্যাপী বায়ুর ষড়্‌জাদি ভিন্ন ভিন্ন স্বর সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বাহ্যকর্ম্ম প্রবৃত্তির ভেদানুসারেই এক মাত্র পরমাত্মার দেবতা, মনুষ্য, পশু পক্ষী প্রভৃতি রূপ-ভেদ আরোপিত হইয়া থাকে। বস্তুত তিনি যে অদ্বিতীয় ও আবরণ-শূন্য তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

বিষ্ণুপুরাণ

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বৎস! মহারাজ রহূগণ ব্রাহ্মণের এই সমুদায় পরমার্থবিষয়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! পূর্ব্বে মহাত্মা ঋভু নিদাঘ-নামক ব্রাহ্মণের জ্ঞানোৎপাদনের নিমিত্ত যাহা কহিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে তাহা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ঋভু নামক এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা স্বভাবতই তত্ত্বদর্শী হন্। পুলস্ত্যতনয় মহাত্মা নিদাঘ তাঁহার শিষ্য হইলে, তিনি তাঁহারে পরমানন্দে বিবিধ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ নিদাঘের অন্তঃকরণে কোনরূপেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইল না। তখন তিনি

কিরূপে তাঁহারে তত্ত্বদর্শী করিবেন, নিরন্তর তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বৎস! দেবিকা নদীর তীরে এক অতিরমণীয় সুসমৃদ্ধ নগর বিদ্যমান আছে। মহর্ষি পুলস্ত্য কর্ত্তৃক ঐ নগর নিবেশিত হয়। পূর্ব্বে তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন মহর্ষি নিদাঘ ঐ নগরের উপবনপর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বহুকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। দেবমাণের সহস্র বৎসর অতীত হইলে, একদা মহাত্মা ঋভু স্বীয়শিষ্য নিদাঘের আলয়ে সমুপস্থিত হন্। যৎকালে মহর্ষি নিদাঘের আলয়ে তিনি আগমন করেন, তখন মহাত্মা নিদাঘ বিশ্ব-দেবগণের উপাসনার অবসানে গৃহীতার্ঘ্য হইয়া অতিথির আগমন প্রতীক্ষায় দ্বারদেশ অবলোকন করিতেছিলেন। ঐ সময়ে তিনি সমাগত হইলে তাঁহার অহ্লাদের পরিসীমা রহিলনা। তখন তিনি তাঁহারে আপনার গৃহমধ্যে সমানীত করিয়া তাঁহার হস্তপদাদি প্রক্ষালন করাইয়া তাঁহারে আসন প্রদান করিলেন এবং ভোজ্য বস্তু সমুদায় আনয়ন পূর্ব্বক বিনীতভাবে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! আমি আপনার নিমিত্ত এই ভোজ্য বস্তু আনয়ন করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া এই সমুদায় ভোজন করুন।

ঋভু কহিলেন হে ঋষে! আমি এ সমুদায় কদন্ন ভোজন করিব না। তুমি আমারে সংযাব পায়সাদি মিষ্ট

অন্ন প্রদান কর। মহাত্মা নিদাঘ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় পত্নীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন প্রিয়ে! গৃহমধ্যে যে সমুদায় অত্যুৎকৃষ্ট উপাদেয় পদার্থ বিদ্যমান আছে, তুমি এই মহাত্মার নিমিত্ত তৎসমুদায় বিশেষরূপে প্রস্তুত কর।

ব্রাহ্মণ-পত্নী ভর্ত্তার এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ উৎকৃষ্ট অন্ন প্রস্তুত করিলেন। সমুদায় ভোজ্য প্রস্তুত হইলে, মহাত্মা নিদাঘ তৎসমুদায় তাঁহারে ভোজন করাইয়া বিনীত-ভাবে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! এই সমুদায় অন্ন ভোজন করিয়া আপনার ত তৃপ্তি ও তুষ্টি লাভ হইয়াছে? আপনার চিত্তের ত কোন প্রকার অসুখ নাই? এক্ষণে আপনার বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব আপনার নিবাস কোথায়, এবং আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন ও কোথায়ই বা গমন করিবেন সৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ঋভু কহিলেন হে দ্বিজবর! যাহার ক্ষুধা আছে, অন্ন ভোজন করিলে তাহারই তৃপ্তি লাভ হয়। আমার ক্ষুধাও নাই। আমি পরিতৃপ্তও হই নাই। অতএব আমারে কেন তৃপ্তির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? বহ্নি দ্বারা উদর-মধ্যস্থ পার্থিব ধাতু ক্ষয় হইলেই ক্ষুধা ও সলিল ক্ষয় হইলেই তৃষ্ণা সমু-

পস্থিত হয়। ঐ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দেহের ধর্ম্ম। আমি ঐ উভয়বিধ দেহ-ধর্ম্মে কখনই সমাক্রান্ত নহি। আমার সর্ব্বদাই ক্ষুৎপিপাসাবিবর্জ্জিত নিত্য-তৃপ্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। মনের সুস্থতা ও তুষ্টি এই উভয়কে চিত্তধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব যাহার চিত্ত, তাহারেই তুমি ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা কর। পরমাত্মা কখনই ঐ চিত্ত-ধর্ম্মে আবদ্ধ নহেন। আপনার কোথায় নিবাস, আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন ও কোথায় গমন করিবেন, আমারে এ রূপ জিজ্ঞাসা করাও তোমার অনুচিত হইয়াছে। যখন পরমাত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, তখন এইরূপ প্রশ্ন করা কি রূপে যুক্তি-যুক্ত হইতে পারে? আমি গমনশীল অথবা গমন-বিহীন নহি এবং আমার নিকেতনও এক দেশে বিদ্য-মান নাই। তুমি, আমি ও অন্য এ রূপ শব্দ প্রয়োগ করা কেবল অজ্ঞানেরকার্য্য। পরমাত্মা সর্ব্বময়। তাঁহা-হইতে অতীত কোন পদার্থই নাই। তুমি আমার নিকট উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ভোজ্য বস্তুর বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সে প্রশ্নও নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। মনুষ্য স্বাদু ও অমৃষ্ট যে কোন বস্তু ভোজন করুক না কেন; বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যখন মৃষ্ট বস্তু ও সময়ান্তরে অমৃষ্টরূপে ও অমৃষ্ট বস্তু ও স্বাদু-

রূপে পরিণত হইয়া উদ্বেগের কারণ হইতেছে, তখন অন্নকে কি রূপে রুচিকর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে? যেমন মৃণ্ময় গৃহ মৃত্তিকা-লেপন দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয়, তদ্রূপ এই পার্থিব দেহ পার্থিব পরমাণু দ্বারাই পুষ্ট হইয়া দৃঢ়রূপে অবস্থান করে। যব, গোধূম, দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল, দধি, গুড় ও ফলাদি সমুদায় ভোজ্য পদার্থই পার্থিব পরমাণু হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। পার্থিব পরমাণু হইতে অতীত কোন ভোক্ষ্যই বিদ্যমান নাই। অতএব তুমি স্পৃষ্ট ও অস্পৃষ্ট বস্তুর বিষয় এই রূপ বিবেচনা করিয়া যাহাতে মনের শমতা হয়, এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। পুলস্ত্য-পুত্র নিদাঘ মহাত্মা ঋভুর এইরূপ পরমার্থ-যুক্ত বাক্য-সমুদায় শ্রবণ করিয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! কে আপনি আমার হিত-সাধনার্থ আগমন করিয়াছেন, প্রসন্ন হইয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মোহ-নির্মুক্ত হইয়া জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়াছি।

তখন নিদাঘের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা ঋভু তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! আমি তোমার সেই আচার্য্য ঋভু। তোমারে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। এক্ষণে তুমি জ্ঞান-লাভ করিলে। আর আমার এ স্থানে বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড পর-

মাত্মার স্বরূপ-মাত্র। তুমি কদাচ কোন পদার্থকে তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করিও না। এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া তিনি বিনয়াবনত নিদাঘের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বিষ্ণু পুরাণ

ষোড়শ অধ্যায়।

বৎস! অনন্তর সহস্র-বর্ষ অতীত হইলে মহাত্মা ঋভু পুনর্ব্বার নিদাঘকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার অধিষ্ঠিত নগরাভিমুখে যাত্রা করেন। তৎপরে তিনি ক্রমে ক্রমে নগরের বহির্ভাগে সমুপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, সেই নগরের অধিপতি পুরপ্রবেশ করিতেছেন এবং তাঁহার শিষ্য নিদাঘ অরণ্য হইতে সমিধ্ ও কুশসমুদায় আহরণ পূর্ব্বক ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া একাকী দূরদেশে অবস্থান করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি অনতিবিলম্বে নিদাঘের নিকট উপস্থিত হইয়া যথোচিত সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে ঋষিকুমার! তুমি কি নিমিত্ত একান্তে এরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছ, তাহা বিশেষরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

নিদাঘ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ব্রহ্মন্ ! এক্ষণে এই নগরের প্রবল-প্রতাপশালী রাজা পুর-প্রবেশ করিতেছেন, সেই নিমিত্ত আমি এই-রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছি ।

মহাত্মা ঋভু তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন মুনিকুমার ! আমি তোমারে অভিজ্ঞদর্শন করিতেছি। অতএব কাহারে রাজা ও কাহারেই বা ইতর ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর ।

নিদাঘ কহিলেন ব্রহ্মণ্ ! যিনি ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত উন্মত্ত গজেন্দ্রের উপরি-ভাগে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই রাজা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, আর যাহারা উঁহার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে তাহারাই ইতর-লোক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

ঋভু কহিলেন মুনিকুমার ! আমি রাজা ও হস্তী উভয়কেই এককালে দর্শন করিতেছি, কিন্তু ঐ উভয়ের বিশেষ লক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অতএব রাজা ও হস্তীতে বিশেষ কি ? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

নিদাঘ কহিলেন হে ঋষে ! যে নিম্ন-ভাগে অবস্থান করিতেছে, সেই হস্তী। আর যিনি উপরিভাগে

অবস্থান করিতেছেন তিনিই রাজা। রাজা ও বাহক-সম্বন্ধ কি আপনার বিদিত নাই?

ঋভু কহিলেন ব্রহ্মণ্! যখন ঐ বিষয় আমার অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে, তখন কাহারে অধ ও কাহারেই বা ঊর্দ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা বিশেষরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

নিদাঘ মহাত্মা ঋভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা তাঁহার উপরিভাগে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি শ্রবণকর। যেমন আমি তোমার উপরিভাগে অবস্থান করিতেছি তদ্রূপ রাজা হস্তীর উপর অবস্থান করিতেছেন এবং তুমি যেমন আমার অধোভাগে অবস্থিত রহিয়াছ, হস্তীও তদ্রূপ রাজার নিম্নদেশে অবস্থান করিতেছে। তোমার বোধের নিমিত্তই তোমার নিকট এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।

তখন পরমতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা ঋভু ঐ-রূপ অবস্থায় অবস্থিত হইয়া নিদাঘকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে দ্বিজবর! তুমি নৃপস্বরূপ হইয়া আমার উপরিভাগে অবস্থান করিতেছ এবং আমিও হস্তী-স্বরূপ হইয়া তোমার নিম্নভাগে অবস্থান করিতেছি, কিন্তু তোমাতে আমাতে প্রভেদ কি? তাহা বিশেষ রূপে আমার নিকট ব্যক্ত কর।

মহাত্মা ঋভু এই রূপ কহিলে নিদাঘের জ্ঞানোদয় হইল। তখন তিনি তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! আমি অজ্ঞানবশত আপনার নিকট অপরাধ করিলাম। আপনি নিশ্চয়ই আমার গুরু ঋভু হইবেন, তিনি ভিন্ন কাহারও এরূপ অদ্বৈত-সংস্কার বিদ্যমান নাই। আজি আপনারে প্রাপ্ত হইয়া আমি চরিতার্থতা লাভ করিলাম।

নিদাঘ এইরূপ কহিলে মহাত্মা ঋভু তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! আমিই তোমার সেই গুরু ঋভু। পূর্ব্বে তুমি আমার বিস্তর শুশ্রূষা করিয়াছিলে, সেই নিমিত্তই আমি তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া সংক্ষেপে তোমারে পরমার্থ-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিলাম। তুমি আমার এই উপদেশানুসারে অবস্থান করিলে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভে সমর্থ হইবে।

হে মহারাজ! মহাত্মা ঋভু শিষ্য নিদাঘকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলে, নিদাঘ তাঁহার উপদেশানুসারে সর্ব্ব-ভূতে সমদর্শী হইয়া ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক মোক্ষ-লাভ করিয়াছেন। অতএব আপনিও আত্মারে সর্ব্বময় জ্ঞান করিয়া শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সমদর্শী হউন। যেমন একমাত্র নভোমণ্ডল ভ্রান্তি-দৃষ্টি

প্রভাবে শুক্ল-নীলাদি দ্বারা বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ এক মাত্র পরমাত্মা লোকের ভ্রম-নিবন্ধন পৃথক্ পৃথক্ রূপে কল্পিত হইয়া থাকেন। বস্তুত তিনি যে অদ্বিতীয় তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। অতএব আমি তুমি ইত্যাদি পৃথগ্ভাব পরিত্যাগ করিয়া সমুদায়ই তন্ময় জ্ঞান করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি ঐ রূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে নিঃসন্দেহ পরম সিদ্ধি-লাভ করিতে পারিবেন।

বৎস! মহারাজ রহূগণ সেই জাতিস্মর ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া পরমার্থ-জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক ভেদ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং সেই জাতিস্মর ব্রাহ্মণেরও সেই জন্মে আত্মজ্ঞান-নিবন্ধন মোক্ষ-লাভ হইয়াছিল। যে ব্যক্তি ভক্তি পরায়ণ হইয়া এই মহারাজ রহূগণ ও ভরতের উপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার বুদ্ধি নির্ম্মল ও মোহ-বিহীন হয় এবং যিনি সর্ব্বদা উহা স্মরণ করেন, তিনি মোক্ষ-লাভের যোগ্য হইতে সমর্থ হন্ সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় অংশ সম্পূর্ণ।

বিষ্ণু পুরাণ

তৃতীয় অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! আপনি আমার নিকট সমুদ্র পর্ব্বতাদি ও সূর্য্যাদি গ্রহগণের সংস্থাপন, দেবতা ঋষি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ও তির্য্যগ্‌জাতির উৎপত্তি এবং মহাত্মা প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের চরিত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এবং আমি আপনার প্রমুখাৎ মন্বন্তরের বিষয়ও সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে সমুদায় মন্বন্তর ও যে যে মন্বন্তরে যে যে অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তৎসমুদায় সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি সেই সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! যে সমুদায় মন্বন্তর অতীত হইয়াছে এবং এক্ষণে যাহা প্রচলিত হইতেছে তৎসমুদায় বিশেষরূপে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত

ও চাক্ষুষ নামক মনু এবং তাঁহাদিগের ভোগকাল অতীত হইয়াছে। এক্ষণে বৈবস্বত নামক সপ্তম মনুর ভোগকাল উপস্থিত। কল্পের প্রথমে যে স্বায়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অধিকারকালে যে যে দেবতা ও মহর্ষিগণের জন্ম হইয়াছিল, পূর্ব্বে তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে স্বারোচিষ প্রভৃতি মনুপুত্র, মন্বন্তরাধিপ, দেবতা ও ঋষিগণের বিষয় বিশেষরূপে কহিতেছি শ্রবণ কর। স্বারোচিষ মন্বন্তরে পারাবত ও তুষিত নামক দেবগণ, বিপশ্চিৎ নামক ইন্দ্র, ঊর্জ, তম্ব, প্রাণ, দত্তোনি, ঋষভ, নিরশ্চ ও অর্ব্বরীবান্ নামক সপ্তঋষি এবং স্বারোচিষ মনুর চৈত্র কিং পুরুষ প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঔত্তমি মন্বন্তরে সুশান্তি নামক ইন্দ্র, সুধামা, সত্য, শিব, প্রতর্দ্দন ও বশবর্ত্তী নামক পঞ্চদেবগণ, সমুৎপন্ন হন্। তাঁহাদিগের প্রত্যেক-গণ দ্বাদশ-সংখ্যা-বিশিষ্ট। ঐ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি নামে বিখ্যাত বশিষ্ঠের সপ্তপুত্র এবং অজ, পরশু ও দিব্য প্রভৃতি ঐ মনুর পুত্রগণের উদ্ভব হয়। তামস মন্বন্তরে স্বরূপ, হরি, সত্য ও সুধী নামক দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন, তাহাদিগের প্রত্যেক-গণই সপ্ত-বিংশতি সংখ্যায় পরিপূর্ণ। ঐ মন্বন্তরে শতঅশ্বমেধকারী শিখি নামক ইন্দ্র, জ্যোতির্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বরক ও পীবর নামক সপ্তঋষি এবং নবখ্যাতি, শান্তহয় ও জানুজঙ্ঘ প্রভৃতি

ঐ মনুর পুত্রগণ, প্রাদুর্ভূত হন্ এবং রৈবত মন্বন্তরে বিভুনামক ইন্দ্র, অমিতাভ, ভূতরম, বৈকুণ্ঠ ও সুমেধা নামক দেবগণের উদ্ভব হয়। উঁহাদিগের প্রত্যেকগণও চতুর্দ্দশ সংখ্যা-বিশিষ্ট। এই মন্বন্তরে হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, স্বধামা পর্য্যন্য ও মহামুনি নামক সপ্ত ঋষি এবং বনবন্ধু সুসম্ভাব্য ও সত্যক প্রভৃতি ঐ মনুর পুত্রগণ সমুৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন।

বৎস! মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশে স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস ও রৈবত নামক মনু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজর্ষি প্রিয়ব্রত তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সনাতন বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার বংশে উঁহাদিগের জন্ম হয়। চাক্ষুষনামক ষষ্ঠ মনুর অধিকার-কালে ইন্দ্র মনোজব নামে বিখ্যাত ছিলেন। ঐ সময়ে আদ্য,প্রসূত, ভব্য,পৃথুগ ওলেখ নামক পঞ্চ দেবগণ উৎপন্ন হন্। ঐ দেবগণের প্রত্যেকগণ অষ্টসংখ্যায় পরিপূর্ণ। এই মন্বন্তরে সুমেধা, বিরজ, হবিষ্মান্, উন্নত, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু নামক সপ্ত ঋষি এবং উরু, পুরু ও সুদ্যুম্ন প্রভৃতি ঐ মনুর পুত্রগণের উদ্ভব হয়। ঐ মনুপুত্রেরাই পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া প্রজা সমুদায়কে শাসন করিয়াছিলেন। ভগবান্ সূর্য্যের পুত্র শ্রাদ্ধদেব বৈবস্বত মনুর অধিকার-কাল এক্ষণে প্রচলিত হইতেছে। ইনিই সপ্তম মনুনামে

বিখ্যাত আছেন। আদিত্য,বসু ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ, পুরন্দর নামক ইন্দ্র এবং বশিষ্ঠ কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ নামক সপ্তঋষি এই মন্বন্তরে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। এই বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নভোদিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র ও বসুমান্ এই নয়টি পরমধার্ম্মিক পুত্র সমুৎপন্নহন্। তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুশক্তি-সমন্বিত সত্ত্বগুণযুক্ত ও মর্য্যাদা-সম্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সমুদায় মন্বন্তরেই ভগবান্ বিষ্ণু দেবরূপে প্রাদুর্ভূত হন্। তিনি স্বায়ম্ভুব নামক প্রথম মন্বন্তরে স্বীয় অংশে আকূতির গর্ভে যজ্ঞ ও মানসদেব নামে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিতার গর্ভে তুষিত নামক দেবগণের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া অদিত নামে বিখ্যাত হন্। ঔত্তম মন্বন্তরে সত্যার গর্ভে সত্যনামক দেবগণের সহিত সমুৎপন্ন হইয়া সত্য নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তামস মন্বন্তরে হর্য্যার গর্ভে হরি নামক দেবগণের সহিত উৎপন্ন হইয়া হরিনামে বিখ্যাত হন্। রৈবত মন্বন্তরে সম্ভূতির গর্ভে মানস নামক দেবগণের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া মানস নামে খ্যাতি লাভ করেন এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠ নামক দেবগণের সহিত সমুদ্ভূত হইয়া বৈকুণ্ঠ নামে অবতীর্ণ হন্। এইরূপে ষষ্ঠ মন্বন্তর অতীত হইলে এই বৈব-

স্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরে ভগবান্ কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বামন-রূপে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বামনরূপে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিপদ দ্বারা ত্রিলোক অধিকার করিয়া দেবরাজকে প্রদান করিয়াছেন।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট সপ্তম মনু ও তাঁহাদিগের পুত্রগণের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদায় মন্বন্তরেই প্রজাগণ বিপ্রজাতি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। সনাতন বিষ্ণুর অনন্ত শক্তি দ্বারা এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আবিষ্ট রহিয়াছে, এই নিমিত্ত তিনি বিষ্ণু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ফলত আমি তোমার নিকট যে সমুদায় দেবতা, মনু, সপ্তর্ষি, মনু-পুত্র ও ইন্দ্রের কথা কীর্ত্তন করিলাম, সকলেই তাঁহার বিভূতি-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

বিষ্ণু পুরাণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! আপনি সপ্ত মন্ব-ন্তরের কথা কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু এক্ষণে ভাবী মন্বন্তরের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাস-না হইতেছে, অতএব আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! ভগবান্ সূর্য্য বিশ্ব-কর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাহইতে ঐ সংজ্ঞার গর্ভে বৈবস্বত মনু, যম ও যমী নামে তিন পুত্রের উদ্ভব হয়। তৎপরে সংজ্ঞা ভর্ত্তার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় ছায়ারে তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত করত স্বয়ং তপস্যা করি-বার নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। সংজ্ঞার অরণ্যগমনের পর ভগবান্ সূর্য্য ঐ ছায়ার গর্ভে শনৈশ্চর, সাবর্ণিক মনু ও তপতী নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন। যখন ছায়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যমকে

শাপ প্রদান করেন তখন যম ও সুর্য্যের মনে ইনি সংজ্ঞা কিনা? এই সংশয় উপস্থিত হয়। তৎপরে ভগবান্ সূর্য্য ছায়ার পরিচয় গ্রহণ করিয়া সমাধিবলে জানিতে পারিলেন সংজ্ঞা-অশ্বরূপিণী হইয়া অরণ্যে তপস্যা করিতেছেন। সংজ্ঞারে অশ্বরূপিণী জানিতে-পারিয়া তিনি অবিলম্বেই অশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারগর্ভে অশ্বিনী-কুমার-দ্বয় ও রৈবতন ামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহারে পুনরায় স্বস্থানে আনয়ন করিলেন। সংজ্ঞা সমানীত হইলে ভগবান্ বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে ভ্রমি-চক্রে আরোপিত করিয়া তাঁহার তেজ আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই তেজকে আট ভাগে বিভক্ত করিলেন, কিন্তু তদ্বারা সূর্য্যকে ব্যথিত হইতে হইল না। ভগবান্ সূর্য্যের যে বৈষ্ণব তেজ বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল, বিশ্বকর্ম্মা তদ্বারাই বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র নির্ম্মাণ করিলেন। দেবাদি-দেব মহাদেবের ত্রিশূল, কুবেরের গদা, কার্ত্তিকেয়ের শক্তি ও অন্যান্য দেবগণের অন্যান্য অস্ত্র-সমুদায় সেই সূর্য্য-তেজেই তৎ কর্ত্তৃক সমধিক তেজঃপুঞ্জ ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

বৎস! ভগবান্ সূর্য্য ছায়ার গর্ভে যে মনুরে উৎপাদন করিয়াছিলেন, তিনি সংজ্ঞা-গর্ভজাত পূর্ব্বজ বৈবস্বত মনুর সবর্ণ বলিয়া সাবর্ণি, নামে বিখ্যাত

আছেন। ঐ মনুর অধিকার-কালকে সাবর্ণিক অষ্টম মন্বন্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই বৈবস্বত মন্বন্তরের অবসানে সেই সাবর্ণিক মন্বন্তর সমুপস্থিত হইবে। এক্ষণে সেই ভাবী বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যখন সাবর্ণি মনুর অধিকার কাল সমুপস্থিত হইবে, তখন সুতপ, অমিতাভ ও মুখ্য নামক দেবগণ সমুদ্ভুত হইবেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেক গণ একবিংশতি সংখ্যায় পরিপূর্ণ। দীপ্তিমান্, গালব, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, আমার পুত্র বেদব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ ইহাঁরা ঐ মন্বন্তরের সপ্তর্ষি নামে বিখ্যাত হইবেন। পাতালগত বিরোচন-পুত্র দানবরাজ বলি ঐ কালে ইন্দ্ররূপী হইয়া ত্রিলোকে একাধিপত্য সংস্থাপন করিবে, এবং ঐ সাবর্ণিমনুর বিরজা, অর্ব্ববীরান ও নির্ম্মোহ প্রভৃতি পুত্রগণ সমুৎপন্ন হইয়া সমুদায় পৃথিবী শাসন করিবেন। এই রূপে অষ্টম মন্বন্তরের অবসানে যে মনু জন্মগ্রহণ করিবেন তাঁহার নাম দক্ষ সাবর্ণ। তাঁহার অধিকার কালে মরীচিগর্ভ ও সুধর্ম্মা নামক দেবগণ আবির্ভূত হইবেন। ঐদেবগণের প্রত্যেকগণ দ্বাদশসংখ্যাযুক্ত। এইমন্বন্তরে অদ্ভুত নামক ইন্দ্র, শবল, দ্যুতিমান, হব্য, বসু, মেধাতিথি, জ্যোতিষ্মান ও সত্য এই সপ্ত ঋষি এবং ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময় ও পৃথুশ্রব প্রভৃতি ঐ মনুর পুত্রগণ আবির্ভূত হইবেন। দশম

মন্বন্তরে যে মনু জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহার নাম ব্রহ্ম সাবর্ণ। এই মন্বন্তরে সুধামা ও বিরুদ্ধ নামক দেবগণের উদ্ভব হইবে। তাঁহাদিগের প্রত্যেক-গণ শত-সংখ্যাবিশিষ্ট। ঐ মন্বন্তরে শান্তি নামক ইন্দ্র, হবিষ্মান, সুকৃতি, সত্য, অপাংমূর্ত্তি, নাভাগ, অপ্রতিমৌজা ও সত্যকেতু নামক সপ্তঋষি এবং সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা ও ভূরিসেন প্রভৃতি ঐ মনুর দশ পুত্র সমুৎপন্ন হইবেন। একাদশ মন্বন্তরে যে মনু প্রাদুর্ভূত হইবেন তাঁহার নাম ধর্ম্ম-সাবর্ণি। তাঁহার অধিকারকালে বিহঙ্গম, কামগম, নির্ম্মাণরতি ও মুখ্য নামক দেবগণ সমুৎপন্ন হইবেন। ঐ দেবগণের প্রত্যেকগণ ত্রিংশৎ-সংখ্যা-সম্পন্ন। ঐ মন্বন্তরে বৃষ নামক ইন্দ্র, নিশ্চর, অগ্নিতেজা, বপুষ্মান্, বৃষ্ণি, বারুণি, হবিষ্মান্ ও অনঘ নামক সপ্ত ঋষি এবং সর্ব্বত্রগ সধর্ম্মাত্মা ও দেবানীক প্রভৃতি ঐ মনুর পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিবেন। দ্বাদশ মন্বন্তরে রুদ্রপুত্র সাবর্ণির জন্ম হইবে। তাঁহার অধিকার-কালে হরিত, লোহিত, সুমনা, সুকর্ম্মা ও সুরূপ নামক পঞ্চ দেবগণের উদ্ভব হইবে। ঐ মন্বন্তরে ঋতধামা নামক ইন্দ্র, তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি. ও তপোরতি, প্রভৃতি সপ্ত ঋষি এবং দেব, অনুপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি ঐ মনুর পুত্রগণ আবির্ভূত হইবেন। দ্বাদশ মন্বন্তর অতীত হইলে রৌচ্যমান নামক মনু জন্মগ্রহণ

করিবেন। ঐ ত্রয়োদশ মন্বন্তরে সত্রামা, সুধর্ম্মা, ও সুকর্ম্মা নামক দেবগণের আবির্ভাব হইবে। তাঁহাদিগের প্রত্যেকগণ ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যায় পরিপূর্ণ। ঐ মন্বন্তরে মহবীর্য্য নামক ইন্দ্র, নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী, নিষ্প্রকম্প, নিরুৎসুক, ধৃতিমান্ অব্যয় ও সুতপা নামক সপ্ত ঋষি, এবং চিত্রসেন ও বিচিত্র প্রভৃতি ঐ মনুর পুত্রগণ সমুৎপন্ন হইবেন। তৎপরে ভৌত নামক চতুর্দ্দশ মনু জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই মন্বন্তরে চাক্ষুষ, পবিত্র, কনিষ্ঠ, ভ্রাজির ও বচোবৃদ্ধ নামক দেবগণ, শুচি নামক ইন্দ্র, অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নীধ্র, যুত ও জিত নামক সপ্ত ঋষি এবং উরু, গভীর ও ব্রধ্ন প্রভৃতি ঐ মনুর পুত্রগণ সমুদ্ভূত হইবেন।

বৎস! এই আমি, যে সমুদায় মনুপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবী শাসন করিবেন তাঁহাদিগের বিষয় তোমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। চতুর্যুগের অবসানে বেদ সমুদায় অন্তর্হিত হইলে সপ্তর্ষিগণ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার তৎসমুদায়ের উদ্ধার করেন। প্রত্যেক সত্যযুগেই মনু কর্ত্তৃক স্মৃতিশাস্ত্র প্রণীত হয়। দেবগণ প্রতি মন্বন্তর পর্য্যন্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যত কাল যে মন্বন্তর বিদ্যমান থাকে, ততকাল সেই মনুর পুত্রগণও সেই বংশীয় মহাত্মারা সমুদায় পৃথিবী পালন

করেন, এবং প্রতি মন্বন্তরেই মনু, সপ্তর্ষি, মনুপুত্র ও ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্ভব হয়। এইরূপে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর অতীত হইলে দেবমানের সহস্রযুগপরিমিত কল্প নিঃশেষিত হয়। এই কল্পের পর ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ রাত্রির পরিমাণ ও দেবমানের সহস্র বৎসর নিরূপিত আছে। ঐ কল্পের পর ব্রহ্মরূপধর ভগবান্ অনন্ত ত্রিলোক গ্রাস করিয়া সলিলোপরি শেষশয্যায় শয়ন করেন। তৎপরে তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া রজোগুণ সহকারে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন্ এবং মনু, মনুপুত্র, সপ্তর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণকে সত্ত্বগুণ সহকারেই সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

বৎস! জগৎপালননিরত সনাতন বিষ্ণু যেরূপে চারিযুগের ব্যবস্থা করেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সত্যযুগে তিনি কপিলাদির রূপ ধারণ করিয়া সমুদায় প্রাণীরে পরম জ্ঞান প্রদান এবং ত্রেতাযুগে রামরূপে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া দুষ্টগণের দমনপূর্ব্বক জগত্রয় পালন করিয়া থাকেন। তাঁহা হইতে বেদ বিভাগ ও বেদ শাখা সমুৎপন্ন হয়। তিনিই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা। তাঁহারই অনন্তশক্তি দ্বারা এই জগৎ বারংবার আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। কোন লোকের ভূতভব্য ও ভবিষ্য কোন বিষয়ই তাঁহার অগোচর

নাই। একমাত্র তিনিই সর্ব্বময় ও সকলের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় মন্বন্তর ও মন্বন্তরের অধীশ্বরগণের বিষয় এবং সনাতন বিষ্ণুর মাহাত্ম্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে প্রকাশ কর।

বিষ্ণু পুরাণ

তৃতীয় অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্। সমুদায় জগৎ যে বিষ্ণুময় এবং সনাতন বিষ্ণু হইতে যে শ্রেষ্ঠ কেহই নাই তাহা আপনার প্রমুখাৎ আমি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইলাম, কিন্তু তিনি প্রতিযুগে মহাত্মা বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া কিরূপে বেদবিভাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব বিষ্ণুস্বরূপ ভগবান্ বেদব্যাস যে যে যুগে যে যে রূপে আবির্ভূত হইয়া বেদশাখার বিভাগ করিয়াছেন, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! বেদশাখা এরূপ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যে তাহা সবিস্তরে বর্ণন করা অতিশয় দুঃসাধ্য, অতএব আমি উহা সংক্ষে-পে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

প্রত্যেক দ্বাপর যুগেই জগতের হিতচিকীর্ষু ভগবান্ বিষ্ণু বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া একমাত্র বেদকে বহুধা বিভক্ত করিয়া থাকেন। তিনি মানবগণের তেজ ও বলবীর্য্য অল্প দেখিয়াই তাহাদিগের হিত সাধনার্থ বেদবিভাগে প্রবৃত্ত হন্। তাঁহার যে মূর্ত্তিদ্বারা বেদ বিভক্তহয় তাহাই তাঁহার বেদব্যাসরূপিনী মূর্ত্তি। তিনি যে যে মন্বন্তরে যে যে প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বেদশাখার বিভাগ করিয়াছেন, তাহা তোমার নকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

প্রথমত মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক অষ্টাবিংশতি প্রকার বেদের বিভাগ হয়। তৎপরে এই বৈবস্বত মন্বন্তরেবারং বার যে সমুদায় দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইয়াছে তন্মধ্যে অষ্টাবিংশতি বেদব্যাস অতীত হইয়াছেন। প্রত্যেক দ্বাপর যুগেই বেদ চারিভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম দ্বাপরে সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন। তৎপরে দ্বিতীয় দ্বাপর হইতে পর্য্যায়ক্রমে প্রজাপতি, প্রজাতির পর শুক্রা- চার্য্য শুক্রাচার্য্যের পর বৃহস্পতি, বৃহস্পতির পর সবিতা, সবিতার পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর ইন্দ্র, ইন্দ্রের পর বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠের পর সারস্বত, সারস্বতের পর ত্রিধামা, ত্রিধামার পর ত্রিবৃধা, ত্রিবৃধার পর ভারদ্বাজ, ভারদ্বাজের পর অন্তরীক্ষ, অন্তরীক্ষের পর অত্রি, অত্রির পর ত্রয্যারুণ, ত্রয্যারুণের পর ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয়ের

পর কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়ের পর ঋণ, ঋণের পর ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজের পর গৌতম, গৌতমের পর উত্তম, উত্তমের পর হর্য্যাত্মা. হর্য্যাত্মার পর রাজশ্রবা নামে বিখ্যাত বেণ, বেণের পর তৃণবিন্দু নামে বিখ্যাত সোমশুষ্মায়ন, সোমশুষ্মায়নের পর ভৃগুবংশোদ্ভব বাল্মীকি নামে বিখ্যাত ঋক্ষ, ঋক্ষের পর আমার পিতা শক্তি্র, শক্তি্রর পর আমি এবং আমার পর আমার পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে বেদের বিভাগ হয়। ইঁহারাই যথা ক্রমে বেদব্যাস নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই আমি তোমার নিকট অষ্টাবিংশতি বেদব্যাসের কথা কীর্ত্তন করিলাম। দ্বাপর যুগের প্রথমেই বেদ চারি-ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে।

বৎস! আমার পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অতীত হইলে পুনর্ব্বার যে দ্বাপর-যুগ সমুপস্থিত হইবে, তাহাতে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ব্যাসরূপে প্রকাশিত হইবেন। তৎকালে বেদের কেবল ওঁ শব্দমাত্র অবস্থিত থাকিবে। বৃহৎ ও ব্যাপক বলিয়া বেদকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রণবাবস্থিত পরব্রহ্ম ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এবং ভূর্ভুবস্বঃ এই ত্রিবিধ ব্যহৃতি-স্বরূপ। তিনি অগাধ, অপার, জগতের প্রল-য়োৎপত্তির কারণ, অক্ষয় ও জগৎ সংমোহের আ-ধাররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহারেই পুরুষা-র্থের প্রয়োজক বলিয়া কীর্ত্তন করাযায়। তিনি সাং-

খ্যবেত্তাদিগের জ্ঞান, শমদমাদি-গুণ-সম্পন্ন মহাত্মাদিগের আশ্রয়, অব্যক্ত, অমৃত, আত্মযোনি, অতিগূঢ়, সর্ব্ববীজ ও সর্ব্বস্বরূপ। সেই পরমার্থস্বরূপ ব্রহ্মই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে প্রকাশিত হন্। বস্তুত তাঁহা হইতে পৃথক্ কিছুই নাই। ভিন্নবুদ্ধি-ব্যক্তিরাই তাঁহার ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে। তিনি সর্ব্ববেদময় ও সর্ব্বশরীরের আত্মা। তাঁহা হইতেই বেদ বহুশাখায় বিভিন্ন হইয়াছে এবং তিনিই বেদশাখাপ্রণেতা ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

পুরাণ রত্নাকর

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত।

বিষ্ণু পুরাণ।

ষষ্ঠ খণ্ড

শ্রীরামসেবক বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

রাজপুর

পুরাণ রত্নাকর কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৭৮৯।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত

বিষ্ণু পুরাণ

চতুর্থ অধ্যায়।

বৎস! পূর্ব্বে লক্ষ-মন্ত্রে পরিপূরিত একমাত্র চতুষ্পাদ বেদ বিদ্যমান ছিল। সেই বেদ হইতে সর্ব্ব-কাম-প্রদ যজ্ঞ সমুদায় সমুৎপন্ন হয়। তৎপরে এই বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি সংখ্যক দ্বাপরযুগে আমার পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই একমাত্র চতুষ্পাদ বেদকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়াছেন। আমার পুত্র কর্ত্তৃক বেদ যেরূপে বিভক্ত হইয়াছে পূর্ব্বে মহর্ষিগণও আমা কর্ত্তৃক সেই রূপে ব্যস্ত হইয়াছিল। আমার পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নই চারি যুগের বেদশাখা নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। তুমি তাঁহারে নারায়ণ হইতে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করিওনা। ইহলোকে তিনি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি মহাভারত বর্ণন করিতে পারে? এই দ্বাপর যুগে তিনি যেরূপে বেদ বিভাগ করিয়াছেন তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে আমার পুত্র বেদব্যাস সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহা চারিটি শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ঐ শিষ্যচতুষ্টয়ের মধ্যে মহাত্মা পৈল তাঁহার নিকট ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ, জৈমিনি সামবেদ এবং সুমন্ত্র অথর্ব্ববেদ শিক্ষা করিয়া সম্পূর্ণ ব্যুৎপন্ন হন্। মহাত্মা লোমহর্ষণ তাঁহার নিকট ইতিহাস ও পুরাণ সমুদায় অধ্যয়ন করেন। তিনি একমাত্র যজুর্ব্বেদকেও চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সেই যজুর্ব্বেদে যে চাতুর্হোত্র বিধি বিদ্যমান আছে, তদনুসারেই যজ্ঞসমুদায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যজুর্ব্বেদ দ্বারা অধ্বর্য্যুদিগের কার্য্য, ঋগ্বেদ দ্বারা হোতৃ-কর্ম্ম, সামবেদ দ্বারা গান ও অথর্ব্ববেদ দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণ সম্পাদিত হয়। আমার পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ হইতে কতক্গুলি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ঋগ্বেদ, কতক্গুলি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া যজুর্ব্বেদ, গান-সমুদায় উদ্ধৃত করিয়া সামবেদ এবং রাজকর্ম্ম ও ব্রহ্মনিরূপণের বিধি উদ্ধৃত করিয়া অথর্ব্ব-বেদ প্রকাশিত করিয়াছেন। তৎ কর্ত্তৃক একমাত্র মহাবেদ-তরু পৃথগ্ভূত হইলে সেই বেদ-পাদপের কারণও চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া যায়। প্রথমে মহাত্মা পৈল ঋগ্বেদ-পাদপকে বিভাগ করিয়া এক সংহিতা ইন্দ্র-প্রমতিরে ও অন্য এক সংহিতা বাস্কলকে

প্রদান করেন। মহাত্মা বাস্কল সেই নিজ সংহিতারেও চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বৌদ্ধাদি শিষ্যগণকে প্রদান করিয়াছেন। আমি ও যাজ্ঞবল্ক্য আমরা উভয়ে সেই মত অবলম্বন করিয়াছি। এবং বৌদ্ধাদি মুনিগণ হইতে সেই সংহিতার ও অসংখ্য শাখা ও প্রশাখা সমুৎপন্ন হইয়াছে।

বৎস! মহাত্মা ইন্দ্র-প্রমতি যে সংহিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্বীয় পুত্র মাণ্ডুক্যকে অধ্যয়ন করান। তৎপরে মাণ্ডুক্যের শিষ্য প্রশিষ্য ও পুত্রাদির হস্তে উহা নিপতিত হয়। মহাত্মা শাকল্য ঐ সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া মুদ্গল গোযুগ, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির নামক পাঁচ শিষ্যকে প্রদান করেন। মহর্ষি শাকপূনি অন্য তিন সংহিতা ও চতুর্থ নিরুক্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ শাকপূনি এবং ক্রৌঞ্চ, বৈতালিক ও বলাক এই চারি মহাত্মারেই চতুর্থ নিরুক্ত-কৃৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মহর্ষি বাস্কল হইতে অন্য তিন সংহিতা প্রকাশিত হইয়াছে এবং মহাত্মা কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব ও অসংখ্য সংহিতা প্রকাশিত করিয়াছেন। এই আমি তোমার নিকট ঋগ্‌বেদের শাখা ও প্রশাখা সমুদায়ের বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।

বিষ্ণু পুরাণ

পঞ্চম অধ্যায়।

বৎস! ব্যাসশিষ্য মহাত্মা বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ-তরুর সপ্তবিংশতি শাখা প্রস্তুত করিয়া শিষ্যদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। শিষ্যেরাও যথাবিধানে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। ব্রহ্ম-রাজপুত্র মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার শিষ্যশ্রেণীতে পরিগণিত হন্। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও গুরুর প্রতি একান্ত ভক্তি-পরায়ণ ছিলেন। পূর্ব্বে মহর্ষিগণের এই নিয়ম ছিল যে ঋষি দল-বদ্ধ হইয়া সুমেরু-পর্ব্বতে আগমন করিবেন, সপ্ত রাত্রি তাঁহারে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত থাকিতে হইবে। এই নিয়ম কেহ কখন অতিক্রম করেন নাই। কেবল মহাত্মা বৈশম্পায়ন তাহা লঙ্ঘন করিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সেই সুমেরু-পর্ব্বতে সমুপস্থিত হন্। তথায় উপস্থিত হইবা-মাত্র এক সুন্দর বালক তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। তিনি ঐ বালককে দর্শন

করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার দেহে পদাঘাত করেন। তৎপরে ব্রহ্মহত্যা তাঁহারে আক্রমণ করিলে তিনি শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে শিষ্যগণ! তোমরা আমার নিমিত্ত অবিলম্বে অবিচারিত-চিত্তে ব্রহ্মহত্যানিবারণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হও।

মহাত্মা বৈশম্পায়ন এইরূপ কহিলে তাঁহার শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্! এই সমস্ত হীনতেজা ক্লেশিত ব্রাহ্মণে প্রয়োজন নাই। আমি একাকীই ঐ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া আপনারে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত করিতেছি। এই বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলে মহর্ষি বৈশম্পায়ন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন রে বিপ্রাবমন্যক নরাধম! তুমি আমার নিকট যে সমুদায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, শীঘ্র তাহা পরিত্যাগ কর। যখন তুমি এই সমুদায় ব্রাহ্মণকে নিস্তেজ বলিয়া ইহাদিগের অবমাননা করিলে, তখন তোমাতে আমার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই।

বৈশম্পায়নের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্! আমি আপনার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া এরূপ কহিয়াছি, ইঁহাদিগকে অবজ্ঞা করা আমার অভিপ্রেত নহে। যাহা হউক আমি আপনার নিকট যে

সমুদায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহাতে আর আমার প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তিনি স্বীয় শরীর ভেদ করিয়া রুধিরাক্ত যজুর্ব্বেদ সমুদায়কে বহির্গত করিয়া দিলেন। তৎপরে মুনিগণ কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হইল। মহর্ষিগণ তিত্তিররূপী হইয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তদবধি তৈত্তিরীয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ঐ মহর্ষিগণ গুরুর আজ্ঞানুসারে আধ্বর্য্যব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মহাত্মা বৈশম্পায়নের ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইল।

এদিকে বেদপরিত্যাগের পর মহাত্মা যাজ্ঞবল্ক্য পুনর্ব্বার যজুর্ব্বেদ লাভের নিমিত্ত প্রযত ও প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া ভগবান্ সূর্য্যের স্তব করত কহিতে লাগিলেন হে প্রভো! তুমি মুক্তির দ্বার, সিততেজা, এবং ঋক্ যজু ও সামবেদ স্বরূপ। তুমি ত্রয়ী-ধাম, অগ্নি, চন্দ্র ও জগতের কারণ। তুমি ভাস্কর, পরমতেজস্বী ও কলাকাষ্ঠানিমেষাদি-স্বরূপ, তুমি শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু সমুদায়ের কর্ত্তা ও হর্ত্তা। তুমি ধ্যেয় বিষ্ণুরূপ ও পরমাক্ষররূপী। তুমি রশ্মি দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহাগিকে ধারণ করিতেছ। তোমার সুধামৃত দ্বারা পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। তুমি ত্রিকালরূপী, বিধাতা ও জগৎপতি। তুমি কিরণজালে জগতের তিমির-জাল হরণ করিতেছ। তুমি উদিত না হইলে লোকে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও পবিত্রতা লাভ

করিতে সমর্থ হয় না। মানবগণ তোমারই কিরণ-স্পর্শ দ্বারা ক্রিয়াযোগ্য হইয়া থাকে। তোমারে পবিত্রতার কারণ, শুদ্ধাত্মা, সবিতা, ভাস্কর, বিবস্বান্, আদিত্য ও সর্ব্বদেবের আদিভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তোমার রথ হিরণ্ময়। তোমার অমৃতবর্ষী রশ্মি-সমুদায় ত্রিভুবন আলোকিত করিতেছে এবং তুমিও সর্ব্বভূতের চক্ষু-স্বরূপ হইয়া বিরাজিত রহিয়াছ। আমি তোমারে বারংবার নমস্কার করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।

যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ স্তুতিবাদ করিলে ভগবান্ ভাস্কর বাজিরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে ঋষে! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। যাজ্ঞবল্ক্য দিবাকরের এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! আমার গুরু বৈশম্পায়নের যে সমুদায় যজুর্ব্বেদ অবিদিত আছে, আপনি তৎ সমুদায় আমারে প্রদান করুন।

ভগবান্ সূর্য্য যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার গুরুর অবিদিত যজুর্ব্বেদ-সমুদায় তাঁহারে প্রদান করিলেন। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ অশ্বরূপী সূর্য্যের প্রদত্ত ঐ সমুদায় বেদভাগ অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা বাজী নামে বিখ্যাত হন্। তৎপরে মহাত্মা

যাজ্ঞবল্ক্য সেই বাজী নামক পঞ্চদশ মহর্ষির অধীত বেদভাগ হইতে কাণ্যাদি বিবিধ শাখা প্রকাশিত করিয়াছেন।

বিষ্ণু পুরাণ

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৎস! ব্যাসশিষ্য মহর্ষি জৈমিনি সামবেদতরুর শাখারে যে রূপে বিভাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। মহর্ষি জৈমিনি সমন্তু ও সুকর্ম্মা নামক দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই সামবেদ-সংহিতা অধ্যয়ন করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মহাত্মা সুকর্ম্মা সামবেদের শাখা হইতে সহস্র-সংহিতা প্রকাশিত করিয়া তাঁহার শিষ্য হিরণ্যনাভ ও পৌষ্পিঞ্জিরে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ মহর্ষি হিরণ্য-নাভ হইতে ভারতী সংহিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে সামগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহর্ষি পৌষ্পিঞ্জির লোকাক্ষি, কুথুমি, কুসীদি ও লাঙ্গলি নামক চারিটি শিষ্য ছিল। তাঁহাদিগের দ্বারা সামবেদ-সংহিতা অসংখ্য-ভাগে বিভক্ত

হইয়াছে। এবং হিরণ্য-নাভ শিষ্য মহাত্মা কৃতিমান্ যে সমুদায় শিষ্যের নিকট চতুর্ব্বিংশতি সংহিতা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারও অসংখ্য সাম-শাখা প্রকাশিত করিয়াছেন।

বৎস! যেরূপে অথর্ব্ব-বেদের সংহিতা বিভক্ত হইয়াছে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। অমিতদ্যুতি কবন্ধ নাম শিষ্যকে অথর্ব্ব-বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। তৎপরে মহাত্মা কবন্ধ তাহা দুই ভাগ করিয়া দেবদর্শ ও পথ্যকে প্রদান করেন। মৈত্র, ব্রহ্মবশি, সৌল্কায়নি ও পিপ্পলাদ দেবদর্শের এবং জাজ্বলি কুমুদাদি শৌনক আঙ্গিরস ও শান্তিকল্প পথ্যের শিষ্য হইয়াছিলেন। ঐসমুদায় মহাত্মা দিগের দ্বারা অথর্ব্ব-বেদের অসংখ্য শাখা সমুৎপন্ন হয়। মহাত্মা শৌনক স্বীয় সংহিতা দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ বভ্রুরে ও অন্য এক ভাগ সৈন্ধবকে প্রদান করেন। তৎপরে সৈন্ধব ও মুঞ্জকেশগণ অথর্ব্ব বেদের সংহিতা দুই ভাগ করিয়া নক্ষত্র ও কল্প নামক শাস্ত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। এই আমি তোমার নিকট যে সমুদায় মহাত্মার কথা কীর্ত্তন করিলাম, তাঁহারাই অথর্ব্ব-বেদের সংহিতা-কর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

বৎস! পুরাণার্থ-বেদ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আখ্যান উপাখ্যান ও গাথা দ্বারা পরিপূরিত

পুরাণসংহিতা প্রকাশিত করিয়া স্বীয় শিষ্য লোমহর্ষণ নামক সূতকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ সূতের সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংসপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি এই ছয় শিষ্য ছিল। কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংসপায়ন পুরাণের সংহিতা-কর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত আছেন, কিন্তু লোমহর্ষণকৃত সংহিতাই তাঁহাদিগের সংহিতার মূল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সমুদায় পুরাণের প্রথমেই ব্রহ্ম পুরাণ পরিগণিত হয়। পুরাণবেত্তা পণ্ডিতেরা প্রথম হইতে পর্য্যায়ক্রমে ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয় অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড এই অষ্টাদশ পুরাণের নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই সমুদায় পুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, ও মন্বন্তরাদি যে কোন বিষয় ইহাতে বর্ণিত আছে, বিষ্ণুর মাহাত্ম্য সর্ব্বত্রই প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ, ও জ্যোতিষ এই ছয় অঙ্গ, চারি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই সমুদায়ে চতুর্দ্দশ বিদ্যা লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্ব ও অর্থ শাস্ত্রের সহিত বিদ্যা অষ্টাদশ বলিয়া পরিগণিত হয়। ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণই প্রকৃত ঋষি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমি তোমার নিকট এই যে বেদ বিভাগের কথা কীর্ত্তন করিলাম সমুদায়

মন্বন্তরেই বেদ এইরূপে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রজাপতির কৃত বেদই নিত্য। মহর্ষিগণ কেবল তাহা হইতে শাখা সমুদায় প্রকাশিত করিয়াছেন। এই আমি তোমার নিকট তোমার বেদসম্বন্ধীয় সমুদায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে প্রকাশ কর।

বিষ্ণু পুরাণ

সপ্তম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! আমি আপনার নিকট যাহা যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু এক্ষণে যাহা শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইয়াছে, তাহা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। সপ্তদ্বীপ, পাতাল ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সপ্তলোক সমুদায় স্থানই স্থূল, সূক্ষ্ম, স্থূল হইতেও স্থূল ও সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম বিবিধ প্রাণিগণে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। অঙ্গুল-পরিমিত স্থানের আট ভাগের এক ভাগও প্রাণিশূন্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কর্ম্মবন্ধনিবন্ধন প্রায় সকলকেই যমের বশবর্ত্তী হইতে হয়। আয়ুক্ষয় হইলে প্রাণিগণ যে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে স্ব স্ব যোনিতে জন্মগ্রহণ করে শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মানবগণ কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান

করিলে কালের করালগ্রাস হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হইতে পারে এক্ষণে তাহাই শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমি নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! পূর্ব্বে মহাত্মা নকুল পিতামহ ভীষ্মের নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহারে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

কুরু-পিতামহ ভীষ্ম নকুলের প্রশ্ন শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন বৎস! পূর্ব্বে একদা আমার সখা কালিঙ্গক নামক ব্রাহ্মণ আমার নিকট আগমন করিয়া আমারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন বন্ধো! এক জাতিস্মর ব্রাহ্মণ আমার নিকট যে যে ভাবী বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন আমি তৎ সমুদায়ের যাথার্থ্য নিরূপণ করিয়াছি। তিনি আমার নিকট যাহা যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার বিন্দু মাত্রও অন্যথা হয় নাই।

হে নকুল! তুমি এক্ষণে আমার নিকট যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, একদা আমিও প্রিয়সখা কালিঙ্গকের নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি আমার প্রশ্ন শ্রবণ করিবামাত্র সেই মহাত্মা জাতিস্মর ব্রাহ্মণের কথা স্মরণ করিয়া আমার নি[illegible] যমকিঙ্কর-সংবাদ নামক যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাহা

তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা ধর্ম্মরাজ যম স্বীয় কিঙ্করকে পাশহস্ত দেখিয়া তাহার কর্ণমূলে কহিয়াছিলেন হে দূত! যাঁহারা ভগবান্ মধুসূদনের শরণাপন্ন হন, তুমি তাঁহাদিগের নিকট গমন করিও না। আমার বিষ্ণু-ভক্ত মহাত্মাদিগকে শাসন করিবার ক্ষমতা নাই। সুর-পূজিত বিধাতা লোক-সমুদায়ের হিত-সাধনার্থ আমারে এই পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। যিনি ভগবান্ বিষ্ণু ও গুরুর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন, আমি তাঁহার বশবর্ত্তী হই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, ভগবান্ বিষ্ণু আমারেও শাসন করিতে পারেন। যেমন একমাত্র সুবর্ণ কটক কুণ্ডলাদি দ্বারা বিভিন্নরূপে পরিগণিত হয়, তদ্রূপ সেই একমাত্র বিষ্ণু দেবতা মনুষ্য ও পশু পক্ষ্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যেমন বায়ুবেগাবসানে পার্থিব ও জলীয় পরমাণু সমুদায় পৃথিবীর সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ পরিণামে দেবতা, মনুষ্য ও পশুপক্ষ্যাদি প্রাণিগণ সেই সনাতন বিষ্ণুর সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরমার্থ লাভের বাসনায় ভগবান্ হরির সুরপূজিত-পাদপদ্মে প্রণাম করেন, তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব তুমি তাঁহারে আজ্যসিক্ত অনলের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাঁহা হইতে দূরে অবস্থান করিবে।

পাশহস্ত কিঙ্কর ধর্ম্মরাজ যমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন প্রভো! আমি বিষ্ণুভক্ত মহাত্মাদিগকে কিরূপে পরিজ্ঞাত হইব তাহা বিশেষরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

যম কহিলেন হে দূত! যাঁহারা স্বীয় বর্ণ ও ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট না হন, শত্রু মিত্রে যাঁহাদিগের সমজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, পরধন হরণ ও পরপীড়ন করিতে যাঁহাদিগের কদাচ প্রবৃত্তি হয় না, কলি যাঁহাদিগের আত্মারে কলুষিত করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে, যাঁহারা নির্ম্মল-মতি হইয়া অবস্থান করেন, যাঁহারা ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, নিভৃত স্থানে অন্যের সুবর্ণ দেখিলেও যাঁহারা তাহা তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা অনন্যচিত্তে ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় যাঁহাদিগের হৃদয়ে স্ফটিক-মণি ও মনঃ-শিলার ন্যায় ভগবান্ বিষ্ণু বিরাজিত থাকেন, মৎসরাদি দোষ তাঁহাদিগের অন্তরে কথনই স্থান প্রাপ্ত হয় না। অনল-তেজের নিকট কি হিম-রশ্মি অবস্থান করিতে পারে? যাঁহারা নিরন্তর নির্ম্মৎসর, প্রশান্ত, শুদ্ধ-স্বভাব, শত্রু মিত্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন, প্রিয়বাদী ও মায়াশূন্য হইয়া কালহরণ করেন, ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাদিগেরই হৃদয়ে বাস করিয়া থাকেন। হৃদয়মধ্যে বাসুদেবের আবির্ভাব হইলেই মনুষ্য সৌম্যমূর্ত্তি জগৎ-

প্রিয় ও প্রিয়বাদী হয়। যাঁহারা যমনিয়মাদি দ্বারা ধৃতপাপ, ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি আসক্তচিত্ত ও মৎসরাদি-দোষবিবর্জ্জিত হইয়া কালহরণ করেন, তাঁহা-রাই পরম বৈষ্ণব। তুমি সেই সমুদায় মহাত্মার নিকট কদাচ গমন করিওনা। শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান্ হরি যাঁহার অন্তরে বিরাজিত আছেন, তাঁহার অন্তরে পাপ কখনই স্থান প্রাপ্ত হয়না। সূর্য্যোদয় হইলে কি অন্ধকারের আবির্ভাব থাকিতে পারে? যাহারা পরধন হরণ, প্রাণিহত্যা এবং মিথ্যা ও নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে, যাহাদিগের বুদ্ধি সর্ব্বদা পাপকার্য্যে আসক্ত থাকে, যাহারা অন্যের সম্পদ্ সহ্য করিতে অসমর্থ ও সাধুদিগের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান ও সৎপাত্রে দান না করে, যাহারা সুহৃদ্, বান্ধব, পুত্র, কলত্র, পিতা, মাতা ও ভৃত্যবর্গের সহিত শত্রুতা করিতে প্রবৃত্ত হয়। যাহাদিগের অর্থ-তৃষ্ণা কিছুতেই নিবারিত হয়না, এবং যাহারা নির-ন্তর অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান, অসৎ প্রবৃত্তির অনুস-রণ, অসৎ সংসর্গে বাস ও বন্ধুর প্রতি পাপাচরণ করে, সেই সমুদায় নরাধম পশুমধ্যে গণনীয়। সনা-তন বিষ্ণু তাহাদিগের হৃদয়ে কখন অবস্থান করেন না। তুমি তাহাদিগের প্রতিই বল প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। যাঁহারা সনাতন হরিরে পরম পুরুষ, পরমে-শ্বর, অদ্বিতীয় ও জগন্ময় বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে

পারেন, যাঁহাদিগের বুদ্ধি সেই ভগবান্ অনন্তের প্রতি একান্ত আসক্ত হয়, এবং যাঁহারা তাঁহার বিমল-নয়ন, বাসুদেব, বিষ্ণু, ধরণীধর, অচ্যুত ও শঙ্খ-পাণি এই কয়েকটি নামোচ্চারণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন্, তাঁহারা বিষ্ণুর পরম ভক্ত। তুমি কদাচ তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইও না। অব্যয়াত্মা ভগবান্ বিষ্ণু যাঁহার চিত্তে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট গমন করিবার তোমার অধিকার নাই। অধিক কি কহিব, আমার বলবীর্য্য বিষ্ণুচক্রে প্রতিহত হওয়াতে আমিও তাঁহার নিকট গমন করিতে সমর্থ হই না। অতএব বিষ্ণু-ভক্ত মহাত্মারা আমার এলোকের অধিকারী নহেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত অন্যউৎকৃষ্ট লোক নির্দ্দিষ্ট আছে।

বৎস! আমার প্রিয়সখা মহাত্মা কালিঙ্গক আমার নিকট এই যমকিঙ্করসংবাদ কীর্ত্তন করিয়া আমারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন হে কুরুবর! সূর্য্যপুত্র যম স্বীয় দূতকে শাসন করিবার নিমিত্ত যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। তুমি এইরূপ উপদেশানুসারে অবস্থান করিয়া কালহরণ করিবে। এই আমি তাঁহার উপদেশ বাক্য-সমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এই সংসার-সাগরে সেই বিষ্ণু ভিন্ন পরিত্রাণ-কর্ত্তা আর কেহই নাই। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা কেবল তাঁহারেই অবলম্বন

করিয়া থাকেন দণ্ড-পাশহস্ত যমদূত ও যমের তাঁহাতে অধিকার থাকে না, এবং তিনি সমুদায় যাতনা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

হে মৈত্রেয়! এই আমি যমগীতা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে প্রকাশ কর।

বিষ্ণু পুরাণ

অষ্টম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! সংসারবিজিগীষু মহাত্মারা যেরূপে সনাতন বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে বিষ্ণুর আরাধনা করিলে মানবগণের যেরূপ ফল লাভ হয় তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! আমি এই উপলক্ষে মহারাজ সগর ও মহাত্মা ঔর্ব্বের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহারাজ সগর ভৃগুকুলোদ্ভব মহাত্মা ঔর্ব্বকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন ভগবন্! কিরূপে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হয়, এবং তাঁহার আরাধনা করিলেই বা মনুষ্য কিরূপ ফল লাভ করিতে পারে, আপনি তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ঔর্ব্ব কহিলেন মহারাজ! সনাতন বিষ্ণুর আরাধনা করিলে মনুষ্য পূর্ণমনোরথ হইয়া স্বর্গ হইতেও উৎকৃষ্টপদ এবং নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি যেরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া তাঁহার আরাধনা করেন, তাঁহার তদনুরূপ ফল লাভ হয়। তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই আমি আপনার নিকট বিষ্ণুর আরাধনার ফল কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যেরূপে তাঁহার আরাধনা করিতে হয় তাহা বিশেষরূপে কহিতেছি শ্রবণ করুন। মনুষ্য বর্ণাশ্রমের আচারবিশিষ্ট হইয়া পরাৎপর বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার সন্তোষ সাধনের অন্য উপায় বিদ্যমান নাই। সেই সনাতন বিষ্ণু সর্ব্বময়। লোকে যজ্ঞানুষ্ঠান জপ ও প্রাণিহত্যা প্রভৃতি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুক না কেন, সমুদায় তাঁহাতেই আচরিত হইয়া থাকে। অতএব মনুষ্য সদাচার-নিরত হইয়া স্ববর্ণোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণেই স্বধর্ম্মতৎপর হইলে বিষ্ণুর আরাধনার অধিকারী হইতে পারে। যাঁহারা পরাপবাদ, খলতা, মিথ্যাকথন ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত নাহন্, যাঁহাদিগের পরপত্নী হরণ, পরদ্রব্যে অভিলাষ ও পরহিংসা [illegible] কদাচ প্রবৃত্তি নাহয়, যাঁহারা পরপীড়ন ও প্রাণিহত্যা একবারে পরিহার

করেন, যাঁহারা নিরন্তর দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুজন-দিগের শুশ্রূষা করেন, যাঁহারা আপনার ও আত্ম-পুত্রের ন্যায় অপর সাধারণের হিত কামনায় প্রবৃত্ত হন, রাগাদি দোষ যাঁহাদিগের মনকে দূষিত করিতে সমর্থ হয় না, যাঁহাদিগের চিত্ত স্বভাবত বিশুদ্ধ থাকে এবং যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাঁহারাই ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া তাঁহারে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হন্।

সগর কহিলেন ভগবন্! শাস্ত্রে বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মের বিষয় যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, এক্ষণে তৎসমু-দায় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি ঐ সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ঔর্ব্ব কহিলেন মহারাজ! আমি আপনার নিকট ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এইচারি বর্ণের ধর্ম্ম বিশেষ-রূপে কীর্ত্তন করিতেছি আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণ-গণ স্বাধ্যায়-নিরত হইয়া দান ও দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। তর্পণ ও হোমাদিরূপ ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত যাজ্যক্রিয়া আশ্রয় করিতে পারেন। শিষ্যদিগকে অধ্য-য়ন করান তাঁহাদিগের অতিশয় আবশ্যক। গুরুর নিমিত্ত প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলে তাঁহাদিগের অধর্ম্ম

হয়না। তাঁহারা সর্ব্বদা সকল লোকের হিত চেষ্টা ও সকলের সহিত মিত্রতা করিবেন। কাহারও অহিত-চেষ্টা করা তাঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। এবং পরধনে উপল খণ্ডের ন্যায় জ্ঞান করা ও ঋতু-কালে স্বীয় পত্নীতে গমন করা তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ক্ষত্রিয়গণ ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবেন। যুদ্ধ ও পৃথিবী-পালন এই উভয় কার্য্য তাঁহাদিগের জীবিকারূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু পৃথিবী পালন করাই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। রাজবংশীয় মহাত্মারা ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিলে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন। যজ্ঞাদি সমুদায় কার্য্যেরই অংশ তাঁহাদিগের লাভ হইয়া থাকে। অতএব তাঁহারা বর্ণসংস্কারসম্পন্ন হইয়া দুষ্টদিগের দমন ও শিষ্টগণের পালন করিলে স্বীয় স্বীয় বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে সমর্থ হন্। সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য সমুদায়কে বৈশ্যগণের জীবিকারূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। অধ্যয়ন, যজ্ঞা-নুষ্ঠান, দান, দ্বিজসেবা ও নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা কারুনির্ম্মিত পদার্থের ব্যবসায় অথবা অন্যান্য

দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। শূদ্রগণ নিরন্তর দান ও পিতৃগণাদির উদ্দেশ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। তাহারা ভৃত্যাদির ভরণার্থ সকলের নিকটেই প্রতিগ্রহ স্বীকার করিতে পারে। এবং ঋতু কালে স্বীয় পত্নীতে গমন না করিলে তাহাদিগের অত্যন্ত অধর্ম্ম হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতে দয়া, তিতিক্ষা, অনভিমান, সত্য, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গলানুধ্যান, প্রিয়বাদিতা, মৈত্রস্পৃহা, বদানত্যা ও অনসূয়া এইসমুদায় গুণ চারি বর্ণেরই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কর্ম্ম এবং ক্ষত্রিয় কেবল বৈশ্যর কর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন, কিন্তু আপদ্‌কাল অতীত হইলেই স্ব স্ব কর্ম্ম গ্রহণ করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আপদ্ কাল বলিয়া কর্ম্মসঙ্কর আশ্রয় করা তাঁহাদিগের নিতান্ত অনুচিত এবং যে কোন বিপদের সময় উপস্থিত হউক না কেন? শূদ্র-কর্ম্ম আশ্রয় করা তাঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। এই আমি আপনার নিকট ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে সমুদায় আশ্রমীদিগের ধর্ম্ম বিশেষরূপে কহিতেছি শ্রবণ করুন।

বিষ্ণু পুরাণ

নবম অধ্যায়।

হে মহারাজ! উপনয়নের পর ব্রাহ্মণবালক ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক যথোচিত যত্ন সহকারে গুরুর শুশ্রূষা করত তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করিবেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা এবং গুরুরে অভিবাদন করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা গুরু অবস্থান করিলে অবস্থান, গমন করিলে গমনএবং উচ্চপ্রদেশে উবেশন করিলে নিম্নস্থানে উপবেশন করিবেন। গুরুর প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। গুরুর আজ্ঞানুসারে অনন্যমনে তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করা তাঁহাদিগের উচিত কর্ম্ম। গুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষান্ন ভোজন করা তাঁহাদিগের আবশ্যক। এবং আচার্য্য অবগাহন করিলে সেই জলে অবগাহন করা ও তাঁহার নিমিত্ত নিয়মিত সময়ে সমিধ্ জল ও কুশাদি আহরণ করা তাঁহাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপে বেদশিক্ষা করিয়া গুরুরে দক্ষিণা প্রদান ও তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন। তৎপরে বিধি পূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জন ও যথাশক্তি গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় সম্পাদান করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিবাপ দ্বারা পিতৃগণের, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের, অন্ন দ্বারা অতিথিদিগের, স্বাধ্যায় দ্বারা মুনিগনের, অপত্যোৎপাদন দ্বারা প্রজাপতির, বলিকর্ম্ম দ্বারা ভূতগণের ও সত্য বাক্যদ্বারা লোক সমুদায়ের তুষ্টি সাধন করিবেন। একমাত্র কর্ম্মই সুখ দুঃখের মূল কারণ। ইহলোকে যেব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করে, মৃত্যুর পর তাহার তদনুরূপ লোক লাভ হইয়া থাকে। কিভিক্ষুক, কি পরিব্রাট্, কি ব্রহ্মচারী সকলেই গৃহস্থের আশ্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এই নিমিত্ত গৃহাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ বেদআহরণ, তীর্থস্নান ও পৃথিবী পর্য্যটন করেন- এবং যাঁহারা নিকেতনশূন্য অনাহারী ও সন্ন্যাসী হইয়া নানা স্থান বিচরণ করিয়া থাকেন, গৃহস্থ তাঁহাদিগের সকলেরই আশ্রয় স্বরূপ। অতএব তাঁহারা অতিথি হইলে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত দান ও মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহাগত ব্যক্তিদিগকে ভোজ্য ও শয়নীয় প্রদান করা

গৃহস্থের অতিশয় আবশ্যক। যে গৃহস্থ অতিথির আশা-ভঙ্গ করে, অতিথি তাহারে স্বীয় দুষ্কৃত প্রদান ও তাহার পুণ্য গ্রহণ করিয়া গমন করিয়া থাকে। অবজ্ঞান, অহঙ্কার, দম্ভ, পরিতাপ, উপঘাত ও নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া গৃহীদিগের কদাপি বিধেয় নহে। যে গৃহস্থ সম্পূর্ণরূপে এই সমুদায় ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়া উৎকৃষ্টলোক লাভ করিতে সমর্থ হন্।

এইরূপে গৃহস্থ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া বৃদ্ধদশায় স্বীয় পুত্রের প্রতি স্বীয় ভার্য্যার ভারার্পণ করিয়া অথবা ভার্য্যার সহিত বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিবেন। বনবাসী হইয়া পর্ণমূল ও ফলাহার, কেশ, শ্মশ্রু ও জটাধারণ এবং ভূমিশয্যায় শয়ন করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা মৃগচর্ম্ম কাশ ও কুশ দ্বারা পরিধেয় ও উত্তরীয়ের কার্য্য সম্পাদন করিবেন। প্রতিদিন ত্রিসবন স্নান, দেবপূজা, হোম, অতিথি সৎকার, ভিক্ষা ও বলিপ্রদান বন্য বৃক্ষাদির স্নেহদ্বারা গাত্রমার্জ্জন এবং শীতোষ্ণাদি-নিবন্ধন ক্লেশ-পরম্পরা সহ্য করত তপস্যা করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে বানপ্রস্থাশ্রমী মহাত্মা এইরূপ ধর্ম্ম প্রতি পালন করেন, তিনি অগ্নির ন্যায় সমুদায় দোষ দগ্ধ ও নিত্য-লোক-সমুদায় জয় করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রমের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে সন্ন্যাসাশ্রমের স্বরূপ বিশেষ-রূপে কহিতেছি শ্রবণ করুন। সন্ন্যাস চতুর্থাশ্রম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। মনুষ্য নির্ম্মৎসর এবং পুত্র-কলত্রাদি পরিজন ও ধনৈশ্বর্য্য স্নেহ-শূন্য হইয়া এই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ-সাধন কার্য্য-সমুদায় পরিত্যাগ করা সন্ন্যাসীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা শত্রু মিত্র সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইবেন। কায়-মনোবাক্যে জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রভৃতি কোন প্রাণীর প্রতি কোন প্রকার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। ভেদজ্ঞান পরিত্যগ করা তাঁহাদিগের নিতান্ত আবশ্যক। তাঁহারা গ্রামমধ্যে একরাত্রি ও পুরমধ্যে পঞ্চরাত্রির অধিক বাস করিবেন না। যেস্থানের লোকসমুদায় তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠা অথবা দ্বেষ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তথায় বাস করা তাঁহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ। যখন গৃহস্থের পাক ভোজনাদি সমাপন হইবে, তখন তাঁহারা প্রাণযাত্রার নিমিত্ত ভিক্ষার্থী হইয়া তাহাদিগের দ্বারে পর্য্যটন করিবেন। কাম, ক্রোধ, দর্প, মোহ ও লোভাদি দোষসমুদায় পরিত্যাগ করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা সমুদায় প্রাণীরে অভয় প্রদান করিবেন। কখন কোন প্রাণী হইতে ভীত

হওয়া তাঁহাদিগের উচিত নহে। এইরূপে তাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া পরিশেষে ভিক্ষালব্ধ-ঘৃত দ্বারা শরীর-মধ্যেই অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বীয় মুখে শরীরস্থ অনলে হোম করত দেহত্যাগ করিবেন। যে মহাত্মা স্বীয় সঙ্কল্পিত-বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া এইরূপে সন্ন্যাস ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তিনি জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্ত ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত জয় করিতে সমর্থ হন্ সন্দেহ নাই।

বিষ্ণু পুরাণ

দশম অধ্যায়।

সগর কহিলেন ভগবন্! এই জগতে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আপনি ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের ক্রিয়া সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু এক্ষণে মানব-গণের নিত্য-নৈমিত্তিকী কার্য্য ও কাম্যকর্ম্মসমুদায় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি ঐসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ঔর্ব্ব কহিলেন মহারাজ! আপনি যাহা প্রশ্ন করিলেন, আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে যথাবিধি তাহার জাত-কর্ম্মাদি সমাধান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করা পিতার অবশ্যকর্ত্তব্য। মনুষ্য শ্রাদ্ধকালে পিতৃপক্ষ ও দেবপক্ষের তৃপ্তি সাধনার্থ দুই দুই জন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বাভিমুখে

উপবেশন করাইয়া বিবিধরূপে তাঁহাদিগের সৎকার করত তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবেন। তীর্থস্থানে শ্রাদ্ধ অথবা প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইলে হৃষ্টচিত্ত হইয়া পিতৃগণের উদ্দেশে দধি যবাদি-মিশ্রিত পিণ্ডদান করা আবশ্যক। প্রাজাপত্য তীর্থ অথবা দৈবতীর্থেই নান্দীমুখ পিতৃগণের উদ্দেশে দান-করা উচিত। জাতকর্ম্মাবসানে পিতা দশম দিবসে পুত্রের নাম করণ করিবেন। নামের পর দেবপূর্ব্ব শর্ম্মা ও বর্ম্মাদি শব্দ প্রয়োগ করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণের শর্ম্মা ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা, বৈশ্যের গুপ্ত ও শূদ্রের দাস শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। যেনাম অর্থবিহীন, অপ্রশস্ত অপশব্দযুক্ত, নিন্দার্হ অতিদীর্ঘ, অতি হ্রস্ব ও অতি-গুরু অক্ষরযুক্ত হইবে, পুত্রের সেইরূপ নাম করণ করা পিতার কখনই বিধেয় নহে। যে নাম সুখে উচ্চারিত ও শ্রবণমধুর হয়, পিতা পুত্রকে সেই নামই প্রদান করিবেন।

হে মহারাজ! অনন্তর ব্রাহ্মণ অন্যান্য সংস্কার-সম্পন্ন ও উপনীত হইয়া গুরুগৃহে বিধিপূর্ব্বক বেদা-ধ্যয়ন করিবেন। বেদশিক্ষার পর যদি তাঁহার গৃহ-স্থাশ্রম গ্রহণ করিতে বাসনা হয়, তাহাহইলে গুরু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহারে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক দার-পরিগ্রহ করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু যদি তাঁহার গৃহ-স্থাশ্রম গ্রহণ করিতে অভিলাষ না থাকে, তাহাহই-

লে সেই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে অবস্থিত হইয়া সঙ্কল্পানুসারে গুরু ও গুরুপুত্রদিগের শুশ্রূষা অথবা বানপ্রস্থ কিম্বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বসঙ্কল্পানুসারে সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন।

এই আমি আপনার নিকট জাতকর্ম্মাদির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যে সমুদায় কন্যার পাণিগ্রহণ করা অতিশয় নিষিদ্ধ। তাহা বিশেষ-রূপে কহিতেছি শ্রবণ করুন। মনুষ্য স্বীয় বয়ঃক্রম অপেক্ষা অর্দ্ধবয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। অতিকেশা, কেশশূন্যা, অতিশয় কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণা, স্বভাবত বিকলাঙ্গী, অধিকাঙ্গবতী, অবিশুদ্ধা, নীচকুলোদ্ভবা, অতিরোগিণী, দুষ্টস্বভাবা ও দুষ্টবাচা কন্যার পাণি গ্রহণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। পিতামাতা হইতে যে সমুদায় কন্যার অঙ্গের ব্যত্যয় লক্ষিত হয়, যাহাদিগের মুখে শ্মশ্রুচিহ্ন প্রকাশিত হইয়া থাকে, যাহাদিগের আকার কদর্য্য, স্বর ঘর্ঘর ও কাকের ন্যায় কর্কশ, বাক্য ক্ষীণ, চক্ষু ক্লেদযুক্ত, ও বর্ত্তুলাকার, জঙ্ঘাদ্বয় রোমযুক্ত, এবং গুল্‌ফদ্বয় উন্নত, হাস্য করিলে যাহাদিগের উভয় গণ্ডে কূপচিহ্ন প্রকাশিত হয়, এবং যাহাদিগের কান্তি অতিরুক্ষ, অঙ্গুলিসমুদায় পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু অরুণ-বর্ণ, হস্তপদ স্থূল, আকার অতিখর্ব্ব অথবা অতিদীর্ঘ, ভ্রূযুগল সংহত, দন্তসমুদায় অতিশয় ছিদ্রবিশিষ্ট ও মুখ অতিভীষণ, তাহাদিগের

পাণিগ্রহণ করা অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম। গৃহস্থ মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তমী কন্যা-পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বিধি পূর্ব্বক দার পরিগ্রহ করিবে। ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব রাক্ষস ও পৈশাচ এইআট্ প্রকার বিবাহধর্ম্ম বিদ্য-আছে। এই সমুদায়ের মধ্যে যাহার যে ধর্ম্ম, মহর্ষি-গণ তৎসমুদায় নিরূপণ করিয়াদিয়াছেন। পৈশাচ ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। অতএব ব্রহ্মচর্য্যাবসানে কেবল এই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যথাবিধানে সহধর্ম্মিনী গ্রহণ করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ এই সমুদায় নিয়ম প্রতি পালন করিয়া দার পরিগ্রহ করেন, তিনি মহৎ ফল লাভ করিতে সমর্থ হন্ সন্দেহ নাই।

বিষ্ণু পুরাণ

একাদশ অধ্যায় ॥

সগর কহিলেন ভগবন্! গৃহস্থ যেরূপ সদাচার আশ্রয় করিলে উভয় লোকেই প্রীতি লাভ করিতে পারে, এক্ষণে সেই বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমি নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ঔর্ব্ব কহিলেন মহারাজ! আমি সদাচারের লক্ষণ-সমুদায় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। সদাচারনিরত মানবগণ উভয় লোক জয় করিতে পারেন। নির্দ্দোষচিত্ত সাধুদিগের আচারকেই সদাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায়। সপ্তর্ষি, মনু ও প্রজাপতিগণই সদাচারের বক্তা ও অনুষ্ঠাতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। গৃহস্থগণ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সুস্থচিত্তে শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া ধর্ম্ম ও অবি-রোধী অর্থের চিন্তা করিবেন। ধর্ম্মার্থ বিঘাতক কাম

নাতে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম ত্রিবর্গেই সমদর্শী হওয়া তাঁহাদিগের আবশ্যক। তাঁহারা ধর্ম্মপীড়াকর অর্থকামে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না। লোকবিরুদ্ধ অসুখজনক ধর্ম্ম ও তাঁহাদিগের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পর প্রথমত মৈত্রধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন, তৎপরে নৈঋত্যাদি দিকে শর নিক্ষেপ করিয়া সেই নিক্ষিপ্ত শর অতিক্রম পূর্ব্বক স্বীয় বাসস্থান হইতে দূরদেশে বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করা তাঁহাদিগের আবশ্যক। তাঁহারা গৃহাঙ্গনে পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্টসমুদায় নিক্ষেপ করিবেন না। বৃক্ষ, গাভি, গুরু, ব্রাহ্মণ ও আপনার ছায়াতে এবং সূর্য্য অনল ও অনিলের অভিমুখে মলমূত্র ত্যাগ করা তাঁহাদিগের পক্ষে অতিশয় নিষিদ্ধ। তাঁহারা নিকৃষ্টস্থান, গোব্রজ, জনসমাজ, পথ, নদী, তীর্থ, জল, নদ্যাদির তীর ও শ্মশানে কখনই মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করিবেন না। দিবাভাগে উত্তরাস্য রাত্রিযোগে দক্ষিণাস্য হইয়া বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করা গৃহস্থের নিতান্ত আবশ্যক। আপদ্ কালেও এই নিয়ম অতিক্রম করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা ভূমিতে তৃণ-সমুদায় বিস্তৃত ও মস্তকে বস্ত্র পরিবেষ্টিত করিয়া অল্পকাল-মধ্যে মূত্র পুরীষ পরিত্যাগ করিবেন ঐ সময়ে কোন বাক্যোচ্চারণ করা তাঁহাদি-

গের কদাপি বিধেয় নহে। বল্মীক ও মূষিক কর্ত্তৃক উদ্ধৃত, জলান্তর্গত, শৌচাবশিষ্ট, গৃহলিপ্ত, ক্ষুদ্রজীব-সমন্বিত ও হলোৎখাত মৃত্তিকাসমুদায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য মৃত্তিকা দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন করা তাঁহাদিগের অতিশয় আবশ্যক। তাঁহারা শৌচক্রিয়ার সময় লিঙ্গে একবার, গুহ্যে তিনবার, বামকরে দশ-বার, ও দুই করে সাতবার মৃত্তিকা লেপন করিবেন। তৎপরে বুদ্বুদ-বিহীন সুগন্ধ নির্ম্মল জলে আচমন করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা আচমনের পরেও পুনর্ব্বার হস্তপদাদিতে মৃত্তিকা লেপন করিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক তিনবার জল পান ও দুই বার সেই জল পরিমার্জ্জন করিবেন তৎপরে সেই সলিলসিক্ত হস্তে মস্তকের কেশ, মস্তক, বাহুদ্বয়, নাভি, ও হৃদয় স্পর্শ করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এইরূপে শৌচক্রিয়া সমাপন হইলে তাঁহারা কেশসংস্কার করিয়া আদর্শ, অঞ্জন ও দূর্ব্বাদি আহরণ করিয়া মাঙ্গল্যবিধি সমাপন পূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ধনোপার্জ্জন ও শ্রাদ্ধসম্পন্ন হইয়া বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। সোমসংস্থা হবিঃসংস্থা ও পাকসংস্থা প্রভৃতি যজ্ঞ অর্থদ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, এই নিমিত্ত স্বধর্ম্মানুসারে অর্থোপার্জ্জন করা তাঁহাদিগের আবশ্যক। তাঁহারা নিত্যক্রিয়ার নিমিত্ত নদী, নদ, তড়াগ, দেবখাত ও গিরিপ্রস্রবণে স্নান

করিবেন। কূপ হইতে জল উদ্ধৃত নাকরিয়া কূপ-মধ্যে স্নানকরা তাঁহাদিগের কখনই বিধেয় নহে।

স্নানের পর তাঁহারা বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া সমাহিতচিত্তে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবেন। তর্পণ করিবার সময় দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের প্রীতির নিমিত্ত প্রত্যেকের উদ্দেশে তিন-বার জল দান করিয়া ঐ নিয়মানুসারে মাতমহ প্রমা-তামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহেরও তর্পণ করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

হেমহারাজ! এইরূপ তর্পণাবসানে তাঁহারা কাম্য-জল-দানে প্রবৃত্ত হইয়া মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ-প্রমাতামহী,গুরু,গুরুপত্নী মাতৃবন্ধু ও ভূপতির উদ্দেশে জলদান করিয়া এইমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। ত্রিলোক-মধ্যে দেবতা,অসুর, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ, কুষ্মাণ্ড, তরু, পক্ষী, এবং ভূচর খেচর জলচর ও বায্যাহার-নিরত যেসমুদায় প্রাণী বিদ্যমান আছেন,আমার প্রদত্ত এই জলদ্বারা তাঁহাদিগের সকলে-রই যেন তৃপ্তি লাভ হয়। যাহারা নরকমধ্যে বাস করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে তাহারাও যেন আমার প্রদত্ত এই জলদ্বারা তৃপ্তি লাভ করে, এবং আমার ইহজন্ম ও পূর্ব্বজন্মের বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি যে কোন প্রাণী আমার প্রদত্ত জল লাভের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই যেন তৃপ্তি-

লাভে বঞ্চিত না হন্। এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাঁহারা সমুদায় জগৎকে আপ্যায়িত করিবেন। জগৎ পরিতৃপ্ত হইলে অসীম পুণ্যলাভে সমর্থ হওয়া যায়। এইরূপ কাম্য তর্পণের পর গৃহস্থ মহাত্মারা পুনর্ব্বার আচমন করিয়া ভগবান্ সূর্য্যকে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক এই বলিয়া তঁহারে নমস্কার করিবেন হে ভগবন্! তুমি বিবস্বান্ ব্রহ্মা, ভগবান্, বিষ্ণুতেজা, জগৎ-প্রসবিতা, শুচি, সবিতা ও কর্ম্মপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক। আমি তোমারে বারংবার নমস্কার করি। এই বলিয়া তঁহারা সূর্য্য নমস্কার সমাপন পূর্ব্বক পুষ্প ও ধূপদীপাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার পূজা, ব্রহ্মার উদ্দেশে অপূর্ব্ব অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, ও প্রজাপতির উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া যথাক্রমে অবশিষ্ট ভাগ গুহ্যগণ, মহাত্মা কাশ্যপ, অনুমতি, ও মণিক নামক মেঘগণকে প্রদান করিবেন। তৎপরে বাসগৃহের দ্বারদেশে ধাতা বিধাতারে ও মধ্যভাগে ব্রহ্মারে ঐ হুতশেষ প্রদান করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই সমুদায় ক্রিয়ার অবসানে গৃহবাসী মহাত্মারা ইন্দ্র, যম ও চন্দ্রের উদ্দেশে গৃহের পূর্ব্বাদিদিকে, ধন্বন্তরির উদ্দেশে পূর্ব্বোত্তরভাগে এবং বায়ুর উদ্দেশে বায়ুকোনে বলি প্রদান করিবেন তৎপরে সমুদায়দিকে যথাক্রমে ব্রহ্মা, সূর্য্য ও অন্তরীক্ষের উদ্দেশে বলি প্রদান করা তাঁহাদি-

গের অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ বলি প্রদানের পর তাঁহারা বিশ্বদেব, বিশ্বভূত, বিশ্বপতি, পিতৃ ও যক্ষগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবেন। তৎপরে তাঁহারা সমাহিতচিত্তে অন্যঅন্ন গ্রহণ করিয়া পবিত্র ভূভাগে অশেষ ভূতগণকে বলি প্রদান পূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সিদ্ধ, যক্ষ, উরগ, দৈত্য, প্রেত, পিশাচ ও পিপীলিকা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যে সমুদায় প্রাণীও যে সমস্ত বৃক্ষ আমার প্রদত্ত অন্নলাভের, বসনা করেন, তাঁহা-রা এই অন্ন দ্বারাতৃপ্তিলাভ পূর্ব্বক পরিতুষ্ট হউন। যাঁহাদিগের পিতা-মাতা, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, স্বজন কেহই নাই তাঁহাদিগের ও যেন আমার প্রদত্ত এই অন্ন দ্বারা তৃপ্তিলাভহয়। কি ভূতগণ, কি অন্ন, কি আমি কোন পদার্থই বিষ্ণু হইতে পৃথগ্‌ভূত নহে। আমি ভূতগণের হিত-সাধনার্থ এই অন্ন তাঁহাদিগকে প্রদা-ন করিতেছি অতএব যে চতুর্দ্দশ ভূত ও চতুর্দ্দশ ভূতে অবস্থিত প্রাণিগণ বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা যেন আমার প্রদত্ত অন্ন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া পরিতুষ্ট হন্‌। এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া গৃহস্থগণ শ্রদ্ধাসহকারে ভূতগণের হিতার্থ ভূমিতলে অন্ন দান করিয়া পুনর্ব্বার ভূতলগত অন্ন কুক্কুর, চণ্ডাল ও অন্যান্য পতিত প্রাণিগণকে প্রদান করিবেন।

এইরূপ বলিপ্রদানের পর গৃহস্থ মহাত্মারা গোদোহনপরিমিত কাল পর্য্যন্ত গৃহাঙ্গনে অবস্থান করিবেন। তৎপরে অতিথির আগমন প্রতীক্ষা করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতিথি সমাগত হইলে মধুরবাক্যে তাঁহার স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তঁহারে আসন প্রদান করা তাঁহাদিগের নিতান্ত আবশ্যক। অভ্যাগত ব্যক্তি উপবেশন করিলে তাঁহারা তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করাইয়া শ্রদ্ধা-সহকারে অন্নদান পূর্ব্বক তাঁহার তৃপ্তি সম্পাদন করিবেন। অন্য স্থান হইতে সমাগত, অপরিচিত ব্যক্তিকেই অতিথি করা গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। একদেশবাসী ব্যক্তিকে অতিথি করিলে কোন ফল হয় না। যে গৃহস্থ সম্বন্ধবিহীন, অন্যদেশাগত, অকিঞ্চন অতিথিরে শ্রদ্ধা-সহকারে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং ভোজন করে, তাহারে নিঃসন্দেহ নিরয়গামী হইতে হয়। অতিথির স্বাধ্যায়গোত্রাদি জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহারে ব্রহ্মার ন্যায় জ্ঞান করা গৃহীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা এইরূপ অতিথিসৎকার করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে এক জন পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠাননিরত আচারপূত স্বদেশীয় ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবেন। নিবাপভূত অন্নাগ্র উদ্ধৃত করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করা তাঁহাদিগের অতিশয় আবশ্যক। তাঁহারা অন্ততঃ তিনবার সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদিগকে ভিক্ষা প্রদান করিবেন, কিন্তু ঐশ্বর্য্য-

সত্ত্বে কোন ভিক্ষুককে পরাঙ্মুখ না করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! ব্রহ্মচারী প্রভৃতি যে কোন ব্যক্তি অতিথি হউক না কেন, গৃহস্থ সকলেরই যথাবিধি সৎকার করিবেন। যে ব্যক্তি অতিথিদিগকে যজ্ঞীয় অন্ন প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে এই সংসার হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ হন্। যে গৃহস্থের ভবনে আতিথির আশা পূর্ণ না হয়, অতিথি তাহার পুণ্য গ্রহণ ও তাহারে স্বীয় দুষ্কৃত প্রদান করিয়া তাহার গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। ধাতা, প্রজাপতি, ইন্দ্র, বহ্নি, বসুগণ ও সূর্য্য ইঁহারাও কখন কখন অতিথির বেশে গৃহীর ভবনে সমুপস্থিত হন্, অতএব অতিথিরে বিমুখ করা যে গৃহস্থের নিতান্ত অকর্ত্তব্য তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অতিথিরে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, তাহারে অনন্তকাল নরক ভোগ করিতে হয়। কি স্বদেশবাসিনী স্ত্রী, কি গর্ভিণী, কি দরিদ্র, কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলকেই সংস্কৃতান্ন প্রদান করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সমুদায়ের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি অতিথি হউক না কেন, যে গৃহস্থ তাহারে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং ভোজন করে তাহারে ইহলোকে দুষ্কৃত ভোগ এবং পরলোকে নিরয়গামী হইয়া শ্লেষ্ম ভোজন করিতে হয়। অস্নাত ভোজন

মলভোজনে বিশেষ নাই। জপবিহীন হইয়া ভোজন করা পূয়শোণিতভোজনের তুল্য। যে ব্যক্তি অসংস্কৃতান্ন ভোজন করে তাহার মূত্র পুরীষ ভোজন করাহয় সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! গৃহস্থ যেরূপে ভোজন করিলে পাপনির্ম্মুক্ত সুস্থদেহ ও বলবীর্য্যশালী হইয়া অনিষ্ট শান্তি ও শত্রুক্ষয় করিতে পারে, এক্ষণে তাহা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। স্নানাবসানে প্রয়ত ও প্রশস্ত-রত্নপাণি হইয়া দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ সমাপন পূর্ব্বক ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা স্নানের পর বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান ও সুগন্ধ মাল্য ধারণ করিয়া জপহোমাদি সমাপন এবং অতিথি, ব্রাহ্মণ, গুরু ও আশ্রিত বক্তিদিগকে অন্নদান পূর্ব্বক ভোজন করিবেন। আর্দ্র বস্ত্রধারী ও আর্দ্রপাদ হইয়া ভোজন করা তাঁহাদিগের কথনই বিধেয় নহে। তাঁহারা অবিদিঙ্মুখ, পূর্ব্বাস্য অথবা উত্তরাস্য হইয়া ভোজন করিবেন না। বিশুদ্ধবদন ও প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের প্রোক্ষিত প্রশস্ত অন্ন ভোজন করা উচিত। অসংস্কৃতান্ন ভোজন করা তাঁহাদিগের পক্ষে অতিশয় নিষিদ্ধ। তাঁহারা অতিথি ও ক্ষুধাতুর ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইয়া ক্রোধশূন্যচিত্তে প্রশস্ত শুদ্ধপাত্রে ভোজন করিবেন। অবিশুদ্ধ পাত্রে অকালে ও অসঙ্কীর্ণস্থানে ভোজন করা তাঁহা-

দিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ভোজনের পূর্ব্বে অন্নের অগ্রভাগ অগ্নিরে প্রদান করা তাঁহাদিগেরআবশ্যক। পর্য্যুষিতান্ন,শুষ্ক মাংস, শুষ্ক শাকওগুড়পক্ক প্রভৃতি ভোজন করা তাঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। যে বস্তুর সারাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা তাঁহারা কদাচ ভোজন করিবেন না। মধু, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও শক্তু ভিন্ন অন্য পদার্থ ভোজন করা তাঁহাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে। ভোজনের প্রথমে অনন্যমনা হইয়া মধুর রস, মধ্যে লবণাদি রস ও তৎপরে কটু তিক্তাদি রসের স্বাদগ্রহ করা তাঁহাদিগের আবশ্যক। যাঁহারা ভোজনের প্রারম্ভে দ্রবদ্রব্য, মধ্যে কঠিন বস্তু ও পরিশেষে পুনর্ব্বার দ্রবদ্রব্য ভোজন করেন, তাঁহারা সুস্থদেহ ও বলশালী হইতে সমর্থ হন্।

গৃহস্থগণ বাগ্‌যত হইয়া এইরূপে অনিন্দিত অন্ন ভোজন করিবেন। ভোজনের প্রাক্কালে পঞ্চপ্রাণের তৃপ্তির নিমিত্ত পঞ্চগ্রাস ভোজন করিয়া আচমন করা তাঁহাদিগের নিতান্ত আবশ্যক। ভোজনাবসানে তাঁহারা পূর্ব্বাস্য অথবা উত্তরাস্য হইয়া আচমন পূর্ব্বক মূলপর্য্যন্ত দুই হস্ত প্রক্ষালন করিবেন। তৎপরে পুনর্ব্বার আচমন করিয়া সুস্থ ও প্রশান্ত-চিত্তে আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ইষ্ট দেবতার স্মরণ করত এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। অগ্নি পবনোদ্ধূত হইয়া তৃপ্তি লাভ পূর্ব্বক আমার উদরস্থ অন্ন সমুদায়কে জীর্ণ

করুন, এই অন্ন ভূমি, জল, অগ্নি ও বায়ুর সহযোগে পরিণত হইয়া আমার বল ও সুখপ্রদ হউক্। এই অন্ন, আমার শরীরস্থ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চপ্রাণের যেন পুষ্টিকর হয়। অগস্তি অগ্নি ও বাড়বানল দ্বারা যেন এই অন্ন আমার উদরে জীর্ণ হইয়া আমার দেহ পীড়াশূন্য করে। যে একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন প্রাণিগণের অন্তরে প্রধানভূত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, আমি এই অন্ন ভোজন করিয়া আরোগ্যলাভ পূর্ব্বক যেন তাঁহারে পরিতৃপ্ত করিতে পারি এবং অন্নদ্বারা যখন সনাতন বিষ্ণু পরিতৃপ্ত হন্, তখন এই অন্ন আমার উদরে জীর্ণ হইয়া যেন তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিতে পারে। গৃহস্থ মহাত্মারা এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভেজনক্রিয়া সমাপন করিয়া স্বীয় হস্তদ্বারা উদর মার্জ্জন করত অনায়াসসিদ্ধ কার্য্যসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিবেন, তৎপরে সন্মার্গের অবিরোধী ধর্ম্মশাস্ত্রের সমালোচন দ্বারা দিনযাপন করিয়া পুনর্ব্বার সমাহিতচিত্তে সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিবেন। নক্ষত্রের অস্ত গমনের পূর্ব্বে আচমন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা ও সুর্য্যাস্ত-গমনের পূর্ব্বে সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু জননাশৌচ, বিভ্রম, পীড়া ও ভয় উপস্থিত হইলে ঐ উভয় সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করা নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তি সুর্য্যোদয়ের পর গাত্রোত্থান ও সুর্য্যের অস্তগমনের পূর্ব্বে শয়ন

করিয়া সন্ধ্যাবিধি অতিক্রম করেন, তাঁহার ঐ নিয়ম-লঙ্ঘননিবন্ধন প্রায়শ্চিত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব মানবগণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থানকরিয়া পূর্ব্বসন্ধ্যা ও সূর্য্যাস্তমনের পূর্ব্বে সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিবেন। যাহারা এই উভয় সন্ধ্যার আরাধনা না করে, তাহাদিগকে তামিস্র নামক ঘোর নরকে নিপতিত হইতে হয় সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! সায়ংকালে গৃহস্থপত্নী পাকের দ্রব্য-সমুদায় আহরণ করিয়া বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে মন্ত্রশূন্য বলি প্রদান করিবেন। তখনও চণ্ডালাদিরে বলি প্রদান করা গৃহস্থদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সময়ে অতিথি সমাগত হইলে তাঁহারা স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর তাঁহার পদ প্রক্ষালন করাইয়া আসন প্রদান পূর্ব্বক যথোচিত সংকার করত তাঁহারে অন্ন ও শয়নীয় প্রদান করিবেন। দিবাভাগে অতিথিসংকার না করিলে যে পাপ হয়, রাত্রিযোগে অতিথিরে বিমুখ করিলে গৃহস্থ তাহার আট্ গুণ অধিক পাপ ভোগ করিয়া থাকে। অতএব সূর্য্যাস্তগমনের পর কোন ব্যক্তি অতিথি হইলে সাধ্যানুসারে তাঁহার সংকার করা গৃহীদিগের পরম ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে ব্যক্তি এইরূপ অতিথির শুশ্রূষা করেন তাঁহার সমুদায় দেবতার অর্চ্চনা করা হয়। রাত্রিযোগে সাধ্যানুসারে শাকান্ন ও জল দান দ্বারা অতিথির

তৃপ্তিসাধন করাও গৃহস্থের উচিত কর্ম্ম। অতিথির ভোজনাবসানে গৃহিগণ তাঁহারে শয্যা অথবা শয়নীয় প্রস্তর প্রদান করিবেন।

হে মহারাজ! এইরূপে অতিথিসৎকার সমাপন হইলে গৃহবাসী মহাত্মারা পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক ভোজন করিয়া অস্ফুটিত দারুময়ী শয্যায় শয়ন করিবেন। সঙ্কীর্ণ, ভগ্ন, অসম, মলিন, পিপীলিকাদিযুক্ত ও অনাবৃত শয্যায় শয়ন করা তাঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। তাঁহারা পূর্ব্বাস্য অথবা দক্ষিণাস্য হইয়া শয়ন করিবেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ইহার বিপরীত দিকে শয়ন করে, তাহারে রোগগ্রস্ত হইতে হয়। পত্নী ঋতুমতী হইলে যুগ্ম রাত্রিতে শুভ-লগ্নে ও শুভ নক্ষত্রে তাঁহাতে গমন করা গৃহীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অস্নাতা, পীড়িতা, রজস্বলা, অবিশুদ্ধা, রাগান্বিতা, অপ্রশস্তা, গর্ভিণী, অদক্ষিণা, অন্যকামা অকামা অন্যপত্নী, ক্ষুধাবিষ্টা ও অতি ভোজনবতী রমণীতে গমন করা তাঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। তাঁহারা স্বয়ং স্নাত, সুগন্ধমাল্যবিশিষ্ট, প্রীতমনা, অক্ষুধিত, সকাম ও অনুরাগবিশিষ্ট হইয়া স্ত্রীসংসর্গ করিবেন। যাহারা চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই সমুদায় পর্ব্ব দিনে তৈল মৃক্ষণ, মাংস ভোজন ও স্ত্রীসংসর্গ করে, তাহাদিগকে বিণ্মূত্রভোজন নামক নরক ভোগ করিতে হয়। এই সমুদায় পর্ব্বকালে সাধু

ব্যক্তিরা ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা, দেবপূজা, যজ্ঞানুষ্ঠান, ধ্যান ও জপাদি কার্য্য সম্পাদন করিবেন। পর-স্ত্রী ও নীচ-রমণীতে গমন করা তাঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর আশ্রম, চৈত্য-বৃক্ষের মূল, তীর্থস্থান, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, শ্মশান, উপবন ও জলাশয়ে, এবং উভয় সন্ধ্যা ও পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বদিনে স্ত্রী-সংসর্গ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা মূত্র-পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কদাচ মৈথুন করিবেন না। স্ত্রী-সম্ভোগ পর্ব্বকালে নিন্দনীয়, দিবাভাগে পাপপ্রদ, ভূমি-তলে রোগাবহ ও জলাশয়ে অপ্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। মনুষ্য, মনেও কখন পরদার-গমনের বাসনা করিবেন না। যাহারা বাক্যদ্বারাও পরদার-সংসর্গের ইচ্ছা করে, তাহারা ইহ-লোকে ক্ষীণায়ু ও হীনবল হয় এবং পর-লোকে নরকভোগ করিয়া থাকে। অতএব পরস্ত্রী-গমন উভয় লোকেই ভয়প্রদ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া ঋতুমতী স্বীয় পত্নীতে গমন করা মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু ঋতু-কাল উপস্থিত না হইলেও তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত দোষ-বিহীনা সকামা পত্নীতে গমন করিতে পারেন।

বিষ্ণু পুরাণ

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! গৃহবাসী মহাত্মারা দেবতা, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ, বৃদ্ধ, আচার্য্য ও গোগণের অর্চ্চনা, অগ্নিতে আহুতি প্রদান এবং প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যার উপাসনা করিবেন। সংযত হইয়া অখণ্ডিত বস্ত্র, প্রশস্ত মহৌষধী ও গারুড় নামক উৎকৃষ্ট রত্ন ধারণ করা তাঁহাদিগের আবশ্যক। তাঁহারা সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল-কেশযুক্ত, সুগন্ধদিগ্ধ ও রমণীয় বেশ ভুষায় বিভুষিত হইয়া হৃদয়ে শুক্লবর্ণ মনোহর মালা ধারণ করিবেন। পর-ধন হরণ, মিথ্যাভুত-প্রিয়-বাক্য কীর্ত্তন, অন্যের দোষ উল্লেখ ও অল্পমাত্র অপ্রিয়-বাক্য প্রয়োগ করা তাঁহাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অন্যের ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষ্যান্বিত, বিপক্ষাচরণে প্রবৃত্ত ও দুষ্টযানে সমারূঢ় হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে। তাঁহারা উন্মত্ত ও শত্রু-পক্ষাদির হস্তে পতিত হইয়া বিষম সঙ্কটে

পড়িলেও কুলচ্ছায়া আশ্রয় করিবেন না। বন্ধকী, বন্ধকী-ভর্ত্তা, অতিব্যয়শীল, পরীবাদ-নিরত ও ধূর্ত্তব্যক্তি দিগের প্রবঞ্চনা-বাক্যে প্রতারিত হইয়া তাহাদিগের সহিত মিত্রতা করা তাঁহদেিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। শখাবিহীন পথে গমন, জল-সমূহের প্রথম বেগের সময় স্নান, প্রদীপ্ত গৃহে প্রবেশ, তরুশিখরে আরোহণ, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ও সর্ব্বদা নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নিঃসারণের চেষ্টা করা তাঁহাদিগের কদাচ বিধেয় নহে। অসংবৃতমুখে জৃম্ভন, শ্বাসকাশের নিবারণ চেষ্টা পরিত্যাগ, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, শব্দ সহকারে বায়ুনিঃসারণ, নখে নখে বাদন, তৃণচ্ছেদন, ভুমিতলে অঙ্কপাত, শ্মশ্রুস্পৃষ্ট বস্তু ভোজন ও উষ্ণ পদার্থ গ্রহণ করা তাঁহাদিগের অতিশয় নিষিদ্ধ। তাঁহারা জ্যোতিষ ও অপবিত্র শাস্ত্রের আন্দোলন, উদয় ও অস্তমনের সময় সূর্য্য-দর্শন ও নগ্ন পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না। শবগন্ধ চন্দ্র হইতে সমুদ্ভুত হয়, অতএব নাসিকারন্ধ্রে ঐ গন্ধ প্রবিষ্ট হইলে হুঁকারাদি শব্দ দ্বারা বিরক্তি ভাব প্রকাশ করা তাঁহাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। রাত্রি যোগে চতুষ্পথ, চৈত্যবৃক্ষের মূল ও শ্মশানস্থ উপবনে গমন এবং দুষ্টা-স্ত্রী-সংসর্গ পরিত্যাগ করা তাঁহাদিগের আবশ্যক। তাঁহারা পূজ্যব্যক্তি ও দেবগণের ধ্বজজ্যোতির ছায়া কদাচ অতিক্রম করিবেন না। একাকী বিজন বিপিনে গমন

ও শূন্যগৃহে বাস করা তাঁহাদিগের অতিশয় বিরুদ্ধ কার্য্য। স্নানাদ্র এবং কেশ, অস্থি, কণ্টক, অপবিত্র বালুকা-ভস্ম ও তুষ দ্বারা সমাচ্ছন্ন ভূমিতে পদার্পণ করা তাঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। তাঁহারা কখন অনার্য্য-সংসর্গে বাস, কুটিল ভাব আশ্রয় ও হিংস্র জন্তুর অভিমুখে গমন করিবেন না। অতি জাগরণ, অতি নিদ্রা, অতি শয়ন, অতিউপবেশন ও অতি ব্যায়াম তাঁহাদিগের পক্ষে অতিনিষিদ্ধ। দংষ্ট্রী ও শৃঙ্গীর অভিমুখে গমন, হিমসেবন এবং অতিকূল বায়ু ও রৌদ্র সহ্য করা তাঁহাদিগের অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম। নগ্ন হইয়া স্নান, আচমন ও শয়ন করা তাঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। তাঁহারা মুক্ত-কক্ষ হইয়া আচমন, দেবার্চ্চনা ও জপ হোমাদি কার্য্য সম্পাদন করিবেন না। একবস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত সমুদায় কার্য্য ও উপদিষ্ট মন্ত্র জপ করা তাঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্যনহে। তাঁহারা পরস্পর সামঞ্জস্য অবলম্বন পূর্ব্বক কালহরণ করিবেন।

হে মাহারাজ! সধু-সংসর্গে ক্ষণ কাল বাস করাও তাঁহাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর। উচ্চ ও নীচ লোকের সহিত বিরোধ করা কখনই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। অতএব তাঁহারা আবশ্যক হইলে সমকক্ষ ব্যক্তি দিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত ও বিবাহাদি সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইবেন। কলহ ও অনর্থক বৈরসাধনে আসক্ত হওয়া

তাঁহাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তাঁহারা বিবাদে প্রবৃত্ত নাহইয়া সামান্য হানি সহ্যকরিয়া থাকিবেন। অর্থাগমের নিমিত্ত কাহার সহিত শত্রুতা করা তাঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। স্নানের পর গাত্র-মার্জ্জনী অথবা হস্ত দ্বারা অঙ্গ সমুদায় পরিমার্জ্জন ও কেশ বিকম্পন করা তাঁহাদিগের পক্ষে অতিশয় নিষিদ্ধ। তাঁহারা স্নান সমাপ্তির পরেই গাত্রোত্থান করিয়া আচমন করিবেন না। পদ দ্বারা কোন বস্তু স্পর্শ ও পূজ্য ব্যক্তি দিগের অভিমুখে পদ বিন্যাস করা তাঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা গুরুর নিকট উচ্চাসনে উপবিষ্ট নাহইয়া বিনীতভাবে অবস্থান করিবেন। বিপরীতভাবে দেবালয় ও চতুষ্পথে গমন এবং দক্ষিনাশূন্য মাঙ্গল্য-পূজার অনুষ্ঠান করা তাঁহাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, জল ও পূজ্য ব্যক্তির অভিমুখে নিষ্ঠীবন এবং মলমূত্র পরিত্যাগ করা তাঁহাদিগের উচিত নহে। দণ্ডায়মান অথবা পথিমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া মূত্রত্যাগকরা তাঁহাদিগের অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম। তাঁহারা শ্লেষ্ম বিষ্টামূত্র ও রক্ত কদাচ লঙ্ঘন করিবেন না। পাক-কালে এবং বলিপ্রদান ও জপহোমাদি কার্য্যের সময় শ্লেষ্মাদি পরিত্যাগ করা তাঁহাদিগের অনুচিত কর্ম্ম। স্ত্রী জাতির প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া অথবা তাহা-দিগকে প্রহার ও বিশ্বাস করা [illegible] ব্যক্তিদিগের

কর্ত্তব্য নহে। সদাচারনিরত গৃহস্থগণ মাঙ্গল্য দ্রব্য, পুষ্প ও রত্নাদি গ্রহণ এবং পূজ্যব্যক্তি দিগকে অভিবাদন না করিয়া কদাচ গৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইবেন না। চতুষ্পথ সমুদায়কে নমস্কার, যথাকালে হোম, দীন দরিদ্রদিগের ক্লেশনিবারণ ও জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শী মহাত্মাদিগের উপাসনা করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা অনন্যমনে দেবতা ও ঋষি দিগের অর্চ্চনা, পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড ও জল দান এবং অতিথিদিগের সৎকার করেন, তাঁহারা উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিতে সমর্থ হন। যে মহাত্মা জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রিয় অথচ হিত বাক্য প্রয়োগ করেন তাঁহার পরমানন্দের হেতু ভুত অক্ষয় লোক লাভহয়। বুদ্ধিমান্ লজ্জাসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, আস্তিক ও বিনয়ান্বিত ব্যক্তিরা সৎকুলসম্ভূত সুবিজ্ঞ বৃদ্ধ দিগের লোক লাভ করিতে পারেন। অকাল-গর্জ্জন পর্ব্ব, অশৌচ ও গ্রহণাদিকালে অধ্যয়ন করা গৃহীদিগের কর্ত্তব্য নহে। যে মহাত্মা নির্ম্মৎসর ও সর্ব্ব-ভুতে সমদর্শী হইয়া ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা ও ভীত ব্যক্তিদিগকে আশ্বাস প্রদান করেন, তাঁহার স্বর্গ হইতেও উৎকৃষ্ট লোক লাভ হইয়া থাকে। শরীররক্ষানিরত ব্যক্তিগণ, বর্ষাতপাদি নিবারণের নিমিত্ত ছত্র ধারণ, রাত্রিযোগে দণ্ড গ্রহণ ও অরণ্যাদি গমনের সময় চর্ম্মপাদুকা ধারণ পূর্ব্বক গমন করিবেন। পর্য্যটন

করিবার সময় তির্য্যক্ ঊর্দ্ধ ওদূরপ্রদেশে দৃষ্টি পাত করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যুগ-পরিমিত স্থান অবলোকন করিয়া গমন করা তাঁহাদিগের উচিত কর্ম্ম। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত হইয়া কাল হরণ করেন, তাঁহার ধর্ম্মার্থ কামের কিছু-মাত্র হানি হয় না। যেমহাত্মা পাপাচরণ-নিরত শত্রুর প্রতি ও প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করেন, মুক্তি তাঁহার হস্তগত হয়। কামক্রোধাদিবিহীন, সদাচার-নিরত মহাত্মাদিগের প্রভাবেই পৃথিবী অবস্থিত রহিয়াছেন অতএব পরপ্রীতিকর সত্য বাক্য প্রয়োগ করা সক-লেরই কর্ত্তব্য। যে স্থলে সত্য বাক্য কহিলে কাহার ও মনে বেদনা দেওয়া হয় সেস্থলে মৌনাবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রিয় অথচ অহিত বাক্য প্রয়োগ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যেরূপ কার্য্য করিলে প্রাণিগণের ইহ লোক ও পরলোকে হিত লাভ হয় মহাত্মারা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা তাহার অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইবেন।

বিষ্ণু পুরাণ

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতা বস্ত্রসম্বলিত স্নান করিয়া জাতকর্ম্মাদি ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সমাধান করিবেন। শ্রাদ্ধকালে অনন্যচিত্ত হইয়া দক্ষিণভাগে পিতৃপক্ষীয় ও দেবপক্ষীয় ব্রহ্মণদিগকে উপবেশন করাইয়া যথাবিধি তাঁহাদিগের সৎকার ও তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবেন। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে পূর্ব্বাস্য অথবা উত্তরাস্য হইয়া দৈব অথবা প্রাজাপত্য তীর্থে পিতৃগণের উদ্দেশে দধিযবাদি-মিশ্রিত পিণ্ড দান করা কর্ত্তব্য। এইরূপ শ্রাদ্ধদ্বারা নান্দীমুখ পিতৃগণের তৃপ্তি লাভ হয়। অতএব সন্তানগণের সমুদায় সংস্কারকালেই এইরূপে পিতৃগণের অর্চ্চনা করা গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। গৃহবাসী মহাত্মারা প্রযত হইয়া কন্যা পুত্রাদির বিবাহে, নূতনগৃহে প্রবেশ, বালকদিগের নামকরণ, চূড়াকর্ম্মাদি, সীমন্তোন্নয়ন ও পুত্রাদির

মুখদর্শন-কালে নান্দীমুখ পিতৃগণের অর্চ্চনা করিবেন।

এই আমি আপনার নিকট পিতৃপূজার বিধি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে প্রেতক্রিয়ার বিধি বিশেষরূপে কহিতেছি শ্রবণ করুন। মৃত-ব্যক্তির আত্মীয়গণ প্রেতদেহকে পবিত্র জলে স্নান করাইয়া মাল্য দ্বারা বিভুষিত করত গ্রামের বহির্ভাগে দাহক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। দাহক্রিয়ার পর দক্ষিণাভিমুখে সেই প্রেতের উদ্দেশে সলিলাঞ্জলি প্রদান করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য,। তৎপরে তাঁহারা নক্ষত্র দর্শন করিয়া গোসমুদায়ের গৃহাগমনের সময় গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবেন। প্রতিদিনই সেই প্রেতের উদ্দেশে ভূমি-তলে পিণ্ডদান করা তাঁহাদিগের আবশ্যক। তাঁহারা অশৌচ-মধ্যে কদাচ রাত্রিযোগে আহার ও মাংস ভোজন করিবেন না। অশৌচকালে প্রত্যেকদিনেই জ্ঞাতিগণকে ভোজন করান তাঁহাদিগের উচিত কর্ম্ম। বন্ধু বর্গ ভোজন করিলেই প্রেতের তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। অন্তত অশৌচের প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম ও নবম দিনে অবগাহন ও বস্ত্র ত্যাগ করা তাঁহাদিগের আবশ্যক। তাঁহারা চতুর্থ দিনে প্রেতের ভস্ম ও অস্থি সঞ্চয় করিবেন। চতুর্থ দিন গত না হইলে তাঁহাদিগের অঙ্গস্পর্শ করা সপিণ্ডদিগের ও উচিত নহে। সমানোদক ব্যক্তিরা ঐ চতুর্থদিনের পর

গন্ধমাল্যাদি সেবন ভিন্ন সমুদায় কার্য্যই সমাধান করিতে পারে, কিন্তু সপিণ্ডেরা কেবল শয্যা ও আসন গ্রহণের অধিকারী হয়। অশৌচমধ্যে স্ত্রীসংসর্গ করা তাঁহা-দিগের কদাপি বিধেয় নহে।

হে মহারাজ! সপিণ্ডদিগের মধ্যে বালক, বিদেশস্থ পুরুষ ও পতিত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে অথবা কেহ জল, অগ্নি ও উদ্বন্ধনাদি দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিলে সদ্য অশৌ-চান্ত হয়। অশৌচের মধ্যে মৃত ব্যক্তির বান্ধবগণের অন্ন ভোজন করা জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য নহে। অশৌচকালে দান, প্রতিগ্রহ, যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদপাঠ করা গৃহীদিগের অতিশয় নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণের দশদিন, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের একপক্ষ ও শূদ্রের একমাসে অশৌচান্ত হয়। অশৌচান্তের পর প্রথম দিনে শ্রাদ্ধাধিকারী ব্যক্তিরা শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া উচ্ছিষ্ট সন্নিধানে কুশসমুদায় বিস্তৃত করত প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবেন। ব্রাহ্মণ-ভোজনের পর পবিত্রতালাভের নিমিত্ত বারি, আয়ুধ, প্রতোদ ও দণ্ড ধারণ করা সকলেরই আবশ্যক।

এইরূপে আদ্যশ্রাদ্ধ সমাপনের পর ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেই স্ব-ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। তৎপরে প্রতি মাসে মৃতাতিথিতে প্রেতের উদ্দেশে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে দৈব-নিয়োগ ও

আবাহনাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয় না। ব্রাহ্মণ-ভোজনের পর এই শ্রাদ্ধে প্রেতের উদ্দেশে একটি অর্ঘ্য ও এক গাছি পবিত্রক প্রদান করা আবশ্যক। ঐ শ্রাদ্ধ-কালে যজমানের প্রশ্নানুসারে ব্রাহ্মণগণকে অক্ষয্য শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। প্রেতের উদ্দেশে এইরূপে দ্বাদশ মাস একোদ্দিষ্ট বিধির অনুষ্ঠান করিয়া সপিণ্ডীকরণ করা গৃহীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সপিণ্ডীকরণের সময়ে আর একটি একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিতে হয়। গৃহস্থ ঐ কালে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে প্রেতের উদ্দেশে তিল ও গন্ধোদকাদিপূর্ণ এক অর্ঘ্যপাত্র এবং পার্ব্বণাংশে পিতৃগণের উদ্দেশে তিন অর্ঘ্যপাত্র সংস্থাপন করিবেন। তৎপরে পিতৃপাত্রের সহিত প্রেতপাত্রের সংযোগ করা অতিশয় আবশ্যক। এইরূপে পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেতপিণ্ড মিশ্রিত করিতে হয়। এই সপিণ্ডীকরণের পর মৃতব্যক্তি প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত হইয়া পিতৃলোকে গমনপূর্ব্বক পরম সুখে অবস্থান করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! সমুদায় শ্রাদ্ধকালে ঐ পূর্ব্বতন পিতৃগণের অর্চ্চনা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। মৃত ব্যক্তির পুত্র না থাকিলে পর্য্যায়ক্রমে পৌত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, অথবা সপিণ্ডগণের পুত্রগণ তাহার শ্রাদ্ধবিধি সমাধান করিবেন। ঐ [illegible]য়ের অভাবে পর্য্যায়ক্রমে সমানোদক বংশীয় ব্যক্তি অথবা মাত

পক্ষের সপিণ্ড ও সমানোদকগণের ঐ কার্য্যে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যদি পিতৃ ও মাতৃকুলে কেহ জীবিত না থাকে, তাহাহইলে প্রেতের স্ত্রী ও বন্ধুবর্গের তাহার সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করা উচিত, কিন্তু এই সমুদায়ের ও অভাব হইলে রাজা তাহার সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। মৃত ব্যক্তির আদ্য মধ্যম ও উত্তর এই ত্রিবিধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। বারি ও আয়ুধাদি স্পর্শ পর্য্যন্ত কার্য্য আদ্য-ক্রিয়া, প্রতি মাসে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকে মধ্যম ক্রিয়া এবং সপিণ্ডীকরণাবসানে প্রেতের পিতৃত্ব লাভের পর কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায় উত্তর ক্রিয়া বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পিতৃমাতৃসপিণ্ড পুরুষ সমানোদক ব্যক্তি, বন্ধুবর্গ ও ধনহারী-রাজা ইঁহারা কেবল মৃত ব্যক্তির পূর্ব্বক্রিয়ার অধিকারী হন, পুত্রাদি ও দৌহিত্র ভিন্ন কাহারও তাহার উত্তর ক্রিয়াতে অধিকার নাই। এইরূপ স্ত্রীলোকেরও উদ্দেশে মৃতাহে সাংবৎসরিক উত্তর ক্রিয়া নির্ব্বাহ করা পুত্রাদির কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পিতৃ লোকের উদ্দেশে যখন যে উত্তর ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা উচিত তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

পুরাণ রত্নাকর

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত

বিষ্ণু পুরাণ।

সপ্তম খণ্ড

শ্রীরামসেবক বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

রাজপুর

পুরাণ রত্নাকর কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৭৮৯।

বিষ্ণু পুরাণ

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! মনুষ্য শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রহ্মা, রুদ্র, নাসত্য, সূর্য্য, অগ্নি এবং বসু, মারুত, বিশ্বদেব, ঋষি, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, পিতৃ ও অন্যান্য প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধন করিবে। প্রতি মাসের অমাবস্যা ও তিন অষ্টকাতে শ্রাদ্ধ করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহা ভিন্ন শ্রাদ্ধের কাম্য কাল আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। যখন গৃহীদিগের ভবনে শ্রাদ্ধার্হ কোন বস্তু উপস্থিত হইবে এবং কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ আগমন করিবেন সেই সময়েই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা তাঁহা-দিগের অতিশয় আবশ্যক। গৃহস্থেরা ব্যতীপাতযোগ, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন সংক্রান্তি, বিষুব সংক্রান্তি, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ, সূর্য্যের সমুদায় রাশিতে সংক্রমণ, নক্ষত্র গ্রহপীড়া ও দুঃস্বপ্ন দর্শনের সময় যত্নসহকারে

যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবেন। গৃহে নূতন শস্য উপস্থিত হইলেও শ্রাদ্ধ করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বিশাখা ও স্বাতি নক্ষত্রযুক্তা অমাবস্যাতে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহার পিতৃগণ অষ্টবর্ষব্যাপিনী তৃপ্তিলাভে সমর্থ হন। পুষ্যা, আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্তা অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের দ্বাদশাব্দ তৃপ্তি লাভ হয়। জ্যেষ্ঠা, রোহিণী, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও শতভিষা নক্ষত্রযুক্তা অমাবস্যা দেবতাদিগেরও দুর্লভ। এই দুর্লভ সময় প্রাপ্ত হইলে শ্রাদ্ধ করা গৃহস্থের নিতান্ত আবশ্যক। ফলত এই নব নক্ষত্র যুক্ত অমাবস্যাই অতি পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব গৃহবাসী মহাত্মারা এই সময়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে তাঁহাদিগের পিতৃগণ পরম তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে পিতৃভক্ত মহারাজ ঐল বিনীতভাবে মহাত্মা সনৎকুমারের নিকট শ্রাদ্ধতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন মহারাজ! পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা বৈশাখী শুক্লাতৃতীয়া, কার্ত্তিকী শুক্লানবমী ও ভাদ্রপদী কৃষ্ণাত্রয়োদশী ও অমাবস্যারে যুগাদ্যা তিথি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব ঐ চারি তিথিতে শ্রাদ্ধ করা গৃহস্থের অ[illegible]শ্য [illegible]র্ত্তব্য। গৃহিগণ ইহা ভিন্ন বৈশাখ মাসের অমাবস্যা, গ্রহস্পর্শ, দুই বিষব সংক্রান্তি, মন্বন্ত-

রাদি তিথি, ব্যতীপাত যোগ, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ, তিন অষ্টকা এবং দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে পিতৃগণের উদ্দেশে তিলমিশ্রিত জল দান করিবেন। যে ব্যক্তি ঐ সমুদায় পবিত্রকালে শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহার পিতৃগণ সহস্রবর্ষব্যাপিনী তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই।

মহারাজ! এক্ষণে পিতৃগণের কথিত বাক্য সমুদায় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। পিতৃগণ কহিয়া থাকেন, যদি মাঘ মাসের অমাবস্যায় শতভিষা নক্ষত্রের সংযোগ হয় তাহাহইলে ঐ সময়ে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ কাল পিতৃগণের পরম তৃপ্তিকর বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। অধিক পুণ্য না থাকিলে কেহই ঐ সময়ে শ্রাদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ অমাবস্যা ধনিষ্ঠা নক্ষত্রযুক্তা হইলে যে ব্যক্তি ঐ সময়ে পিতৃলোকের তর্পণ ও পিণ্ডদান করেন, তাঁহার পিতৃগণের অযুতবর্ষ তৃপ্তি লাভ হয়। আবার যদি ঐ অমাবস্যায় পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের সংযোগ হয়, তাহাহইলে যে ব্যক্তি ঐ সময়ে পিণ্ডদান করেন তাঁহার পিতৃগণ এক যুগ পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। গঙ্গা, শতদ্রু, বিপাশা, মথুরা, সরস্বতী, নৈমিষ ও গোমতী তীর্থে অবগাহন করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

পিতৃগণ সাংবৎসরিক তৃপ্তি লাভ করিয়া আরও বলেন মাঘ মাসের অমাবস্যা শ্রাদ্ধের বিহিত কাল বলিয়া নিরূপিত আছে, অতএব যদি ঐ সময়ে আমাদিগের বংশীয় সন্তানগণ ভক্তি পূর্ব্বক পবিত্র তীর্থজল দ্বারা আমাদিগের তর্পণ করেন, তাহা হইলে আমরা যাহার পর নাই পরিতৃপ্ত হই এবং তাঁহারাও বিশুদ্ধ-চিত্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া অভিলষিত ফল লাভে সমর্থ হন সন্দেহ নাই। আমাদিগের বংশীয় মহাত্মারা ন্যায়ানুসারে ধনোপার্জ্জন পূর্ব্বক আমাদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবেন। ঐশ্বর্য্য সত্ত্বে ব্রাহ্মণগণকে রত্ন, বস্ত্র, মহাযান ও বিবিধ ভোজ্য বস্তু প্রদান করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহার যেরূপ বিভব, তিনি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তদনুসারে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে অন্নদান পূর্ব্বক আমাদিগের তৃপ্তি সম্পাদন করিবেন। যদি তিনি তাহাতে অসমর্থ হন্, তাহাহইলে যথা-শক্তি ব্রাহ্মণগণকে কিঞ্চিৎ ধান্য ও দক্ষিণা প্রদান করা তাঁহাদিগের আবশ্যক। ইহাতেও অসমর্থ হইলে তিনি কোন বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া তাঁহারে করাগ্রস্থিত কতক গুলি তিল প্রদান করিবেন। এইরূপে তিল দানে ও যদি তাঁহার ক্ষমতা না থাকে, তাহাহইলে ভক্তিসহকারে আমাদিগের উদ্দেশে অন্তত শত আটটি তিল যুক্ত জলাঞ্জলি প্রদান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার অভাবে শ্রদ্ধা

যুক্ত হইয়া যে কোন স্থান হইতে কিঞ্চিৎ গোদুগ্ধ আনয়ন পূর্ব্বক আমাদিগের উদ্দেশে দান করা তাঁহার অতিশয় আবশ্যক, কিন্তু সমুদায় বস্তুর অভাব হইলে তিনি অরণ্যে গমন পূর্ব্বক বাহুদ্বয় উন্নত করিয়া ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে সূর্য্যাদি লোকপালদিগের উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন আমার ধনৈশ্বর্য্য কিছুই নাই এবং আমি শ্রাদ্ধোপযোগী কোন বস্তুই আহরণ করিতে পারিলাম না। এক্ষণে আমি অরণ্যে আগমন করিয়া বাহুদ্বয় উন্নত করত প্রার্থনা করিতেছি, আমার পিতৃগণ আমার এই ভক্তিদ্বারা পরিতৃপ্ত হউন। তিনি এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলে আমাদিগের তৃপ্তি সাধনে সমর্থ হইতে পারেন।

এই আমি আপনার নিকট পিতৃলোকের কথিত বাক্য সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। আমাদিগের বংশীয় যে কোন মহাত্মা এইরূপে আমাদিগের তৃপ্তি সম্পাদন করিবেন তিনি মর্ত্ত্য লোকে ধন্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন সন্দেহ নাই।

বিষ্ণু পুরাণ

পঞ্চ দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! গৃহস্থ মহাত্মারা শ্রাদ্ধে যেরূপ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন, এক্ষণে তাহা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত ত্রিনাচিকেতা, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ, ষড়ঙ্গবিদ্, শ্রোত্রিয়, যোগী, সামগাননিরত, ঋত্বিক্, তপোনিষ্ঠ, ও পঞ্চতপা ব্রাহ্মণ এবং ভাগিনেয় দৌহিত্র, জামাতা, শ্বশুর মাতুল, শিষ্য, সম্বন্ধী ও পিতৃমাতৃভক্ত ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইবেন। ইহারা প্রথম হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। মিত্রদ্রোহী, কুনখী ক্লীব, শ্যাবদন্ত, কন্যাবিক্রয়ী, হোম ও বেদপাঠাদিবিবর্জ্জিত, সোমবিক্রয়ী,

অভিশাপগ্রস্ত, চৌরকর্ম্মনিরত খল, গ্রামযাজক, বেতনভুক্ অধ্যাপক, বেতনদাতা শিষ্য, অন্যপূর্ব্বা-পতি, পিতৃমাতৃপরিত্যাগী, শূদ্রাপতি, শূদ্রাপতির অন্নে প্রতিপালিত ও দেবলক ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করান কদাপি বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব-দিন দেবপক্ষ ও পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ করিবার নিমিত্ত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করা আবশ্যক। যজ-মান নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ অথবা তাঁহাদিগের সহিত ক্রীড়াদি করিতে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না। শ্রাদ্ধে নিযুক্ত, ভোক্তা, ভোজ-য়িতা অথবা নিয়োগকর্ত্তা যদি স্ত্রী সংর্গাদি করেন, তাহাহইলে তাঁহার স্বীয় পিতৃগণকে রেতোগর্ত্তে পাতিত করা হয়। এই নিমিত্ত সুবিজ্ঞ মহাত্মারা শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করি-য়া থাকেন। যদি শ্রাদ্ধবাসরে সন্ন্যাসী অথবা অন্যান্য অনিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হন্ তাহাহইলে শ্রাদ্ধ-কর্ত্তা পবিত্রপাণি হইয়া তাঁহাদিগকে আচম-নীয় ও আসন প্রদান পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে ভোজন করাইবেন। শ্রাদ্ধকালে পিতৃপক্ষে অযুগ্ম ও দেবপক্ষে যুগ্ম ব্রাহ্মণকে নিয়োজিত করা উচিত, কিন্তু পিতৃ-পক্ষে একজন ও দেবপক্ষে একজন ব্রাহ্মণকে নিযু-ক্ত করা ও দোষাবহ নহে। ভক্তিসম্পন্ন হইয়া এইরূপে মাতামহের শ্রাদ্ধও নির্ব্ব... করা গৃহস্থের

অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহিগণ শ্রাদ্ধকালে দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণগণকে পূর্ব্বাস্য এবং পিতৃ ও মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণগণকে উত্তরাস্য উপবেশন করাইয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবেন।

হে মহারাজ! মহর্ষিগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রাদ্ধের প্রকরণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন পাক দ্বারা প্রত্যেক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবার বিধি নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। গৃহস্থ মহাত্মারা শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুসারে শ্রাদ্ধের প্রারম্ভে ভূতলে আসনার্থ কুশসমুদায় বিস্তৃত ও অর্ঘ্যসংস্থাপন করিয়া দেবগণকে আবাহন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যবাম্বু দ্বারা অর্ঘ্য এবং ধূপদীপ ও গন্ধ মাল্যাদি প্রদান করিবেন। তৎপরে যথাবিধি অনুজ্ঞাগ্রহণের পর সেই দেবপক্ষের বামভাগে পিতৃগণের নিমিত্ত দ্বিধাকৃত কুশসমুদায় বিস্তৃত করিয়া তিলাম্বু দ্বারা তাঁহাদিগকে অর্ঘ্যাদি প্রদান করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান কালে যদি কোন পথিক যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করেন, তাহাহইলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিবেন! যোগিগণ মানবগণের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিবিধ রূপ ধারণ পূর্ব্বক ছদ্মবেশে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধকালে

অভ্যাগতদিগের অর্চ্চনা করিতে হয়। যেব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে অতিথির যথোচিত সৎকার না করেন, তিনি শ্রাদ্ধের ক্রিয়া ফল লাভে বঞ্চিত হন্। শ্রাদ্ধকালে অনলে ক্ষার বর্জ্জিত ব্যঞ্জন, ও অন্ন আহুতি প্রদান করা আবশ্যক। গৃহিগণ, অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বাহা, এই মন্ত্রে একবার, সোমায় বৈ পিতৃমতে স্বাহা, এই মন্ত্রে একবার এবং বৈবস্বতে স্বাহা, এই মন্ত্রে আর একবার আহুতি প্রদান করিবেন। এইরূপ তিনবার আহুতি প্রদানের পর হুতাবশিষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণগণের ভোজনপাত্রে প্রদান করা আবশ্যক। তৎপরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণকে অতিসংস্কৃত উৎকৃষ্ট মিষ্ট অন্ন সমুদায় প্রদান করিয়া সুদুবাক্যে তাঁহাদিগকে তৎসমুদায় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন। শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণেরও প্রীত হইয়া সুস্থচিত্তে সেই সমুদায় অন্ন ভোজন করা উচিত। তাঁহাদিগের ভোজন কালে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ত্বরান্বিত না হইয়া ভক্তি সহকারে পরিবেশন করিবেন।

এইরূপে ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধনের পর ভূতলে তিল বিস্তৃত করিয়া রক্ষোঘ্ন মন্ত্র পাঠ করা শ্রাদ্ধকর্ত্তার অবশ্য কর্ত্তব্য। তৎপরে তিনি সেই ব্রাহ্মণগণকে স্বীয় পিতৃগণরূপে জ্ঞান করিয়া এইরূপ ধ্যান করিবেন। আজি আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই ব্রাহ্মণগণের দেহে আবির্ভূত

হইয়া পরিতৃপ্ত হউন। আজি আমি তাঁহাদিগের উদ্দেশে হুতাশনে যে আহুতি প্রদান করিলাম, তাহাতেই তাঁহারা প্রসন্নমূর্ত্তি হইয়া তৃপ্তিলাভ করুন। আজি আমার প্রদত্ত পিণ্ড তাঁহাদিগের তৃপ্তিপ্রদ হউক। আজি আমার ভক্তিদ্বারা তাঁহারা এইস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এইরূপ আজি আমার মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ ও বিশ্বদেবগণেরও যেন কোনপ্রকার তৃপ্তির ব্যাঘাত না হয়। আজি এই স্থানে যেন রাক্ষস গণের অধিষ্ঠান না থাকে, আজি হব্য কব্যভোক্তা যজ্ঞেশ্বর হরির আবির্ভাবনিবন্ধন সমুদায় রাক্ষস ও অসুরগণ এই স্থান হইতে অপসৃত হউক।

হে মহারাজ! ব্রাহ্মণ পরিতৃপ্ত হইলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ভূমিতলে অন্ন বিকীর্ণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেককে এক এক বার আচমনের নিমিত্ত জল দান করিবেন। তৎপরে তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সমাহিতচিত্তে পিতৃতীর্থানুসারে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড দান পূর্ব্বক সেই পিণ্ডোপরি সলিলাঞ্জলি প্রদানকরা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ নিয়মানুসারে মাতামহ পক্ষেরও পিণ্ডদান করিতে-হয়। শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রথমে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টসন্নিধানে কুশসমুদায় দক্ষিণাগ্র রূপে সংস্থাপন পূর্ব্বক পিতার উদ্দেশে ধূপ দীপাদিপূজিত পিণ্ডদান

করিয়া পরে পিতামহ ও প্রপিতামহের উদ্দেশে পিণ্ড দান করিবেন। তৎপরে দর্ভমূল দ্বারা পিণ্ডের অবশিষ্টাংশ হস্ত হইতে ক্ষালিত করিয়া লেপভুক্ পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতৃপক্ষের পিণ্ড দানের পর তিনি মাতামহপক্ষে গন্ধমাল্যাদিযুক্ত পিণ্ড দান করিয়া শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সৎকার করত তাঁহাদিগকে আচমনীয় প্রদান করিবেন। পিণ্ড দানাবসানে ভক্তিপরায়ণ হইয়া প্রথমে পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান ও তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আশীর্ব্বাদ গ্রহণের পর তিনি সেই ব্রাহ্মণগণকে বৈশ্ব দেবিক মন্ত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করিলে তাঁহারা বিশ্বদেবগণ প্রীত হউন, এইবাক্য কীর্ত্তন করিবেন। এইরূপ বাক্যোচ্চারণের পর তাঁহাদিগের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধকর্ম্ম হইতে বিযুক্ত করা শ্রাদ্ধকর্ত্তার অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণগণ বিযুক্ত হইলে তিনি দেব ও মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সৎকার করিয়া যথাক্রমে তাঁহাদিগেকে ও বিসর্জ্জন করিবেন। সমুদায় ব্রাহ্মণেরই পাদপ্রক্ষালন করাইয়া তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার ও তাঁহাদিগের প্রতি প্রীতিসুচক বাক্য প্রয়োগ করা শ্রাদ্ধকর্ত্তার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিসর্জ্জনকালে

ব্রাহ্মণগণের সহিত দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতি নিবৃত্ত হওয়া তাঁহার অতিশয় আবশ্যক। তৎপরে তিনি প্রতিদিন বিশ্বদেবগণের পূজা ও নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পূজ্য, মহাত্মা, বন্ধু ও ভৃত্যগণের সহিত সমবেত হইয়া ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।

হে মহারাজ। যেরূপে পিতৃ ও মাতামহপক্ষের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এই আমি আপনার নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। পিতামহগণ শ্রাদ্ধদ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে সমুদায় কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধে তিন পবিত্র তিল ও রজত প্রদান করা অতিশয় আবশ্যক। শ্রাদ্ধকর্ত্তা পথপর্য্যটন ও ক্ষিপ্রকারিতা পরিত্যাগ করিবেন। শ্রাদ্ধভোক্তারও এই ত্রিবিধক্রিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। যাঁহারা যথানিয়মে সমুদায় শ্রাদ্ধনির্ব্বাহ করেন, বিশ্বদেব পিতৃ ও মাতামহগণ তাঁহাদিগের কুল বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। পিতৃগণের আধার চন্দ্র ও চন্দ্রের আধার যোগ। এই নিমিত্ত যোগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যদি শ্রাদ্ধকালে একজন যোগশীল মহাত্মা সহস্র ব্রাহ্মণের অগ্রে অবস্থান করেন তাহাহইলে শ্রাদ্ধের সমুদায় ভোক্তা ও শ্রাদ্ধ কর্ত্তা সেই পুণ্যে ইহলোক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন সন্দেহ নাই।

বিষ্ণু পুরাণ

ষোড়শ অধ্যায়।

হে মহারাজ! যে যে মাংসদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি-লাভ হয়, তাহা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। শশক, শকুল, বন্য শূকর, ছাগ, হরিণ, রুরু নামক মৃগ, গবয়, মেষ, গো, বাগ্ধ্রীনস, ও গণ্ডারদিগের মাংস পিতৃগণের অতিশয় প্রীতিকর। কাল শাক ও মধু দ্বারা ও তাঁহাদিগের সমধিক তৃপ্তি লাভ হয়। যেব্যক্তি গয়াতীর্থে গমন করিয়া পিতৃ-গণের উদ্দেশে পিণ্ড দান করেন, তিনি পিতৃগণের পরম প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন এবং তাঁহার মানবজন্ম গ্রহণ করা সার্থক হয়। নীবার ও দ্বিবিধ শ্যামাকা ধান্য এবং যব, প্রিয়ঙ্গু, মুদ্গা, গোধূম, তিল, নিষ্পাব, কোবিদার ও সর্ষপ এই সমুদায় বস্তু

শ্রাদ্ধে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সিদ্ধ ধান্য, রাজমাস, অনু, মসুর অলাবু গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, পিণ্ডমূলক, গন্ধারক, করম্ভ, লবণযুক্ত ওষধি আরক্ত নির্যাস, লবণ ও অন্যান্য কুৎসিত পদার্থ সমুদায় শ্রাদ্ধে প্রদান করা অতিশয় নিষিদ্ধ। গাভি পরিতৃপ্ত না হইলে যদি কেহ-বল পূর্ব্বক রক্তবর্ণ দুগ্ধ দোহন করিয়া শ্রাদ্ধে প্রদান করে, তাহাহইলে সেই দুগ্ধদ্বারা কখনই পিতৃগণের তৃপ্তি লাভ হয় না। দুর্গন্ধময় ফেণযুক্ত জল ও শ্রাদ্ধের যোগ্য নহে। উষ্ট্র, মেষ, মৃগ, ও মহিষ দুগ্ধ শ্রাদ্ধে প্রদান করা অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম। ক্লীব, কৃতক্লীব, পাষণ্ড, উন্মত্ত, রোগগ্রস্ত, নগ্ন, গ্রামশূকর, উদক্যাশৌচ ও সূতিকাশৌচসম্পন্ন এবং মৃতাহারী প্রভৃতি ব্যক্তিরা যে শ্রাদ্ধ দর্শন করে, সেই শ্রাদ্ধে দেবতা ওপিতৃগণের কখনই তৃপ্তি লাভ হয় না। অতএব বিত্তব্যক্তিরা শ্রাদ্ধস্থান কোনরূপে আচ্ছাদিত করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন। প্রাতঃকালে যজ্ঞবিঘাতক রাক্ষসগণকে অপসৃত করিবার নিমিত্ত ভূমিতলে তিল নিক্ষেপ করা অতিশয় আবশ্যক। কেশ কীটাদিযুক্ত পর্য্যুষিত ও পূতিগন্ধযুক্ত অন্ন কখনই শ্রাদ্ধার্হ নহে। সকলেরই শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নাম গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশে পবিত্র অন্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য। যখন যেব্যক্তি যেরূপ অবস্থায় কাল হরণ

করিবেন, তখন তিনি তদনুসারেই দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিবেন।

বৎস! পূর্ব্বে ইক্ষাকুকুলোদ্ভব মহাত্মারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হইয়া কহিয়াছেন, আমাদিগের বংশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা গয়াতীর্থে গমন করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে পিণ্ডদান করিবেন তাঁহারাই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে আমাদিগের তৃপ্তি লাভ হইবে এবং যাঁহারা আমাদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বর্ষাকাল, মঘানক্ষত্র ও ত্রয়োদশী তিথিতে আমাদিগের উদ্দেশে ঘৃত ও মধুযুক্ত পায়স প্রদান এবং গৌরাঙ্গী কন্যার পাণিগ্রহণ, নীল বৃষ দান ও দক্ষিণান্বিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারাই আমাদিগের তৃপ্তিসাধনে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

বিষ্ণু পুরাণ

সপ্তদশ অধ্যায়।

বৎস! পূর্ব্বে ভৃগুকুলোদ্ভব মহাত্মা ঔর্ব্ব মহারাজ সগরকে সদাচারের বিষয় যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদায় তোমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। সদাচার দ্বারাই শ্রেয় লাভে সমর্থহওয়া যায়। সদাচার লঙ্ঘন করিলে কেহ কখন শ্রেয় লাভ করিতে সমর্থহয় না।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! আমি আপনার প্রমখাৎ কৃতক্লীব, স্বাভাবিক ক্লীব ও উদক্যাদি অশৌচের বিয়য পরিজ্ঞাত হইলাম, কিন্তু এক্ষণে নগ্নের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব কাহারে নগ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা-যায়, মনুষ্য কিরূপ আচারসম্পন্ন হইলেই বা নগ্ন সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে এবং নগ্নের স্বরূপই বা-কি? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! ঋক্ যজু ও সাম এই বেদত্রয় বর্ণসমুদায়ের আবরণস্বরূপ। অতএব যে ব্যক্তি মোহবশত এই বেদত্রয় পরিত্যাগ করে তাহারেই নগ্ন ও পাপাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায় সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে আমার পিতামহ ভগবান্ বশিষ্ঠ আমার সমক্ষে মহাত্মা ভীষ্মের নিকট এই বিষয়ের যে উপাখ্যান কহিয়াছিলেন আমি তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবমানের শত বৎসর দেবাসুরগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে দেবগণ হ্রাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ক্ষীরোদ সাগরের উত্তরকূলে গমন পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত কঠোর তপোনুষ্ঠান করত কহিয়াছিলেন। আমি সর্ব্বলোকনিয়ন্তা সনাতন বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত যে সমুদায় বাক্য কীর্ত্তন করিব তিনি তদ্বারাই যেন প্রসন্ন হন্ এই। বলিয়া তাঁহারা ভগবান্ বিষ্ণুরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে প্রভো! তোমা হইতে এই অখিল ব্রাহ্মণ্ডের সমুদায় প্রাণী সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং পরিণামে তোমাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে। অতএব কোন্ ব্যক্তি তোমার স্তুতিবাদ করিতে পারে? তুমি সর্ব্বজীবের অন্তঃ করণ প্রকৃতি ওপুরুষ স্বরূপ। এই আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত অখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থূলসূক্ষ্মময় বস্তু বিদ্যমান আছে তৎসমুদায় তোমার

দেহস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে তুমি-ই সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত স্বীয় নাভিকমল হইতে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মারে উৎপাদন করিয়াছ। আমাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্র, অগ্নি, বায়ু ও চন্দ্র প্রভৃতি কেহই তোমাহইতে পৃথগ্ভূত নহে। তুমি তিতিক্ষামদবর্জ্জিত দাম্ভিকরূপে দৈত্য-গণের দেহে অবস্থান করিতেছ, তুমি পরমতেজস্বী অজ্ঞানাবৃত সঙ্গীতাদিপ্রিয় যক্ষগণের আত্মা। মায়াময় ঘোররূপধারী কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসগণ তোমাহইতে পৃথ-গ্ভূত নহে। ভূর্লোকাদি সপ্ত স্বর্গবাসী মহাত্মাদি-গের ধর্ম্মফলরূপ উপকরণ দ্বারাই তোমার ধর্ম্মরূপ আবির্ভূত হয়। সন্তোষসম্পন্ন, সংসর্গবিহীন সিদ্ধ-গণ তোমাহইতে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে-ন। তুমি তিতিক্ষাবিহীন ক্রূরস্বভাব বায়ুভুক্ নাগ-গণের আত্মাস্বরূপ। জ্ঞানবান্ শান্তস্বভাব নিষ্পাপ মহর্ষিগণকেও তোমার স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কল্পান্তে তুমিই অনিবারিত কালরূপে যাব-তীয় প্রাণিগণকে গ্রাস করিয়া থাক। যখন তুমি রুদ্র-রূপে প্রকাশিত হও তখন দেবতা ও মনুষ্যাদি সর্ব্ব ভূতকে গ্রাস করিয়াও তোমার তৃপ্তি লাভ হয় না। রজোগুণসম্পন্ন কার্য্যের কারণাত্মক মনুষ্যগণ তোমা-হইতে পৃথগ্ভূত নহে। অষ্টাবিংশদ্বিধ উন্মার্গগামী তামস পশুগণকেও তোমার স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন

করাযায়। বৃক্ষাদির মধ্যে জগতের সিদ্ধিসাধন যজ্ঞাঙ্গাভূত যত বস্তু বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায় তোমা-হইতে বিভিন্ন নহে। তির্য্যক্, মনুষ্য, দেবতা ও আকাশশব্দাদি সমুদায়ই তোমার রূপভেদমাত্র। তুমি প্রকৃতি ও বুদ্ধ্যাদি হইতে অতীত কারণ-কারণাত্মক পরমরূপ ধারণ করিয়া থাক। তুমি শুক্ল-দীর্ঘ ও ঘনাদি বিহীন বিশেষণের অগোচর ও শুদ্ধাতি শুদ্ধ পরমর্ষিদৃশ্য পরমাত্মা। তুমিই সর্ব্ব দেহীর আত্মা, জন্মবিনাশবিহীন, ব্রহ্মস্বরূপ জগন্ময় ও সকলের বীজভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। আমরা বারং-বার তোমারে নমস্কার করিতেছি তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও।

দেবগণ এইরূপ স্তুতিবাদ করিলে শঙ্খচক্র-গদাধারী গরুড়স্থ ভগবান্ হরি তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দেবগণ তাঁহারে দর্শন করি-বামাত্র প্রণিপাত পুরঃসর তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্! আমরা শরণার্থী হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া দৈত্যগণ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। হ্লাদ প্রভৃতি দৈত্য-গণ ব্রহ্মার আজ্ঞা অতিক্রম করিয়া আমাদিগের যজ্ঞ ভাগ সমুদায় হরণ করিয়াছে। কি আমরা, কি দৈত্যগণ, কি অন্যান্য প্রাণি সমুদায় সকলই তোমা-র অংশস্বরূপ। কেবল আমরা অজ্ঞানবশতই এই

জগতের যাবতীয় বস্তু ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। দৈত্যগণ স্বধর্ম্মনিরত ও বেদমার্গের অনুগামী হইয়া তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা কোনরূপেই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব যাহাতে আমরা তাহাদিগের প্রাণ সংহার করিতে সক্ষম হই তুমি তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া আমাদিগের বিপদুদ্ধার কর।

দেবগণ এইরূপ কহিলে ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় শরীর হইতে মায়ামোহকে উৎপাদন করিয়া তাহারে দেবগণকে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন হে সুরগণ! এই মায়ামোহ সমুদায় দৈত্যের মোহ উৎপাদন করিলে তাহারা বেদমার্গবহিষ্কৃত হইবে। তখন তাহাদিগকে বিনাশ করা কঠিন হইবে না এবং দেবতা ও অসুরাদির মধ্যে যে কেহ আমার দ্বেষ্টা হইবে, আমি এই মায়ামোহকে সহায় করিয়া অনায়াসে তাহারে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইব। অতএব তোমরা ইহারে অগ্রসর করিয়া নির্ভয়চিত্তে গমন কর। ইহাহইতে অবশ্যই তোমাদিগের মহোপকার হইবে। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ কহিলে দেবগণ তাঁহারে নমস্কার করিয়া মায়ামোহ সমভিব্যাহারে যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বিষ্ণু পুরাণ

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

বৎস! অনন্তর বর্হিপত্রধারী মুণ্ডিতশিরা দিগম্বর মায়ামোহ নর্ম্মদা নদীর তীরে সমুপস্থিত হইয়া অসুরগণকে তপোনুষ্ঠানে অনুরক্ত দর্শন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল হে দৈতেস্বরগণ! তোমাদিগের তপস্যার কারণ কি? তোমরা ঐহিক বা পারত্রিক যে ফল লাভ করিতে বাসনা করিয়াছ তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর।

অসুরগণ কহিল মহাশয়! আমরা পরত্রিক ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় এইরূপ তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি এবিষয়ে আপনার কিছু মন্তব্য থাকে প্রকাশ করুন।

মায়ামোহ কহিল হে অসুরগণ! যদি তোমা-দিগের মুক্তি লাভের বাসনা থাকে, তাহাহইলে আমার উপদেশের অনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত

হও। মুক্তির দ্বারস্বরূপ অসংবৃত বিজ্ঞানময় ধর্ম্ম আশ্রয় করা তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার পর উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। তোমরা এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে স্বর্গ অথবা মুক্তি লাভে সমর্থ হইবে। মায়ামোহ এইরূপ মুক্তিদর্শনযুক্ত বিবিধ বাক্য দ্বারা দৈত্যগণকে বেদমার্গ হইতে নিরাকৃত করিতে আরম্ভ করিয়া তাহাদিগকে সম্বো-ধন পূর্ব্বক কহিল হে দৈত্যগণ! তোমরা আমার উপদিষ্ট ধর্ম্ম আশ্রয় কর। ইহাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াথাকে, ইহার দ্বারাই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। ইহার তুল্য পরমার্থ আরকিছুই নাই। তপশ্চর্য্যাদি ধর্ম্মকে কখনই মুক্তিপ্রদ অথবা পরমার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব এই ধর্ম্মকে সুব্যক্ত ও কর্ত্তব্য বিবেচনা করা তোমাদিগের কখনই উচিত নহে। দিগম্বর ঋষিগণেই এই ধর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকে। ইহাদ্বারা গৃহীদিগের কখনই শ্রোয়োলাভের সম্ভাবনা নাই।

মায়ামোহ কর্ত্তৃক এইরূপ বিবিধ যুক্তি প্রদ-র্শিত হইলে দৈত্যগণ বেদবিহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মায়ামোহের উপদিষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। কিয় দ্দিনের মধ্যেই পরস্পরের উপ দেশা-নুসারে এইধর্ম্ম দৈত্যসমাজে এরূপ আদরণীয় হইল যে তাহাদিগের মধ্যে প্রায় কাহার ও বেদবিহিত

ধর্ম্মে শ্রদ্ধা রহিল না। তখন রক্তাম্বরধারী মায়ামোহ পুনর্ব্বার মধুর বাক্যে অসুরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল হে দৈত্যগণ! যদি তোমাদিগের স্বর্গ অথবা মোক্ষ লাভ করিবার বাসনা থাকে তাহাহইলে এই পশুঘাতাদিদূষিত অনর্থকর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানময় উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আশ্রয় কর। জ্ঞানবিহীন ব্যক্তিরাই ভ্রমনিবন্ধন কর্ম্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া এই রাগাদিদুষ্ট ধনাধার সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

দৈত্যগণ মায়ামোহের এইরূপ যুক্তিযোজিত বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া ক্রমে ক্রমে দেববিহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। মায়ামোহ তখন ও ক্ষান্ত না হইয়া যাহাতে তাহাদিগের মধ্যে কাহারও ধর্ম্ম-বিষয়ে শ্রদ্ধা না থাকে এরূপ কৌশলে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিল। তৎপরে ঐ পাষণ্ডধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে পরম্পরের গোচর হইলে দৈত্যগণ সকলেই বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ ধর্ম্ম আশ্রয় করিল। মোহকৃৎ মায়ামোহ এইরূপে দৈত্যগণের মোহ উৎপাদন করিলে অল্প কালের মধ্যেই তাহারা বিমোহিত হইয়া বেদমার্গাশ্রিত বাক্য সমুদায় একবারে পরিহার করিল। তখন তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বেদের, কেহ কেহ দেবগণের, কেহ কেহ যজ্ঞ কর্ম্মেরও কেহ কেহ

ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করিতে লাগিল। তখন মায়ামোহ পুনর্ব্বার তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল হে দৈত্যগণ! তপশ্চর্য্যাদি কখনই মুক্তির সাধন নহে। হিংসা দ্বারা কখনই ধর্ম্ম লাভ হয় না। অগ্নিতে ঘৃত দগ্ধ করিলে যে ফল লাভ হয় এবং মনুষ্য বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের সহিত স্বর্গ ভোগ করিয়া থাকে ইহা বালকের বাক্য। শমী প্রভৃতি যজ্ঞীয় কাষ্ঠ যদি শ্রেষ্ঠ হয় তাহাহইলে পত্রভুক্ পশু তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে? যদি যজ্ঞে পশুহত্যা করিলে সেই পশুর স্বর্গ লাভ হয় তাহাহইলে যজ্ঞে স্বীয় পিতা-রে বধ করা উচিত। যদি অন্যকে ভোজন করাইলে পুরুষের তৃপ্তি লাভ হয় তাহাহইলে শ্রাদ্ধে প্রবাসী-দিগের উদ্দেশে অন্ন দান করিলে তাহাদিগেরও তৃপ্তি লাভ হইতে পারে? অতএব কর্ম্মকাণ্ডাদি কেবল জনশ্রদ্ধামাত্র। ইহাতে উপেক্ষা করিলেই শ্রেয়ো লাভে সমর্থ হওয়া-যায়। যাঁহারা আমার উপদিষ্ট এই মুক্তিসাধন ধর্ম্ম আশ্রয় করেন তাহাদিগকে কখনই স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় না। আমার এবং ভবা-দৃশ ব্যক্তিদিগের এই ধর্ম্ম গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মায়ামোহ এই রূপ বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিলে দৈত্যগণ সকলেই একবারে বেদধর্ম্মে শ্রদ্ধা-বিহীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

দৈত্যগণ এইরূপে বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত হইলে দেবগণ সুসজ্জিত হইয়া সংগ্রামার্থ তাহাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর দেবাসুরগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে দেবগণ কর্ত্তৃক সন্মার্গবিরোধী অসুরগণ নিপাতিত হয়। পূর্ব্বে ধর্ম্ম-রূপ কবচ দ্বারা অসুরগণের শরীর আচ্ছাদিত ছিল বলিয়াই তাহারা বিনষ্ট হয় নাই। এক্ষণে সেই কবচ বিলুপ্ত হওয়াতেই তাহাদিগের বিনাশ সাধন হইল। অতএব যাহারা সন্মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট ও বেদসংবরণ হইতে বহিষ্কৃত হয়, তাহারাই নগ্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সেই দুরাত্মারা ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের মধ্যে কোন আশ্রমেরই অধিকারী হয় না। যেব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ না করে, তাহারে পাপপরায়ণও নগ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায় এবং দিবারাত্রি তাহার নিত্যকর্ম্মের হানি হইয়া থাকে। যেব্যক্তি সক্ষম হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান না করে, আপদ্কালে মহৎ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহার শুদ্ধি লাভ হয় না। যেব্যক্তি একপক্ষ নিত্যক্রিয়ার হানি করে, সংবৎসর তাহার ক্রিয়াহানি হয়! যদি সাধুব্যক্তিরা ঐ পাষণ্ডের মুখাবলোকন করেন, তাঁহাহইলে পাপধ্বংসের নিমিত্ত সূর্য্য দর্শন করা তাঁহাদিগের অবশ্য

কর্ত্তব্য। ঐ রূপ পাষণ্ডকে স্পর্শ করিলে শুদ্ধিলাভের নিমিত্ত বস্ত্রসম্বলিত স্নান করা উচিত। যে ব্যক্তি ঐ পাষণ্ডের সংসর্গে বাস করেন, তাঁহার কখনই পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় না। দেবতা, ঋষি, পিতৃ ও প্রাণিগণ যাহার গৃহে সৎকৃত না হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করেন, ইহলোকে তাহার তুল্য পাপাত্মা আর কেহই নাই। যাহার গৃহ ও শরীর দেবাদির নিশ্বাস দ্বারা প্রতিহত হয়, তাহার সহিত গৃহ, আসন ও পরিচ্ছদাদি কোন পদার্থের সংস্রব রাখা উচিত নহে। তাহার সহিত হাস্য ও আলাপাদি করিলেও তাহার তুল্যত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। যেব্যক্তি তাহার গৃহে ভোজন এবং তাহার সহিত এক আসনে উপবেশন ও এক শয্যায় শয়ন করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার তুল্যত্ব প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি দেবতা, পিতৃ ও ভূতগণের সৎকার না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, তাহার কখনই পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ হয় না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করে তাহারাই নগ্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বর্ণসঙ্করকারী দুরাত্মাদিগের দ্বারাই সাধুদিগের উপঘাত হয়। যেব্যক্তি দেবতা, পিতৃ, ভূত ও অতিথিদিগের অর্চ্চনা না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, তাহার সহিত আলাপ করিলেও নিরয়গামী হইতে হয়। অতএব সর্ব্ব-

তোভাবে বেদসংত্যাগদূষিত নগ্নদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করা মানবদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে শ্রাদ্ধ ঐ নগ্ন পাষণ্ডগণের দৃষ্টিগোচর হয়, সেই শ্রাদ্ধে দেবতা, পিতৃ ও পিতামহগণের কখনই তৃপ্তি লাভ হয় না।

বৎস! এক্ষণে এই উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে শতধনু নামে এক মহাত্মা মহীপাল ছিলেন। তাঁহার শৈব্যানামে এক সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না অতিপবিত্রা পতিপরায়ণা মহিষী ছিল। রাজা ঐ মহিষীর সহিত সমবেত হইয়া সর্ব্বদা দেবদেব নারায়ণের অর্চ্চনা করিতেন। প্রতিদিন জপ হোম ও দানাদি ভিন্ন তাঁহাদিগের প্রায় কোন কার্য্যই ছিল না। একদা তাঁহারা উভয়ে কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে উপবাস করিয়া ভাগীরথীর জলে অবগাহন পূর্ব্বক যেমন তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, অমনি এক পাষণ্ড তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। রাজা তাহার সহিত বিশেষরূপে সম্ভাষণ করিলেন, কিন্তু রাজ্ঞী আর তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া উপবাসিনী ছিলেন বলিয়া সূর্য্য দর্শন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যথাবিধি বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছু কাল অতীত হইলে মহারাজ

শত-ধনু কালকবলে নিপতিত হইলেন। রাজার মৃত্যু হইলে রাজ্ঞী ও একচিতায় সমারূঢ় হইয়া তাঁহার সহগামিনী হইলেন। রাজা উপোষিত হইয়া পাষণ্ডের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন বলিয়া মৃত্যুর পর তাঁহারে কুক্কুরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইল। রাজ্ঞী কাশিরাজের সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্না কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মে জাতিস্মরা হওয়াতে জন্মান্তরের সমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহার প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কাশিরাজ যথাকালে তাঁহার বিবাহের উদ্‌যোগ করিলে তিনি তাঁহারে সেই উদ্যম হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তৎপরে সেই পতিব্রতা বালা দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে স্বীয় পতিরে কুক্কুররূপী জানিতে পারিয়া বৈদিশপুরে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে তদবস্থ দেখিতে পাইলেন। পতিরে কুক্কুররূপী দর্শন করিবামাত্র তিনি তাঁহার গলদেশে সংস্কারপ্রবণ বরমাল্য প্রদান করিয়া তাঁহারে মিষ্ট অন্ন প্রদান করিলেন। তখন সেই কুক্কুররূপী রাজা সেই অন্ন লেহন করত তাঁহার নিকট নিতান্ত চাটুকার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

কাশিরাজদুহিতা পতির এইরূপ চাটুকারদর্শনে নিতান্ত লজ্জিতা হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে পাপে কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া আমার প্রতি এরূপ চাটু-

ভাব প্রদর্শন করিতেছেন, এক্ষণে সেই পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করুন। পূর্ব্বে আপনি তীর্থস্নান করিয়া পাষণ্ডের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, সেই পাপে আপনারে এই কুক্কুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে।

রাজ্ঞী এইরূপে পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলে কুক্কুররূপী রাজার জন্মান্তরের সমুদায় কার্য্য স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন তিনি নিতান্ত নির্ব্বেদগ্রস্ত ও নগর হইতে বিনির্গত হইয়া সেই কুক্কুরদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শৃগালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে তিন বৎসর অতীত হইলে রাজ্ঞী দিব্যচক্ষু দ্বারা তাঁহারে শৃগালরূপী দেখিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কোলাহল গিরিতে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সেই শৃগালরূপী রাজা তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইলেন। রাজ্ঞী ভর্ত্তার ঈদৃশী দশা দর্শন করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ! যখন আপনি কুক্কুররূপী ছিলেন, তখন আমি আপনার নিকট যে পাষণ্ডালাপসম্বলিত পূর্ব্বচরিত কীর্ত্তন করিয়াছিলাম, তাহা কি আপনার স্মরণ হইতেছে না?

এই বলিয়া তিনি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে শৃগালরূপী নরপতির পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন তিনি নিতান্ত অনুতাপিত হইয়া কাননে গমন পূর্ব্বক শৃগালদেহ পরিত্যাগ করিলেন। এই দেহ

পরিত্যাগের পর তাঁহারে বৃকরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইল। তৎপরে সেই পতিপরায়ণা রমণী বৃকরূপী ভর্ত্তার অভিমুখে আগমন করিয়া তাঁহার নিকট পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কীর্ত্তন পূর্ব্বক কহিলেন রাজন্! আপনি মহারাজ শতধনু। তীর্থস্নানের পর পাষণ্ডের মুখাবলোকন করিয়াছিলেন বলিয়াই আপনারে এরূপ দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে। আপনি প্রথমে কুক্কুর ও তৎপরে শৃগালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বৃকত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই ঘোর কাননে অবস্থান করিতেছেন।

রাজবনিতা এইরূপে বৃকরূপী ভর্ত্তারে পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি সে দেহ পরিত্যাগ করিয়া গৃধ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন রাজ্ঞী পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ! আপনি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করুন। পাষণ্ডের সহিত আলাপ করাতেই আপনারে এই গৃধ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি যথাস্থানে গমন করিলে রাজা জন্মান্তরীণ কার্য্য সমুদায় স্মরণ করিয়া গৃধ্রদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাকরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন সেই পতিব্রতা রাজ্ঞী তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিষণ্ণবদনে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ। পূর্ব্বে অসংখ্য ভূপতি আপনার বশী-

ভূত হইয়া আপনারে উপহার প্রদান করিত, এক্ষণে-আপনি কাকরূপী হইয়া এইরূপ দুরবস্থায় কালহরণ করিতেছেন। এই বলিয়া তিনি তাঁহারে পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলেন।

এইরূপে পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মারিত হইলে কাকরূপী রাজা সে দেহ পরিত্যাগ করিয়া ময়ূরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন সেই পতিপরায়ণা রাজ্ঞী নিরন্তর তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে ময়ূরজাতির প্রিয় বিবিধ ভোজ্য প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সেই ময়ূররূপী পতিরে অবভৃথ স্নান করাইলেন এবং স্বয়ং স্নান করিয়া তাঁহার যেরূপে কুক্কুরশৃগালাদির যোনিতে জন্ম হইয়াছিল, তৎসমুদায় তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। ময়ূররূপী রাজা এইরূপে বনিতার প্রমুখাৎ পূর্ব্ববৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেহাধিপতি মহাত্মা জনকের গৃহে-জন্মগ্রহণ করিলেন। ভূপতি রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার সেই পূর্ব্বপত্নী কাশিরাজদুহিতা স্বীয় পিতারে বিবাহের উদ্যোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। কাশিরাজ কন্যার অভিলাষ জানিতে পারিয়া স্বয়ম্বরের আয়োজন করিলেন। রাজকন্যা সেই স্বয়ম্বরে নিজপতিরে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি শ্বশুরালয়ে

আগমন করিয়া পতির সহিত পরমসুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিনপরে বিদেহাধিপতি পরলোকে গমন করিলে রাজকুমার বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও অর্থী-দিগকে বিবিধ ধন দান করিয়া যথাবিধানে পৃথিবী পালন ও রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল রাজ্য ভোগ করিয়া তিনি শত্রুদিগের সহিত ন্যায়যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সংগ্রামস্থলে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ চিতায় সংস্থাপিত হইলে রাজ্ঞীও সেই চিতায় অধিরূঢ় হইয়া পূর্ব্ববৎ পরমানন্দে পতির অনুগামিনী হইলেন। ইহলোক পরিত্যাগের পর সেই দম্পতী ইন্দ্রলোক অতিক্রম করিয়া সর্ব্বকামপ্রদ অক্ষয় লোকে গমন পূর্ব্বক পরমসুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদিগের অতিদুর্লভ পুণ্যফল ও পরম শুদ্ধি লাভ হইয়াছিল।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট পাষণ্ডালাপের দোষ ও অবভৃথ স্নানের মাহাত্ম্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। অতএব পাপাত্মা পাষণ্ডদিগের সহিত সম্ভাষণ করা অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম। বিশেষত ক্রিয়া-কালে অথবা যজ্ঞাদিকার্য্যে দীক্ষিত হইবার সময় উহাদিগের সহিত আলাপ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যেব্যক্তি উহাদিগের এক বার মুখাবলোকন

করেন তাঁহার এক মাস ক্রিয়াহানি হয়। অতএব উহাদিগের মুখাবলোকন করিলে সূর্য্য দর্শন করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অধিক কি কহিব, বেদপরিত্যাগী পরান্নভোজী বিকর্ম্মস্থ বৈড়াল-ব্রতিক পাষণ্ডদিগের প্রতি বাঙ্মাত্রও প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহাদিগের সংসর্গ এবং ইহাদিগের সহিত আচার ব্যবহারাদি একবারে পরিহার করিবেন। ইহাদিগকেই নগ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায়। ইহারা যে শ্রাদ্ধ দর্শন করে, সেই শ্রাদ্ধে পিতৃগণের তৃপ্তিলাভ হয় না। যেব্যক্তি যেদিনে ইহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করে তাহার সেই দিনের পুণ্য বিনষ্ট হইয়াযায় এবং যাহারা ইহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ না করে তাহারা নিরয়গামী হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অংশ সম্পুর্ণ।

বিষ্ণু পুরাণ

চতুর্থ অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! আপনি সাধুদিগের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য, বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু এক্ষণে রাজাদিগের বংশবিস্তার শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! অশেষশূরবীরভূপালালঙ্কৃত পাপবিনাশন ব্রহ্মাদিমনুবংশ বিশেষরূপে কহিতেছি শ্রবণ কর। যেব্যক্তি প্রতিদিন ব্রহ্মাদি মনুবংশ স্মরণ করেন, তাঁহার কখনই বংশের উচ্ছেদ হয় না। সর্ব্বজগতের আদিভূত বেদময় অনাদি ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্ত্তিই ব্রহ্মমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্ম হইতে হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হন্। সেই ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে প্রজাপতি দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ঐ দক্ষের অদিতি নামে এক কন্যা সমুৎপন্ন হয়। সেই অদিতির গর্ভে সূর্য্য ও সূর্য্যহইতে মহাত্মা মনু জন্ম গ্রহণ করেন। সেই মনু ইক্ষাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নেদিষ্ট, করূষ ও পৃযধ্র নামক নয় পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।

বৎস! যদিও মহাত্মা মনুর ঐ নয় পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল তথাপি তিনি আর একটি পুত্র কামনা করিয়া মিত্রাবরুণের প্রীতি কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞে হোতার অহিতাচারনিবন্ধন তাঁহার পুত্র উৎপন্ন না হইয়া ইলা নামে এক কন্যার জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু মিত্রাবরুণের প্রসাদে সেই কন্যা পুরুষরূপী হইয়া সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হয়। কিয়দ্দিন পরে সেই সুদ্যুম্নকে দৈবদুর্ব্বিপাকবশত পুনর্ব্বার স্ত্রীরূপ ধারণ করিতে হইল। তিনি স্ত্রীরূপিণী হইয়া চন্দ্রপুত্র বুধের আশ্রমসমীপে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বুধ তাঁহার রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহার গর্ভে পুরূরবা নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন।

এইরূপে পুরূরবা জন্ম গ্রহণ করিলে মহর্ষিগণ যজ্ঞপুরুষরূপী অখিলজ্ঞানময় সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর

নিকট সেই ইলার পুংস্ত্ব প্রার্থনা করিলেন। সনাতন বিষ্ণু মহর্ষিগণের প্রার্থনায় প্রীত হইলে ইলা তাঁহার প্রসাদে পুনর্ব্বার পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবিকল সুদ্যুম্নের রূপ ধারণ করিল। তৎপরে সেই সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিনত নামে তিন পুত্র সমুৎপন্ন হয়। সুদ্যুম্ন পূর্ব্বে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যভাগ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার পিতা মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্যানুসারে তাঁহারে প্রতিষ্ঠান নামক নগর প্রদান করেন। তৎপরে তিনি ও স্বীয় পুত্র পুরূরবারে ঐ নগর প্রদান করিয়াছিলেন। মনুর পৃষধ্র নামে যেপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, গোবধ ও গুরুহত্যা করাতে তাহারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। মনুপুত্র করূব হইতে মহাবলপরাক্রান্ত কারূষগণের উদ্ভব হইয়াছিল। নেদিষ্টের পুত্র নভ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে নভ হইতে ভনন্দন, ভনন্দন হইতে বৎসপ্র, বৎসপ্র হইতে প্রাংশু, প্রাংশু হইতে প্রজানি, প্রজানি হইতে খনিত্র, খনিত্র হইতে ক্ষুপ, ক্ষুপ হইতে পরাক্রান্ত বিংশ, বিংশ হইতে খনীনেত্র, খনীনেত্র হইতে বিভূতি, বিভূতি হইতে ভূরিপরাক্রম কবন্ধম, কবন্ধম হইতে অবিক্ষি, অবিক্ষি হইতে প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ মরুত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৎস! মহারাজ মরুত্তের যজ্ঞবিষয়ে এই

কথা প্রথিত আছে যে, মহীপাল মরুত্ত যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, পৃথিবীমণ্ডলে আর কেহ কখন সেরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবে না। তাঁহার যজ্ঞে দেবরাজ সোমরস পান করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা বহন করিতে সমর্থ হন নাই, এবং মরুদ্গণ পরিবেষ্টা ও দেবগণ সদস্যকর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই মহারাজ মরুত্তের নরিষ্যন্ত নামে একপুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই নরিষ্যন্ত হইতে দম, দম হইতে রাজবর্দ্ধন, রাজবর্দ্ধন হইতে স্বধৃতি, স্বধৃতি হইতে নব, নব হইতে কেবল, কেবল হইতে ধুন্দুমান্, ধুন্দুমান্ হইতে বেগবান্, বেগবান্ হইতে বুধ ও বুধ হইতে মহাত্মা তৃণবিন্দু জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার ইলবিলা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎপরে অলম্বুষা নামে এক অপ্সরা সেই তৃণবিন্দুরে ভজনা করে। সেই অপ্সরার গর্ভে তাঁহাহইতে বিশাল নামে এক পুত্র সমুৎপন্ন হয়। সেই বিশাল কর্ত্তৃক বৈশালী নামক পুরী নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি হেমচন্দ্র নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই হেমচন্দ্র হইতে স্বচন্দ্র, স্বচন্দ্র হইতে ধূম্রাশ্ব, ধূম্রাশ্ব হইতে সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয় হইতে সহদেব, সহদেব হইতে কৃশাশ্ব, কৃশাশ্ব হইতে দশাশ্বমেধকর্ত্তা সোমদত্ত, সোমদত্ত হইতে জনমেজয়, ও জনমেজয় হইতে সুমতির জন্ম হয়। ইঁহারাই বৈশালিক মহীপাল বলিয়া বিখ্যাত

ইঁহাদিগের বিষয়ে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, মহারাজ তৃণবিন্দুর প্রসাদে সমুদায় বৈশালিক ভূপতি দীর্ঘায়ু, বীর্য্যবান্ ও অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছিলেন।

বৎস! মনুপুত্র মহাত্মা শর্য্যাতির সুকন্যা নামে এক কন্যা সমুৎপন্ন হয়। মহর্ষি চ্যবন সেই কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। তৎপরে সেই শর্য্যাতি আনর্ত্ত নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই আনর্ত্তের রেবত নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। তিনি স্বীয় পিতার যাবতীয় বিভবের অধিকারী হইয়া কুশস্থলী নামে এক পুরী সংস্থাপন করেন। সেই রেবতের একশত পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন ধর্ম্মপরায়ণ ককুদ্মী তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সেই ককুদ্মীর রেবতী নামে এক কন্যা সমুৎপন্ন হয়। একদা তিনি, কন্যার উপযুক্ত পাত্র কে, এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সেই কন্যার সমভিব্যাহারে ভগবান্ কমলযোনির নিকট গমন করিলেন। যখন তিনি ব্রহ্মার সভায় সমুপস্থিত হন, তখন হাহা ও হুহু নামক দুই গন্ধর্ব্ব তানলয় বিশুদ্ধ গান্ধর্ব্ব সঙ্গীত গান করিতেছিলেন। রাজা সেই সভায় উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মনুষ্য পরিমাণের অনেক যুগ অতীত হইয়া গেল। নরপতি একাগ্রতানিবন্ধন এই দীর্ঘকাল মুহূর্ত্তের

ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। তৎপরে সঙ্গীতের অবসানে তিনি ভগবান্ ব্রহ্মারে নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! কোন্ ব্যক্তি আমার এই কন্যার যোগ্য পাত্র, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি অতএব আমি কাহারে এই কন্যা প্রদান করিব আপনি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন্।

ভূপতি এইরূপ কহিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! এক্ষণে আর তোমার পুত্র পৌত্রাদি কেহই নাই। তুমি এত দীর্ঘকাল গান্ধর্ব্ব সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছ যে মনুষ্যমানের চারিযুগ অতীত হইয়াছে। সম্প্রতি অষ্টাবিংশতিতম মনুর ভোগকাল অতীত হইল। এই মনুর ভোগকালের মধ্যে কলি যুগও আগতপ্রায় হইয়াছে। অতএব তুমি সেই কলি ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিরে এই কন্যা প্রদান কর।

ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে রেবতকুলোদ্ভব মহাত্মা ককুদ্মী অবনতশিরা হইয়া সাহস সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্! এই অবস্থায় আমি কাহারে কন্যা দান করিব আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা- নির্দ্দেশ করিয়া দিন্।

ভূপতি এইরূপ বিনয় করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! যিনি সর্ব্বময় ও আদ্যন্তবিহীন, যাঁহার স্বভাব স্বরূপ ও সার আমাদিগের অবিদিত রহিয়াছে, কলামুহূর্ত্তাদিময় কালকে যাঁহার বিভুতির পরিণামহেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না, যিনি জন্ম' বিনাশ, মূর্ত্তি, নাম ও রূপ বিহীন, যাঁহার প্রসাদে আমি এই সৃষ্টি কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছি, যিনি সর্ব্বভূতান্তকারী রুদ্র ও পালনকর্ত্তা পুরুষরূপে প্রকাশিত হন, যিনি আমার রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি, পুরুষরূপে পালন ও রুদ্ররূপে সংহার করেন, যিনি ইন্দ্রাদিরূপী হইয়া জগৎপালন, সূর্য্যরূপী হইয়া অন্ধকার হরণ, অগ্নিরূপী হইয়া পাকাদিকার্য্য সাধন, বায়ুরূপী হইয়া লোকচেষ্টা সম্পাদন, জলরূপী হইয়া লোকের তৃপ্তি সাধন, ও নভঃস্বরূপ হইয়া অবকাশ প্রদান করেন, যিনি সৃষ্টিস্থিতিপালনকর্ত্তা হইয়া ও একমাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন, যাঁহাতে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং যিনি সর্ব্ব জগতের আধার ও আদিপুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই সর্ব্বময় সনাতন ভগবান্ বিষ্ণু এক্ষণে দ্বারকাপুরীতে স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়া বলদেব নাম ধারণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তোমার অমরাবতীর ন্যায় যে কুশস্থলী নামে রমনীয় পুরী বিদ্যমান ছিল এক্ষণে তাহা দ্বারকা নামে বিখ্যাত

হইয়াছে। অতএব তুমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই কন্যা সেই মহাত্মা বলদেবকে প্রদান কর। এই আমি তোমার রত্নস্বরূপা কন্যার অনুরূপ পতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম।

বৎস! ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে, রাজা সেই দ্বারকাপুরীতে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মনুষ্যগণ হীনবীর্য্য ও খর্ব্বকায় হইয়াছে। ভূমণ্ডলের এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া তিনি সেই স্ফটিকাচলসন্নিভ উদার-বুদ্ধি মহাত্মা বলদেবকে বিধিপূর্ব্বক স্বীয় কন্যা প্রদান করিয়া স্বয়ং তপস্যা করিবার নিমিত্ত হিমাচলে প্রস্থান করিলেন।

বিষ্ণু পুরাণ

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৎস! ঐ রেবতপুত্র মহারাজ ককুদ্মী যখন ভগবান্ ব্রহ্মার সভায় অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কুশস্থলী নামক পুরী পুণ্যজন নামক রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত ও বিনষ্ট হইয়াছিল। পুরী বিনষ্ট হইলে তাঁহার একশত ভ্রাতা সেই নিশাচরগণের ভয়ে নানাদিকে পলায়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের বংশীয় মহাত্মারা পৃথিবীর নানাস্থানের অধীশ্বর হন। মনুপুত্র ধৃষ্টের পুত্রগণ ধার্ষ্ট ও নাভাগের পুত্রগণ নাভাগ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সেই মহাত্মা নাভাগের বংশে মহারাজ অম্বরীষের জন্ম হয়। সেই অম্বরীষ হইতে বিরূপ, বিরূপ হইতে পৃষদশ্ব ও পৃষদশ্ব হইতে রথীতর নামক এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ

করেন। সেই রথীতরের বংশোদ্ভব ব্যক্তিদিগকেও রথীতর বলিয়া কীর্ত্তন করাযায়। ক্ষত্রপ্রসূত আঙ্গিরস ও ক্ষত্রভাবাপন্ন কতকগুলি ব্রাহ্মণই ঐ রথীতরদিগের প্রবর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

বৎস! পূর্ব্বে একদা মনু ক্ষুতযুক্ত হইলে তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়। তিনি শতপুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড নামক তিন পুত্রই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহার শকুনি প্রভৃতি পঞ্চাশৎ পুত্র উত্তরাপথের ও অষ্টচত্বারিংশৎ পুত্র দক্ষিণাপথের রাজা হইয়াছিলেন। একদা মহাত্মা ইক্ষ্বাকু স্বীয়পুত্র বিকুক্ষিরে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন বৎস! আমি অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিতে নিতান্ত বাসনা করিয়াছি, তুমি অবিলম্বে মাংস আহরণ কর।

বিকুক্ষি পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন পূর্ব্বক অসংখ্য মৃগের প্রাণ সংহার করিলেন। তৎপরে তিনি ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া নিহত মৃগসমুদায়ের মধ্যে কোনরূপে একটী শশক ভক্ষণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অবশিষ্ট মাংসসমুদায় পিতারে প্রদান করিলেন। রাজা মহর্ষি বশিষ্ঠকে সেই মাংস প্রোক্ষিত করিতে কহিলে, তিনি তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এ অপবিত্র মাংস প্রোক্ষণ [illegible]

তোমার পুত্র দুরাত্মা বিকুক্ষি অগ্রে ইহা হইতে এক শশক ভক্ষণ করিয়া সমুদায় মাংস উচ্ছিষ্ট করিয়াছে। কুলগুরু বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলে, সেই বিকুক্ষি শশাদ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন।

ইক্ষ্বাকু স্বর্গারোহণ করিলে তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরঞ্জয় নামে এক পুত্র সমুৎপন্ন হয়। সেই পরঞ্জয় দ্বারা যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে দেবাসুরগণের যে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে দেবগণ পরাক্রান্ত অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তৎপরে অনাদিনিধন ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিয়াছিলেন হে দেবগণ! তোমাদিগের অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। শশাদ নামে বিখ্যাত মহারাজ বিকুক্ষির পরঞ্জয় নামে এক পুত্র আছে। আমি স্বয়ং অংশে তাহার দেহে আবির্ভূত হইয়া অসুরগণকে নিপাতিত করিব। অতএব তোমরা পরঞ্জয়কে অসুরবধার্থ আহ্বান করিয়া অবিলম্বে যুদ্ধের সমুদায় উদ্যোগ কর।

ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ অনুজ্ঞা করিলে দেবগণ তাঁহারে নমস্কার করিয়া পরঞ্জয়ের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমরা অরাতিবধে সমু-

দ্যত হইয়া সাহায্যপ্রার্থনায় আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া অসুরবিনাশবিষয়ে সাহায্য করত আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। অভ্যাগতদিগের প্রণয় ভঙ্গ করা আপনাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। দেবগণ এইরূপ কহিলে, মহাবীর পরঞ্জয় তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেবগণ! আমি ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্রের স্কন্ধারূঢ় হইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব, যদি এ বিষয়ে তোমরা সম্মত হও তাহা হইলে আমার দ্বারা তোমাদিগের সাহায্য হইতে পারে। পরঞ্জয় এইরূপ কহিলে ইন্দ্রাদিদেবগণ তাহাই হউক বলিয়া স্বীকার করিলেন। তৎপরে দেবরাজ ইন্দ্র বৃষভ রূপ ধারণ করিলেন, তখন পরঞ্জয় সেই বৃষভরূপী দেবরাজের ককুদে আরোহণ পূর্ব্বক ভগবান্ নারায়ণের তেজদ্বারা অপ্যায়িত হইয়া পরমানন্দে অসুরগণকে নিপাতিত করিলেন। তিনি বৃষভককুদে সমারূঢ় হইয়া অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন বলিয়া ককুৎস্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

বৎস! সেই মহাত্মা ককুৎস্থ অনেনা নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই অনেনা হইতে পৃথু, পৃথু হইতে বিশ্বগ, বিশ্বগ হইতে অতি, অতি হইতে যুবনাশ্ব ও যুবনাশ্ব হইতে শ্রাবস্ত সমুৎপন্ন হন। ঐ শ্রাবস্ত শ্রাবস্তী নামে এক পুরী সংস্থাপন করেন।

সেই শ্রাবস্ত হইতে বৃহদশ্ব ও বৃহদশ্ব হইতে কুবলাশ্বের উদ্ভব হয়। ঐ মহাত্মা কুবলাশ্ব সনাতন বিষ্ণুর তেজে আপ্যায়িত হইয়া একবিংশতি সহস্র পুত্রের সহিত মহর্ষি উতঙ্কের অপকারী ধুন্দু নামক অসুরকে নিপাতিত করিয়া ধুন্দুমার সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন, যখন তিনি মহাসুর ধুন্দুর প্রাণ সংহার করেন, তখন তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সেই অসুরের মুখনির্গত নিশ্বাসাগ্নি দ্বারা বিপ্লুষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল। কেবল দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব নামক তিন পুত্রের প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। তৎপরে সেই দৃঢ়াশ্ব হইতে হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্ব হইতে নিকুম্ভাশ্ব, নিকুম্ভাশ্ব হইতে কৃশাশ্ব, কৃশাশ্ব হইতে প্রসেনজিৎ ও প্রসেনজিৎ হইতে মহাত্মা যুবনাশ্ব জন্মগ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

বৎস! ঐ মহারাজ যুবনাশ্ব বহুকাল পুত্রলাভে বঞ্চিত ছিলেন বলিয়া নিতান্ত নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া মহর্ষিগণের আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন। এই রূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদা মুনিগণ দায়াদ্র্য হইয়া তাঁহার পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। মধ্য রাত্রিতে সেই যজ্ঞের কার্য্য সমুদায় নিঃশেষিত হইল। তখন তাঁহারা বেদীমধ্যে মন্ত্রপূত জলপূর্ণ কলস সংস্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিদ্রায় অভিভুত হইলেন।

তৎপরে নরপতি নিতান্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিদ্রিত দর্শন করিলেন। তখন তিনি আর তাঁহাদিগকে জাগরিতনা করিয়া সেই মন্ত্রপূত কলসস্থ জল পান করিলেন। তাঁহারজলপান করিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই মুনিগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া কলসের দিকে দৃষ্টি-পাত পূর্ব্বক কহিলেন. রাজ্ঞী এই মন্ত্রপূত জল পান করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত বীর পুত্র প্রসব করিবেন, অতএব কোন্ ব্যক্তি সবিশেষ পরিজ্ঞাত না হইয়া ইহা পান করিল, এই বলিয়া তাঁহারা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে মহারাজ যুবনাশ্ব তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়গণ! আমি অজ্ঞানতানিবন্ধন এই জল পান করিয়াছি। এই বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন, তৎপরে তাঁহার উদরে গর্ভ লক্ষণ প্রকাশিত হইল। ক্রমে ক্রমে গর্ভের উপচয় হওয়াতে যথাকালে তাঁহার কুক্ষিদেশ ভেদ করিয়া এক বীর পুত্র বিনির্গত হইল। ভিন্নকুক্ষি হইলেও রাজার প্রাণ বিয়োগ হইল না। তখন মহর্ষিগণ কহিতে লাগিলেন, এইপুত্র কোন্ ব্যক্তিরে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করিবে। তাঁহারা এই কথা কহিবামাত্র দেবরাজ তথায় সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন হে মুনিগণ। এই বালক আমারে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করিবে। দেবরাজ এইরূপ কহিয়াছিলেন বলিয়া মহারাজ যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা বলিয়া বিখ্যাত

হন। তৎপরে ইন্দ্র সেই মান্ধাতার মুখে অমৃতস্রাবিনী তর্জনী প্রদান করিলে তিনি সেই অমৃত পান করিয়া কিয়দ্দিনের মধ্যেই পরিবর্দ্ধিত হইয়া এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীতে একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। প্রথিত আছে যে পর্য্যন্ত সূর্য্য উদিত ও অস্তমিত হইবেন, তাবৎ তাঁহার নাম সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিবে সন্দেহ নাই।

বৎস। সেই মহারাজ মান্ধাতা শশবিন্দু দুহিতা বিন্দুমতীর পাণি গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে পুরুকুৎস অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র এবং পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সৌভরি নামক এক মহর্ষি অন্তর্জলে অবস্থিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। ঘটনাক্রমে তিনি যে জলমধ্যে অবস্থিত ছিলেন, তথায় তিমিনামে এক বহুপ্রজাসম্পন্ন অতি প্রকাণ্ড মৎস্যরাজ অবস্থান করিত। তাহার পুত্র পৌত্র ও দৌহিত্রগণ দিবারাত্রি তাহার পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, অগ্রভাগ, বক্ষঃস্থল ও মস্তকের উপরিভাগে পরিভ্রমণ করাতে সে সর্ব্বদাই পরমানন্দে কালহরণ করিত। মহর্ষি জলমধ্যে মৎস্যরাজের এইরূপ বিবিধপ্রকার হর্ষচিহ্ন দর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে চিত্তের একাগ্রতা পরিহার পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তাকরিতে লাগিলেন আহা। যেব্যক্তি ইহলোকে পুত্র পৌত্র ও দৌহিত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এইরূপে

কাল হরণ করেন তাঁহার তুল্য সুখী আর কেহই নাই।

তিনি মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সংসারসুখ-লাভের বাসনায় জল হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক বিবাহার্থী হইয়া মহারাজ মান্ধাতার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষি সমাগত হইলে মহারাজ মান্ধাতা তাঁহারে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন প্রদান করিয়া তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। তখন তিনি আসনে সমাসীন হইয়া ভূপা-লকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! আমি বিবা-হার্থী হইয়া আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটী কন্যা প্রদান পূর্ব্বক আমার আশা পূর্ণ করুন। কার্য্যানুরোধে ইকুৎস্থগোত্রে সমুপস্থিত হইয়া কেহ কখন ভগ্নমনোরথ হন নাই। ভূমণ্ডলে অনেক ভুপতির কন্যা আছে বটে, কিন্তু সকলেই আপনাদিগের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ নহে। অভ্যা-গতদিগের আশা পূর্ণ করা আপনাদিগের কুলোচিত ধর্ম্ম। অতএব আপনি পঞ্চাশৎ কন্যার মধ্যে একটি কন্যা আমারে প্রদান করুন। পাছে আপনি আমার প্রার্থনা ভঙ্গ করেন এই ভয়ে আমি নিতান্ত কাতর হইতেছি।

মহর্ষি এইরূপ কহিলে মহারাজ মান্ধাতা তাঁহারে জরাজীর্ণদেহ ও বৃদ্ধতম দর্শন করিয়াও অভিশাপ-ভয়ে সহসা তাঁহারে প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া

দীর্ঘকাল অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি তাঁহার এই ভাব দর্শন করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ! আপনি এত চিন্তাকুল হইলেন কেন? আমি আপনার প্রতি কোন অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করি নাই। যখন আপনার কন্যা অবশ্যদেয় হইয়াছে, তখন কন্যাদান করিয়া আমারে কৃতার্থ করিলে আপনি কি না লাভ করিতে পারিবেন?

বৎস! মহারাজ মান্ধাতা মহর্ষির এইরূপ বিনয়-পূর্ণ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া অভিশাপভয়ে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! কন্যার অভিপ্রায়ানুসারে সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তিরে কন্যা দান করা আমাদিগের কুলোচিত ধর্ম্ম, কিন্তু আপনার এই প্রার্থনা আমাদিগের মনোরথেরও গোচর নহে। যাহা হউক, আপনি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি অবিলম্বেই এ বিষয়ের কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া আপনার নিকট নিবে-দন করিতেছি। ভূপতি এইরূপ কহিলে, মহর্ষি সৌভরি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি জরাগ্রস্ত হইয়াছি বলিয়া রাজা ছলক্রমে আমারে প্রত্যাখ্যান করিতে বাসনা করিয়াছেন। ইনি মনে করিয়াছেন, আমি অন্তঃপুরচারিণী রমণী ও কন্যাগণের কখনই অভিমত হইব না। অতএব যাহাতে কন্যাগ-ণের পাণিগ্রহণ করিতে পারি, আমারে অবশ্যই তাহার উপায় করিতে হইবে। মহর্ষি মনে মনে এই

রূপ চিন্তা করিয়া মান্ধাতারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা কহিলেন তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে, আপনি আমারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে অনুজ্ঞাপ্রদান করুন। যদি আপনার কন্যাগণের মধ্যে কেহ আমারে পতিত্বে বরণ করিতে বাসনা করে, তাহাহইলে আমি তাহার পাণি গ্রহণ করিব। নতুবা আর বৃথা কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।

মহর্ষি এইরূপ কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে মহারাজ মান্ধাতা অভিশাপভয়ে তাঁহারে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন মহর্ষি অনুজ্ঞাত হইয়া সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগণ হইতে অতি-শয় কমনীয় মনোহর রূপ ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজকন্যাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন হে রাজকন্যাগণ! আমি কন্যার্থী হইয়া তোমা-দিগের পিতা মহারাজের নিকট উপস্থিত হওয়াতে তিনি এই অভিপ্রায়ে আমারে তোমাদিগের নিকট প্রের-ণ করিয়াছেন যে, তোমাদিগের মধ্যে যদি কেহ আমারে পতিত্বে বরণ করিতে বাসনা করেন, তাহাহইলে তিনি যথাবিধানে আমার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন। মুনিবর এইরূপ কহিলে করেণুতুল্যা রূপলাবণ্যবতী রাজকন্যাগণ সকলেই যূথপতিসদৃশ তরুণবয় পরম-সুন্দর মহর্ষির রূপলাবণ্যদর্শনে বিমোহিত হইয়া পরস্পর এইরূপ বিবাদ করিতে লাগিলেন। আমি

ইঁহারে বরণ করিতেছি। ইনি তোমার অনুরূপ নহেন। বিধাতা আমার নিমিত্তই এই পুরুষনিধির সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি বৃথা কেন ইঁহারে লাভ করিতে বাসনা করিতেছ? ইনি অগ্রেই আমারগৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। অতএব ইঁহারে আঘাত করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। এই বলিয়া তাঁহারা পরস্পর ঘোরতর বিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা সকলেই নিতান্ত অনুরাগিনী হইয়া মহর্ষিরে ধারণ করিলে অন্তঃপুরচারী একব্যক্তি রাজার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট সমুদায় নিবেদন করিল। মহারাজ মান্ধাতা আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তাকুল হইলেন। তৎপরে অনিচ্ছুক হইলেও তাঁহারে মুনিবরকে সমুদায় কন্যা প্রদান করিতে হইল।

মহর্ষি সৌভরি এইরূপে পরিণীত হইয়া সমুদায় রাজকন্যারে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন পূর্ব্বক দ্বিতীয় বিধাতার ন্যায় অশেষশিল্পনিপুণ বিশ্বকর্ম্মারে অহ্বান করিয়া কহিলেন হে বিশ্বকর্ম্মন্! আমার প্রত্যেক বনিতার নিমিত্ত এক একটি কলহংস কারণ্ডবাদি জলচর পক্ষিগণে পরিপূর্ণ অপূর্ব্ব জলাশয়, রমণীয় উপবন এবং উৎকৃষ্ট শয্যা, পরিচ্ছদ ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর। বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া দৈবশক্তি প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তৎসমুদায় প্রস্তুত করিয়া-

দিলেন। তৎপরে মহর্ষির আদেশানুসারে তৎকর্ত্তৃক প্রত্যেক রমণীর গৃহ আনন্দপ্রদ মহানিধি, চোর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্যবস্তু ও অসংখ্য দাসদাসীতে পরিপূর্ণ হইল। তখন সেই রাজকন্যাগণ সেই সমলঙ্কৃত অপূর্ব্ব গৃহে অবস্থিত হইয়া ভৃত্যাদিরে ভোজ্য প্রদান পূর্ব্বক দিবানিশি মহর্ষির সমভিব্যাহারে পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদা মহারাজ মান্ধাতা কন্যাগণকে নিতান্ত দুঃখিত বিবেচনা করিয়া স্নেহাক্রান্তচিত্তে মহর্ষির আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র রমণীয় উপবন ও জলাশয়ে পরিবেষ্টিত স্ফটিকময়ী অপূর্ব্ব প্রাসাদমালা তাঁহার নয়ন পথে নিপতিত হইল। এইসমুদায় দর্শন করিয়া তিনি এক অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি স্বীয় কন্যারে দর্শন ও আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে তিনি সেই কন্যার প্রদত্ত আসনে উপবেশন করিয়া স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার ত কোন বিষয়ে অসুখ নাই? মহর্ষি ত তোমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করেন এবং তুমি আমাদিগের গৃহ ত বিস্মৃত হওনাই? রাজকন্যা তাঁহার এইবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন পিত! এই দেখুন, পরম রমণীয় প্রাসাদ, মনোহর উপবন, কলহংসাদি জলচর পক্ষি-

গণে পরিপূর্ণ বিকসিতনলিনীদলসমলঙ্কৃত অপূর্ব্ব জলাশয়, বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কার, বিবিধ ভোজ্য বস্তু নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য ও সুকোমল শয়নীয়সমুদায় আমার ভোগার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে। যদিও আমি এইরূপ পরম সুখে কাল হরণ করিতেছি তথাপি জন্মভূমি বিস্মৃত হইতে পারি নাই। আপনার প্রসাদে আমি এই সমুদায় সুখ লাভ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার একমাত্র দুঃখ এই যে, আমার ভর্ত্তা মহর্ষি আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া নিরন্তর আমার গৃহেই অবস্থান করেন, অন্য ভগিনীগণের আলয়ে একবারও গমন করেন না। ইহাতে আমার ভগিনীগণ অবশ্যই দুঃখিত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই।

রাজকন্যা এইরূপ কহিলে নরপতি আর এক কন্যার গৃহে গমন করিয়া তাঁহারেও আলিঙ্গন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ সমুদায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই কন্যাও তাঁহার নিকট আপনার সমুদায় সুখের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন পিত! মহর্ষি কেবল আমার নিকটেই অবস্থান করেন। আমার ভগিনীগণের গৃহে একবারও গমন করেন না। তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা একে একে সমুদায় কন্যার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন করিলে তাঁহারা সকলেই একরূপ উত্তর প্রদান করিলেন। তখন মহারাজ মান্ধাতা যাহার পর নাই হর্ষ বিস্ময়ে সমাক্রান্ত হইয়া

নির্জ্জনোপবিষ্ট ভগবান্ সৌভরির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্! এক্ষণে আপনার তপঃপ্রভাব আমার বিদিত হইল। আমি ভূমণ্ডলে কখন কাহারও এরূপ ঐশ্বর্য্য দর্শন করিনাই। এইবলিয়া তিনি সেই মহর্ষির সমভিব্যাহারে কিয়ৎক্ষণ তথায় অভিমত বিষয় ভোগ করিয়া স্বীয় ধামে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে মহর্ষি সৌভরি সেই পঞ্চাশৎ রাজকন্যার গর্ভে সার্দ্ধশত পুত্র উৎপাদন করিলেন। পুত্রোৎপাদনের পর প্রতিদিন সংসারের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তিনি সেই পুত্রগণের প্রতি একান্ত মমতাকৃষ্ট হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমার পুত্রগণ কি মধুরভাষী, ক্রমে ক্রমে ইহাঁরা পদ সঞ্চালন পূর্ব্বক গমন করিতে শিখিবে, ইহাদিগের যৌবন দশা উপস্থিত হইলে আমি পরমানন্দে ইহাদিগের বিবাহ দিব। তৎপরে আমার এই পুত্রগণ স্বীয় স্বীয় পত্নীতে পুত্র উৎপাদন করিবে। তখন আমি পুত্র ও পৌত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরম সুখে কাল হরণ করিব। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যত বংশ বৃদ্ধি হইবে ততই আমার অন্তঃকরণ আনন্দ রসে অভিষিক্ত হইতে থাকিবে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহর্ষির দিব্যজ্ঞান

সমুপস্থিত হইল। তখন তিনি মনে মনে আক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হায়! আমার কি ভয়ানক মোহ। অসংখ্য বর্ষেও মনোরথ সম্পূর্ণ হয় না। মনুষ্যের এক মনোরথ পূর্ণ হইলে আর এক মনোরথের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই পুত্রগণ পাদচলনক্ষম হইলে ক্রমে ক্রমে ইহাদিগের যৌবনকাল উপস্থিত হইবে। তখন আমি ইহাদিগের বিবাহ দিয়া পৌত্র মুখ নিরীক্ষণ করিব। তৎপরে ক্রমে ক্রমে আমার প্রপৌত্রের উদ্ভব হইবে। আমার অন্তঃকরণে এইরূপ নিয়তই নূতন নূতন মনোরথের আবির্ভাব হইতেছে, অতএব কেহই মনোরথের শেষ করিতে সমর্থ হয় না। আজি আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, মৃত্যু পর্য্যন্ত মনোরথের নিবৃত্তি হয় না। মনোরথে আসক্তচিত্ত হইলে পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করা নিতান্ত দুর্লভ। হায়! আমি কি নির্ব্বোধ। সেই অন্তর্জলবাসী মৎস্যের সংসর্গেই আমার সহসা এই মোহ উপস্থিত হইয়াছে। আমি দার পরিগ্রহ করিয়াই এই অনন্ত মনোরথে সমাক্রান্ত হইয়াছি। প্রথমে শরীর হইতেই দুঃখের উদ্ভব হইয়াছিল, তৎপরে পঞ্চাশৎ রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করাতে সেই দুঃখ পঞ্চাশৎ ভাগে বর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে অসংখ্য পুত্র দ্বারা বহুলীকৃত হইয়াছে। আবার পৌত্র প্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হইলে এই দুঃখ আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। দার পরিগ্রহ না করিলে কখনই

এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অতএব পরিগ্রহই অতি দুঃখের নিদানস্বরূপ। ভার্য্যা গ্রহণ করিলেই এইরূপ মমতাজালে আবদ্ধ হইতে হয়। হায়! আমি জলমধ্যে অবস্থিত হইয়া যে কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, এই সমুদায় ঐশ্বর্য্যই আমার সেই তপস্যার বিঘ্নকর হইয়াছে। সেই জলান্তর্গত মৎস্যের সংসর্গবশতই আমি পুত্রাদির প্রতি অনুরক্ত হইয়া এরূপ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে নিশ্চয় বুঝিলাম, নিঃশঙ্ক না হইলে কখনই মুক্তি লাভ হয় না। সংসর্গ হইতে অশেষ দোষের উদ্ভব হইয়া থাকে। অল্প সিদ্ধির কথা দূরে থাকুক, সিদ্ধপ্রায় যোগিগণকেও সংসর্গ দোষে অধঃপতিত হইতে হয়। অতএব এক্ষণে নিঃশঙ্ক হইয়া পুনর্ব্বার কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সর্ব্বনিয়ন্তা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম পরাৎপর বিষ্ণুর আরাধনা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার চিত্ত সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত হইয়া সেই অতুলতেজস্বী সর্ব্বস্বরূপ আদ্যন্তবিহীন ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি পুনর্ব্বার আসক্ত হউক। অতএব আমি সেই সর্ব্বভূতময় অনাদিনিধন ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া নিরন্তর তাঁহার আরাধনায় অনুরক্ত হইব সন্দেহ নাই।

পুরাণ রত্নাকর

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত।

বিষ্ণুপুরাণ

অষ্টম খণ্ড

শ্রীরামসেবক বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

রাজপুর

পুরাণ রত্নাকর কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৭৮৯।

বিষ্ণু পুরাণ

তৃতীয় অধ্যায়।

বৎস! মহাত্মা সৌভরি মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই অট্টালিকা, পরিচ্ছদ ও অসংখ্য অর্থরাশি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় ভার্য্যা সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। বনমধ্যে দণ্ডাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে যে সমুদায় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে হয়, ক্রমে ক্রমে তাঁহার তৎসমুদায় কার্য্য নিষ্পন্ন করা হইল। তৎপরে তিনি নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধচেতা হইয়া শরীরমধ্যে অগ্নিসংস্থাপন পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। এই আশ্রম গ্রহণের পর তিনি সমুদায় কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে নির্ব্বিকার নিত্য সনাতন বিষ্ণুপদ লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি সৌভরির চরিত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। যেব্যক্তি ইহা স্মরণ, শ্রবণ, পাঠ ও অবধারণ করেন, তাঁহাব

আট্‌ জন্ম অসন্মার্গে প্রবৃত্তি, অসৎকার্য্যে মানসিক অভিলাষ ও অশেষ হেয়পদার্থে মমতা তিরোহিত হইয়া যায় সন্দেহ নাই।

বৎস! তুমি মহারাজ মান্ধাতার কন্যাগণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, এক্ষণে তাঁহার বংশবিস্তার কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। মহারাজ মান্ধাতার পুত্র অম্বরীষ যুবনাশ্ব নামে যে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই যুবনাশ্ব হইতে মাহাত্মা হারীত জন্ম গ্রহণ করেন। সেই হারীতের বংশোদ্ভব ব্যক্তিরা অঙ্গিরার প্রভাবে মৌনেয় নামে ছয়কোটি গন্ধর্ব্বরূপে উৎপন্ন হন। সেই গন্ধর্ব্বগণ নাগকুলকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগের সমুদায় রত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক পাতাল-তলে একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। তৎপরে নাগেশ্বরগণ তাঁহাদিগের দ্বারা এইরূপে পরাভূত হইয়া জলশায়ী ভগবান্‌ বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের স্তুতিবাদে ভগবান্‌ পুণ্ডরীকাক্ষের নিদ্রাভঙ্গহইল। তখন তিনি নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিলে নাগেশ্বরগণ তাঁহার চরণে নমস্কার করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্‌! আমরা এই গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া অতিশয় ভীত হইয়াছি, আপনি আমাদিগকে এই ভয় হইতে রক্ষা করুন।

পাতালবাসী নাগপতিগণ এইরূপ কহিলে পুরুষোত্তম

ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে উরগেশ্বরগণ! তোমরা ভীত হইও না। আমি মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎসের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তোমাদিগের শত্রু দুষ্ট গন্ধর্ব্বগণকে নিপাতিত করিব। তিনি এইরূপ কহিলে, নাগেশ্বরগণ পুনর্ব্বার রসাতলে সমুপস্থিত হইয়া ভগবতী নর্ম্মদার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে নর্ম্মদে! তুমি মান্ধাতার পুত্র মহাত্মা পুরুকুৎসকে আনয়ন করিয়া আমাদিগের মঙ্গল বিধান কর। তাঁহারা এইরূপ কহিলে, প্রবাহিনী নর্ম্মদা স্বীয় প্রবলতরঙ্গসহযোগে পুরুকুৎসকে সেই পাতালতলে সমানীত করিলেন। পাতালে উপস্থিত হইবামাত্র ভগবান্ বিষ্ণুর তেজে সেই পুরুকুৎসের সর্ব্বশরীর আপ্যায়িত হইল। ঐ সময়ে তিনি অপরিমিতবলশালী হইয়া সেই গন্ধর্ব্বগণের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন নাগেশ্বরগণও বিপন্মুক্ত হইয়া নর্ম্মদারে এই বর দিলেন, যেব্যক্তি এই বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তোমার নাম গ্রহণ পূর্ব্বক, হে নর্ম্মদে। আমি প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে তোমারে নমস্কার করি, তুমি সর্পবিষ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, সর্পবিষ হইতে তাহার ভয় থাকিবে না। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অন্ধকারপ্রদেশে গমন করিলেও সর্পে দংশন করিতে সমর্থ হয় না এবং

বিষ ভোজন করিলেও প্রাণ বিয়োগ হয় না। এই বলিয়া তাঁহারা উদ্দেশে পুরুকুৎসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন হে মহাত্মন্ পুরুকুৎস! আমাদিগের বরে কখনই তোমার বংশের উচ্ছেদ হইবে না।

হে মৈত্রেয়! সেই মহারাজ পুরুকুৎস সদস্যু নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই সদস্যু হইতে মহাত্মা অনরণ্যের জন্ম হয়। দিগ্বিজয়কালে বরেণ তাঁহারে নিপাতিত করেন। সেই অনরণ্যের পুত্রের নাম পৃষদশ্ব। সেই পৃষদশ্ব হইতে হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্ব হইতে বসুমনা, বসুমনা হইতে ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বা হইতে ত্রয্যারুণ, ও ত্রয্যারুণ হইতে সত্যব্রত জন্ম-গ্রহণ করেন। সেই সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু নাম ধারণ করিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে যখন দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি হইলে মহাত্মা বিশ্বামিত্র পুত্রকলত্রাদির ভরণপোষণে অসমর্থ হন, সেই সময়েই মহারাজ ত্রিশঙ্কু মনে মনে মহর্ষি চণ্ডালের প্রতিগ্রহ স্বীকার করিবেন না নিশ্চয় করিয়া তাঁহার নিমিত্ত প্রতিদিন জাহ্নবীতীরস্থ এক ন্যগ্রোধপাদপের মূলে মৃগমাংস সংস্থাপন করিয়া রাখিতেন। বিশ্বামিত্র সেই মৃগমাংস দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত পরিতুষ্ট হন। তৎপরে মহারাজ ত্রিশঙ্কু সেই বিশ্বা-মিত্রের প্রসাদেই সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সেই ত্রিশঙ্কু হইতে হরিশ্চন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র হইতে

রোহিতাশ্ব, রোহিতাশ্ব হইতে হরিত, হরিত হইতে চঞ্চু, চঞ্চু হইতে বিজয়, বিজয় হইতে রুরুক, ও রুরুক হইতে মহাত্মা বাহু জন্ম গ্রহণ করেন।

বৎস! সেই মহাত্মা বাহু হৈহয়তালজঙ্ঘাদি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অন্তর্ব্বত্নী মহিষীর সহিত অরণ্যে গমনপূর্ব্বক তাঁহার গর্ভস্তম্ভনের নিমিত্ত তাঁহারে বিষ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বিষ পান করাতে সপ্তবর্ষ তাঁহার গর্ভ জরায়ুতে অবস্থিত ছিল। তৎপরে মহারাজ বাহু বার্দ্ধক্যবশত ঔর্ব্বাশ্রমসমীপে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার পত্নী চিতা প্রস্তুত করিয়া পতির কলেবর সেই চিতাতে সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং তাঁহার অনুগমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তখন সর্ব্বকালদর্শী ভগবান্ ঔর্ব্ব স্বীয় আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া সেই রাজ-পত্নীরে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন বৎসে! তোমার গর্ভে অতুলপরাক্রমশালী অরাতিপক্ষক্ষয়কর্ত্তা পরম যাজ্ঞিক অখিলভূমণ্ডলপতি অবস্থান করিতেছেন, অতএব তুমি এই অনুমরণনির্ব্বন্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। এই বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলে রাজ-পত্নী সেই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তৎপরে ভগবান্ ঔর্ব্ব তাঁহারে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলে কতিপয় দিনের মধ্যেই তাঁহার গর্ভস্থ বালক সেই বিষের প্রভাবে অতিশয় তেজঃপুঞ্জ হইয়া ভূমিষ্ঠ

হইল। বালক জন্ম গ্রহণ করিলে মহাত্মা ঔর্ব্ব তাঁহার সমুদায় জাতকর্ম্মাদিক্রিয়াকলাপ সমাপন করিয়া তাঁহারে সগর নাম প্রদান করিলেন। তৎপরে সেই সগর উপনীত হইয়া তাঁহার নিকটেই বিবিধ বেদ-শাস্ত্র ও ভার্গবাখ্য আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাঁহার আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একদা তিনি স্বীয় মাতারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন জননি। আমরা এস্থানে অবস্থান করিতেছি কেন? আমার পিতা কোথায় আছেন? এই বলিয়া আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজপুত্র এইরূপ কহি-লে তাঁহার জননী তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। মহাত্মা সগর জননীর মুখে পিতার রাজ্যহরণবৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক হৈহয়তাল-জঙ্ঘাদিবধার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহুবলে হৈহয়, শক, যবন, কম্বোজ, পারদ ও অপক্রূরগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বিপদ্কালে হৈহয়াদি বীরগণ সগরের কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলে তিনি মহারাজ সগরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহি-লেন বৎস! এই জীবন্মৃতদিগকে আর বধ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি তোমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপাল-নার্থ ইহাদিগকে দ্বিজসঙ্গপরিত্যাগী ও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়াছি। মহারাজ সগর গুরুর এইবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগের

পৃথক্ পৃথক্ বেশ নিরূপণ করিয়া দিলেন। তদবধি তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে যবনগণ মুণ্ডিতশিরা, শকগণ মুণ্ডনবিহীন, পারদগণ প্রলম্বকেশ, অপক্রূরগণ শ্মশ্রুধারী ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ স্বাধ্যায় ও বষট্কারবিহীন হইল। উহারা এইরূপে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ও ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইলে মহারাজ সগর স্বীয় অধিষ্ঠানে সমুপস্থিত হইয়া এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীতে একাধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক পরম সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

বিষ্ণু পুরাণ

চতুর্থ অধ্যায়।

বৎস! মহারাজ সগর কশ্যপদুহিতা সুমতি ও বিদর্ভরাজতনয়া কেশিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ উভয় পত্নী অপত্যলাভের নিমিত্ত ভগবান্ ঔর্ব্বের আরাধনা করেন। মহাত্মা ঔর্ব্বও তাঁহাদিগের প্রতি প্রীত হইয়া কহিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগের ভক্তি দর্শনে পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। আমার বরে তোমাদিগের মধ্যে একের গর্ভে এক বংশধর পুত্র ও দ্বিতীয়ের গর্ভে ষষ্টি সহস্র পুত্র সমুৎপন্ন হইবে। তোমারা ইহার মধ্যে যাহার যে বর গ্রহণ করিতে অভিলাষ থাকে প্রকাশ কর।

মহাত্মা ঔর্ব্ব এইরূপ কহিলে কেশিনী তাঁহার নিকট এক বংশধর পুত্র ও সুমতি ষষ্টিসহস্র পুত্রলাভের প্রার্থনা করিলেন। মহাত্মা ঔর্ব্ব তাঁহাদিগের এই প্রার্থনা শ্রবণপূর্ব্বক তাহাই হউক বলিয়া স্বীকার

করিলেন। মহর্ষির বরপ্রদানের পর কতিপয় দিবসের মধ্যেই তাঁহাদিগের গর্ভসঞ্চার হইল। তৎপরে কেশিনী যথাকালে অসমঞ্জা নামে এক বংশধর পুত্র ও সুমতি ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রসব করিলেন। সেই অসমঞ্জা হইতে অংশুমানের উদ্ভব হয়। অসমঞ্জা বাল্যাবধি অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহারে দুর্ব্বৃত্ত দেখিয়া মহারাজ সগর মনে করিয়াছিলেন বয়োবৃদ্ধি হইলেই পুত্র সচ্চরিত্র হইবে, কিন্তু তাঁহার সে আশা নিষ্ফল হইয়া গেল। যখন তিনি দেখিলেন বয়োবৃদ্ধি হইলেও অসমঞ্জার চরিত্র বিশুদ্ধ হইল না তখন তিনি তাহারে একবারে পরিত্যাগ করিলেন। আবার তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী সুমতির গর্ভজাত ষষ্টিসহস্র পুত্র ও অসমঞ্জার চরিত্রেব অনুসরণ করিল। ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের দ্বারা জগতের যজ্ঞাদি সন্মার্গসমুদায় অপধ্বস্ত হইলে দেবগণ বিষ্ণুর অংশভূত সর্ব্বদোষবিহীন ভগবান্ কপিলদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! জগতের উৎপাতশান্তির নিমিত্তই আপনার জন্ম হইয়াছে। এক্ষণে সগরের ষষ্টিসহস্রপুত্র অসমঞ্জার চরিত্রের অনুগামী হইয়া জগৎকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতএব আপনি ইহার উপায় বিধান করুন।

দেবগণ এইরূপ কহিলে কপিলদেব তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে সুরগণ! তোমরা চিন্তিত

হইও না। সগরসন্তানগণ অবিলম্বেই কালকবলে নিপতিত হইবে। এই বলিয়া তিনি দেবগণকে আশ্বাস প্রদান করিলন। তৎপরে কিয়দ্দিনের মধ্যেই মহারাজ সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের পর সেই যজ্ঞীয় অশ্ব অপহৃত হইয়া পাতালতলে নীত হইল। তৎপরে মহারাজ সগর অশ্বের অন্বেষণের নিমিত্ত পুত্রগণকে অনুজ্ঞা করিলেন। তাহারাও পিতা কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পৃথিবীর নানাস্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক পরিশেষে পৃথিবী খনন করত পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল অশ্ব বিচরণ করিতেছে এবং তাহার অবিদূরে ভগবান্ কপিলদেব শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ হইয়া সমুদায় দিক্ আলোকময় করত অবস্থান করিতেছেন।

এই ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র সেই দুরাত্মা রাজপুত্রগণ তাঁহারেই যজ্ঞবিঘ্নকর্ত্তা ও অশ্বাপহারী জ্ঞান করিয়া অস্ত্র সমুদ্যত করত বিনাশ কর বিনাশ কর এইবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভগবান্ কপিলদেব তাহাদিগকে এইরূপে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে ঘূর্ণিতলোচনে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তৎপরে সেই সগরসন্তানগণ তাঁহার শরীরসমুত্থিত অনল দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া মানবলীলা সংবরণকরিল।

অনন্তর মহারাজ সগর, স্বীয় অশ্বানুসারীপুত্রগণ পরম্পর্ষি কপিলদেবের তেজে দগ্ধ হইয়াছে শুনিয়া অশ্বের আনয়নার্থ অসমঞ্জার পুত্র অংশুমানকে প্রেরণ করিলেন। অংশুমান্ পিতামহের আজ্ঞানুসারে পিতৃ-ব্যখাত পথ অবলম্বন করিয়া ভগবান্ কপিলদেবের নিকট গমন পূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহারে বিস্তর স্তব করিলেন। তখন মহাত্মা কপিলদেব তাঁহার স্তুতিবাদে প্রীত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর গ্রহণ করিয়া এই অশ্ব তোমার পিতামহের নিকট লইয়া যাও। পরিণামে তোমার পৌত্র ভগবতী গঙ্গারে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতলে আনয়ন করিবেন সন্দেহ নাই।

কপিলদেব এইরূপ কহিলে অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান্ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্! আমার ব্রহ্মকোপানলদগ্ধ পিতৃগণের যাহাতে স্বর্গ লাভহয়, আপনি সেই বর প্রদান করিয়া আমারে চরিতার্থ করুন। তিনি এইরূপ কহিলে ভগবান্ কপিলদেব তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! আমি ত পূর্ব্বেই তোমার পিতৃগণের উদ্ধারের উপায় কীর্ত্তন করিয়াছি। তোমার পৌত্র পতিতপাবনী গঙ্গারে পৃথিবীতলে আনয়ন করিলে তাঁহার তরঙ্গে তোমার এই পিতৃগণের অস্থিভস্ম প্লাবিত হইবে।

তখন ইঁহারা অনায়াসে সুরধামে গমন করিতে পারিবেন। ভগবান্ বিষ্ণুর পাদাঙ্গুষ্ঠবিনির্গত গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়। কেবল অভিসন্ধি পূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিলেই যে স্বর্গলাভ হয় এমন নহে। মনুষ্য যে কোনরূপে হউক গঙ্গাস্নান করিলেই সুরলোকলাভ করিতে পারে, অধিক কি যদি মৃতব্যক্তির অস্থিভস্ম কেশপ্রভৃতি যে কোন বস্তু গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হয় তাহাহইলেও সে অনায়াসে সুবধামে গমন করিতে সমর্থ হয় সন্দেহ নাই।

মহাত্মা অংশুমান্ ভগবান্ কপিলের মুখে এইরূপ গঙ্গার মহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক সেই অশ্ব লইয়া পিতামহের যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। অশ্বদর্শনে মহারাজ সগরের অপরিসীম প্রীতিলাভ হইল। তখন তিনি সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক প্রীতমনে পুনর্ব্বার অংশুমানের পিতা অসমঞ্জারে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। সেই অংশুমান্ হইতে দিলীপ ও দিলীপ হইতে মহাত্মা ভগীরথের জন্ম হয়। ভগীরথ গঙ্গাদেবীরে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতলে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া গঙ্গা ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সেই ভগীরথ হইতে শ্রুত, শ্রুত হইতে নাভাগ, নাভাগ হইতে অম্বরীষ, অম্বরীষ হইতে সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপ হইতে অযুতায়ু, ওঅযুতায়ু হইতে অক্ষহৃদয়জ্ঞ

অনলসখা ঋতপর্ণ, ঋতপর্ণ হইতে সর্ব্বকাম, সর্ব্বকাম হইতে সুদাস ও সুদাস হইতে সৌদাস জন্ম গ্রহণ করেন।

বৎস! সেই মহারাজ সৌদাস মিত্রসহনামে প্রসিদ্ধ হন। একদা তিনি এক অটবীতে মৃগয়ার্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে দুইব্যাঘ্র দর্শন করিয়াছিলেন। সেই অরণ্যের প্রায় সমুদায় মৃগই ঐ দুই ব্যাঘ্রের কালকবলে নিপতিত হয়। মহারাজ সৌদাস ঐ ব্যাঘ্রদ্বয়কে দর্শন করিবামাত্র একবাণে একটার প্রাণ সংহার করিলেন। মৃত্যুকালে ঐ ব্যাঘ্র অতিবিকৃতাকার করালবদন রাক্ষসরূপে প্রকাশিত হইল। তখন দ্বিতীয় ব্যাঘ্রও আমি অবশ্যই তোমারে ইহার প্রতিফল প্রদান করিব এই বলিয়া তথা হইতে নিস্ক্রমণ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইল। তৎপরে কিয়দ্দিন অতীত হইলে মহারাজ সৌদাস এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞাবসানে আচার্য্য বশিষ্ঠ যজ্ঞস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে সেই রাক্ষস বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিল মহারাজ! মাংস ভোজন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। অতএব আপনি পক্ক মাংস আমারে প্রদান করুন। আমি অবিলম্বেই প্রত্যাগমন করিতেছি এইবলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। এবং পুনর্ব্বার সুদবেশ ধারণ পূর্ব্বক মনুষ্যমাংস পাক করিয়া তাঁহার নিকট আন-

য়ন করিল। মাংস সমানীত হইলে মহারাজ সৌদাস তাহা সুবর্ণপাত্রে সংস্থাপন করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহর্ষি বশিষ্ঠ সমাগত হইবামাত্র তাঁহারে সেই মাংস প্রদান করিলেন। মুনিবর মাংস দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তাকরিতে লাগিলেন যখন রাজা আমারে মাংস প্রদান করিল তখন ইহার তুল্য দুরাচার আর কে আছে? যাহাহউক ইহা কোন্ জীবের মাংস তাহা আমারে পরিজ্ঞাত হইতেহইল, এইরূপচিন্তা করিয়া তিনি সমাধি আশ্রয় করিলেন। তৎপরে ধ্যানযোগে মনুষ্যমাংস দর্শন করিবামাত্র ক্রোধে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তখন তিনি মহারাজ সৌদাসকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন রে দুরাত্মন্! যেমন তুমি তপস্বীদিগকে অবজ্ঞা করিয়া আমারে অভোজ্য প্রদান করিলে, সেইরূপ তোমারেও মাংসভোজী রাক্ষস হইয়া কালহরণ করিতে হইবে।

মুনিবর এইরূপ শাপ প্রদান করিলে মহারাজ সৌদাস বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে কি হইয়াছে কি হইয়াছে ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ পুনর্ব্বার ধ্যানবলে সমুদায় বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহারপ্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন হে সৌদাস! আমি আদ্যন্তকালের নিমিত্ত

তোমারে শাপ প্রদান করিলাম না। দ্বাদশবর্ষ-ব্যপক নিয়মানুরূপ তোমারে মাংসভোজী রাক্ষস হইয়া অবস্থান করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে মহারাজ সৌদাস উদকাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক মুনিরে শাপ প্রদান করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন তাঁহার পত্নী মদয়ন্তী তাঁহারে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন মহারাজ! ভগবান্ বশিষ্ঠ আমাদিগের গুরু ও কুলদেবতাভূত আচার্য্য। অতএব আপনি ইঁহারে শাপ প্রদান করিবেন না। এই বলিয়া তিনি পতির ক্রোধশান্তি করিলেন। তখন মহারাজ সৌদাস শস্যাম্বুদরক্ষণার্থ সেই সলিলাঞ্জলি পৃথিবীতে ও আকাশে নিক্ষেপ না করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় পদদ্বয় সিক্ত করিলেন। সেই ক্রোধাশ্রিত জল দ্বারা তাঁহার পদদ্বয় দগ্ধ হইয়া কল্মাষতা প্রাপ্ত হইল। তদবধি তিনি বশিষ্ঠের শাপে কল্মাষপাদ নামে বিখ্যাত হইয়া দ্বাদশবৎসরব্যাপক রাক্ষসভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অরণ্যে পরিভ্রমণ করত অসংখ্য মনুষ্য ভোজন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদা সেই রাক্ষসরূপী রাজা এক ব্রাহ্মণকে ঋতুমতী ভার্য্যার সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। ব্রাহ্মণদম্পতী সেই ভীষণাকার রাক্ষস-দর্শনে ভীতহইয়া প্রাণপণে পলায়ন করিতে লাগি-

লেন। নিশাচররূপী রাজাও তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া ব্রাহ্মণকে ধারণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণী তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! আপনি ইক্ষ্বাকুকুলতিলক মিত্রসহ। বশিষ্ঠের শাপেই আপনার এই রাক্ষসরূপ ধারণ করিতে হইয়াছে। স্ত্রীধর্ম্মসুখ আপনার অবিদিত নাই। এই বলিয়া তিনি বিস্তর অনুনয় করিয়া পতির জীবনভিক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই প্রার্থনা কোন রূপেই সফল হইল না। ব্যাঘ্র যেমন পশুরে গ্রাস করে, তদ্রূপ সেই রাক্ষসরূপী রাজা বিলপমানা ব্রাহ্মণীর সমক্ষেই ব্রাহ্মণকে উদরসাৎ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণী কোপসমন্বিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন রে দুরাত্মন্! আমি পরিতৃপ্ত না হইতে যেমন তুই আমার পতিরে ভক্ষণ করিলি, তদ্রূপ স্ত্রীসম্ভোগে প্রবৃত্ত হইবামাত্রই তোর্ প্রাণ বিয়োগ হইবে। এই বলিয়া তিনি তাহারে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক অগ্নি প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

অনন্তর দ্বাদশ বৎসরের পর্য্যায় অতীত হইলে মহারাজ সৌদাস শাপবিমুক্ত হইয়া যেমন সম্ভোগ সুখাভিলাষে স্বীয় পত্নীরে স্মরণ করিলেন, অমনি তাঁহার ব্রাহ্মণীর শাপ স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তৎপরে তিনি বংশরক্ষার্থ কুলগুরু বশিষ্ঠকে পুত্রোৎ-

পাদন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি রাজপত্নী মদয়ন্তীর গর্ভাধান করিলেন। গর্ভাধানের পর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল তথাপি রাজ্ঞীর গর্ভ হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল না। তৎপরে তিনি অশ্ম দ্বারা স্বীয় উদর আহত করিয়া পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র অশ্মাঘাতে উৎপন্ন হইল বলিয়া অশ্মক নামে বিখ্যাত হইল। সেই অশ্মকের পুত্রের নাম মূলক। পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হইলে তিনি বিবস্ত্রা স্ত্রীগণের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া স্ত্রী-কবচ বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। তৎপরে সেই মূলক হইতে দশরথ, দশরথ হইতে ইলবিল, ইলবিল হইতে বিশ্বসহ ও বিশ্বসহ হইতে দিলীপ নামে বিখ্যাত মহারাজ খট্টাঙ্গ জন্ম গ্রহণ করেন। দেবাসুরসংগ্রামকালে সেই মহারাজ খট্টাঙ্গ দেবগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তাহাদিগের নিকট এই বলিয়া বর প্রার্থনা করেন হে দেবগণ! যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তহাহইলে আমার পরমায়ু নির্দ্দেশ করিয়া দিন। নরপতি এইরূপ কহিলে দেবগণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! আপনি আর একমুহূর্ত্তমাত্র জীবিত থাকিবেন। দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তিনি অস্খলিতগতি বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে মর্ত্যলোকে আগমন করিয়া এই

বাক্য কহিতে লাগিলেন যদি আমার আত্মা ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রিয়তর না হয় যদি আমি কখন অধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া থাকি এবং যদি দেবতা মনুষ্য ও পশুপক্ষ্যাদি প্রাণিগণের প্রতি আমার ব্যতিরেকদৃষ্টি না থাকে তাহাহইলে আমি যেন অবিচলিত হইয়া মুনিজনানুস্মৃত পরম পুরুষকে লাভ করিতে পারি। এই বলিয়া তিনি অবিলম্বে ইহলোক সংবরণ পূর্ব্বক অনির্দ্দেশ্যবপু পরাৎপর পরমাত্মাতে লীন হন। পূর্ব্বে সপ্তঋষি কহিয়াছিলেন একমুহূর্ত্ত জীবিত কাল অবশিষ্ট থাকিতে মহারাজ খট্টাঙ্গ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতলে আগমন করিয়া দানাদি দ্বারা ত্রিলোককে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। অতএব তাঁহার তুল্য মহাত্মা কেহ কখন জন্ম গ্রহণ করিবেন না। ঋষিগণের এই বাক্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। সেই খট্টাঙ্গ হইতে দীর্ঘবাহু রঘু, রঘু হইতে অজ ও অজ হইতে মহারাজ দশরথ জন্মগ্রহণ করেন।

বৎস! অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু ভূভারহরণার্থ অংশচতুষ্টয়ে মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া রাম লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন নাম ধারণ করেন। শ্রীরাম বাল্যাবস্থায় বিশ্বামিত্রের সমভি ব্যাহারে যজ্ঞরক্ষণার্থ গমন করিয়া তাড়কা নামক এক রাক্ষসীর প্রাণসংহার করেন। যজ্ঞস্থলে তাঁহার নিদারুণ শরপ্রহারে নিশাচর মারীচ দূরপ্রদেশে নিপতিত ও

সুবাহু প্রভৃতি কতকগুলি রাক্ষস নিহত হয়। গৌতমপত্নী অহল্যা সেই রামচন্দ্রের দর্শন লাভ মাত্রেই নিষ্পাপ ও শাপবিমুক্ত হন। তৎপরে সেই শ্রীরাম রাজর্ষি জনকের গৃহে উপস্থিত হইয়া হর-চাপ ভগ্ন করত অযোনিজা বীর্য্যশুল্কা জনকতনয়া সীতার পাণি গ্রহণ করেন। পরিণয়ের পর তাঁহার নিকট ক্ষত্রকুলান্তকারী হৈহয়কুল-কেতুভূত মহাবীর-পরশুরামের দর্প চুর্ণ হইয়া যায়। অনন্তর তিনি রাজ্যা-ভিলাষ তুচ্ছ করিয়া পিতৃসত্য প্রতিপালনার্থ ভার্য্যা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত চতুর্দ্দশ বর্ষ অরণ্যবাস আশ্রয় করেন। অরণ্য গমনের পর দশানন কর্ত্তৃক সীতা অপহৃত হইলে তিনি বিরাধ খরদূষণ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে ও বালিরাজারে নিপাতিত করিয়া সাগর বন্ধন পূর্ব্বক পরিশেষে রাক্ষসকুল ধ্বংস করত অপহৃতা সীতার উদ্ধার সাধন করেন। জনকনন্দিনী তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া অনল প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় শুদ্ধচারিতার পরীক্ষা প্রদান করিলে তিনি দেবগণের অনুরোধে তাঁহারে গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যায় আনয়ন করিয়াছিলেন। মহাত্মা ভরত ও গন্ধর্ব্ব-বিষয় সাধনার্থ তিন কোটি গন্ধর্ব্বের প্রাণসংহার করেন এবং মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক ও মধু-পুত্র রাক্ষসনাথ লবন নিপাতিত ও মথুরাপুরী সংস্থা-পিত হয়। এইরূপে রাম লক্ষ্মন ভরত ও শত্রুঘ্ন

চারি ভ্রাতা পৃথিবীর স্থিতিসাধনার্থ দুষ্টগণের প্রাণ সংহার করিয়া পরিশেষে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, এবং তৎকালে যাঁহারা তাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগী হইয়া অয়োধ্যায় বাস করিতেন তাঁহারাও সুরপুরে গমন পূর্ব্বক পরম সুখ লাভে সমর্থ হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

বৎস! সেই রামচন্দ্র হইতে কুশ ও লব, লক্ষ্মন হইতে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু, ভরত হইতে তার্ক্ষ ও পুষ্কর এবং শত্রঘ্ন হইতে সুবাহু ও শূরসেন জন্মগ্রহণ করেন। রামপুত্র কুশ হইতে অতিথি, অতিথি হইতে নিষধ, নিষধ হইতে নল, নল হইতে নভ, নভ হইতেপুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক হইতে ক্ষেমধন্বা, ক্ষেমধন্বা হইতে দেবানীক, দেবানীক হইতে অহীনগু, অহীনগু হইতে রুরু, রুরু হইতে পারিপাত্র, পারিপাত্র হইতে শিল, শিল হইতে উক্‌থ, উক্‌থ হইতে উন্নাভ, উন্নাভ হইতে বজ্রনাভ, বজ্রনাভ হইতে শঙ্খনাভ, শঙ্খনাভ হইতে ব্যুষিতাশ্ব, ব্যুষিতাশ্ব হইতে বিশ্ব সহ, বিশ্বসহ হইতে হিরণ্যনাভ, ও হিরণ্যনাভ হইতে মহাত্মা পুষ্যের উদ্ভব হয়। ঐ পুষ্য জৈমিনির শিষ্য মহাত্মা যাজ্ঞ বল্ক্যের নিকট যোগশিক্ষা করিয়া ছিলেন। সেই পুষ্য হইতে ধ্রুবসন্ধি, ধ্রুবসন্ধি হইতে সুদর্শন, সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণ হইতে শীঘ্র ও শীঘ্র হইতে মহাত্মা মরু জন্মগ্রহণ করেন। সেই

মরু অদ্যাপি কলাপগ্রামে অবস্থান কয়িয়া যোগাবলম্বন পূর্ব্বক কালহরণ করিতেছেন এবং আগামী যুগে তিনিই সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের প্রবর্ত্তয়িতা হইবেন। সেই মহাত্মা মরু পশুশ্রুত নামক একপুত্র উৎপাদন-করিয়াছিলেন। সেই পশুশ্রুত হইতে আত্মজ, আত্মজ হইতে অশ্বসন্ধি, অশ্বসন্ধি হইতে অমর্য, অমর্ষ হইতে সহস্রাংশু, সহস্রাংশু হইতে বিশ্রুতবান্ ও বিশ্রুতবান্ হইতে বৃহদ্বল সমৎপন্ন হন। ভারত-যুদ্ধকালে অর্জ্জনকুমার অভিমন্যু কর্ত্তৃক সেই মহারাজ বৃহদ্বল নিহত হইয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভূপালগণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। যাঁহারা ইঁহাদিগের চরিত শ্রবণ করেন তাঁহারা সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন সন্দেহ নাই।

বিষ্ণু পুরাণ

পঞ্চম অধ্যায়।

বৎস! মহাত্মা ইক্ষ্বাকু নিমি নামে যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন তিনি সহস্রবর্ষনিষ্পাদ্য এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞের প্রারম্ভে তিনি কুল-গুরু বশিষ্ঠকে হোতৃকর্ম্মে বরণ করিলে তিনি তাঁহারে কহিয়াছিলেন মহারাজ! ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র পঞ্চ-শত বর্ষ-ব্যাপক যজ্ঞের অনুষ্ঠানার্থ প্রথমে আমারে বরণ করিয়াছেন এবং আমিও তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়াছি। অতএব এক্ষণে আমারে তাঁহার যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে হইবে, পরে আমি আপনার ও ঋত্বিক্-কার্য্য নির্ব্বাহ করিব। বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলে মহা-রাজ নিমি তাঁহার বাক্যের কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তৎপরে মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক দেবরাজের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল এবং

মহারাজ নিমিও গৌতমাদি ঋষিগণ দ্বারা স্বীয় যজ্ঞ নির্ব্বাহ করাইতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবরাজের যজ্ঞ সমাপন হইলে মহর্ষি বশিষ্ঠ মহারাজ নিমির যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সেই যজ্ঞে গৌতমের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব দর্শন করিলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র তিনি রাজারে এই-বলিয়া অভিশাপ দিলেন, যখন দুরাত্মা নরপতি আমারে প্রত্যাখ্যান করিয়া গৌতমের প্রতি যজ্ঞের ভারার্পণ করিয়াছে তখন অবিলম্বে তাহারে বিদেহ অর্থাৎ দেহত্যাগী হইতে হইবে, যৎকালে তিনি ভুপতিরে এইরূপ শাপ প্রদান করেন, তখন তিনি নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া কহিলেন যেমন দুষ্টগুরু নিদ্রিতাবস্থায় অজ্ঞাতসারে আমারে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়াছেন সেইরূপ তাঁহারও অবিলম্বে দেহপতন হইবে এই বলিয়া তিনি বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ প্রদান পূর্ব্বক দেহত্যাগ করি-লেন। পরে রাজার অভিশাপবশত বশিষ্ঠের তেজ মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময়ে দিব্যা-ঙ্গনা উর্ব্বশীর দর্শন-নিবন্ধন মিত্রাবরুণের রেত স্খলিত হওয়াতে তদ্বারা বশিষ্ঠ দেহান্তর লাভ করি লেন এবং মহারাজ নিমিরও মৃতদেহ তৈলগন্ধাদি দ্বারা সংস্কৃত হইয়া সদ্যমৃতের ন্যায় মনোহর ও

ক্লেদাদিশূন্য হইয়া সংস্থাপিত রহিল।

অতঃপর মহারাজ নিমির যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে ঋত্বিক্‌গণ দেবগণকে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে সমাগত দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে দেবগণ! আপনারা যজমান ভূপালকে বর প্রদান করুন। ঋত্বিক্‌গণ এইরূপ কহিলে দেবগণ কর্ত্তৃক মহারাজ নিমির চৈতন্য সম্পাদিত হইল। তখন তিনি দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে সুরগণ! আপনারা এই অখিল সংসারের সমুদায় দুঃখ নষ্ট করিয়া থাকেন। আমি এই জগতে শরীর হইতে আত্মার বিয়োগ অপেক্ষা বিষম দুঃখ আর কিছুই দেখিতে পাইনা। অতএব যাহাতে আমি পুনর্ব্বার শরীর ধারণ না করিয়া সর্ব্বজীবের লোচনে অবস্থান করিতে পারি, আপনারা আমারে সেইরূপ বর প্রদান করুন। নরপতি নিমি এইরূপ কহিলে দেবগণ সর্ব্বভূতের নেত্রে তাঁহার স্থিতি নিরূপণ করিয়া দিলেন। তদবধি প্রাণিগণের নেত্রে উন্মেষ ও নিমেষ লক্ষিত হইয়া থাকে।

বৎস! মহারাজ নিমি অপুত্রক হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সেই যজ্ঞকর্ত্তা মুনিগণ রাজ্য অরাজক হইবার আশঙ্কায় তাঁহার শরীর অরণীকাষ্ঠে মন্থন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ মন্থন করিতে করিতে তাঁহার সেই দেহ

হইতে এক পুত্র সমুৎপন্ন হইল। ঐ কুমার কেবল জনক হইতে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া জনক-সংজ্ঞা-লাভ করেন এবং তাঁহার পিতা মুনিশাপে বিদেহ হইয়াছিলেন ও অরণী মন্থন দ্বারা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এই নিমিত্ত তিনি বৈদেহ ও মিথি নামে বিখ্যাত হন। সেই মহারাজ জনক হইতে উদা-বসু, উদাবসু হইতে নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধন হইতে কেতু, কেতু হইতে দেবরাত, দেবরাত হইতে বৃহ-দ্রথ, বৃহদ্রথ হইতে মহাবীর্য্য, মহাবীর্য্য হইতে সুধৃতি, সুধৃতি হইতে ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতু হইতে হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্ব হইতে মরু, মরু হইতে প্রতিবন্ধক, প্রতিবন্ধক হইতে কৃতিরথ, কৃতিরথ হইতে দেবমীঢ়, দেবমীঢ় হইতে বিবুধ, বিবুধ হইতে মহাধৃতি, মহাধৃতি হইতে কৃতিরাত, কৃতিরাত হইতে মহারোমা, মহা-রোমা হইতে সুবর্ণরোমা, সুবর্ণরোমা হইতে হ্রস্বরোমা, ও হ্রস্বরোমা হইতে সীরধ্বজ জন্ম গ্রহণ করেন। সেই রাজর্ষি সীরধ্বজ পুত্রকামনায় যজ্ঞ ভূমি কর্ষণ করিলে লাঙ্গলফলা দ্বারা সেই ভূমি হইতে তাঁহার সীতা-নামে এক কন্যা সমুৎপন্ন হন। সাঙ্কাশ্যাধিপতি কুশধ্বজ সেই মহাত্মা সীরধ্বজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার পুত্রের নাম ভানুমান্। সেই ভানুমান্ শত-দ্যুম্নকে শতদ্যুম্ন শুচিরে, শুচি ঊর্দ্ধবাহুরে, ঊর্দ্ধবাহু ভারদ্বাজকে, ভারদ্বাজ কুনিরে, কুনি অঞ্জনকে, অঞ্জন

ক্রতজিৎকে, ক্রতজিৎ অরিষ্টনেমিরে, অরিষ্টনেমি শ্রুতায়ুরে, শ্রুতায়ু সুপার্শ্বকে সুপার্শ্ব সঞ্জয়কে সঞ্জয় ক্ষেমাবিরে, ক্ষেমাবি অনেনারে, অনেনা মীনরথকে, মীনরথ সত্যরথিরে, সত্যরথি উপগুরে, উপগু উপগুপ্তকে, উপগুপ্ত শাশ্বতকে, শাশ্বত সুবর্চ্চারে, সুবর্চ্চা সুভাষকে, সুভাষ শ্রুতকে, শ্রুত জয়কে, জয় বিজয়কে বিজয় ঋতকে, ঋত সুনয়কে, সুনয় বীতহব্যকে, বীতহব্য সঞ্জয়কে, সঞ্জয় ক্ষেমাশ্বকে, ক্ষেমাশ্ব ধৃতিরে, ধৃতি বহুলাশ্বকে, ও বহুলাশ্ব কৃতিরে উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই কৃতিতে জনকবংশ অবস্থিত আছে। এই আমি তোমার নিকট জনকবংশ সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর ইহাঁদিগের বংশে ও আত্মবিদ্যাবলম্বী অনেক ভূপাল জন্ম গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই।

বিষ্ণু পুরাণ

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! আপনি সূর্য্যবংশ সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু এক্ষণে চন্দ্রবংশ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে অতএব যে সমুদায় চন্দ্রবংশীয় স্থিরকীর্ত্তি ভূপালগণের সন্ততির বিষয় অদ্যাপি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রীতমনে সেই সমুদায় বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! প্রথিতাতেজা ভগবান্-চন্দ্রের বংশে মহাবল পরাক্রান্ত নানাগুণসমলঙ্কৃত নহুষ, যযাতি' কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি যে সমুদায় ভূপালগণ

জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদিগের বিষয় তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে জগৎস্রষ্টা ভগবান্ নারায়ণের নাভি-কমল হইতে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হন, তৎপরে সেই ব্রহ্মা হইতে মহাত্মা অত্রি ও অত্রি হইতে ভগবান্চন্দ্রের উদ্ভব হয়। চন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিলে, ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহারে ওষধি দ্বিজ ও নক্ষত্র সমুদায়ের আধিপত্য প্রদান করিলেন। আধিপত্য লাভেরপর তৎ কর্ত্তৃক রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ যজ্ঞাবসানে তিনি ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া গুরু বৃহস্পতির পত্নী তারারে হরণ করিলেন। তারা অপহৃতা হইলে বৃহস্পতি ভগ-বান্ ব্রহ্মা এবং দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহারনিকটবিস্তর অনু-নয় করিলেন,কিন্তু তিনি কোন রূপেই গুরুপত্নী প্রত্য-র্পণ করিলেন না। অতঃপর শুক্রাচার্য্য ও ভগবান্-রুদ্র বৃহস্পতির পক্ষ হইয়া তাঁহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। জম্ভ কুজম্ভ প্রভৃতি দৈত্য দানবগণ ও ঐ শুক্রাচার্য্যের সহিত সমবেত হইল। তখন চন্দ্র ও সমুদায় দেবসেনা সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইলেন। অতঃপর উভয়পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ উপ-স্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে সমুদায় জগৎ সংক্ষুব্ধ হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল। তৎপরে ব্রহ্মা শুক্রাচার্য্য ও শঙ্কর, অসুর ও দেবগণকে সেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়াবৃহস্পতিরে তাঁহার পত্নীপ্রদান করিলেন।

অনন্তর বৃহস্পতি ভার্য্যারে অন্তঃসত্ত্বা দর্শন করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! অন্যেরপুত্র উদরে ধারণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি এখনি এগর্ভ পরিত্যাগ কর। বৃহস্পতি এইরূপ কহিলে, পতিব্রতা তারা ভর্ত্তার আদেশানুসারে ঈষিকাস্তম্বে সেই গর্ভ পরিত্যাগ করিলেন। গর্ভ ত্যাগের পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বীয় তেজে দেবগণের তেজ সমাচ্ছন্ন করিল। তখন দেবগণ সেই বালকের নিরূপম সৌন্দর্য্যদর্শনে সন্দিগ্ধ হইয়া তারার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে কল্যাণি! বৃহস্পতি ও চন্দ্র এই উভয়ের মধ্যে কে এই পুত্রের জন্মদাতা, তাহা তুমি যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন কর।

দেবগণ এইরূপ কহিলে, বৃহস্পতির ভার্য্যা তারা লজ্জাবশত কিছুই প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। তৎপরে দেবগণ বারংবার ঐ বিষয় কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেও তিনি নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তখন সেই প্রসূত কুমার তাঁহারে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন, হে দুষ্টে! তুমি আমার জননী হইয়া আমার পিতার নাম কি নিমিত্ত কীর্ত্তন করিতেছ না। এখন তোমার অলীক লজ্জা ধারণ করিবার আবশ্যক কি? আমি তোমার এই অপরাধে স্ত্রী-জাতির প্রতি এই শাপ প্রদান করিলাম যে,

কোন নারী কখন কোন বাক্য গোপন করিতে পারিবে না। কুমার এই কথা কহিবামাত্র সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহারে নিবারণ করিয়া তারারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! তুমি এই বালকের পিতার নাম উল্লেখ কর। তারা ভগবান্ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক লজ্জায় জড়ীভূত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! এই পুত্র চন্দ্র হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তারার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইবামাত্র চন্দ্রের আনন্দে কপোলকান্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি সেই কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহারে বুধ নাম প্রদান করিলেন। সেই বুধ হইতে ইলার গর্ভে যেরূপে মহারাজ পুরুরবার জন্ম হয় তাহা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই মহারাজ পুরুরবা অতিশয় বদান্য, যজ্ঞশীল, তেজস্বী, সত্যবাদী ও পরম রূপবান্ ছিলেন। মিত্রা-বরুণের শাপে তাঁহারে পৃথিবীর আধিপত্য গ্রহণ করিতে হয়। যখন তিনি ধরাতলে আগমন করেন সেই সময়ে অসামান্যরূপ-লাবণ্যবতী দিব্যাঙ্গনা উর্ব্বশী তাঁহারে দর্শন করিয়াছিলেন। দর্শন করিবামাত্র তাঁহার মন একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি অসীম স্বর্গসুখ পরিহার পূর্ব্বক তদ্গতান্তঃকরণে মহারাজ পুরুরবার নিকট-সমুপস্থিত হইলেন। উর্ব্বশী সমাগত হইলে মহারাজ পুরুরবা ও তাঁহার অলৌকিক রূপমাধুরী

ও সুমধুর হাস্যবিলাসাদি দর্শন করিয়া তাহার প্রতি একান্ত অনুরাগী হইলেন। তৎপরে উভয়কেই উভয়ের প্রেমপাশে বদ্ধ হইতে হইল। কাহারও অন্যদিকে দৃষ্টিপাত অথবা অন্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্তি রহিল না। দিবারাত্রি তাঁহারা পরস্পর মুখাবলোকন পূর্ব্বক পরমসুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নরপতি তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে চারুনেত্রে! আমি তোমার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিতে বাসনা করিয়াছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার এই অভিলাষ পূর্ণ কর। এই বলিয়া তিনি লজ্জায় মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন উর্ব্বশী তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! যদি আপনি আমার নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন তাহা হইলে আমি আপনার অভিপ্রায়ে সম্মত হইতে পারি। উর্ব্বশী এইরূপ কহিলে রাজা তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়ে! তোমার নিয়ম কি তাহা প্রকাশ করিয়া বল। নরপতির এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র উর্ব্বশী কহিলেন মহারাজ! আমার পুত্ত্রভূত এই মেষদ্বয় শয়নসমীপে অবস্থান করিলে যদি কেহ কখন ইহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায় এবং যদি কখন আমি আপনারে নগ্ন দর্শন করি, তাহা হইলে সেই সময়েই আমি আপনার নিকট হইতে প্রস্থান করিব। এই বলিয়া উর্ব্বশী রাজারে নিয়মবদ্ধ

করিলেন। তৎপরে ভূপতি সেই সুরাঙ্গনার পাণি গ্রহণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে কখন অলকা-পুরীতে, কখন চৈত্ররথাদি স্থানে কখন কাননে কখন বিকসিত নলিনীদলসমন্বিত মানস সরোবরাদির তীরে ও কখন বা সরস্বতী নিকটে গমন পূর্ব্বক প্রতিদিন পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক ষষ্টি বৎসর অতীত হইল। উর্ব্বশী ও ক্রমে ক্রমে প্রগাঢ় অনুরাগবতী হইয়া সুরলোক বাসের বাসনা পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক দিবাযামিনী রাজসমাগমে পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

উর্ব্বশী মহারাজ পুরুরবার সহিত এইরূপে ধরা-মণ্ডলে অবস্থান করিলে সুরলোকে অপ্সরা ও সিদ্ধ গন্ধর্ব্বগণের প্রীতির ব্যাঘাত হইয়া উঠিল। অতঃপর একদা উর্ব্বশীর নিয়মবিদ্ বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব রাত্রিযোগে উর্ব্বশীর শয়ন-সমীপ হইতে একটি মেষ অপহরণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। মেষ অপ-হৃত হইলে আকাশপথে তাহার শব্দ উর্ব্বশীর শ্রবণ গোচর হইল। তখন তিনি করুণস্বরে হায়! অনাথার পুত্র কে অপহরণ করিল, এক্ষণে আমি কাহার শরণা-পন্ন হই, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার বিলাপ শ্রবণ করিয়াও পাছে দেবী আমারে লগ্ন দর্শন করেন এই ভয়ে গমন করিতে পারিলেন না। ঐ অবসরে অন্য গন্ধর্ব্বরাও আর একটি মেষ অপহরণ

করিয়া প্রস্থান করিল। উর্ব্বশী পুনর্ব্বার নভোমণ্ডলে মেঘের শব্দ শুনিয়া, হায়! আমি কাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, কে এই অনাথার পুত্র অপহরণ করিল, এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন নরপতি ক্রোধবশত দেবী এই তমস্মিনী যামিনীতে আমারে দেখিতে পাইবেন না এই ভাবিয়া দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক অরে দুষ্ট অরে দুষ্ট এখনি তোর্ প্রাণ সংহার করিব এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক অতি সমুজ্জ্বল বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইল। উর্ব্বশী সেই বিদ্যুতের আলোকে রাজারে দিগম্বর দর্শন করিয়া পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে তথাহইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থানমাত্রেই গন্ধর্ব্বদিগের বাসনা পূর্ণ হইল। তখন তাঁহারা সেই মেষদ্বয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরলোকে উপনীত হইলেন।

অনন্তর মহারাজ পুরুরবা সেই মেষদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক পুলকিতচিত্তে স্বীয় শয়নাগারে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তথায় উর্ব্বশীরে দেখিতে পাইলেন না। উর্ব্বশীর অদর্শনে তিনি এরূপ ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইলেন যে; কেবল বস্ত্রমাত্র পরিধান করিয়া উন্মত্তবেশে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কুরুক্ষেত্রে পদ্মসরোবরে উপস্থিত হইলে সখীত্রয়পরিবেষ্টিত উর্ব্বশী তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইলেন।

রাজা তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র উন্মত্তবেশে হে প্রিয়ে! হে জায়ে! তুমি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর ইত্যাকার বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন উর্ব্বশী তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! আপনি বিবেকবিহীন হইয়া এরূপ অনর্থক বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। এক্ষণে আমি সসত্বা হইয়াছি। আমার উদরে আপনারই কুমার অবস্থান করিতেছে, অতএব আপনি এক বৎসর অন্তে এই স্থানে আগমন করিবেন। আমি আপনার সহবাসে এক রাত্রি যাপন করিব। উর্ব্বশী এইরূপ কহিলে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন। রাজার গমনের পর উর্ব্বশী সঙ্গিনী অপ্সরাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে প্রিয়বয়স্যাগণ! আমি ঐ পরমসুন্দর পুরুষের প্রতি অনুরাগিনী হইয়া উহার সমভিব্যাহারে এতকাল যাপন করিয়াছি। তিনি এই কথা কহিবামাত্র অপ্সরাগণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয় সখি! ঐ ব্যক্তির কি মনোহর রূপ! আমাদিগেরও উহার সহিত চিরকাল বাস করিতে বাসনা হইতেছে, এই বলিয়া তাঁহারা অনুরাগ সহকারে উর্ব্বশীর সহিত কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সংবৎসর পরিপূর্ণ হইলে রাজা সেই সরোবরসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র উর্ব্বশী তাঁহারে এক পুত্র প্রদান করিয়া

তাঁহার সহিত একরাত্রি যাপন পূর্ব্বক অন্য পাঁচপুত্র উৎপাদনের নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করিলেন। গর্ভবতী হইয়া তিনি রাজারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! গন্ধর্ব্বগণ প্রীত হইয়া আপনারে বর প্রদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন আপনি ইহাঁদিগের নিকট বর গ্রহণ করুন। উর্ব্বশী এইরূপ কহিলে রাজা গন্ধর্ব্বদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে মহাশয়গণ! আমার সৈন্য সামন্ত বন্ধুবান্ধব ও ধনাগার প্রভৃতি সমুদায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আমিও ইন্দ্রিয়সামর্থ্যযুক্ত ও বিজিতশত্রু হইয়া নির্ব্বিঘ্নে কাল হরণ করিতেছি। এক্ষণে উর্ব্বশীলাভ ভিন্ন আমার অন্য কিছু প্রার্থনীয় নাই। আমার মন তাঁহার সমাগমলাভে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আপনারা আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করুন।

নরপতি এইরূপ কহিলে গন্ধর্ব্বগণ তাঁহারে একটি অগ্নিস্থালী প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ! আপনি বেদবিহিত নিয়মানুসারে এই স্থালীতে তিন ভাগে অগ্নি সংস্থাপন করিয়া উর্ব্বশীলাভের বাসনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে অভিলষিত লাভে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। গন্ধর্ব্বগণ এইরূপ কহিবামাত্র নরপতি সেই অগ্নিস্থালী গ্রহণ পূর্ব্বক অটবীর মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া বন-

মধ্যেই তাঁহার এই চিন্তা উপস্থিত হইল; হায়! আমার কি বিমূঢ়তা। আমি প্রিয়তমা উর্ব্বশীরে না আনিয়া এই অগ্নিস্থালী আনয়ন করিলাম কেন? এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি সেই অরণ্য মধ্যে অগ্নিস্থালী পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন। যথাকালে নিদ্রা তাঁহারে আশ্রয় করিল। তৎপরে তিনি নিশীথসময়ে জাগরিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্বগণ আমারে যে উর্ব্বশীলাভের উপায়স্বরূপ অগ্নিস্থালী প্রদান করিয়াছিলেন আমি তাহা বনমধ্যে কেন পরিত্যগ করিয়া আসিলাম' এক্ষণে সেই স্থালী পুনরায় আনয়ন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই বন মধ্যে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে স্থানে স্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তথায় শমীগর্ভ ও অশ্বত্থ বৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন আমি এই স্থানে অগ্নিস্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলাম কিরূপে তাহা অশ্বত্থ ও শমীগর্ভরূপে পরিণত হইল। যাহা হউক অগ্নিস্বরূপ এই সমুদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক ইহা দ্বারা অরণিকাষ্ঠ নির্ম্মাণ এবং সেই অরণিকাষ্ঠ হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হইলে সেই অগ্নির উপাসনা করা আমার কর্ত্তব্য হই-

য়াছে। এইরূপ বিবেচনার পর তিনি স্বীয় ধামে গমন পূর্ব্বক সেই অশ্বত্থ ও শমীগর্ভ দ্বারা যথানিয়মে অরণি কাষ্ঠ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গায়ত্রী জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। নিয়মিতরূপে গায়ত্রী পঠিত হইলে অরণি প্রস্তুত হইল। তখন তিনি সেই অরণি কাষ্ঠ ঘর্ষন করিয়া তাহা হইতে অগ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক সেই অগ্নি তিন ভাগে সংস্থাপন করিলেন। অগ্নিস্থাপনের পর উর্ব্বশীসমাগম-লাভের বাসনায় তৎকর্ত্তৃক বেদবিহিত হোমাদি কার্য্য সমাহিত হইল। তৎপরে তিনি সেই অনল দ্বারাই বিধি পূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গন্ধর্ব্ব-লোকে গমন পূর্ব্বক উর্ব্বশী সমভিব্যাহারে পরম সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে অগ্নি এক-মাত্র ছিল। পরে এই মন্বন্তরে ইলাগর্ভজাত মহারাজ পুরূরবা কর্ত্তৃক তাহা ত্রিধা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিষ্ণু পুরাণ

সপ্তম অধ্যায়।

বৎস! সেই মহারাজ পুরুরবা আদ্য, অমাবসু, বিশ্বাবসু, শতায়ু, শ্রুতায়ু ও অযুতায়ু নামক ছয় পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ অমাবসু হইতে ভীম, ভীম হইতে কাঞ্চন, কাঞ্চন হইতে সুহোত্র ও সুহোত্র হইতে মহাত্মা জহ্নু জন্ম গ্রহণ করেন। সেই জহ্নুর যজ্ঞপাত্রসমুদায় গঙ্গাতরঙ্গে প্লাবিত হইলে তিনি ক্রোধে লোহিতাক্ষ হইয়া সমাধিবলে আত্মাতে ভগবান্ বিষ্ণুরে সমারোপন পূর্ব্বক সমুদায় গঙ্গাজল পান করিয়াছিলেন। তরঙ্গিনী পীত হইলে দেবতা ও ঋষিগণ সেই মহাত্মা জহ্নুরে প্রীত করিয়া গঙ্গার উদ্ধার করেন। সেই অবধি ভগবতী গঙ্গাদেবী জহ্নু-

তনয়া বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। সেই জহ্নু হইতে সুজহ্নু, সুজহ্নু হইতে অজক, অজক হইতে বলাকাশ্ব ও বলাকাশ্ব হইতে মহাত্মা কুশের উদ্ভব হয়। সেই কুশ কুশাম্বু কুশনাভ, অমূর্ত্তরয়া ও অমাবসু নামে চার পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে কুশাম্বু ইন্দ্রতুল্য পুত্র লাভের নিমিত্ত অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহারে উগ্রতপা দেখিয়া পাছে অন্য ব্যক্তি আপনার ন্যায় বলবীর্য্যশালী হয় এই ভয়ে স্বয়ং তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া গাধিনামে বিখ্যাত হন। সেই মহারাজ গাধি সত্যবতী নামে এক কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন, ভৃগুকুলোদ্ভব মহর্ষি ঋচীক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

প্রথমত মহারাজ গাধি ক্রুদ্ধস্বভাব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঋচীককে কন্যাদান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া কহিয়াছিলেন বায়ুর ন্যায় বেগবান্ চন্দ্রতুল্য তেজস্বী শ্যামকর্ণ সহস্র অশ্ব কন্যার পণ নিরূপণ করিয়াছি। যদি আপনি ঐ সমুদায় অশ্ব প্রদান করিতে পারেন তাহা হইলে আমি আপনারে কন্যাদান করিব। মহারাজ গাধি এইরূপ কহিলে মহর্ষি ঋচীক বরুণের নিকট হইতে ঐ রূপ সহস্র অশ্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহারে প্রদান করিলেন। অশ্ব প্রদানের পর মহারাজ গাধি তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন।

এই রূপে তাঁহাদিগের পরিণয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইল। তৎপরে মহর্ষি ঋচীক পুত্রার্থী হইয়া স্বীয় ভার্য্যার নিমিত্ত চরু প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সত্যবতী তাঁহারে প্রীত করিয়া কহিলেন নাথ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার জননীর নিমিত্ত ও উপযুক্ত চরু প্রস্তুত করুন। সত্যবতী এইরূপ কহিলে মহাত্মা ঋচীক তাঁহার মাতার বীর পুত্র লাভার্থ অন্য চরু প্রস্তুত করিলেন। চরু প্রস্তুত হইলে তিনি স্বীয় ভার্য্যা ও শ্বশ্রুর ভিন্ন ভিন্ন চরু নির্দ্দিষ্ট-রূপে প্রদান পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

মুনিবর প্রস্থান করিলে সত্যবতীর জননী চরু ভোজনকালে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎসে! সমুদায় লোকেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র লাভের অভিলাষ করে, এই নিমিত্ত বোধহয় মহর্ষি তোমার নিমিত্ত যে চরু প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা আমার চরু অপেক্ষা অবশ্যই উৎকৃষ্ট হইবে। যাহা হউক তুমি আমার কন্যা। যে কন্যা ভ্রাতৃগণের পক্ষপাতিনী না হয় তাহারে গর্ভে ধারণ করা বিড়ম্বনামাত্র। অত-এব তুমি স্বীয় চরু আমারে প্রদান করিয়া আমার চরু স্বয়ং ভোজন কর। আমার গর্ভজাত পুত্রের প্রতি অখিল ভূমণ্ডলের প্রতিপালনভার অর্পিত হইবে বলিয়াই আমি এইরূপ কহিতেছি। ব্রাহ্মণ-পুত্র বলবীর্য্যশালী ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইবার আবশ্যক

নাই। জননী এইরূপ কহিলে সত্যবতী স্বীয় চরু জননীরে ভোজন করাইয়া স্বয়ং তাঁহার চরু ভোজন করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি ঋচীক বন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় ভার্য্যারে দর্শন পূর্ব্বক কহিলেন পাপীয়সি! একি? যখন তোমার শরীরে ভীষণ লাবণ্য দৃষ্ট হইতেছে তখন তুমি নিশ্চয়ই তোমার মাতার চরু ভোজন করিয়া গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। আমি তোমার জননীর চরুতে অসীম শৌর্য্য-বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য এবং তোমার চরুতে অখিল শান্তি-জ্ঞানতিতিক্ষাদি ব্রাহ্মণগুণসম্পদ্ আরোপিত করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমাহইতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। যেমন তুমি এইরূপ কুকর্ম্ম করিয়াছ সেই রূপ তোমার গর্ভে রৌদ্রাস্ত্রধারণক্ষম ক্ষত্রিয়াচার-সম্পন্ন মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র এবং তোমার জননীর গর্ভে ব্রাহ্মণাচারসম্পন্ন শমগুণাবলম্বী পুত্র সমুৎপন্ন হইবে।

মহর্ষি এইরূপ কহিলে সত্যবতী তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! আমি অজ্ঞানবশত এই কুকর্ম্ম করিয়াছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমারে এই বর প্রদান করুন যেনআমার গর্ভে ক্ষত্রিয় সন্তান সমুৎপন্ন না হয়। সত্য-বতী এইরূপ অনুনয় করিলে মুনিবর তাহাই হইবে

বলিয়া স্বীকার করিলেন। তৎপরে সত্যবতীর গর্ভ হইতে জমদগ্নি এবং তাঁহার জননীর গর্ভ হইতে মহাত্মা বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়। সেই সত্যবতী কৌশিকী নদী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। মহাত্মা জমদগ্নি ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব মহারাজ রেণুর কন্যা রেণুকার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে ভগবান্ নারায়ণের অংশসম্ভূত অশেষক্ষত্রনিহন্তা পরশুরামকে উৎপাদন করেন। দেবগণ মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে ভৃগুকুলোদ্ভব শুনঃশেফকে প্রদান করিলে তিনি তাঁহারে পুত্ররূপে কল্পনা করেন। ঐ পুত্র দেবদত্ত বলিয়া দেবরাত নামে বিখ্যাত হন। তদ্ভিন্ন বিশ্বামিত্রের মধুচ্ছন্দ, জয়কৃৎ দেবাষ্টক কচ্ছপ ও হারীত প্রভৃতি বহু পুত্র সমুৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং পরেও সেই কৌশিকগোত্রে অসংখ্য ভূপতি জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিবেন সন্দেহ নাই।

বিষ্ণুপুরাণ

অষ্টম অধ্যায়।

বৎস! মহারাজ পুরুরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র আদ্য ভূপতি বাহুর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ, রজি ও অনেনা এই পাঁচ পুত্র উৎপাদন করেন। সেই পুত্রগণের মধ্যে মহাত্মা ক্ষত্রবৃদ্ধ হইতে সুনহোত্রের জন্ম হয়। সেই সুন-হোত্র হইতে কাশ্য, লস্য ও গৃৎসমদ নামে তিন পুত্র উদ্ভূত হইয়াছিল। ঐ পুত্রত্রয়ের মধ্যে গৃৎসমদ হইতে চাতুর্ব্বর্ণপ্রবর্ত্তয়িতা মহাত্মা শৌনক এবং কাশ্য হইতে কাশীরাজ জন্মগ্রহণ করেন। সেই কাশীরাজের পুত্রের নাম দীর্ঘতমা। তিনি মহাত্মা ধন্বন্তরিরে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন।

বৎস! পূর্ব্ব জন্মে মহাত্মা ধন্বন্তরি কার্য্যকারণাভিজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন হইলে ভগবান্ নারায়ণ তাঁহারে এইবর প্রদান করিয়াছিলেন বৎস! তুমি কাশীরাজগোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে আট্-ভাগে বিভক্ত করিবে এবং যজ্ঞেও তোমার অংশ বিদ্যমান থাকিবে। এইরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি কাশীরাজগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে তাঁহা হইতে কেতুমান, কেতুমান হইতে ভীমরথ, ভীমরথ হইতে দিবোদাস ও দিবোদাস হইতে মহাবীর প্রতর্দ্দনের উদ্ভব হয়। সেই প্রদর্দ্দন ভদ্রাশ্ব-বংশের উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। অসংখ্য শত্রু তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি শত্রুজিৎ নামে বিখ্যাত হন। তাঁহার পুত্রের নাম বৎস! তিনি বাল্যকালে পিতা কর্ত্তৃক বৎস বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন বলিয়া বৎস, সত্যব্রত ছিলেন বলিয়া ঋতধ্বজ ও কুবলয় নামক অশ্ব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কুবলয়াশ্ব নামে খ্যাতি লাভ করেন। সেই বৎস হইতে মহারাজ অনর্কের জন্ম হয়। তাঁহার বিষয়ে অদ্যাপি এই কথা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে যে মহারাজ অনর্ক ষট্ষষ্টিবর্ষ যেরূপ রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন কোন রাজা সেরূপ রাজত্ব করিতে পারেন নাই। সেই রাজেশ্বর অনর্ক হইতে সন্নতি, সন্নতি হইতে সুনীথ, সুনীথ হইতে সুকেতু, সুকেতু হইতে

সত্যকেতু, সত্যকেতু হইতে বিভু, বিভু হইতে সুবিভু, সুবিভু হইতে সুকুমার, সুকুমার হইতে ধৃষ্ট-কেতু, ধৃষ্টকেতু হইতে বৈনতহোত্র, বৈনতহোত্র হইতে ভর্গ ও ভর্গ হইতে ভার্গভূমি জন্মগ্রহণ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে রাজ্য ভোগ করিয়া গিয়াছেন। এই আমি কাশ্যবংশীয় ভূপালগণের পর্য্যায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে মহাত্মা রজির সন্তা-নগণের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

বিষ্ণু পুরাণ

নবম অধ্যায়।

বৎস! মহারাজ রজি অতুল বলবীর্য্যসম্পন্ন পঞ্চশত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যখন দেবাসুরগণের সংগ্রাম আরম্ভ হয় তখন পরস্পর বধপ্সু দেবতা ও অসুরগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহারে জিজ্ঞাসা করেন ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে কোন্ পক্ষের জয় লাভ হইবে। আপনি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন। দেবতা ও অসুরগণ এইরূপ কহিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে দেবাসুরগণ! যে পক্ষে মহারাজ রজি গৃহীতশস্ত্র হইয়া যুদ্ধ করিবেন সেই পক্ষেরই জয় লাভ হইবে। ভগবান্ ব্রহ্মার মুখ

হইতে এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র অসুরগণ রজির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট আপনাদিগের সাহায্য দানের প্রার্থনা করিলেন। তখন মহারাজ রজি তাঁহাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া কহিলেন হে অসুরগণ! যদি তোমরা আমারে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিতে স্বীকার কর তাহাহইলে আমি তোমাদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারি। রজির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অসুর-গণ কহিল হে নরনাথ! আমরা কখনই মিথ্যা কহিব না। প্রহ্লাদ ত্রিলোকের অধীশ্বর হইবেন। তাঁহার নিমিত্তই আমরা এই সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছি। এই বলিয়া তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং নর-পতি রজি ও তাহাদিগের বাক্যে কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না।

অনন্তর দেবগণ মহীপাল রজির নিকট উপনীত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ! আপনি আমাদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন। আমরা আপনারে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিব। দেবগণ এইরূপ কহিলে মহারাজ রজি দেবসৈন্য সহায় করিয়া অসংখ্য মহাস্ত্র দ্বারা অসুরগণকে নিসূদিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে যখন তাহার সম্পূর্ণ জয় লাভ হইল তখন দেব-রাজ ইন্দ্র তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ! আপনি আমা-দিগকে এই ভীষণ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া আমা-

দিগের পিতৃস্থানীয় হইয়াছেন। আমি আপনার পুত্র হইয়া এই ত্রিলোকের আধিপত্য করিতেছি। এক্ষণে আপনার যাহা উচিত হয় করুন। ইন্দ্র এইরূপ কহিলে মহারাজ রজি ঈষৎহাস্য করিয়া তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে দেবেন্দ্র! বরং শত্রুপক্ষ পরিত্যাগ করা যায় তথাপি বিবিধ চাটুবচনপরিপূরিত প্রণতি অতিক্রম করা যায় না। এই বলিয়া তিনি স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিলেন এবং দেবরাজ ও নির্ব্বিঘ্নে ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ রজি স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার পুত্রগণ দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পিতার পুত্রভূত ইন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সে প্রার্থনা বিফল হইয়া গেল। তৎপরে তাঁহারা বাহুবলে ইন্দ্রকে জয় করিয়া আপনারাই ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদা অধিকারচ্যুত দেবরাজ একান্তে বৃহস্পতিরে দর্শন করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে গুরো! আপনি আমার তেজ বৃদ্ধির নিমিত্ত হুতাশনে অন্তত বদরী ফলপরিমিত ঘৃত প্রদান করুন। ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃহস্পতি কহিলেন হে দেবরাজ! তুমি পূর্ব্বে কেন এরূপ অভিপ্রায় আমার নিকট প্রকাশ কর নাই। তোমার নিমিত্ত আমার অকর্ত্তব্য কি আছে? আমি

অল্প দিনের মধ্যেই তোমারে স্বীয় পদে স্থাপন করিতে পারিতাম। এই বলিয়া তিনি প্রতিদিন সেই দুর্দ্দান্ত রাজপুত্রগণের বুদ্ধিমোহ ও ইন্দ্রের তেজ বৃদ্ধির নিমিত্ত হোম করিতে লাগিলেন। তাঁহার হোমপ্রভাবে সেই রাজপুত্রগণ মোহাক্রান্ত ব্রহ্মদ্বেষ্টা ধর্ম্মত্যাগী ও বেদবাদপরাঙ্মুখ হইল। এইরূপে তাহারা ধর্ম্মাচারপরিভ্রষ্ট হইলে দেবরাজ পরম তেজস্বী হইয়া অনায়াসে তাহাদিগর প্রাণ সংহার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বীয় আধিপত্য লাভ করত পরম সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। এই যে আমি তোমার নিকট ইন্দ্রের স্বপদ হইতে চ্যবন ও পুনর্ব্বার স্বপদে আরোহণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করেন তাঁহারে কখনই স্বপদভ্রষ্ট ও দৌরাত্ম্যগ্রস্ত হইতে হয় না। তুমি এই যে রজির সন্তানগণের বিষয় শ্রবণ করিলে, সেই মহারাজ রজির ভ্রাতা রম্ভ অপনত্য ছিলেন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্রের নাম প্রতিক্ষত্র। সেই প্রতি ক্ষত্র হইতে সঞ্জয়, সঞ্জয় হইতে জয়, জয় হইতে বিজয়, বিজয় হইতে কৃত, কৃতহইতে হর্ষবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধন হইতে সহদেব, সহদেব হইতে অহীন, অহীন হইতে জয়সেন,জয়সেন হইতে সঙ্কৃতি ও সঙ্কৃতি হইতে ক্ষত্রধর্ম্মার উদ্ভব হইয়াছিল। এই আমি তোমার নিকট ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশ কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর মহারাজ নহুষের বংশ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

বিষ্ণুপুরাণ

দশম অধ্যায়।

বৎস! মহারাজ নহুষ যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, বিয়তি ও কৃতি নামে মহাবলপরাক্রান্ত ছয় পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ পুত্রগণের মধ্যে যতি রাজ্য ইচ্ছা না করাতে যযাতির রাজ্য লাভ হয়। তিনি রাজা হইয়া শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী ও বার্ষপর্ব্বণী শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁহার ঔরসে ও দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু অনু ও পুরুর জন্ম হয়। সেই মহারাজ যযাতি শুক্রাচার্য্যের শাপে অকালেই জরাগ্রস্থ হইয়াছিলেন। তৎপরে শুক্রাচার্য্য জরাক্রান্ত ভূপালের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে অন্যকে

জরাসংক্রমণের ক্ষমতা প্রদান করেন। ভূপতি ঐ রূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! আমি তোমার মাতামহের অভিশাপে অকালেই জরাগ্রস্ত হইয়াছি, কিন্তু তিনি আবার প্রসন্ন হইয়া আমারে এই জরা অন্যকে অর্পণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। বিষয় ভোগে আমার তৃপ্তিলাভ হয় নাই। এক্ষণে আমি সহস্র বৎসরের নিমিত্ত স্বীয় জরা তোমারে প্রদান করিয়া তোমার যৌবন দ্বারা বিষয় ভোগ করিতে বাসনা করিয়াছি, অতএব তুমি প্রসন্নমনে আমার এই বাসনা পূর্ণ কর। ইহার অন্যথা করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

মহারাজ যযাতি এইরূপ বিস্তর অনুনয় করিলেন, কিন্তু যদু কোনরূপেই তাঁহার জরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন তিনি তাঁহারে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যেমন তুমি আমার জরা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে সেইরূপ তোমার সন্তানগণ কখনই রাজ্যার্হ হইবে না। এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে তুর্ব্বসু দ্রুহ্যু ও অনুরে স্বীয় জরা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকার করিলেন না। তখন তিনি তাহাদিগকে ঐরূপ শাপ প্রদান করিয়া শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র পুরুরে স্বীয়

অভিপ্রায় জানাইলেন। পুরু পিতার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া পরম সমাদরে তাঁহার জরা গ্রহণ পুর্ব্বক তাঁহারে স্বীয় যৌবন সমর্পণ করিলেন। তখন মহারাজ যযাতি পুরুর যৌবন প্রাপ্ত হইয়া উৎসাহসহকারে যথোপযুক্ত বিষয় ভোগ করত সুচারুরূপে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে প্রতিদিনই এই মনোরথের আবির্ভাব হইতে লাগিল যে বিশ্বাচী অপ্সরারে উপভোগ করিলেই আমার কামনার শেষ হইবে সন্দেহ নাই।

মহারাজ যযাতি এইরূপ স্থির করিয়া বিশ্বাচীর সহবাসে যত কাল হরণ করিতে লাগিলেন ততই দিন দিন তাঁহার কামনার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তৎপরে তিনি বিষয়বিরক্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন উপভোগ দ্বারা কখনই কামনার শান্তি হয় না। যেমন ঘৃত সংযোগে অনল বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ উপভোগ সহযোগে কামনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই পৃথিবীতে ব্রীহি জব সুবর্ণ পশু ও স্ত্রী প্রভৃতি যে যে বস্তু বিদ্যমান আছে, কেহই সেই সমুদায় পদার্থ দ্বারা পর্য্যাপ্তপরিমাণে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। অতএব ঐ সমুদায় এক বারেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যখন যে ব্যক্তি কাহারও প্রতি পাপাচরণ না করিয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন, তখন তাঁহারই সমুদায় দিক্ সুখময় জ্ঞান হইয়া থাকে। হায়! তৃষ্ণা কি ভয়ানক পদার্থ? দুর্ম্মতি-

দিগের উহা পরিত্যাগ করা অতিশয় সুকঠিন। দেহ জীর্ণ হইলেও উহা জীর্ণ হয় না। অতএব যে ব্যক্তি ঐ তৃষ্ণারে পরিত্যাগ করিতে পারেন তাঁহারেই যথার্থ সুখী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জরাগ্রস্ত হইলে কেশ ও দন্ত সমুদায় জীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু ধনাশা ও জীবিতাশা কোন কালেই জীর্ণ হয় না। আমি এই বিষয়াসক্ত হইয়া সহস্র বৎসর যাপন করিলাম, তথাপি আমার তৃষ্ণার শান্তি হইল না। অতএব এক্ষণে এই তৃষ্ণারে পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক নির্ম্মলান্তঃকরণে অরণ্যে মৃগের সহিত বিচরণ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

মহারাজ যযাতি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর নিকট হইতে স্বীয় জরা গ্রহণ এবং তাঁহারে তদীয় যৌবন প্রদান পূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তৎপরে তুর্ব্বসুর প্রতি দক্ষিণ পূর্ব্বদিক্ দ্রুহ্যুর প্রতি পশ্চিম দিক্ যদুরপ্রতি দক্ষিণাপথ ও অনুরপ্রতি উত্তরদিকের শাসন ভার সমর্পিত হইল। এইরূপ বন্দোবস্তের পর তিনি পুরুরে সমুদায় পৃথিবীর সিংহাসন প্রদান করিয়া স্বয়ং তপস্যা করিবার নিমিত্ত অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

বিষ্ণু পুরাণ

একাদশ অধ্যায়।

বৎস! অতঃপর মহারাজ যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। অশেষলোকনিবাসী মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস' গুহ্যক, কিংপুরুষ, অপ্সরা উরগ, দৈত্য, দানব, রুদ্র, দেব, আদিত্য বসু, মরুত, দেবর্ষি মুমুক্ষু, ও ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থী ভূতগণ নিরন্তর যাঁহারে স্তব করিয়া থাকেন, সেই অপরিচ্ছেদ্যমহাত্ম্য অনাদিনিধন ভগবান্ বিষ্ণু এই বংশে অংশক্রমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই বংশের বিবরণ শ্রবণ করিলে মনুষ্যের সমুদায় পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। মহাত্মা যদু সহস্রজিৎ ক্রোষ্টু, নল ও রঘু নামে চার পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে সহস্র-

জিৎ হইতে শতজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। সেই শতজিতের হৈহয় রেণু ও হয় নামক তিন পুত্র সমুৎপন্ন হয়। তাহাদিগের মধ্যে হৈহয়ের পুত্রের নাম ধর্ম্মনেত্র। সেই ধর্ম্মনেত্র হইতে কুন্তি, কুন্তি হইতে সাহঞ্জি, সাহঞ্জি হইতে মহিস্মান্, মহিস্মান্ হইতে ভদ্রশ্রেণ্য, ভদ্রশ্রেণ্য হইতে দুর্গম ও দুর্গম হইতে মহাত্মা বলক জন্মগ্রহণ করেন। সেই বলক হইতে কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি কৃতধর্ম্ম ও কৃতৌজার জন্ম হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে মহাত্মা কৃতবীর্য্য সপ্তদ্বীপাধিপতি মহারাজ অর্জ্জুনকে উৎপাদন করেন।

বৎস! সেই কার্ত্তবীর্য্য মহারাজ অর্জ্জুন ভগবদংশপ্রসুত মহাত্মা দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়া তাঁহার বরে সহস্রবাহু লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী জয় ও রাজ্যপালন করিয়াছিলেন। অরাতি-মণ্ডলের মধ্যে কেহ কখন তাঁহারে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহারই ভুজবলে এই সসাগরা সদ্বীপধরিত্রী প্রতিপালিত হয়। তিনি দশ সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার নামে এই কথা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে যে কখন কোন ভুপতি যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বিনয় ও জ্ঞানবিষয়ে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের তুল্য হইতে পারিবেন না। তাহার রাজ্যাধিকার কালে কোন পদার্থ কখন নষ্ট হয় নাই। তিনি পঞ্চাশীতিসহস্রবর্ষ অতুলশ্রীসম্পন্ন ও মহাবল

পরাক্রান্ত থাকিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। তিনি দিগ্বিজয় উপলক্ষে মাহিষ্মতী তীরে গমন করিয়া পরে ক্রীড়ানিপানের ন্যায় অবগাহনাদি দ্বারা নর্ম্মদানদীর জল বিলোড়িত করেন, তৎপরে তিনি অনায়াসে দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণের মাতঙ্গদিগকে পশুর ন্যায় বদ্ধ করিয়া স্বীয় নগরের একদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি দ্বিতীয় নাই। তিনি পঞ্চসহস্র বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া পরিশেষে স্বীয় রাজ্য ভগবদংশ সম্ভূত মহাত্মা পরশুরামকে প্রদান করিয়াছিলেন।

বৎস! সেই মহারাজ অর্জ্জুন একশত পুত্র উৎপাদন করেন, সেই পুত্রগণের মধ্যে সুর, সুরসেন, বৃষল, মধুধ্বজ ও জয়ধ্বজ এই পাঁচ জনই প্রধানরূপে পরিগণিত হন। ঐ জয়ধ্বজ হইতে তালজঙ্ঘের জন্ম হয়। সেই তালজঙ্ঘ স্বীয় নামে বিখ্যাত এক পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ শত পুত্রের মধ্যে বীতিহোত্র ও ভরত প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। সেই ভরত হইতে বৃষ ও বৃষ হইতে মধু নামক পুত্রের উদ্ভব হয়। সেই মধু বৃষ্ণিপ্রমুখ একশত পুত্র উৎপাদন করেন। এই বংশে যদু মধু ও বৃষ্ণি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই বংশীয় ব্যক্তিরা যাদব মাধব ও বৃষ্ণি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণ

দ্বাদশ অধ্যায়

বৎস ! মহাত্মা যদুর পুত্র ক্রোষ্টু বৃজিনীবান্ নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই বৃজিনীবান্ হইতে শ্বাহি, শ্বাহি হইতে রুষদ্গু, রুষদ্গু হইতে চিত্ররথ ও চিত্ররথ হইতে চতুর্দ্দশ মহারত্নচক্রবর্ত্তী মহারাজ শশবিন্দু জন্মগ্রহণ করেন। সেই শশবিন্দুর লক্ষ মহিষী ছিল। তিনি সেই লক্ষ মহিষীর গর্ভে দশ লক্ষ পত্র উৎপাদন করেন। তাহাদিগের মধ্যে পৃথুযশা পৃথুকর্ম্মা পৃথুঞ্জয়, পৃথুকীর্ত্তি পৃথুদাতা ও পৃথুশ্রবা এই ছয় পত্রই প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। ঐ ছয় পুত্রের মধ্যে পৃথুশ্রবা হইতে তম

ও তম হইতে মহাত্মা উশনার উদ্ভব হয়। সেই উশনা শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শিতেমু। সেই শিতেমু হইতে রুক্মকবচ, রুক্মকবচ হইতে পরাবৃৎ ও পরাবৃৎ হইতে রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি নামক পাঁচ পুত্র সমুৎপন্ন হয়। ঐ পাঁচ পুত্রের মধ্যে মহারাজ জ্যামঘের নামে অদ্যাপি এই কথা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে যে, যে সমুদায় স্ত্রীবশীভূত ব্যক্তি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন অথবা ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিবেন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই মহারাজ শৈব্যাপতি জ্যামঘের তুল্য হইতে পারিবেন না।

বৎস! ঐ মহারাজ জ্যামঘের শৈব্যা নামে এক বন্ধ্যা মহিষী ছিল। রাজা অপত্যকাম হইয়া তাঁহার ভয়ে অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। একদা তিনি অরিচক্রের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ নিপীড়িত হয়। তৎপরে সেই অরিচক্র তাঁহার নিকট পরাভূত হইয়া প্রাণভয়ে পুত্র কলত্র বন্ধু বান্ধব সৈন্য ধনাগার ও স্বীয় অধিকার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাস্থানে পলায়ন করিলেন। বিপক্ষ ভূপতি পলায়ন করিলে তাঁহার পরম রূপবতী কুমারী ভয় বিলোলিতলোচনে হা তাত! হা ভ্রাত। কোথায় রহিলে এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগি-

লেন। তখন ঐ কন্যারত্ন মহারাজ জ্যামঘের নয়ন-পথে নিপতিত হইল। রাজা তাঁহার অলৌকিক রূপমাধুরী দর্শন করিবামাত্র বিমোহিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন আমার ভার্য্যা বন্ধ্যা, এতকাল আমি অপত্য লাভে বঞ্চিত রহিয়াছি। বোধ হয় আজি বিধাতা অনুকূল হইয়া এই অপূর্ব্ব কন্যারত্ন আমার নিকট আনিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে ইহারে লইয়া রাজধানীতে গমন করা আমার কর্ত্তব্য হইয়াছে। পরে আমি দেবী শৈব্যার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ইহার পাণিগ্রহণ করিব সন্দেহ নাই।

ভূপতি মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই রাজকন্যারে রথে আরোপণ পূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীতে সমুপস্থিত হইলেন। রাজা জয় লাভ করিয়া নগরে আগমন করিলে রাজ্ঞী পুরবাসী অমাত্য ও ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহারে দর্শন করিবার নিমিত্ত পুর-দ্বারে আগমন পূর্ব্বক দেখিলেন রাজার সব্য পার্শ্বে এক পরম সুন্দরী কামিনী অবস্থান করিতেছে। এই ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র ক্রোধে তাঁহার অধরপল্লব বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। তখন তিনি রাজারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! আপনার রথোপরি যে চপলচিত্ত রমণী অবস্থান করিতেছে ও কে? রাজ্ঞী ক্রোধকষায়িত-লোচনে এইরূপ কহিলে রাজা নিতান্ত ভীত হইয়া কহিলেন প্রিয়ে! এটি

আমার পুত্রবধূ। তুমি অন্য প্রকার সন্দেহ করিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইওনা।

নরপতি এইরূপ কহিলে রাজ্ঞী তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! আমার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হয় নাই এবং আপনার যে অন্য কোন মহিষী আছে তাহাও নহে, অতএব উহার সহিত আপনার স্নুষাসম্বন্ধ কিরূপে সংঘটিত হইল? রাজমহিষী ঈর্ষ্যাকোপসমন্বিত হইয়া এইরূপ কহিলে রাজা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন প্রিয়তমে! তোমার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে আমি এই কন্যারে তাহারই ভার্য্যারূপে নিরূপিত করিয়াছি। ভূপতি এইরূপ কহিলে রাজ্ঞী অদ্ভুতস্বরে মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তৎপরে রাজা পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহবাসে পরম সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অল্পদিনের মধ্যেই সৌভাগ্য ক্রমে সেই অধিকবয়স্কা রাজমহিষী শৈব্যার গর্ভ সঞ্চার হইল। তৎপরে তিনি যথা সময়ে এক সুকুমার প্রসব করিলেন। রাজা সেই পুত্রকে বিদর্ভ নাম প্রদান করিয়া নিয়মিত সময়ে সেই রাজকন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। তৎপরে সেই বিদর্ভ হইতে ক্রথ ও কৌশিক নামে দুই পুত্র সমুৎপন্ন হয়। কিয়দ্দিন

পরে তিনি পুনর্ব্বার রোমপাদ নামে আর একটী পুত্র উৎপাদন করেন। সেই রোমপাদ হইতে বভ্রু, বভ্রু হইতে ধৃতি, ধৃতি হইতে কৌশিক ও কৌশিক হইতে চেদি জন্মগ্রহণ করেন। সেই চেদি হইতে চৈদ্য নামক ভূপালগণের উদ্ভব হইয়াছে। মহাত্মা ক্রথের পুত্রের নাম কুন্তি। সেই কুন্তি হইতে বৃষ্ণি, বৃষ্ণি হইতে নির্ব্বৃতি, নির্ব্বৃতি হইতে দশার্হ, দশার্হ হইতে ব্যোম, ব্যোম হইতে জীমূত, জীমূত হইতে বিকৃতি বিকৃতি হইতে পুরুহোত্র, পরুহোত্র হইতে অংশু ও অংশু হইতে সত্বত জন্মগ্রহণ করেন। সেই সত্বত হইতে সাত্বতগণের জন্ম হইয়াছে। এই আমি মহারাজ জ্যামঘের বংশবিস্তার তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া ইহা শ্রবণ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন সন্দেহ নাই।

পুরাণ রত্নাকর

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত।

বিষ্ণুপুরাণ

নবম খণ্ড

শ্রীরামসেবক বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত

রাজপুর

পুরাণ রত্নাকর কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৭৯০।

Printed by B.C. Byasek At the Sangbáda Jnánaratnákara Press.

No. 32. Nimtollah Ghaut Street.

বিষ্ণুপুরাণ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বৎস। মহাত্মা সত্বত ভজিন ভজমান দিব্যান্ধক দেবাবৃধ মহাভোজ ও বৃষ্ণি নামক ছয় পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ পুত্রগণের মধ্যে ভজমানের একস্ত্রীর গর্ভে নিমি রুকন ও বৃষ্ণি এবং অন্য স্ত্রীর গর্ভে শতাজিৎ সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ নামক পুত্র সমুৎপন্ন হয়। দেবাবৃধের পুত্রের নাম বভ্রু। সেই মহাত্মা দেবাবৃধ ও বভ্রুর নামে অদ্যাপি এইকথা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে মহাত্মা দেবাবৃধ দেবতুল্য ও বভ্রু সর্ব্বলোকের শ্রেষ্ঠ। এই বাক্য যে কেবল দূর হইতে শ্রুতিগোচর হইত এরূপ নহে, যাঁহারা তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইতেন তাঁহারা ঐ বাক্যের যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে পারিতেন। আরও ইহা বিখ্যাত আছে যে তাঁহারা অশীতি-সহস্র পুরুষের সহিত মোক্ষলাভ করিয়াছেন।

মহাভোজ অতি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার বংশে ভোজ মার্ত্তিক ও আরত জন্ম গ্রহণ করেন। বৃষ্ণি হইতে স্বমিত্র ও স্বঙ্গাজিৎ নামক দুই পুত্র সমুৎপন্ন হয়। সেই স্বঙ্গাজিৎ অনুমিত্র ও শিনী নামক দুই পুত্র উৎপাদন করেন। সেই অনুমিত্র হইতে মহাত্মা নিঘ্নের জন্ম হয়। সেই নিঘ্ন প্রসেন ও সত্রাজিত নামক দুই পুত্র লাভ করেন। সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে মহাত্মা সত্রাজিত ভগবান্ সূর্য্যের সহিত মিত্রভাব লাভ করিয়াছিলেন।

একদা মহারাজ সত্রাজিত সাগরকূলে সমুপস্থিত হইয়া তদ্গতান্তঃকরণে ভগবান্ বাসরমণির স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ভাস্কর তৎকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া অস্পষ্ট রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার ঐ অস্পষ্ট মূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্র সত্রাজিত তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্! আমি অন্যান্য দিন নভোমণ্ডলে আপনার যে প্রকার বহ্নিপিণ্ডময় অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়াছি, আজি আপনার নিকটস্থ থাকিয়াও সেইরূপদর্শনে বঞ্চিত হইলাম! আজি আমার প্রতি আপনার কিছুমাত্র প্রসাদচিহ্ন লক্ষিত হইতেছেনা। মহাত্মা সত্রাজিত এইরূপ কাতরভাব প্রদর্শন করিলে ভগবান্ সূর্য্য স্বীয় কণ্ঠ হইতে শ্যমন্তক নামক মহামণি উন্মোচন করিয়া

একদেশে সংস্থাপন করিলেন। মণি ঐভাবে স্থাপিত হইবামাত্র তাঁহার পূর্ব্ববৎ তাম্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল ঈষৎপিঙ্গলনয়নসম্পন্ন দিব্য রূপ প্রকাশিত হইল। তখন সত্রাজিত তাঁহার ঐরূপ নিরীক্ষণ করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে ভগবান্ সূর্য্য তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে মহাত্মন্! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। দিবাকর এইরূপ কহিলে সত্রাজিত তাঁহার নিকট সেই মণি প্রার্থনা করিলেন। তখন ভগবান্ আদিত্য তাঁহারে সেই মণি প্রদান করিয়া স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক যথাস্থানে যাত্রা করিলেন এবং সত্রাজিতও সেই মণি কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় তেজোরাশি দ্বারা দিক্ সমুদায় আলোকময় করত দ্বারকাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি দ্বারকায় প্রবিষ্ট হইলে দ্বারকাবাসী লোকসমুদায় তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র ভূভারহরণাবতীর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান্ বাসুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে প্রভো! ঐ দেখুন, ভগবান্ আদিত্য আপনারে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন। তাঁহারা এইরূপ কহিলে মহাত্মা কেশব হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন

হে দ্বারকাবাসিগণ! তোমরা যাঁহারে দর্শন করিতেছ তিনি আদিত্য নহেন। সত্রাজিত সূর্য্যপ্রদত্ত শ্যমন্তক নামক মণি ধারণ করিয়া আগমন করিতেছেন। বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলেই তোমাদিগের ইহা অনুভূত হইবে। বাসুদেব এইরূপ কহিলে তাহারা যথাস্থানে প্রস্থান করিল এবং সত্রাজিতও সেই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় নিবেশনে আগমন করিলেন। অতঃপর প্রতিদিন সেই মণিরত্ন হইতে আট্ ভার করিয়া সুবর্ণ নিঃসৃত হইতে লাগিল। ঐ মণির এরূপ আশ্চর্য্য প্রভাব যে যে রাজ্যে উহা বিদ্যমান থাকে সেই রাজ্য কখনই উপসর্গ অনাবৃষ্টি হিংস্র জন্তু অনল ও দুর্ভিক্ষাদি দ্বারা সমাক্রান্ত হয়না।

ভগবান্ বাসুদেব ঐ মণির প্রভাব পরিজ্ঞাত ছিলেন এই নিমিত্ত উহা মহারাজ উগ্রসেনের যোগ্য বিবেচনা করিয়া তাহার লাভার্থ বাসনা করিলেন, কিন্তু সমর্থ হইয়াও গোত্রভেদভয়ে তাহা হরণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর সত্রাজিতও কৃষ্ণ ঐ মণিরত্ন প্রার্থনা করিলেন বুঝিতে পারিয়া তাহা স্বীয় ভ্রাতাপ্রসেনকে প্রদান করিলেন। ঐ মণিরত্নের গুণ এইযে যেব্যক্তি পবিত্র হইয়া উহা ধারণ করেন তিনি উহাহইতে অশেষ সুবর্ণাদি প্রাপ্তহন, কিন্তু যিনি পবিত্র না হইয়া ধারণ করেন ঐ মণিই

তাহার বিনাশের কারণ হইয়া উঠে। প্রসেন জেষ্ঠ ভ্রাতা সত্রাজিতের নিকট ঐ শ্যমন্তকমণি লাভ করিয়া স্বীয় গলদেশে ধারণ পূর্ব্বক মৃগয়ার্থ অশ্বা-রোহণে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। বনমধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র এক সিংহ অশ্বের সহিত তাঁহারে নিপা-তিত করিয়া সেই মণিরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক গমনোদ্যত হইল। ঐ সময়ে ঋক্ষাধিপতি জাম্বুবান্ ঘটনাক্রমে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া সিংহের প্রাণসংহার ও সেই মণিরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় বিলে প্রবেশ করিল এবং ক্রমে ক্রমে সে স্বীয় আলয়ে উপনীত হইয়া সেই মণিরত্ন সুকুমারক নামক স্বীয় কুমারের ক্রীড়নক বস্তু করিয়া দিল।

এদিকে প্রসেন বন হইতে প্রত্যাগত না হইলে যাদবগণ সকলেই গুপ্তভাবে পরস্পর কহিতে লাগিল। কৃষ্ণ মণিরত্ন গ্রহণের বাসনা করিয়াছি-লেন কিন্তু, তিনি তাহা প্রাপ্ত হন নাই। অতএব তাঁহাহইতেই এই গর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনিই প্রসেনকে বিনষ্ট করিয়া মণিরত্ন গ্রহণ করিয়াছেন। যাদবগণ পরস্পর এইরূপ কহিতে আরম্ভ করিলে মহাত্মা বাসুদেব সেই লোকাপবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া যদুসৈন্য সমভিব্যাহারে প্রসেনের অন্বেষণে চলিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই অশ্বপদ-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে করিতে দেখিতে পাই-

লেন। প্রসেন সিংহকর্ত্তৃক অশ্বসমবেত নিহত হইয়াছে। অতঃপর তিনি সিংহের পদচিহ্ন দর্শন করিয়া তদনুসারে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই দৃষ্টিগোচর হইল সেই সিংহও ঋক্ষ কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছে। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া তিনি রত্নলাভার্থ পুনর্ব্বার সেই ঋক্ষের পদ-চিহ্ন লক্ষ্য করত গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া ঋক্ষের পদ-চিহ্নযুক্ত এক গহ্বর তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। তখন তিনি গিরিতটে সৈন্যগণকে সংস্থা-পিত করিয়া সেই গহ্বরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। গহ্বরের অর্দ্ধভাগে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার এই-বাক্য কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল একধাত্রী সুকুমার নামক এক বালককে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতেছে বৎস! সুকুমারক! প্রসেন সিংহ কর্ত্তৃক ও সিংহ জাম্ববান্ কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছে। আর তুমি রোদন করিওনা। এক্ষণে এই মণিরত্ন তোমার হই-য়াছে। ভগবান্ বাসুদেব এই বাক্য শ্রবণ করিবা-মাত্র মণি লব্ধপ্রায় বিবেচনা করিলেন। তৎপরে অবিলম্বে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক-ধাত্রী বালকের ক্রীড়াসম্পাদনার্থ সেই জাজ্বল্যমান অপূর্ব্ব শ্যমন্তকমণি স্বীয় হস্তে ধারণ করিয়া রহি-য়াছে। তিনি যেমন সেই মণিলাভের বাসনায়

তথায় উপস্থিত হইলেন অমনি সেই ধাত্রী তাঁহারে দর্শন করিয়া আর্ত্তস্বরে কে কোথায় আছ শীঘ্র আসিয়া আমারে পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। জাম্বুবান্ তাহার আর্ত্তনাদশ্রবণে অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক মণিলাভাকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল। বাসুদেবও ক্রমে অমর্ষপূরিত হইয়া একবিংশতি দিন পর্য্যন্ত তাহার সহিত অতিভীষণ তুমুল সংগ্রাম করিলেন।

এদিকে যদুসৈন্যগণ গিরিসন্নিধানে সাত আট্ দিন পর্য্যন্ত ভগবান্ বাসুদেবের অপেক্ষা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল কৃষ্ণ অবশ্যই এই গহ্বর-মধ্যে বিনষ্ট হইয়াছেন। যদি তিনি জীবিত থাকিতেন তাহাইইলে শত্রুজয় করিয়া এত দিন প্রত্যাগমন করিতেন। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাহারা দ্বারকায় আগমন পূর্ব্বক, কৃষ্ণ নিহত হইয়াছেন এই বাক্য সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিল। তৎপরে বাসুদেবের বন্ধু বান্ধবগণ তৎকালোচিত ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া-কলাপ সমাধা করিলেন। এস্থানে যুদ্ধশ্রান্তিনিবন্ধন কৃষ্ণের যে শরীরিক গ্লানি হইয়াছিল তাহা অপ-নীত হইল। তখন তিনি সুস্থদেহ হইয়া নিদারুণ প্রহারে জাম্বুবানের সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। সুতরাং সে প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ

হইয়া তাঁহার নিকট পরাজিত হইল।

কেশবের জয়লাভ হইলে জাম্বুবান্ তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল ভগবন্! অবনিতলগত অল্প-বীর্য্য নর ও মাদৃশ তির্য্যগ্জাতির কথা দূরে থাকুক, সুর অসুর যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসাদিও আপনারে পরাজিত করিতে সমর্থ নহে। আপনি অবশ্যই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা অস্মৎস্বামী সনাতন নারায়ণের অংশসম্ভূত হইবেন। জাম্বুবান্ এইরূপে ভগবান্ বাসুদেবের স্তব করিলে তিনি প্রীত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে বীরেন্দ্র! আমি ভূভারহরণার্থ ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এই বলিয়া করতলস্পর্শ দ্বারা তাহার যুদ্ধখেদ নিবারণ করিলেন। তখন জম্বুবান্ পুনর্ব্বার প্রণত হইয়া তাঁহারে স্বীয় কন্যা জাম্বুবতী এবং সেই শ্যমন্তক মণি প্রদান করিলেন। জাম্বুবানের ভক্তি ও প্রণতি দর্শনে যদিও মহাত্মা মধুসুদন মণি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন তথাপি কলঙ্কাপনোদনের নিমিত্ত তাঁহারে অগত্যা গ্রহণ করিতে হইল।

অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব সেই শ্যমন্তকমণি গ্রহণ করিয়া ভার্য্যা জাম্বুবতী সমভিব্যাহারে দ্বারকায় সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে দ্বারকাবাসী সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। বৃদ্ধেরা

কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া এরূপ প্রফুল্ল হইলেন যেন তাঁহাদিগকে নবযুবার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যদুকুলের যাবতীয় মহিলাগণও সৌভাগ্যবশত আমরা কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম এই বলিয়া তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব যাদবসমাজে যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, তাহার সহিত সেইরূপ সম্ভাষণ করিয়া সত্রাজিতকে সেই শ্যমন্তক মণি প্রদান পূর্ব্বক আপনার মিথ্যাপবাদজনিত কলঙ্ক হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। মণিপ্রদানের পর অন্তঃপুরে জাম্বুবতীর বাসস্থানাদি নিরূপিত হইল। তৎপরে সত্রাজিতও কৃষ্ণের প্রতি মিথ্যাপবাদ আরোপিত করিয়াছিলেন বলিয়া ভয়ে তাঁহারে স্বীয় কন্যা সত্যভামা সম্প্রদান করিলেন। সত্যভামার পরিণয়াবসানে অক্রূর কৃতবর্ম্মা ও শতধন্বা প্রভৃতি যাদবগণের ক্রোধ উপস্থিত হইল। তাঁহারা পূর্ব্বে সত্রাজিতের নিকট সত্যভামারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত কৃষ্ণের সহিত সত্যভামার বিবাহ হওয়াতে তাঁহাদিগের অপমান বোধ হইল। তৎপরে অক্রূরও কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি যাদবগণ শতধন্বারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে বীরবর! দুরাত্মা সত্রাজিত তোমারে ও আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া কৃষ্ণকে সত্যভামা সম্প্রদান করিয়াছে। অতএব উহারে জীবিত

রাখা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ঐ দুরাত্মারে নিপাতিত করিলে হয় তুমি সেই মণিরত্ন গ্রহণ করিবে, নাহয় আমরা গ্রহণ করিব। যদি তাহার প্রাণসংহার করিলে কৃষ্ণের সহিত শত্রুতা হয় তাহাতেও কিছুমাত্র হানি হইবে না। অক্রূর প্রভৃতি বীরগণ এইরূপ কহিলে শতধন্বা তাহাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ যতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছেন এইবাক্য প্রচারিত হইলে ভগবান্ বাসুদেব সমুদায় বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়াও দুর্য্যোধনের প্রযত্ন শৈথিল্যের নিমিত্ত বারণাবতে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময়ে শতধন্বা কৃষ্ণের অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ দেখিয়া সত্রাজিতের শয়নমন্দিরে গমন পূর্ব্বক নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহারে নিপাতিত করিয়া সেই মণিরত্ন গ্রহণ করিল। তৎপরে সত্যভামা পিতৃবধবৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া ক্রোধকষায়িতলোচনে অবিলম্বে রথে আরোহণ পূর্ব্বক বারণাবতে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া কাতরস্বরে কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে নাথ! পিতা আপনার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া দুরাত্মা শতধন্বা তাঁহার প্রাণসংহার পূর্ব্বক সেই শ্যমন্তক মণিরত্ন গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে আপনার যাহা উচিত হয় করুন। সত্যভামা দুঃখিতান্তঃকরণে এইরূপ কহিলে

ভগবান্ বাসুদেব প্রসন্নমনা হইয়া ও ক্রোধে লোহিতাক্ষ হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন প্রিয়ে! আমি সেই দুরাত্মার এরূপ অবমাননা কখনই সহ্য করিব না। প্রধান পাদপ কখনই উল্লঙ্ঘনীয় নহে। তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে তদাশ্রিত বিহঙ্গমগণ সমাহত হয়। অতএব আর তুমি শোকসূচক বাক্য প্রয়োগ করিও না। আমি অবিলম্বেই ইহার প্রতিশোধ করিতেছি।

এই বলিয়া তিনি দ্বারকায় আগমন করিয়া একান্তে বলদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহাশয়! মণির নিমিত্তই সিংহ অরণ্যমধ্যে প্রসেনকে নিপাতিত করিয়াছিল এবং শতধন্বাও সত্রাজিতকে নিহত করিয়াছে। এক্ষণে সেই মণিরত্নে আমাদিগের উভয়েরই অধিকার। অতএব আসুন আমরা দুরাত্মা শতধন্বার প্রাণ বধ করিতে সমুদ্যত হই। বাসুদেব এইরূপ কহিলে বলদেব তাঁহার বাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন।

অতঃপর তাঁহারা উভয়ে যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইলে শতধন্বা কৃতবর্ম্মারে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক হইতে অনুরোধ করিলেন। তখন কৃতবর্ম্মা তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে বীরেন্দ্র! আমি বাসুদেব ও বলদেবের সহিত কখনই যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না। কৃতবর্ম্মা এইরূপ কহিলে শতধন্বা অক্রূরের প্রতি

ঐ বিষয়ের ভারার্পণ করিলেম, কিন্তু তিনিও তাহাতে অসম্মত হইয়া কহিলেন যে ভগবান্ বামন-রূপে ত্রিপদ দ্বারা জগত্রয় আক্রমণ করিয়াছিলেন যিনি অসুরবণিতাদিগের বৈধব্য সংস্থাপন করিয়াছেন ও প্রান অরিচক্রের নিকট যাঁহার চক্র কখন প্রতিহত হয় নাই সেই চক্রধারী বাসুদেবের সহিত এবং যাঁহার মদঘূর্ণিত দৃষ্টিপাতমাত্রেই প্রাণিগণ বিনষ্ট হয় ও যিনি পরাক্রান্ত শত্রুদিগের মাতঙ্গদিগকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়াছেন সেই লাঙ্গলধারী বলদেবের সহিত আমার যুদ্ধকরা দূরে থাকুক, দেবগণও তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধকরিতে সমর্থ হন না। অতএব এক্ষণে তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হওয়াই আমাদিগের কর্ত্তব্য হইরাছে।

অক্রূর এইরূপ কহিলে শতধন্বা তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে ভীরু! যদি তুমি আমাদিগের রক্ষক হইতে পারিবে না নিশ্চয় বুঝিয়া থাক, তাহাহইলে আমার নিকট হইতে এই শ্যমন্তক মণি গ্রহণ করিয়া রক্ষা কর। শতধন্নার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অক্রূর কহিলেন হে শতধন্বন্! অন্তিম দশা উপস্থিত হইলেও যদি আপনি এই মণির বিষয় আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না স্বীকার করেন, তাহাহইলে আমি ইহা গ্রহণ করিতে পারি। অক্রূর এইরূপ কহিলে শতধন্বারে

তাঁহার বাক্য স্বীকার করিতে হইল। তৎপরে অক্রূর সেই মণিরত্ন গ্রহণ করিলে মহাবীর শতধন্বা এক শতযোজনবাহিনী অতুলবেগবতী বড়বার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সংগ্রামার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন বলদেব ও বাসুদেব উভয়ে শৈব্য সুগ্রীব মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বযুতষ্টয়যুক্ত স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা এইরূপে ধাবমান হইলে শতধন্বার অশ্ব ক্রমে ক্রমে শতযোজন পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহা-দিগের সম্মুখীন হইল। তখন শতধন্বা পুনর্ব্বার সেই অশ্বকে চালিত করিলে সে মিথিলার বনাভি-মুখে উপস্থিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অশ্ব হত-জীবিত হইলে শতধন্বা সেই অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদাতি হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন।

তখন বাসুদেব পুনরায় শতধন্বারে পাদচারে ধাবমান হইতে দেখিয়া বলদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহাশয়! আমি যে পর্য্যন্ত দুরাচার শত-ধন্বার প্রাণ সংহার করিয়া প্রত্যাগমন না করি, আপনি সেই পর্য্যন্ত একাকী এই রথে অবস্থান করুন। যদি এই স্থানে অশ্বদিগে রকোনপ্রকার দোষ দেখিতে পান তাহাহইলে উহাদিগকে সঞ্চালন পূর্ব্বক আমার নিকট লইয়া যাইবেন। মহাত্মা মধুসূদন

এইরূপ কহিলে বলদেব তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া সেই রথোপরি অবস্থিত রহিলেন। অতঃপর বাসুদেব সেই রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দুই ক্রোশ ভূমি অতিক্রম করিয়া দূর হইতেই প্রক্ষিপ্ত চক্রদ্বারা শতধন্বার প্রাণসংহার করিলেন। শতধন্বা নিহত হইলে তিনি তাঁহার শরীরের বস্ত্রাদিতে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোনরূপেই শ্যমন্তক মণি প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি বলভদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহাশয়! অনর্থক শতধন্বারে বধ করা হইল। আমি তাহার বস্ত্রাদিতে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোনরূপেই অখিল জগৎসারভূত মহারত্ন শ্যমন্তক মণি প্রাপ্ত হইলাম না।

বাসুদেব এইরূপ কহিলে বলদেব অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে কৃষ্ণ! তোমারে ধিক্। তোমার মত অর্থলোলুপ আর দ্বিতীয় নাই। আমি ভ্রাতৃসম্বন্ধনিবন্ধন তোমার এই অহিতাচার সহ্য করিয়া রহিলাম। এক্ষণে তুমি এই পথ দিয়া স্বেচ্ছানুসারে গমন কর। আর আমার দ্বারকায় তোমাতে ও বন্ধুবর্গে প্রয়োজন নাই। আমি এই অলীকপথে কখনই পদার্পন করিব না। এই বলিয়া তিনি বিস্তর আক্ষেপ করিলেন। তখন বাসুদেব তাঁহারে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করি-

লেন কিন্তু, কোনরূপেই তিনি প্রসন্ন না হইয়া তথা হইতে বিদেহপুরীতে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে বিদেহাধিপতি জনক অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহারে পরম সমাদরে স্বীয় সুপরিষ্কৃত গৃহে প্রবেশ করাইলেন। বলদেব এইরূপে জনকগৃহে বাস করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দ্বারকায় আগমন করিলেন।

বলদেব জনকগৃহে অবস্থিত হইলে ধৃতরাষ্ট্রকুমার দুর্য্যোধন সেই স্থানে তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিলেন। তিন বৎসর অতীত হইলে বভ্রু ও উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ, কৃষ্ণ মণিরত্ন প্রাপ্ত হন নাই, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া বিদেহপুরীতে গমন পূর্ব্বক বলদেবকে পুনর্ব্বার দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। ঐসময়ে অক্রূরও সেই উত্তম মণিরত্ন হইতে সমুদ্ভূত সুবর্ণরাশি রক্ষণে চিন্তাযুক্ত হইলেন। তৎপরে তৎকর্ত্তৃক বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। সবনগত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে নিহত করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় এই নিমিত্ত তিনি আত্মরক্ষণের অভিপ্রায়ে সর্ব্বদা যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্বিষষ্টি বৎসর সেই মণির প্রভাবে তথায় অনাবৃষ্টি মরক ও ব্যালাদি হইতে কোন উপদ্রব উপস্থিত হইল না। অতঃপর অক্রূরপক্ষীয় ভোজগণ সাত্বতের প্রপৌত্র শত্রুঘ্নকে নিহত

করিয়া অক্রূরের সহিত দ্বারকা হইতে পলায়ন করিল। তাহাদিগের পলায়নের অব্যবহিত পরেই দ্বারকায় অনাবৃষ্টি মরক ও ব্যালাদি হইতে ভয় উপস্থিত হইল। তখন ভগবান্ বাসুদেব বলভদ্র উগ্রসেন ও অন্যান্য যাদবগণে পরিবৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন একি? একদিনের মধ্যেই অকস্মাৎ এরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইল কেন? সকলে এবিষয় বিশেষরূপে আলোচনা কর।

মহাত্মা কেশব এইরূপ কহিলে অন্ধক নামক একজন যদুবংশীয় বৃদ্ধ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে কৃষ্ণ! অক্রূরের পিতা শ্বফল্ক যে যে স্থানে বাস করিতেন সেই সেই স্থানে দুর্ভিক্ষ মরক ও অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কোন প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইত না। পূর্ব্বে কাশীরাজের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইলে তিনি যেমন শ্বফল্ককে স্বীয় রাজধানীতে লইয়াগেলেন অমনি তথায় বারিবর্ষণ হইল এবং রাজ্ঞীও গর্ভবতী হইয়া এক কন্যা গর্ভে ধারণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার গর্ভের উপচয় হইয়া প্রসব কাল উপস্থিত হইল তথাপি কন্যা তাঁহার গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইল না। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে রাজা সেই গর্ভস্থা তনয়ারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎসে! তুমি কিনিমিত্ত গর্ভ হইতে নির্গত হইতেছ না। এক্ষণে তুমি ভূমিষ্ট

হও। আমি তোমার মুখাবলোকন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। তুমি আর তোমার এই জননীরে ক্লেশ প্রদান করিও না।

ভূপতি এইরূপ কহিলে সেই কন্যা গর্ভ হইতে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন পিত! যদি আপনি প্রতিদিন এক একটি ব্রাহ্মণকে এক একটি গো দান করেন, তাহাহইলে আমি অবশ্যই তিন বৎসর অন্তে গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব। কন্যা এইরূপ কহিলে নরপতি প্রতিদিন এক একটি ব্রাহ্মণকে এক একটি গাভি প্রদান করিতে লাগিলেন। অতঃপর নিয়মিতসময়ে কন্যা রাজ্ঞীর গর্ভ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইল। রাজা সেই কন্যার নাম গান্ধিনী রাখিয়া যথাকালে স্বীয় উপকারক শ্বফল্কের সহিত তাহার বিবাহ দেন। সেই গান্ধিনীর গর্ভে ও শ্বফল্কের ঔরসে অক্রূরের জন্ম হইয়াছে। অক্রূর অবশ্যই পিতৃগুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। সুতরাং তাহার পলায়নেই এই সমুদায় উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে। অতএব শীঘ্র তাহারে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। সমধিক গুণবান্ ব্যক্তি যদি এরূপ কোন অপরাধ করে তাহাহইলে তাহার সেই অপরাধ গ্রহণ করা কখনই উচিত নহে।

অন্ধক এইরূপ কহিলে বাসুদেব বলদেব ও উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ কৃতাপরাধ অক্রূরকে

অভয় প্রদান করিয়া দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। অক্রূরের আগমনমাত্রেই শ্যমন্তক মণির প্রভাবে অনাবৃষ্টি মরক ও দুর্ভিক্ষাদি উৎপাতসমুদায়ের শান্তি হইল। তখন মহাত্মা কৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন গান্ধিনীর গর্ভে ও শ্বফল্কের ঔরসে অক্রূরের জন্ম হইয়াছে বলিয়াই যে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষাদি উপদ্রব নিবারিত হইল ইহা কখনই প্রকৃত কারণ নহে। অবশ্যই ইহার নিকট উপদ্রবনিবারণক্ষম শ্যমন্তক নামক মহামণি বিদ্যমান থাকিবে। যখন এইব্যক্তি সমধিক উপাদানসম্পন্ন না হইয়াও বারংবার যজ্ঞ হইতে যজ্ঞান্তরের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তখন ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বাসুদেব মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কোন প্রয়োজনের উদ্দেশে সমুদায় যাদবগণকে স্বীয় গৃহে সমানীত করিলেন। তৎপরে তাঁহারা উপবিষ্ট হইলে প্রয়োজন সমাধা করিয়া পরিহাসচ্ছলে অক্রূরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে অক্রূর! শতধন্বা যে জগৎসারভূত রাষ্ট্রোপকারক শ্যমন্তক নামক মণিরত্ন তোমারে অর্পণ করিয়াছে তাহা আমাদিগের কাহারও অবিদিত নাই। এক্ষণে সেই মণিরত্ন তোমার নিকটেই থাকুক। আমরা সকলেই তাহার প্রভাবফল ভোগ করিতে পারিব। কেবল বলদেব এই বিষয়ে সন্দিহান রহিয়াছেন বলিয়া

তোমারে তাহা দর্শন করাইতে অনুরোধ করিতেছি। অতএব তুমি আমাদিগকে সেই মণিরত্ন দর্শন করাইয়া আমাদিগের প্রীতি উৎপাদন কর

বাসুদেব এইরূপ কহিলে অক্রূর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? যদি আমার নিকট মণি নাই বলিয়া অস্বীকার করি তাহাহইলে অন্বেষণ করিলে অবশ্যই উহা বহিষ্কৃত হইবে। অতএব আর উহা আমার নিকটে রাখা কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সেই জগৎ-কারণভূত নারায়ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ভগ-বন্! শতধন্বা এই শ্যমন্তক নামক মণিরত্ন আমার নিকট অর্পণ করিয়াছিল। তৎপরে তাহার মৃত্যু হইলে আমি ভবিয়াছিলাম যে দিন আপনি ইহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন সেই দিন আমি আপনার নিকট সমর্পণ করিব। এই বলিয়া তিনি অন্য এক প্রয়োজন উপলক্ষে স্বীয় মন্দিরে এক সভা সংস্থাপন পূর্ব্বক যাদবগণকে আহ্বান করিলেন। তৎপরে সমুদায় যাদবগণ সেই সভায় সমুপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলে তিনি তাঁহাদিগের সমক্ষে মহাত্মা মধুসূদনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগ-বন্! এতদিন আমি অতিকষ্টে এই মণিরত্ন ধারণ করিয়া রহিয়াছি। ইহা ধারণ করাতে আমি অশেষ উপভোগে বঞ্চিত থাকিয়া সুখের লেশমাত্রও অনুভব

করিতে পারি-নাই। এক্ষণে আর এই ব্যক্তি ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছেনা। অতএব আপনি এই মণিরত্ন গ্রহণ করুন অথবা ইচ্ছানুসারে অন্য কোন ব্যক্তিরে সমর্পণ করুন। এই বলিয়া তিনি স্বীয় বস্ত্রনিগোপিত মণিসম্বলিত সুবর্ণসংপুট বহিষ্কৃত করিলেন।

অনন্তর অক্রূর সেই যদুসমাজে কনকসংপুট হইতে মণি বহিষ্কৃত করিবামাত্র তাহার সমুজ্জ্বল প্রভায় সমুদায় সভা আলোকময় হইয়া উঠিল। তখন অক্রূর সভাস্থ সমুদায় লোককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে যাদবগণ! শতধম্বা এই মণিরত্ন আমার নিকট অর্পণ করিয়াছিল। এক্ষণে ইহাতে যাঁহার অধিকার থাকে তিনিই ইহা গ্রহণ করুন। অক্রূর এইরূপ কহিলে সমুদায় যাদবগণ সেই মণিরত্নের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টমানসে তাঁহারে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বলদেব সেই মণিরত্ন অবলোকন করিয়া কহিলেন কৃষ্ণ কহিয়াছেন ইহাতে আমাদিগের সাধারণের অধিকার আছে। এই বলিয়া তিনি সেই মণিরত্নে লোভাকৃষ্ট হইলেন। এবং সত্যভামাও ইহা আমার পিতৃধন এই বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে অভিলাষিণী হইলেন।

তখন চতুরাগ্রগণ্য মহাত্মা বাসুদেব মণিরত্নের প্রতি

বলদেব ও সত্যভামার এইরূপ লালসা দর্শনে চক্রান্তর আশ্রয় করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সমুদায় যাদবগণের সমক্ষে অক্রূরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে অক্রূর! পূর্ব্বে আমি আত্মদোষক্ষালনার্থ এই মণিরত্ন যাদবগণকে দর্শন করাইয়াছিলাম। ইহাতে আমার ও বলদেবের সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং ইহা সত্যভামারও পিতৃধন বটে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যগুণসপন্ন ও পবিত্র হইয়া এই রাষ্ট্রোপকারক মণিরত্ন ধারণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি অশুচি হইয়া ইহা ধারণ করেন, এই মণিই তাহার বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। অতএব যখন আমি ষোড়শ সহস্র রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছি তখন ইহা গ্রহণ করিতে কখনই সমর্থ হইব না। সত্যভামাই বা কিরূপে ইহা গ্রহণ করিবেন এবং মহাত্মা বলদেবকেও ইহা গ্রহণ করিতে হইলে মদিরাপানাদি অশেষ উপভোগ পরিত্যাগ করিতে হয়, সুতরাং আমাদিগের কাহারও ইহা গ্রহণ করা উচিত নহে। আমরা সকলেই তোমারে এই মণিরত্ন ধারণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। এই মণি তোমাতে অবস্থিত থাকিলেই রাজ্যের মঙ্গলদায়ক হইবে। অতএব তুমিই রাজ্যের শুভানুষ্ঠানের নিমিত্ত ইহা গ্রহণ কর। ইহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে

মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ কহিলে অক্রূর তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া সেই মণিরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় কণ্ঠে ধারণ করিলেন। মণি ধারণ করিবামাত্র তাঁহার অপূর্ব্ব তেজ প্রকাশিত হইল। তখন তিনি সেই কণ্ঠাসক্ত প্রকাশিত মণির প্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই আমি তোমার নিকট ভগবান্ বাসুদেবের মিথ্যাপবাদক্ষালনের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। যেব্যক্তি এই মণিহরণবৃত্তান্ত স্মরণ করেন, তাঁহারে অল্পমাত্র মিথ্যাপবাদেও কখন আক্রান্ত হইতে হয় না এবং তিনি অব্যাহতেন্দ্রিয় হইয়া নিখিল পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হন সন্দেহ নাই।

বিষ্ণুপুরাণ

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বৎস! মহাত্মা অনমিত্র শিনি নামে একপুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই শিনি হইতে সত্যক ও সত্যক হইতে যুযুধান নামে বিখ্যাত সাত্যকি জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সাত্যকি হইতে অসঙ্গ, অসঙ্গ হইতে তূণি, ও তূণি হইতে যুগন্ধরের উদ্ভব হয়। ইঁহারাই শৈনেয় নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহাভিন্ন মহাত্মা অনমিত্রের বংশে পুষ্ণি নামে এক ব্যক্তির জন্ম হয়। সেই পুষ্ণি হইতে শ্বফল্ক জন্ম গ্রহণ করেন। সেই শ্বফল্কের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই শ্বফল্কের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম চিত্রক। সেই শ্বফল্ক হইতে গান্ধিনীর গর্ভে অক্রূর উপমান, ভূমঙ্গু, বিসারি, মেজয় গিরিক্ষত্র, উপক্ষত্র, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক্, ধৃষ্টি, ধর্ম্মগন্ধ, মোজবাহ ও প্রতিগ্রহ নামক পুত্রগণ সমুপন্ন হয়।

উহাদিগের মধ্যে অক্রূর সুতারা নামে এক কন্যা এবং দেবমান্ ও উপদেব নামক দুই পুত্র উৎপাদন করেন। মহাত্মা চিত্রক হইতে পৃথু ও বিপৃথু প্রভৃতি অসংখ্য পুত্রের উদ্ভব হয়। অন্ধক হইতে কূকুর ভজমান শুচি কম্বল ও বর্হিষ জন্ম গ্রহণ করেন। সেই কুকুর হইতে বৃষ্ট, বৃষ্ট হইতে কাপাতরোমা, কাপাতরোমা হইতে বিলোমা, এবং বিলোমা হইতে তুঙ্গরুসখা ভবসংজ্ঞক স্যন্দন ও উদকদুন্দুভি সমুৎপন্ন হন। সেই উদকদুন্দুভি হইতে অভিজিৎ, অভিজিৎ হইতে পুনর্ব্বসু, ও পুনর্ব্বসু হইতে আহুক নামে এক পুত্র ও আহুকী নামে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। সেই মহাত্মা আহুক হইতে দেবক ও উগ্রসেনের উদ্ভব হয়। সেই দেবক দেবমান্ উপদেব সুদেব ও দেবরক্ষিত এই চারিপুত্র এবং বৃকোদেবা উপদেবা দেবরক্ষিতা শ্রীদেবা কান্তিদেবা সহদেবা ও দেবকী নামে সাত কন্যা উৎপাদন করেন। বসুদেব ঐ সপ্তকন্যারই পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৎস! মহারাজ উগ্রসেনের কংশ, ন্যগ্রোধ, সুনাম, কঙ্কশঙ্কু, স্বভূমি, রাষ্ট্রপাল, মন্দপুষ্টি ও পুষ্টিমান্ এই আট্ পুত্র এবং কংশা, কংসবতী সুতনু রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কা এই পাঁচ কন্যা সমুৎপন্ন হয়। মহাত্মা ভজমান হইতে বিদূরথ জন্ম গ্রহণ করেন।

সেই বিদূরথ হইতে শূর, শূর হইতে শমী, শমী হইতে প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্র হইতে স্বয়ম্ভোজ ও স্বয়ম্ভোজ হইতে হৃদিকের উদ্ভব হয়। সেই হৃদিক কৃতবর্ম্মা শতধন্বা ও দেবমীঢ়ুষ নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন। সেই দেবমীঢ়ুষ হইতে শূর নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। সেই শূরের পত্নীর নাম মারিষা। তিনি সেই পত্নীতে বসুদেব প্রভৃতি দশপুত্র উৎপাদন করেন। মহাত্মা বসুদেব জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র সূতিকাগারে ভগবদংশসমুদ্ভূত ভগবান্ নারায়ণের আবির্ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। ঐসময়ে দেবগণও আনকদুন্দুভি নামক দিব্য বাদ্য বাদন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত সেই অবধি মহাত্মা বসুদেব আনকদুন্দুভিনামে বিখ্যাত হন। সেই বসুদেব দেবভাগ, দেবশ্রবা, ধৃষ্টক, করুন্ধক, বৎসবালক, সৃঞ্জয়, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডূষ এই নয় ভ্রাতায় পরিবৃত ছিলেন। তাঁহাদিগের পৃথা, শ্রুতদেবা শ্রুতকীর্ত্তি শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ ভগিনী ছিল। মহাত্মা শূর স্বীয় সখা কুন্তিরে পুত্রবিহীন দেখিয়া বিধিপূর্ব্বক তাঁহারে স্বীয় কন্যা পৃথারে প্রদান করিয়াছিলেন। অত:পর মহারাজ পাণ্ডু ঐ পৃথার পাণি গ্রহণ করেন। ঐ রমণীর গর্ভে ধর্ম্ম হইতে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির, অনিল হইতে ভীমসেন ও ইন্দ্র হইতে মহাবীর অর্জ্জুন

জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাভিন্ন কন্যকাবস্থায় ভগবান্ ভাস্কর ঐ পৃথার গর্ভে কর্ণ নামক এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ পৃথার সপত্নীর নাম মাদ্রী। সেই মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহদেব সমুৎপন্ন হন। করূষবংশীয় বৃদ্ধশর্ম্মা নামে একব্যক্তি সেই পৃথার ভগিনী শ্রুতদেবার পাণি গ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে মহাবীর দন্তবক্রকে উৎপাদন করেন। শ্রুতকীর্ত্তি কেকয়রাজের মহিষী হইয়া সন্তর্দ্দন প্রভৃতি পাঁচ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। অবন্তিরাজ রাজাধিদেবীর পাণি গ্রহণ করিলে তাঁহার গর্ভে বিন্দ ও অনুবিন্দ নামক দুই পুত্র সমুৎপন্ন হয় এবং চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবার পাণি গ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে পরাক্রান্ত শিশুপালকে উৎপাদন করেন।

পূর্ব্বে অনাচারসপন্ন পরাক্রান্ত শিশুপাল দৈত্যাধিপতি হিরণ্যকশিপু নামে বিখ্যাত ছিল। তৎপরে সর্ব্বলোকনিয়ন্তা ভগবান্ নারায়ণ উহারে নিপাতিত করিলে ঐব্যক্তি পুণ্যবলে প্রবলপ্রতাপান্বিত দশগ্রীবরূপে সমুৎপন্ন হইয়া ত্রিভুবনে একাধিপত্য সংস্থাপন করে। অনন্তর উহাঁর পুণ্যফলভোগের অবসান হইলে ভগবান্ নারায়ণ পুনর্ব্বার মহারাজ দশরথের গৃহে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া উহারে নিপাতিত করেন। তৎপরে ঐব্যক্তি চেদিরাজ দমঘো-

যের পুত্র শিশুপালরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ভূভারহরণাবতীর্ণ পুণ্ডরীকনয়ন নারায়ণের প্রতি বিষম শত্রুতা প্রকাশ করিয়াছিল সুতরাং কিয়দ্দি-নের মধ্যেই ভগবান্ নারায়ণ উঁহার প্রাণসংহার করেন। এই বার মৃত্যুর পরেই ঐব্যক্তি চিত্তের একাগ্রতানিবন্ধন মোক্ষলাভ করিয়া পরমাত্মভূত নারা-য়ণে লীন হইয়াছে। ভগবান্ নারায়ণ যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাহারে অভিলষিত বর প্রদান করেন এবং যাহার প্রতি অপ্রসন্ন হন তাহা-রেও নিপাতিত করিয়া দিব্যস্থানে নীত করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই।

বিষ্ণুপুরাণ

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! পূর্ব্বে পরাক্রান্ত শিশুপাল হিরণ্যকশিপু ও রাবণরূপে সমুৎপন্ন হইয়া সনাতন বিষ্ণুর হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমরগণেরও দুর্লভ ভোগ লাভ করিল কেন? ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াও কি কারণে তাহার মোক্ষ লাভ হইল না এবং শিশুপালরূপে উৎপন্ন হইয়াই বা কিরূপে সেই পুরুষোত্তম নারায়ণে লীন হইল? আপনার মুখে এই সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। অতএব আপনি ঐ সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! পূর্ব্বে সর্ব্বভূতের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণ দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুর বিনাশসাধনের নিমিত্ত, নৃসিংহরূপ

ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি নৃসিংহরূপী হইলে হিরণ্যকশিপু একবারও তাঁহারে বিষ্ণু বলিয়া জ্ঞান করে নাই। সে কেবল তাঁহারে নিরতিশয়-পুণ্যজাত প্রাণীমাত্র বোধ করিয়া রজোগুণসহকারে আপনারে ত্রিলোকের অধীশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল এবং মৃত্যুকালেও তাহার ঐরূপ ভাবের আবির্ভাব হয়। এই কারণবশতই সে মৃত্যুর পর অনাদিনিধন পরব্রহ্মভূত সনাতন নারায়ণে লীন না হইয়া দশাননরূপে জন্ম গ্রহণ করে। এইজন্মে সে অনির্ব্বচনীয় অতুল ভোগসম্পদ্ লাভ পূর্ব্বক অনঙ্গপীড়ানিবন্ধন জনকনন্দিনী সীতার প্রতি আসক্ত-চিত্ত হইয়া নারায়ণস্বরূপ রামচন্দ্রকে দশরথের পুত্র মনুষ্যমাত্র বলিয়া জ্ঞান করে। এই নিমিত্ত বিষ্ণু-স্বরূপ রামচন্দ্রের হস্তে প্রাণবিয়োগ হইলে সে মোক্ষলাভে বঞ্চিত হইয়া অখিলভূমণ্ডলশ্লাঘ্য চেদি-রাজকুলে শিশুপালরূপে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অব্যাহত অতুলৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হয়।

এইজন্মে তাহার ভগবান্ নারায়ণের নাম-সমুদায় উচ্চারণ করিবার কতকগুলি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। সে অনেকজন্মসংবর্দ্ধিত বিদ্বেষভাবনিবন্ধন সর্ব্বদা নিন্দা ও তর্জ্জনাদির সহযোগে সনাতন বিষ্ণুর নামোচ্চারণ করিতে লাগিল। তাঁহারে প্রবল শত্রু মনে করিয়া তাহার মনে এরূপ ভয় উপস্থিত হইল

যে, কি ভ্রমণ কি স্নান কি ভোজন কি শয়ন সকল অবস্থাতেই পীতবসন কিরীটকেয়ূরকনকবিভূষিত শঙ্খচক্রগদানিপাণি চতুর্ভূজ ভগবান্ নারায়ণ তাহার অন্তঃকরণে সমুদিত হইতে লাগিলেন। সে নিরন্তর অনন্যচেতা হইয়া আক্রোশ পূর্ব্বক তাঁহারে হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিল। এইরূপ তদ্গতচিত্ত হওয়াতে তাহার মনে আর অধিক মালিন্য রহিল না। ক্রমে ক্রমে যখন সে একবারে বিদ্বেষবিহীন হইয়া চক্রাংশুমালী তেজঃস্বরূপ কৃষ্ণরূপী নারায়ণকে নিরীক্ষণ করিল সেই সময়েই তিনি চক্রদ্বারা তাহারে নিপাতিত করিলেন। শিশুপাল সনাতন বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিয়া এইরূপে প্রাণত্যাগ করাতেই ভগবান্ নারায়ণে লীন হইয়াছে। এই আমি সবিস্তরে তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলাম। ভক্তিমানের কথা দূরে থাকুক, যে ব্যক্তি শত্রুভাবেও সনাতন নারায়ণের নাম কীর্ত্তন ও তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করে, তাহারও সেই নারায়ণের প্রসাদে দেবাসুর-দুর্লভ ফল লাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

বৎস! এক্ষণে শিশুপালের মোক্ষ লাভের বিষয় তোমার বিদিত হইল। অতঃপর মহাত্মা বসুদেবের বংশবিস্তার তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। মহাত্মা বসুদেবের পৌরবী, রোহিণী মদিরা ভদ্রা ও দেবকী প্রভৃতি অনেক পত্নী ছিল।

ঐসমুদায় পত্নীর মধ্যে তিনি রোহিণীর গর্ভে বলভদ্র শারণ শঠওদুর্ম্মদ প্রভৃতি কতকগুলি পুত্র উৎপাদন করেন। উহাদিগের মধ্যে মহাত্মা বলভদ্র হইতে রেবতীর গর্ভে নিশঠ ও উল্মুক নামক দুই পুত্র সমুৎপন্ন হয়। শারণ হইতে মর্ষি মার্ষি মঙ্গি শিশু ও সত্যধৃতি নামক পুত্রগণ জন্ম গ্রহণ করে। ভদ্রাশ্ব ভদ্রবাহু প্রভৃতি অসংখ্য পুত্র রোহিণীর কুলজ বলিয়া বিখ্যাত আছে। মহাত্মা আনকদুন্দুভি নন্দ উপনন্দ ও কৃতক প্রভৃতি কতগুলি পুত্র মদিরার গর্ভে, উপনিধিওগদ প্রভৃতি কতগুলি পুত্র ভদ্রার গর্ভে ও কৌশিক নামক পুত্রকে বৈশালীর গর্ভে উৎপাদন করেন। তৎপরে তাঁহাহইতে দেবকীর গর্ভে কীর্ত্তিমান্ সুষেণ উদার্ষি ভদ্রসেন ঋজুদাস ও ভদ্রদেব এই ছয় পুত্র সমুৎপন্ন হয়। কংশ স্বীয় ভগিনী দেবকীর ঐ সমুদায় পুত্রকে নিপাতিত করে। অনন্তর দেবকী সপ্তম গর্ভ ধারণ করিলে ভগবৎপ্রেরিত যোগনিদ্রা সেই গর্ভস্থ বালককে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর জঠরে সমানীত করেন। এই নিমিত্তই রোহিণীগর্ভজাত বলদেব সঙ্কর্ষণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

বলদেব জন্ম গ্রহণ করিলে ব্রহ্মা অনল বায়ু ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ অখিলভূমণ্ডলরূপ মহাতরুর মূলভূত মহর্ষি ওসুরাসুরগণের মানসেরও

অগোচর ভগবান্ নারায়ণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক ভূভারহরণার্থ তাঁহারে অবনিতলে অবতীর্ণ হইতে প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা এই-রূপ প্রার্থনা করিলে অনাদিমধ্য মহাত্মা মধুসূদন প্রীত হইয়া দেবকীর অষ্টম গর্ভে অবতীর্ণ হন। ভগবান্ দেবকীর গর্ভে অবস্থিত হইলে যোগনিদ্রা তাঁহার প্রসন্নতায় গৌরবান্বিতা হইয়া নন্দগোপপত্নী যশোদার জঠরে অধিষ্ঠান করেন। তাঁহাদিগের গর্ভাধিষ্ঠানমাত্রেই চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ সুপ্রসন্ন হন এবং ব্যালাদিভয় তিরোহিত ও জগতের অসৎপ্রবৃত্তিসমুদায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। তৎপরে পুণ্ডরীকনয়ন সনাতন নারায়ণ দেবকীর গর্ভ হইতে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইলে আর কাহারও কোন বিষয়ে ক্লেশ উপস্থিত হয় নাই। জগতের সমুদায় লোকেই সৎপথাবলম্বী ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরম সুখে কাল হরণ করিয়াছিলেন।

বৎস! ভগবান্ নারায়ণ এই প্রকারে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ষোড়শ সহস্র অষ্টোত্তর শত রমণীর পাণি গ্রহণ করেন। ঐ সমুদায় রমণীর মধ্যে রুক্মিণী সত্যভামা জাম্বুবতী ও জালহাসিনী প্রভৃতি আট্ পত্নী প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন। অখিল-মূর্ত্তি ভগবান্ নারায়ণ সমুদায় পত্নীর গর্ভে এক লক্ষ আট্ অযুত পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহাদিগের

মধ্যে প্রদ্যুম্ন চারুদেষ্ণ ও শাম্ব প্রভৃতি ত্রয়োদশটি পুত্রই প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। উহাদিগের মধ্যে প্রদ্যুম্ন মহারাজ রুক্মীর কন্যা কুমুদ্বতীর পাণি গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে অনিরুদ্ধকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই অনিরুদ্ধও রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রার পাণি গ্রহণ করেন। সেই সুভদ্রার গর্ভে অনিরুদ্ধ হইতে বজ্র নামক এক পুত্রের উদ্ভব হয়। সেই বজ্র প্রতিবাহুরে ও প্রতিবাহু সুচারুরে উৎপাদন করেন। এইরূপে যদুকুলে যে কতপুরুষ জন্ম গ্রহণ করে শত বৎসরেও কেহ তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না। এই যদুবংশের বিষয়ে যখন এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিন কোটি অষ্টাশীতি সহস্র অস্ত্রবিদ্যাপারদর্শী আচার্য্য এই যদুবংশীয় কুমারগণের অস্ত্রশিক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন তখন কোন্ ব্যক্তি যাদবগণের সংখ্যা নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবে? উপদ্রবকারী মহাবলপরাক্রান্ত দৈত্যগণ দেবাসুর কর্ত্তৃক নিহত হইয়া এইকুলে সমৎপন্ন হয়। সর্ব্বনিয়ন্তা সনাতনবিষ্ণু তাহাদিগের উচ্ছেদের নিমিত্তই এই যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া সমুদায় যাদবগণের কারণস্থল ও অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি এইরূপে যাদবগণের প্রতি আধিপত্য সংস্থাপন করিলে যদুবংশীয় সকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে যদুবংশের বিবরণ

কীর্ত্তন করিলাম। যেব্যক্তি সর্ব্বদা এই বংশবিস্তার শ্রবণ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক লাভ করিতে সমর্থ হন সন্দেহ নাই।

বিষ্ণু পুরাণ

ষোড়শ অধ্যায়।

বৎস! এক্ষণে যদুবংশের বিবরণ তোমার বিদিত হইল। অতঃপর তুর্ব্বসুর বংশ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যযাতিপুত্র তুর্ব্বসু বহ্নি নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই বহ্নি হইতে গোভানু ও গোভানু হইতে ত্রৈশানু জন্ম গ্রহণ করেন। সেই ত্রৈশানু হইতে করন্ধম নামক এক পুত্রের উদ্ভব হয়। সেই করন্ধম হইতে মহাত্মা মরুত্ত সমুৎপন্ন হন। সেই মরুত্ত পুত্রলাভে বঞ্চিত হইয়া পুরুবংশীয় একব্যক্তিরে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে মহারাজ যযাতির অভিশাপবশত তুর্ব্বসুর বংশ পুরুবংশে মিলিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ

সপ্তদশ অধ্যায়।

বৎস! যযাতিপুত্র দ্রুহ্যু বভ্রু নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই বভ্রু হইতে সেতু, সেতু হইতে আনন্দ, আনন্দ হইতে গান্ধার, গান্ধার হইতে ঘর্ম্ম, ঘর্ম্ম হইতে অঘৃত, অঘৃত হইতে দুর্গম ও দুর্গম হইতে মহাত্মা প্রচেতার উদ্ভব হয়। সেই মহানুভাব প্রচেতা একশত পুত্র উৎপাদন করেন। সেই প্রচেতার পুত্রগণ অধর্ম্মাক্রান্ত উদীচ্য ম্লেচ্ছজাতির অধীশ্বর হইয়া তাহাদিগের প্রতি একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বৎস! যযাতির চতুর্থপুত্র অনু সভানব চক্ষুপর ও অক্ষম নামক তিন পুত্র উৎপাদন করেন। উহাদিগের মধ্যে মহাত্মা সভানব হইতে কালনর নামক এক পুত্র সমুৎপন্ন হয়। সেই কালনর হইতে সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয় হইতে পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয় হইতে জনমেজয় জনমেজয় হইতে মহাশাল ও মহাশাল হইতে মহামনা জন্ম গ্রহণ করেন। সেই মহামনা হইতে উশীনর ও তিতিক্ষু নামক দুই পুত্রের উদ্ভব হয়। ঐ উভ-য়ের মধ্যে উশীনর শিবি নৃগ বল কৃমি ও থর্ব্ব নামক পাঁচ পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ পাঁচ পুত্রের মধ্যে মহাত্মা শিবি হইতে বৃষদর্ভ কেকয় ও মদ্রক নামক চারি পুত্র সমুৎপন্ন হয়। তিতিক্ষু উষদ্রথ নামক একপুত্র উৎপাদন করেন। ঐ উষদ্রথ হইতে হেম, হেম হইতে সুতপা ও সুতপা হইতে বলির উদ্ভব

হয়। দীর্ঘতমা ঐ বলির ক্ষেত্রে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম ও পুণ্ড্র এই পাঁচ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চ মাহাত্মার অধিকৃত দেশ অদ্যাপি তাঁহাদিগের নামেই বিখ্যাত রহিয়াছে।

সেই মহাত্মা অঙ্গ অপালন নামক এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই অপালন হইতে দিবিরথ, দিবিরথ হইতে ধর্ম্মরথ ও ধর্ম্মরথ হইতে লোমপাদ নামে বিখ্যাত চিত্ররথের উদ্ভব হয়। সেই লোমপাদ প্রথমে অপুত্রক ছিলেন বলিয়া মহারাজ দশরথ তাঁহারে দুহিতৃত্বে স্বীয় কন্যা শান্তারে প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে সেই লোমপাদ হইতে পৃথুলাক্ষ ও পৃথুলাক্ষ হইতে মহাত্মা চম্পের উদ্ভব হয়। সেই চম্পই চম্পানামক নগরী সংস্থাপন করেন। সেই চম্পা হইতে হর্য্যঙ্গ, হর্য্যঙ্গ হইতে ভদ্ররথ, ভদ্ররথ হইতে বৃহৎকর্ম্মা, বৃহৎকর্ম্মা হইতে বৃহদ্ভানু, বৃহদ্ভানু হইতে বৃহন্মনা, বৃহন্মনা হইতে জয়দ্রথ, জয়দ্রথ হইতে ব্রহ্মক্ষত্র, ও ব্রহ্মক্ষত্র হইতে তালজঙ্ঘের জন্ম হয়। সেই তালজঙ্ঘ স্বীয় পত্নী সম্ভূতির গর্ভে বিজয় নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই বিজয় হইতে ধৃতি, ধৃতি হইতে ধৃতব্রত, ধৃতব্রত হইতে সত্যকর্ম্মা ও সত্যকর্ম্মা হইতে অধিরথ সমুৎপন্ন হয়। সেই অধিরথপত্নী ভগবতী ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হইয়া পৃথা

কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মঞ্জুষাগত কর্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেন। সেই কর্ণের পুত্র বৃষসেন নামে বিখ্যাত ছিলেন। এই আমি তোমার নিকট অনুবংশীয় মহারাজ অঙ্গের বংশবিস্তার কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর পুরুবংশ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

বিষ্ণুপুরাণ

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

বৎস! যযাতিপুত্র পুরু হইতে জনমেজয় নামে এক পুত্র সমুৎপন্ন হয়। সেই জনমেজয় হইতে প্রচিন্বান্ প্রচিন্বান্ হইতে প্রবীর, প্রবীর হইতে মনস্যু, মনস্যু হইতে অভয়দ, অভয়দ হইতে সুদ্যুম্ন, সুদ্যুম্ন হইতে বহুরগ, বহুরগ হইতে সংপাতি, সংপাতি হইতে অহংপাতি, ও অহংপাতি হইতে রৌদ্রাশ্ব জন্ম গ্রহণ করেন। সেই রৌদ্রাশ্ব হইতে শতেয়ু, ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু স্থণ্ডিলেয়ু জলেয়ু প্রভৃতি দশ পুত্রের উদ্ভব হয়। সেই পুত্রগণের মধ্যে ঋতেয়ু নার নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই নার হইতে তংসু অপ্রতিরথ, ধ্রুব ও চর নামক পুত্র সমুৎপন্ন হয়। তাহাদিগের মধ্যে অপ্রতিরথ হইতে কন্ব ও কন্ব হইতে মেধাতিথি নামে এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন। সেই মেধাতিথি হইতেই

কান্ধায়ন নামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণগণের উদ্ভব হইয়াছে। মহাত্মা তংসু হইতে ইলী নামে একপুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। সেই ইলী হইতে দুঃস্বন্ত প্রভৃতি চারিপুত্রের উদ্ভব হয়। সেই পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে মহাত্মা দুঃস্বন্ত অখিলভূমণ্ডলের অধীশ্বর মহারাজ ভরতকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই মহারাজ ভরতের নামে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে তাঁহার জননী শকুন্তলা মহর্ষি কন্বের তপোবন হইতে নরনাথ দুঃস্বন্তের সভায় সমুপস্থিত হইলে তিনি তাঁহারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হইলে এইরূপ দৈববাণী হয় মহারাজ! মাতা ভস্ত্রাস্বরূপ। পিতারই পুত্রে অস্পূর্ণ অধিকার। পুত্র পিতৃঅংশে জন্ম গ্রহণ করে বলিয়াই পিতা হইতে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব আপনি স্বীয় পুত্রকে গ্রহণ করুন। শকুন্তলারে কদাচ অবজ্ঞা করিবেন না। ঔরসজাত পুত্র হইতেই পিতা যমলোক হইতে সুরধামে নীত হন। শকুন্তলা যে এই পুত্রকে আপনার ঔরসজাত কহিতেছেন ইহা কখনই মিথ্যা নহে। এইরূপ দৈববাণীর পর মহারাজ দুঃস্বন্ত অসন্দিগ্ধচিত্তে পুত্রসমবেত শকুন্তলারে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সেই মহারাজ ভরতের পত্নীদিগের গর্ভে নয় পুত্র সমুৎপন্ন হয়। সেই পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিলে

তিনি পত্নীদিগকে,তোমাদিগের গর্ভে আমার অনুরূপ পুত্র উৎপন্ন হয় নাই এই বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন। তখন রাজবনিতাগণ নরপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাছে মহারাজ আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন এই ভয়ে সেই পুত্রগণকে বিনষ্ট করিলেন। এইরূপে মহারাজ ভরতের পুত্রজন্ম বিতথ হইলে তিনি পুত্রার্থী হইয়া মহাত্মা দীর্ঘতমা দ্বারা মরুৎস্তোম নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘতমাও স্বীয় পিতা বৃহস্পতিরে পার্শ্বভাগে উপবেশন করাইয়া সেই যজ্ঞ সমাধা করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে ভগবান্ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক মরুদ্গণের প্রসাদচিহ্ন মহারাজ ভরতের বিদিত হইল। তৎপরে তিনি সেই মরুদ্গণের প্রদত্ত পত্নীমমতাসম্পন্ন ভরদ্বাজ নামে এক পুত্র লাভ করেন। সেই মহাত্মা ভরদ্বাজের নামে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে তাঁহার জনক জননী বৃহস্পতির সমক্ষে তাঁহারে ভরদ্বাজ বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক যথাস্থানে গমন করেন বলিয়া তিনি ভরদ্বাজ এবং মহারাজ ভরতের পুত্রজন্ম বিতথ হইলে মরুদ্গণের প্রসাদে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া বিতথ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

বৎস! সেই বিতথ হইতে ভুমন্যুনামে এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন। সেই ভূমন্য হইতে

বৃহৎক্ষত্র মহাবীর্য্য নর ও গর্গ প্রভৃতি কতকগুলি পুত্র সমুৎপন্ন হয়। সেই নর সংকৃতি নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই সংকৃতি হইতে গুরুধি- ও রন্তিদেব সমুদ্ভূত হন। গর্গ হইতে শিনি নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। সেই শিনি হইতে গার্গ ও শৈন্য নামে বিখ্যাত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণের উদ্ভব হয়। মহাবীর্য্য উরুক্ষয় নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই উরুক্ষয় হইতে ত্রয্যারুণ, পুষ্করিণ ও কপিল নামক তিন পুত্রের উদ্ভব হয়। ঐ তিন মহাত্মা পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বৃহৎক্ষত্রের পুত্রের নাম সুহোত্র। সেই সুহোত্র হাস্তিন নামক পুর সংস্থাপন করেন। তাঁহা হইতে অজমীঢ় দ্বিমীঢ় ও কুরুমীঢ় নামক তিন পুত্রের উদ্ভব হয়। সেই তিন পুত্রের মধ্যে অজমীঢ় হইতে মহাত্মা কন্ব জন্ম গ্রহণ করেন। সেই কন্ব হইতে মেধাতিথি সমুদ্ভূত হন। সেই মেধাতিথি হইতেই কান্বায়ন নামক ব্রাহ্মণগণের উদ্ভব হইয়াছে। মহাত্মা অজমীঢ়ের অন্য এক পুত্রের নাম বৃহদিষু। সেই বৃহদিষু হইতে বৃহদ্ধনু, বৃহদ্ধনু হইতে বৃহৎকর্ম্মা, বৃহকর্ম্মা হইতে জয়দ্রথ, ও জয়দ্রথ হইতে সেনজিৎ জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সেনজিৎ হইতে বিশ্বজিৎ রুচিরাশ্ব কাশ্য দৃঢ়হনু ও বৎস নামক পুত্রগণের উদ্ভব হয়। উঁহাদিগের মধ্যে

রুচিরাশ্ব পৃথুসেন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই পৃথুসেন হইতে পাব ও পাব হইতে নীপ নামক এক পুত্রের উদ্ভব হয়। সেই নীপের এক শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই শত পুত্রের মধ্যে কাম্পিলাধিপতি সমর প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

সেই মহারাজ সমরের পার সংপার ও সদশ্ব নামক তিন পুত্র সমুৎপন্ন হয়। সেই তিন পুত্রের মধ্যে পার হইতে পৃথু, পৃথু হইতে সুকৃতি, সুকৃতি হইতে বিভ্রাজ, ও বিভ্রাজ হইতে অনুহার জন্ম হইয়াছিল। সেই মহাত্মা শুকদুহিতা কৃত্বীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম ব্রহ্মদত্ত। সেই ব্রহ্মদত্ত হইতে বিশ্বকসেন, বিশ্বকসেন হইতে উদকসেন ও উদকসেন হইতে ভল্লাট নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। দ্বিমীঢ় যবীনর নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই যবীনর হইতে ধৃতিমান্ ধৃতিমান্ হইতে সত্যধৃতি, সত্যধৃতি হইতে দৃঢ়নেমি, দৃঢ়নেমি হইতে সুপার্শ্ব, সুপার্শ্ব হইতে সুমতি, সুমতি হইতে সন্নতিমান্ ও সন্নতিমান্ হইতে কৃতের উদ্ভব হয়। সেই মহাত্মা কৃত ভগবান্ হিরণ্যনাভের নিকট যোগাধ্যয়ন করিয়া চতুর্ব্বিংশতি প্রাচ্য সামগানসংহিতা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই কৃত হইতে উগ্রায়ুধের জন্ম হয়। সেই উগ্রায়ুধ নিঃশেষিত-

রূপে নীপবংশের উচ্ছেদ করেন। সেই উগ্রায়ুধ হইতে ক্ষেম্য, ক্ষেম্য হইতে সুধীর, সুধীর হইতে নৃপঞ্জয় ও নৃপঞ্জয় হইতে বহুরথ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

মহাত্মা অজমীঢ় নিলিনী নামক এক রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে নীলনামক এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই নীল হইতে শান্তি, শান্তি হইতে সুশান্তি, সুশান্তি হইতে পুরুজানু, পুরুজানু হইতে চক্ষু, চক্ষু হইতে হর্য্যশ্ব, এবং হর্য্যশ্ব হইতে মুদ্গাল, সৃঞ্জয় বৃহদিষু যবীনর ও কাম্পিল্য এই পাঁচ পুত্র সমুৎপন্ন হয়। সেই মহাত্মা হর্য্যশ্ব, আমার পঞ্চপুত্র এই পঞ্চবিষয় রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না এইরূপ কহিয়াছিলেন বলিয়াই তাহারা পাঞ্চাল নামে বিখ্যাত হন এবং মুদ্গালগণও আবার মৌদ্গাল্য নামে বিখ্যাত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। সেই মুদ্গাল হইতে বধ্রশ্ব, ও বধ্রশ্ব হইতে দিবোদাস জন্ম গ্রহণ করেন। সেই দিবোদাস অহল্যা নামক এক কামিনীর সহিত সমবেত হইয়া মিথুনভাব প্রাপ্ত হন। মহাত্মা শারদ্বত অহল্যার গর্ভে শতানন্দ নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই শতানন্দ হইতে ধনুর্ব্বেদপারদর্শী মহাত্মা সত্যধৃতি সমুৎপন্ন হন। দিব্যাঙ্গনা উর্ব্বশীরে দর্শন করিয়া সেই

সত্যধৃতির রেতঃ স্খলিত হইয়া শারস্তম্বে নিপতিত হইয়াছিল। পতনমাত্রেই সেই রেতঃ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। তৎপরে তাহাহইতে এক কুমার ও এক কুমারী জন্ম গ্রহণ করেন।

এইরূপে কুমার ও কুমারী সমুৎপন্ন হইলে ঘটনা ক্রমে মহারাজ শান্তনু মৃগয়াভিলাষে তৎপ্রদেশে সমুপস্থিত হইয়া কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই বালক ও বালিকারে গ্রহণ করিলেন। রাজা কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন বলিয়া সেই কুমার কৃপ ও কুমারী কৃপী নামে বিখ্যাত হন। পরে সেই কৃপী মহাত্মা দ্রোণের পত্নী হইয়া মহাবীর অশ্বত্থামারে প্রসব করিয়াছিলেন। মহাত্মা দিবোদাসের মিত্রস্ব নামে এক পুত্র সমুৎপন্ন হয়। সেই মিত্রস্ব হইতে মহারাজ চ্যবন জন্ম গ্রহণ করেন। সেই চ্যবন হইতে সুদাস, সুদাস হইতে সৌদাস ও সৌদাস হইতে সহদেবের উদ্ভব হয়। সেই সহদেব শত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম সোমক ও কনিষ্ঠের নাম পৃষত। সেই পৃষত হইতে দ্রুপদ, দ্রুপদ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতু হইতে অজমীঢ়, অজমীঢ় হইতে ঋক্ষ, ঋক্ষ হইতে সংবরন, ও সংবরণ হইতে মহারাজ কুরু জন্ম গ্রহণ করেন। সেই কুরু হইতেই ধর্ম্মক্ষেত্র

কুরুক্ষেত্র সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই মহাত্মা কুরুর স্বধনু জহ্নু ও পরীক্ষিত প্রভৃতি কতকগুলি পুত্র সমুৎপন্ন হয়। সেই পুত্রগণের মধ্যে স্বধনু হইতে সুহোত্র, সুহোত্র হইতে চ্যবন, চ্যবন হইতে কৃতক ও কৃতক হইতে মহারাজ উপরিচর বসু জন্ম গ্রহণ করেন। সেই উপরিচর বসুর বৃহদ্রথ প্রত্যগ্র কুশমু চেল ও মৎস্য প্রভৃতি সপ্ত পুত্র সমুৎপন্ন হয়। সেই সপ্ত পুত্রের মধ্যে বৃহদ্রথ হইতে কুশাশ্ব, কুশাশ্ব হইতে ঋষভ, ঋষভ হইতে পুষ্পবান্, পুষ্পবান্ হইতে সত্যহিত, সত্যহিত হইতে সুধন্বা জন্ম গ্রহণ করেন। মহাত্মা বৃহদ্রথের জরাসন্ধ নামে আরও একটি পুত্র সমুৎপন্ন হয়। জরা নামক এক রাক্ষসী ঐ পুত্রকে সন্ধিত অর্থাৎ যোজিত করিয়াছিল বলিয়াই তিনি জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হন। সেই জরাসন্ধ হইতে সহদেব, সহদেব হইতে সোমাশ্ব ও সোমাশ্ব হইতে মহাত্মা শ্রুতশ্রবার উদ্ভব হইয়াছে। এই আমি মগধবংশীয় ভূপালগণের পর্য্যায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

বিষ্ণুপুরাণ

বিংশততম অধ্যায়।

বৎস! মহারাজ পরিক্ষিত জনমেজয় শ্রুতসেন উগ্রসেন ও ভীমসেন নামক চারি পুত্র উৎপাদন করেন। জহ্নুর সুরথ নামে এক পুত্র সমুৎপন্ন হয়। সেই সুরথ হইতে বিদূরথ, বিদূরথ হইতে সার্ব্বভৌম, সার্ব্বভৌম হইতে জয়সেন, জয়সেন হইতে আরাবী আরাবী হইতে অযুতায়ু, অযুতায়ু হইতে অক্রোধন, অক্রোধন হইতে দেবাতিথি, দেবাতিথি হইতে ঋক্ষ, ঋক্ষ হইতে ভীমসেন, ভীমসেন হইতে দিলীপ ও দিলীপ হইতে প্রতীপ জন্ম গ্রহণ করেন। সেই প্রতীপের দেবাপি শান্তনু ও বাহ্লিক নামক তিন পুত্রের উদ্ভব হয়। ঐ তিন পুত্রের মধ্যে দেবাপি বাল্যকালেই অরণ্যে গমন করেন বলিয়া শান্তনু রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সেই মহারাজ শান্তনুর নামে ভূমণ্ডলে এই

কথা প্রসিদ্ধ আছে যে মহাত্মা শান্তনু কর দ্বারা যে যে ব্যক্তিরে স্পর্শ করিতেন তাহারা জীর্ণ-যৌবন হইলেও পুনর্ব্বার নবযৌবন লাভ করিত। এবং যাহাতে প্রজাগণের শান্তি সংস্থাপিত হয় তিনি সর্ব্বদা সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। সেই মহারাজ শান্তনুর রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হয়। রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইলে তিনি ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন মহাশয়গণ! আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইবার কারণ কি? আমি কোন্ বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি, আপনারা তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। নরপতি এইরূপ কহিলে ব্রাহ্মণগণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে আপনার রাজ্য ভোগ করা কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে আপনারে পরিবেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণগণের এইবাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ শান্তনু পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহাশয়গণ! এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? আপনারা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন্। ভূপতি এইরূপ কহিলে ব্রাহ্মণগণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! যেপর্য্যন্ত দেবাপি পতনাদি-দোষে অভিভূত না হন তাবৎ তাঁহার রাজ্যে

অধিকার আছে। অতএব আপনি তাঁহারেই রাজ্য প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কহিলে অম্মবারি নামক প্রধান রাজমন্ত্রী বেদবাদপরাঙ্মুখ তপস্বীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে মহাশয়গণ! আপনারা রাজপুত্র দেবাপির অধিষ্ঠিত অরণ্যে গমন করিয়া তাঁহারে বেদবাদ হইতে বহিষ্কৃত করুন। মন্ত্রিবর এইরূপ কহিলে তাঁহারা সেই অরণ্যে গমন করিয়া বিবিধ উপদেশ দ্বারা সেই সরলস্বভাব দেবাপিরে বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। এস্থানে ব্রাহ্মণগণের মুখে স্বীয় অপরাধের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া মহারাজ শান্তনুরও নিতান্ত শোক উপস্থিত হইল। তৎপরে তিনি সেই ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেবাপিরে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহারে রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণগণও তাঁহার প্রতি বিবিধ বেদবিহিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে রাজকুমার! জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্য গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। অতএব তোমারই রাজ্যভার গ্রহণ করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কহিলে রাজপুত্র দেবাপি তাঁহাদিগের প্রতি বেদবিরুদ্ধ যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ মহাত্মা শান্তনুরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! আপনার এই

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বারংবার বেদদূষিত বাক্যের উচ্চারণ করিয়া পতিত হইয়াছেন। পতিত ব্যক্তির রাজ্যে অধিকার নাই। পতিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠ অনায়াসেই রাজ্য ভোগ করিতে পারে, অতএব আপনি এ নির্ব্বন্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া রাজধানীতে গমন পুর্ব্বক পুনর্ব্বার রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে প্রবৃত্ত হউন। অতঃপর আপনার রাজ্যে অনাবৃষ্টিদোষ লক্ষিত হইবে না। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে মহারাজ শান্তনু স্বীয় পুরে সমুপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই বেদবি-রোধী দেবাপি বিদ্যমান থাকিলেও রাজ্য ভোগ তাঁহার পক্ষে পাপপ্রদ হইল না। সুতরাং সেই অবধি মেঘজাল হইতে নিয়মিতরূপে বারিধারা নিপতিত হওয়াতে তাঁহার রাজ্যে প্রচুর শস্য সমুৎপন্ন হইতে লাগিল।

বৎস! সেই মহারাজ শান্তনুর ভ্রাতা বাহ্লিক হইতে সোমদত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সোমদত্তের ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল নামক তিন পুত্র সমুৎপন্ন হয়। মহারাজ শান্তনু ভগবতী জাহ্নবীর গর্ভে উদারকীর্ত্তি অশেষশাস্ত্রবিশারদ মহাত্মা ভীষ্মকে এবং সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামক দুই পুত্রকে উৎপাদন করেন। সেই সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্র-

দ্বয়ের মধ্যে চিত্রাঙ্গদ বাল্যকালেই সংগ্রামে চিত্রাঙ্গদ নামক গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক নিপাতিত হন। এবং বিচিত্র-বীর্য্য ও কাশীরাজদুহিতা অম্বা ও অম্বালিকার পাণি গ্রহণ পূর্ব্বক সেই উভয় পত্নীর উপভোগনিবন্ধন যক্ষ্মারোগে সমাক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলে প্রবেশ করেন। তৎপরে সত্যবতী স্বীয় গর্ভজাত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে বধূদ্বয়ের গর্ভে পুত্রোৎ-পাদন করিতে অনুজ্ঞা করিলে তিনি মাতৃবাক্য অতিক্রম করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া বিচিত্র-বীর্য্যের দুই পত্নীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামক দুই পুত্র উৎপাদন করেন। অতঃপর সেই বিধবা রমণীদ্বয়ের দাসীর গর্ভে তাঁহাহইতে মহাত্মা বিদু-রের উদ্ভব হয়। ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পত্নী গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি শত পুত্র উৎপা-দন করিয়াছিলেন। মহারাজ পাণ্ডু অরণ্যে মৃগের অভিশাপবশত পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ হইলে তাঁহার পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম হইতে মহাত্মা যুধিষ্ঠির বায়ু হইতে ভীমসেন ও ইন্দ্র হইতে মহাবীর অর্জ্জু-নের উদ্ভব হয়। এবং তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী মাদ্রীর গর্ভেও অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহ-দেব জন্ম গ্রহণ করেন। এই পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে যুধিষ্ঠির হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে প্রতিবিন্ধ, ভীমসেন হইতে শ্রুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুল

হইতে শতানীক ও সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্মা সমুৎপন্ন হন। ইহাভিন্ন যুধিষ্ঠির যৌধেয়ীর গর্ভে দেবককে, ভীমসেন হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ ও কাশীর গর্ভে সর্ব্বত্রকে, সহদেব বিজয়ার গর্ভে সুহোত্রকে এবং নকুল করেণুমতীর গর্ভে নিরমিত্রকে উৎপাদন করেন। মহাবীর অর্জ্জুন হইতেও আবার নাগকন্যা উলূপীর গর্ভে ইরাবান্ শালপূরপতির কন্যাব গর্ভে বভ্রুবান্ ও বাসুদেবভগিনী সুভদ্রার গর্ভে অতুলপরাক্রমশালী অরাতিরথবিজেতা মহাত্মা অভিমন্যু জন্ম গ্রহণ করেন। সেই অভিমন্যুর পত্নী বিরাটদুহিতা উত্তরার গর্ভে অখিলভূমণ্ডলপতি মহারাজ পরিক্ষিত সমুৎপন্ন হন। সমুদায় কুরুকুল ক্ষীণ হইলে অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগকরিয়া গর্ভস্থ পরিক্ষিতকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সকলসুরাসুরবন্দিত মানুষরূপী ভগবান্ বাসুদেবেরপ্রভাবে পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে এই অখিল ভূমণ্ডল পালন করিতেছেন।

বিষ্ণুপুরাণ

একবিংশতিতম অধ্যায়।

বৎস! অতঃপর আমি ভবিষ্য ভূপালগণের বংশ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। এক্ষণে যে মহারাজ পরিক্ষিত রাজ্যভোগ করিতে-ছেন। ইঁহাহইতে জনমেজয় শ্রুতসেন উগ্রসেন ও ভীমসেন নামক চারিপুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন। সেই পুত্রগণের মধ্যে মহারাজ জনমেজয়েরও শতা-নীক নামে এক পুত্র সমুৎপন্ন হইবে। সেই মহাত্মা শতানীক যাজ্ঞবল্ক্য হইতে বেদাধ্যায়ন ও কৃপ হইতে অসংখ্য অস্ত্র লাভ করিয়া ভগবান্ শৌনকের উপ-দেশে একবারে বিষয়ানুরাগ পরিহার পূর্ব্বক আত্ম-জ্ঞানপ্রভাবে মোক্ষলাভে সমর্থ হইবেন। সেই শতা-নীক হইতে অশ্বমেধদত্ত নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন। সেই অশ্বমেধদত্ত হইতে অধিসীমকৃষ্ণ, ও অধিসীমকৃষ্ণ হইতে নিচক্ষুর উদ্ভব হইবে। সেই

মহাত্মা নিচক্ষুর অধিকারকালে ভগবতী ভাগীরথী প্রবলতরঙ্গসহযোগে হস্তিনাপুর আক্রমণ করিবেন। সুতরাং তৎকালে তাঁহারে কৌশাম্বী নামক নগরীতে অবস্থান করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

সেই নিচক্ষুর পুত্র উষ্ণ নামে বিখ্যাত হইবেন। সেই উষ্ণ হইতে চিত্ররথ, চিত্ররথ হইতে শুচিরথ, শুচিরথ হইতে বৃষ্ণিমান্, বৃষ্ণিমান্ হইতে সুসেন, সুসেন হইতে সুনীথ, সুনীথ হইতে দৃঢ়, দৃঢ় হইতে নৃচক্ষু, নৃচক্ষু হইতে সুখীবল, সুখীবল হইতে পরিপ্লব, পরিপ্লব হইতে সুনয়, সুনয় হইতে মেধাবী, মেধাবী হইতে নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয় হইতে দুর্ব্বল, দুর্ব্বল হইতে তিগ্ম, তিগ্ম হইতে বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ হইতে বসুদাম, বসুদাম হইতে সুদাম, সুদাম হইতে শতানীক, শতানীক হইতে উদয়ন, উদয়ন হইতে অহীনব, অহীনব হইতে দণ্ডপাণি, দণ্ডপাণি হইতে নিরমিত্র ও নিরমিত্র হইতে মহাত্মা ক্ষেমক জন্ম গ্রহণ করিবেন। সেই মহারাজ ক্ষেমকের নামে এইকথা প্রসিদ্ধ আছে যে তিনি ব্রহ্মক্ষত্রের নিদানভূত রাজর্ষিসংকৃত বংশে জন্ম গ্রহণ করিলে সেই বংশ তাঁহাতেই বিশ্রান্ত হইবে।

বিষ্ণুপুরাণ

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

বৎস! অতঃপর ইক্ষ্বাকুবংশে যেসমুদায় মহীপতি জন্ম গ্রহণ করিবেন তাহাদিগের পর্য্যায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। মহাত্মা বৃহদ্বল বৃহৎকর্ণ নামে এক পুত্র উৎপাদন করিবেন। সেই বৃহৎকর্ণ হইতে উরুক্ষয়, উরুক্ষয় হইতে বৎস, বৎস হইতে উৎসব্যূহ, উৎসব্যূহ হইতে প্রতিব্যোম, প্রতিব্যোম হইতে দিবাকর, দিবাকর হইতে সহদেব, সহদেব হইতে বৃহদশ্ব, বৃহদশ্ব হইতে ভানুরথ, ভানুরথ হইতে প্রতীত, প্রতীত হইতে সুপ্রতীক, সুপ্রতীক হইতে মরুদেব, মরুদেব হইতে স্বনক্ষত্র, স্বনক্ষত্র হইতে কিন্নর, কিন্নর হইতে অন্তরীক্ষ; অন্তরীক্ষ হইতে সুবর্ণ, সুবর্ণ হইতে মিত্রজিৎ, মিত্রজিৎ হইতে বৃহদ্রাজ, বৃহদ্রাজ হইতে ধর্ম্মী, ধর্ম্মী হইতে কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয় হইতে রণঞ্জয়, রণঞ্জয়

হইতে শাক্য, শাক্য হইতে শুদ্ধোদন, শুদ্ধোদন হইতে রাহুল, রাহুল হইতে প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিৎ হইতে ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রক হইতে সুরথ, ও সুরথ হইতে সুমিত্র সমুৎপন্ন হইবেন। এই আমি বৃহদ্বল হইতে ভবিষ্য ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের পর্য্যায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। সেই মহারাজ সুমিত্রের অবসানেই ইক্ষ্বাকুবংশের অবসান হইবে সন্দেহ নাই।

বিষ্ণু পুরাণ

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

বৎস! মধগবংশে যেসমুদায় ভূপাল জন্ম গ্রহণ করিবেন, এক্ষণে তাঁহাদিগেরও নাম আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। এই বংশে জরাসন্ধ প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত কতকগুলি প্রধান পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন। সেই জরাসন্ধের পুত্র সহদেব হইতে সোমারি, সোমারি হইতে শ্রুতবান্, শ্রুতবান্ হইতে অযুতায়ু, অযুতায়ু হইতে নিরমিত্র, নিরমিত্র হইতে স্বক্ষেম, স্বক্ষেম হইতে বৃহৎকর্ম্মা, বৃহৎকর্ম্মা হইতে সেনজিৎ, সেনজিৎ হইতে শ্রুতঞ্জয়, শ্রুতঞ্জয় হইতে বিপ্র বিপ্র হইতে, শুচি ,শুচি হইতে ক্ষেম্য, ক্ষেম্য হইতে সুব্রত, সুব্রত হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে সুশ্রবা, সুশ্রবা হইতে দৃঢ়সেন, দৃঢ়সেন হইতে সুমতি, সুমতি হইতে সুবল, সুবল হইতে সুনীত, সুনীত হইতে স্যতজিৎ, সত্যজিৎ হইতে বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিৎ হইতে রিপুঞ্জয় সমুৎপন্ন হইবেন। সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই বংশের স্থিতি নিরূপিত আছে। এই নিয়মিত কালের অবসানে আর ঐ বংশের বিস্তার থাকিবে না।

পুরাণ রত্নাকর

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত

বিষ্ণুপুরাণ

দশম খণ্ড।

শ্রীরামসেবক বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত

রাজপুর

পুরাণ রত্নাকর কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৭৯০।

Printed by B.C. Byasck At the Sanghâda Jnânaratnâkara Press
No. 32. Nimtollah Ghaut Street.
CALCUTTA :

বিষ্ণুপুরাণ

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৎস! মহাত্মা বৃহদ্রথের বংশে রিপুঞ্জয় নামে যে শেষ মহীপাল জন্মগ্রহণ করিবেন, সুনীক নামে এক ব্যক্তি তাঁহার মন্ত্রীহইবে। সেইদুরাত্মাই রাজ্যলোভে তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়া স্বীয় পুত্র প্রদ্যোতকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। সেই প্রদ্যোত হইতে পালক, পালক হইতে বিশাখযুথ, বিশাখযুথ হইতে অজক ওঅজক হইতে নন্দিবর্দ্ধনের উদ্ভব হইবে। প্রদ্যোত প্রভৃতি এই পঞ্চ ভূপতি একশত অষ্টা-বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিবেন। তৎপরে সেই নন্দিবর্দ্ধন হইতে শিশুনাগ, শিশুনাগ হইতে কাকবর্ণ, কাকবর্ণ হইতে ক্ষেমধর্ম্মা, ক্ষেমধর্ম্মা হইতে ক্ষত্রৌজা, ক্ষ ত্রৌজা হইতে বিম্বিসার, বিম্বিসার হইতে অজাতশত্রু, অজাতশত্রু হইতে অর্ভক, অর্ভক হইতে উদয়ন, উদয়ন হইতে নন্দিবর্দ্ধন, ও নন্দিবর্দ্ধন হইতে

মহারাজ মহানন্দী জন্ম গ্রহণ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে রাজ্যভোগ করিবেন। শিশুনাগ প্রভৃতি এইদশ ভূমিপালের তিন শত দ্বিষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকার বিদ্যমান থাকিবে।

সেই মহারাজ মহানন্দী শূদ্রার গর্ভে অখিলক্ষত্রকুলান্তকারী পরশুরামের ন্যায় মহাবীর নন্দোপাধিসম্পন্ন মহাপদ্মনামে এক পুত্র উৎপাদন করিবেন। সেই অবধি শূদ্রগণ পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা হইবে। সেই শূদ্রাগর্ভসম্ভূত মহাপদ্ম এই সসাগরা পৃথ্বীতলে একাধিপত্য সংস্থাপন করিবেন। কেহই তাঁহার শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে না। সেই মহাপদ্ম এবং তাঁহার সুনালপ্রভৃতি আট্ পুত্র শত বর্ষ রাজ্যভোগ করিবে। তৎপরে কৌটিল্য নামক এক ব্রাহ্মণ ঐ নন্দগণের উদ্ধার সাধন করিলে মৌর্য্যগণ পৃথিবীর নানা স্থান অধিকার করিবে। ঐ সময়ে সেই কৌটিল্য নামক ব্রাহ্মণ চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। সেই চন্দ্রগুপ্ত হইতে বিন্দুসার, বিন্দুসার হইতে অশোকবর্দ্ধন, অশোকবর্দ্ধন হইতে সুসপ্ত, সুসপ্ত হইতে দশরথ, দশরথ হইতে সঙ্গহস্ত, সঙ্গহস্ত হইতে শালিশূক, শালিশূক হইতে সোমশর্ম্মা, সোমশর্ম্মা হইতে শতধন্বা, ও শতধন্বা হইতে বৃহদ্রথ সমুৎপন্ন হইবেন। চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি এই দশ মৌর্য্য এক শত সপ্তত্রিংশৎ বর্ষ রাজ্যভোগ করিবেন সন্দেহ নাই।

অতঃপর রাজ্য শুঙ্গদিগের অধিকারভুক্ত হইবে। মহারাজ বৃহদ্রথের পুষ্যমিত্র নামক এক জন শুঙ্গ সেনাপতি স্বীয় প্রভুর প্রাণ সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্যাধিকার লাভ করিবে। তৎপরে সেই পুষ্যমিত্র হইতে অগ্নিমিত্র, অগ্নিমিত্র হইতে সুজ্যেষ্ঠ, সুজ্যেষ্ঠ হইতে বসুমিত্র, বসুমিত্র হইতে আর্দ্রক, আর্দ্রক হইতে পুলিন্দক, পুলিন্দক হইতে ঘোষবসু, ঘোষবসু হইতে বজ্রমিত্র, বজ্রমিত্র হইতে ভগবত, ও ভগবত হইতে দেবভূতি জন্ম গ্রহণ করিবেন। এই দশ জন শুঙ্গ পর্য্যায়ক্রমে পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিয়া দ্বাদশাধিক শত বর্ষ রাজ্যভোগ করিবেন। ইঁহাদিগের অবসানে কন্বদিগের রাজ্য লাভ হইবে। মহারাজ দেবভূতি ব্যসনাসক্ত হইলে তাঁহার অমাত্য বসুদেব নামক এক জন কন্ব তাঁহারে নিপাতিত করিয়া স্বয়ং রাজ্য ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। তৎপরে সেই বসুদেব হইতে ভূমিত্র, ভূমিত্র হইতে নারায়ণ ও নারায়ণ হইতে শুশর্ম্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে পৃথিবী শাসন করিবেন। এই কান্বায়ন চারি ভূপতির পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকার বিদ্যমান থাকিবে। অতঃপর অন্ধ্রজাতীয় চিবুক নামক এক ব্যক্তি মহারাজ শুশর্ম্মার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং পৃথিবী ভোগ করিবে। উহার অবসানে কৃষ্ণ নামক তাহার ভ্রাতা রাজ্য গ্রহণ করিবে। তৎপরে সেই

কৃষ্ণ হইতে শ্রীনাথকর্ণি, শ্রীনাথকর্ণি হইতে পূর্ণোৎ-সঙ্গ, পূর্ণোৎসঙ্গ হইতে সাতকর্ণি, সাতকর্ণি হইতে লম্বোদর, লম্বোদর হইতে দিবীলিক, দিবীলিক হইতে মেঘস্বাতি, মেঘস্বাতি হইতে পটুমান্, পটুমান্ হইতে অরিষ্টকর্ম্মা, অরিষ্টকর্ম্মা হইতে লোহ, লোহ হইতে পত্তনক, পত্তনক হইতে পুলিন্দসেন, পুলিন্দসেন হইতে সুন্দর, সুন্দর হইতে চকোর, চকোর হইতে শিবশ্বাতি, শিবশ্বাতি হইতে গোমতীপুত্র, গোমতী-পুত্র হইতে পুলিমান্, পুলিমান্ হইতে শিবশ্রী, শিবশ্রী হইতে শিরস্কন্দ, শিরস্কন্দ হইতে যজ্ঞশ্রী, যজ্ঞশ্রী হইতে বিজয়, বিজয় হইতে চন্দ্রশ্রী, ও চন্দ্রশ্রী হইতে পুলোমারি জন্ম গ্রহণ করিয়া তিন সহস্র চারিশত যট্ পঞ্চাশৎ বর্ষ রাজ্য ভোগ করি-বেন। সেই পুলোমারির অবসানে তাঁহার ভৃত্য সাত জন আভীর ও দশজন গর্দ্দভিলাখ্য রাজ্য অধি-কার করিবে। তৎপরে রাজ্য অন্য ষোড়শ ভূপতির অধিকারভুক্ত থাকিবে। তাঁহাদিগের অবসানে আট্-জন যবন চতুর্দ্দশ জন তুখার, ত্রয়োদশ জন সুরুণ্ড ও একাদশ জন মৌল এক সহস্র তিন শত নবন-বতি বর্ষ যথাক্রমে রাজ্য ভোগ করিবে।

বৎস! ঐ সমুদায় ভূপালের লোকান্তর হইলে পৌর প্রভৃতি একাদশ ভূপতি তিনশত বৎসর পৃথিবী শাসন করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার কেলিকিল নামক

যবন ভূপতি কর্ত্তৃক রাজ্য সমাক্রান্ত হইবে। যবনগণ রাজা হইলে বিন্দাশক্তি নামক একব্যক্তি বাহুবলে তাহাদিগের প্রতি একাধিপত্য সংস্থাপন করিবেন। সেই বিন্দাশক্তির পর পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের পর রামচন্দ্র, রামচন্দ্রের পর ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পর ধর্ম্মাঙ্গব, ধর্ম্মাঙ্গবের পর কৃতনন্দন, কৃতনন্দনের পর শিশুনন্দি, শিশুনন্দির পর নন্দিযশা, নন্দিযশার পর শিশুক ও শিশুকের পর প্রবীর ভূপাল হইয়া পর্য্যায়ক্রমে একশত দুই বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিবেন। তৎপরে সেই প্রবীরের ত্রয়োদয় পুত্র তিনজন বাহ্লিকবংশীয় এবং পুষ্পমিত্র পটুমিত্র ও পদ্মমিত্র প্রভৃতি ত্রয়োদশ ব্যক্তি পৃথিবীর নানাস্থান অধিকার করিবে। সেই সময়ে কোশলাদেশীয় নয় জন সপ্ত কোশলাতে এবং নিষধদেশীয় নয় জন নৈষধরাজ্যে আধিপত্য সংস্থাপন করিবে। ঐ সমুদায় ব্যক্তির অধিকারকালে বিশ্বস্ফাটিক নামক একব্যক্তি নানাবর্ণের সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে মগধদেশে কৈবর্ত্ত পটু পুলিন্দ ও ব্রাহ্মণগণকে সংস্থাপিত করিবে। তৎকালে নাগবংশীয় নয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ মগধরাজ্যের ক্ষত্রিয়গণ পদ্মবতী কাপূরী মথুরা ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশে সংস্থাপিত হইবে। মগধগণ গুপ্তভাবে কোশলা ওড্র পুণ্ড্রক ও তাম্রসম্বলিত মগধরাজ্য ভোগ করিবে। কলিঙ্গ ও মাহিষকগণ মাহেন্দ্র

ও ভৌমগুহা অধিকার করিয়া অবস্থান করিবে। দেবরক্ষিত নামক একব্যক্তি সমুদ্রতটপুরীর রক্ষিতা হইবে। মালবান্‌বংশীয় ব্যক্তিরা নৈষধ নৈমিষিক ও কালতোরক নামক জনপদের অধীশ্বর হইবে। কনকাহ্বয় নামক ব্যক্তিগণ ত্রৈরাজ্য ও মূষিক নামক জনপদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। ব্রাত্য, দ্বিজ, আভীর ওশূদ্র প্রভৃতি জাতিরা অবন্তি সৌরাষ্ট্র, শূর, আভীর আনর্ত্ত অর্ব্বুদ ও মরু প্রদেশের আধিপত্য লাভ করিবে এবং ব্রাত্য শূদ্র ও ম্লেচ্ছাদিগণ সিন্ধুতট, দার্ব্বী, কৌর্ব্বী, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীরের অধিকারী হইবে। ঐ সমুদায় ভূপতির ধর্ম্মবিষয়ে কিছুমাত্র প্রবৃত্তি থাকিবে না। উহারা সর্ব্বদা অল্পপ্রদ বহুকোপসম্পন্ন মিথ্যাভিরত, অল্পায়ুধ, অল্পসার পরস্বাপহারী এবং স্ত্রীহত্যা বালকহত্যা ও গোহত্যাতেও অপরাঙ্মুখ হইয়া কাল হরণ করিবে। তখন নানাজনপদবাসী লোকসমুদায় ক্রমে ক্রমে উহাদিগের আচারসম্পন্ন ও বিপরীতভাবে অবস্থিত হইয়া ম্লেচ্ছত্ব লাভ পূর্ব্বক অকালে ক্ষীণ হইতে থাকিবে।

এইরূপে দিন দিন প্রজাসমুদায় ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইলে জগতে আর ধর্ম্মার্থের আদর থাকিবে না। তখন অর্থই কৌলিন্যের হেতু, বলই অশেষ ধর্ম্মের হেতু, অভিরুচিই দাম্পত্যসম্বন্ধের হেতু,

মিথ্যাই ব্যবহারজয়ের হেতু, স্ত্রীত্বই উপভোগের হেতু, রত্নভাগিতাই পৃথিবীর হেতু, ব্রহ্মসূত্রই বিপ্রত্বের হেতু, শিরোমুণ্ডনাদি লিঙ্গধারণই আশ্রমের হেতু, অন্যায়ই বৃত্তির হেতু, দুর্ব্বলতাই হীনতার হেতু, ভয়গর্ভ উচ্চারণই পাণ্ডিত্যের হেতু, আদানই ধর্ম্মের হেতু, অনাঢ্যতাই অসাধুত্বের হেতু, স্নানই পবিত্রতার হেতু, স্বীকরণই বিবাহের হেতু সুবেশধারণই সৎপাত্রের হেতু এবং দূরস্থ উদকই তীর্থের হেতু বলিয়া পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই।

এইরূপ অখিল ভূমণ্ডল নানাদোষে সমাক্রান্ত হইলে সমুদায় বর্ণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি পরাক্রান্ত হইবে সেই সেই ব্যক্তিই রাজ্য অধিকার করিয়া প্রজাপীড়ন করিতে আরম্ভ করিবে। তখন প্রজাগণ করভারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শৈলান্তর্গত গহ্বরে অবস্থান করিবে। তৎকালে তাহাদিগকে মধু শাক, ছিন্ন ফল পত্র, ও পুষ্প ভোজন, তরু বল্কল পর্ণ ও চীর পরিধান এবং শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষার দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কালহরণ করিতে হইবে। ত্রয়োবিংশতি বর্ষের অধিক কাল কেহই জীবিত থাকিতে পারিবে না। সকলকেই কলির প্রভাবে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে হইবে সন্দেহ নাই।

এইরূপ কলির প্রাদুর্ভাবনিবন্ধন বিষম ধর্ম্মবি-

প্লব উপস্থিত হইলে যখন ধর্ম্ম এই নাম মাত্র কেবল লোকের স্মৃতিপথারূঢ় ও শ্রুতিগোচর হইবে সেই সময়েই জগৎস্রষ্টা চরাচরগুরু সর্ব্বময় আদ্যন্তরূপী সনাতন বাসুদেব স্বীয় অংশে সম্ভবল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক এক প্রধান ব্রাহ্মণের গৃহে অষ্টগুণসম্পদে পরিপূর্ণ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদায় ম্লেচ্ছ দস্যু ও দুষ্টাচারসম্পন্ন অধার্ম্মিকদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সমুদায় জগৎকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপিত করিবেন। তিনি কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইলে জগতে আর কলির আবির্ভাব থাকিবে না। তখন জনপদবাসী লোকসমুদায় কলির অবসাননিবন্ধন প্রবুদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিবে। এবং অশেষলোকের বীজভূত সেই সমুদায় ব্যক্তি পরিণতবয়া হইয়াও অপত্যোৎপাদনে সমর্থ হইবে। তাহাদিগের সন্তানগণের অধর্ম্মপ্রবৃত্তির লেশমাত্রও থাকিবে না। তাঁহারা সত্যযুগের ধর্ম্মানুসারী হইয়া পরম সুখে কাল হরণ করিবেন। সত্যযুগের বিষয়ে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, যখন চন্দ্র সূর্য্য পুষ্যানক্ষত্র ও বৃহস্পতি এক রাশিতে মিলিত হইবেন সেই সময়েই সত্যযুগ সমুপস্থিত হইবে।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্য ভূপালগণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। মহারাজ পরিক্ষিতের জন্ম গ্রহণের পর পঞ্চ-

দশাধিক সহস্র বৎসর অন্তে নন্দোপাধিসম্পন্ন মহা-পদ্মের জন্ম হইবে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে যে দুই নক্ষত্র নভোমণ্ডলে সমুদিত হয়, তন্মধ্যে একটি নক্ষত্র রাত্রিযোগে সমভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সপ্তর্ষিমণ্ডল সেই নক্ষত্রের সহিত সমবেত হইয়া মনুষ্যমানের শতবৎসর অবস্থান করেন। মহা-রাজ পরিক্ষিতের অধিকারকালে তাঁহারা মঘা নক্ষত্রের সহিত মিলিত হওয়াতে কলিযুগ সমুপস্থিত হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণুর অংশোদ্ভূত মহাত্মা বাসুদেব স্বর্গারূঢ় হইলেই ইহলোকে কলির আবির্ভাব হয়। যতদিন তিনি চরণযুগলে বসুন্ধরা স্পর্শ করিয়াছিলেন ততদিন কলি কোনরূপেই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইতে সমর্থ হয় নাই। ভগ-বান্ বাসুদেব স্বর্গারূঢ় হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া অনুজগণের সহিত রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাত্মা পরিক্ষিতকে রাজ্যে-অভিষিক্ত করেন। অতঃপর নন্দোপাধিযুক্ত মহা-পদ্মের অধিকারকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইবেন। সেই সময় হইতেই কলির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যে দিন মহাত্মা কেশব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন সেই দিনেই কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে। এই কলিযুগের পরিমান মনুষ্যমানে তিন লক্ষ ষষ্ঠি সহস্র বর্ষ ও

দেবমানে একসহস্র দুইশত বর্ষ নিরূপিত আছে। এই কলির অবসান হইলে পুনর্ব্বার সত্যযুগ সমুপস্থিত হইবে। এইরূপে বারং বার যুগের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যুগে যুগে যে সমুদায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল, পুনরুক্তি ও বাহুল্যনিবন্ধন আমি তাহাদিগের সংখ্যা সবিস্তরে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম না। এক্ষণে মনুবংশের বীজভূত পুরুবংশীয় দেবাপি ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় পুরু যোগবল আশ্রয় পূর্ব্বক কলাপগ্রামে অবস্থান করিতেছেন। সত্যযুগ উপস্থিত হইলে তাঁহারাই পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়গণের প্রবর্ত্তয়িতা হইবেন। তখন আবার ক্রমে ক্রমে মনুপুত্রগণ পৃথিবী অধিকার করিয়া সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ যাপন করিবে। পুনর্ব্বার কলি উপস্থিত হইলে, যেমন এক্ষণে দেবাপি ও পুরু কলাপক্রমে অবস্থান করিতেছেন তদ্রূপ ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষত্রকুলের বীজভুত হইয়া এই ভূমণ্ডলেই অবস্থান করিবেন সন্দেহ নাই।

এই আমি ভবিষ্য ভূপালগণের বংশ সংক্ষেপে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। শত বৎসরেও কেহ ইহা সবিস্তরে বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বে যে সমুদায় মহীপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা মোহান্ধতানিবন্ধন কিরূপে আমরা চিরকাল

পৃথিবী ভোগ করিব, কিরূপে আমাদিগের পুত্র-পৌত্রাদি পৃথিবীর অধিকারী হইবে এইরূপ চিন্তায় কালহরণ করিয়া অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। সেই ভূপতির পূর্ব্বে ও তৎপূর্ব্বেও অনেকে ঐ ভাবে রাজ্য ভোগ করিয়া গিয়াছেন এবং পরে ও যাঁহারা রাজ্য গ্রহণ করিবেন তাঁহাদি-গের অবসানেও অনেকের রাজ্য লাভ হইবে। বসু-ন্ধরা বিষয়ানুরক্ত উদ্যোগশীল নরাধিপদিগকে দর্শন করিয়া পুষ্পপ্রহাসসমন্বিত শরৎকালের ন্যায় হাস্য করিয়া থাকেন।

বৎস! পূর্ব্বে অসিত মহর্ষি ধর্ম্মধ্বজী মহা-রাজ জনককে এই পৃথিবীর কথিত যে কথা কহি-য়াছিলেন এক্ষণে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি-তেছি শ্রবণ কর। পৃথিবী কহিয়াছেন বুদ্ধিমান্ নরেন্দ্রদিগেরও যে মোহ উপস্থিত হয় ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহারা যেকোনরূপে হউক প্রথমে আপনারে জয় করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ বিশ্বস্ত মন্ত্রিগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন। তৎপরে ভৃত্য পৌরবর্গ ও শত্রুগণকেও জয় করিতে তাঁহা-দিগের অভিলাষ হয়। এইরূপে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সাগরসম্বলিত আমারে জয় করিতে বাসনা করিয়া সম্মুখবর্ত্তী মৃত্যুকেও দর্শন করিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা মনে করেন এই সমুদ্রাবরণ ভূমণ্ডল

আমাদিগের বশবর্ত্তী হইবে। তাঁহাদিগের পিতৃগণ যেমন আত্মজয়োৎপদ্য মোক্ষপাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার বশীভূত হইয়া কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন তাঁহারাও তদ্রূপ বিমূঢ়তানিবন্ধন আমারে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। আমার মোহজালে নিপতিত হইয়াই মমতাক্রুষ্ট ভূপালগণকে পিতৃ ভ্রাতৃ ও পুত্রগণের সহিত বারং বার জন্ম ও মৃত্যু গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহারা মনে করেন আমরাই এই সমুদায় ভূমণ্ডলের অধীশ্বর। আর কেহ কোনকালে ইহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। যে যে ভূপতির এইরূপ মোহবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়াছেন। যে রাজার পুত্র স্বীয় মমতাসম্পন্ন পিতারে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে দেখিয়া আমারে পরিত্যাগ করেন তাঁহারে কখনই আমার মায়াজালে মুগ্ধ হইয়া মমতাক্রুষ্ট হইতে হয় না। যে সমুদায় নরপতি বিপক্ষদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া, এই পৃথিবী আমার- তুমি অবিলম্বে ইহা পরিত্যাগ কর এইরূপ সংবাদ প্রেরণ করেন আমি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিয়া থাকি এবং পুনর্ব্বারও তাঁহাদিগের প্রতি আমার দয়া উপস্থিত হয়।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট পৃথিবীর

কথিত বাক্যসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিলে মনুষ্যের মমতা বিলীন ও সন্তাপ দূরীভূত হয়। তুমি আমার নিকট যেরূপ মহাত্মা মনুর বংশ শ্রবণ করিলে যেব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক ইহা শ্রবণ করেন তাঁহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। চন্দ্র ওসূর্য্যের প্রশস্ত বংশ শ্রবণ করিলে মনুষ্য অব্যাহতেন্দ্রিয় হইয়া অতুল সম্পদ্ লাভ করিতে পারে। মহাবলপরাক্রান্ত অতুলৈশ্বর্য্যশালী ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা, সগর, নহুষ, যযাতি ও রঘুবংশীয় ভূপালগণ এবং অন্যান্য কালক্রমাগত নরপতিদিগের বিষয় শ্রবণ করিলে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পুত্র কলত্র গৃহ ক্ষেত্র ও দ্রব্যাদিতে মমতাকৃষ্ট হয়? পূর্ব্বে যে সমুদায় মহাবলপরাক্রান্ত মহাপুরুষগণ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান ও অসংখ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও যথাকালে কালকবলে নিপতিত হইতে হইয়াছে। যে মহারাজ পৃথু সমস্ত অরিচক্র বিদারণ করিয়া সমুদায় লোক বিচরণ করিয়াছিলেন তিনিও কালবায়ু দ্বারা অভিহত হইয়া অনলনিক্ষিপ্ত শাল্মলিতূলের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছেন। যে মহাবীর বাহুবলে সমুদায় শত্রুজয় করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে লোকে যাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া

থাকে সেই কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনেরও মনোরথ চিরস্থায়ী হয় নাই। দশানন অবিক্ষিত ও যে সমুদায় রঘুবংশীয় ভূপালগণ অতুল সম্পদ্ লাভ করিয়া দিঙ্মুখ উদ্ভাষিত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগেরও ঐশ্বর্য্য যখন বিনষ্ট হইয়াছে তখন কোন্ বিষয়ানুরক্ত ব্যক্তির ভ্রুভঙ্গিপাতে ধিক্কার প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত না হয়? যখন মহারাজ মান্ধাতা সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও দেহান্তর লাভ করিয়াছেন তখন কোন্ মহাত্মা তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়া মমতাজালে আবদ্ধ হইতে বাসনা করেন? অধিক কি কহিব ভগীরথ, সগর, ককুৎস্থ, দশানন, শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মাদিগেরও যে ঐরূপ গতি লাভ হইয়াছে তাহাও কাহার অবিদিত নাই। এই আমি অতীত উপস্থিত ও ভবিষ্য ভূপতিদিগের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। পণ্ডিতগণ ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া একবারে মমতা বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। এক্ষণে যে সমুদায় ক্ষত্রিয় পুত্রাদিপরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া কাল হরণ করিতেছেন তাঁহাদিগকেও যথাকালে দেহান্তর গ্রহণ করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

চতুর্থ অংশ সম্পূর্ণ।

বিষ্ণু পুরাণ

পঞ্চম অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! আপনি আমার নিকট সমুদায় রাজাদিগের বংশ ও চরিত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে ভগবান্ বিষ্ণুর অংশাবতার যদুকুলোদ্ভব মহাত্মা বাসুদেবের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে অতএব তিনি কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন বৎস! তুমি যাঁহার বিষয় শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছ আমি সেই বিষ্ণুর অংশসম্ভূত ভগবান্ বাসুদেবের চরিত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহাত্মা বসুদেব দেবকদহিতা দেবোপমা দেবকীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবকীর পরিণয়াবসানে তাঁহার ভ্রাতা

কংস বসুদেবের সারথি হইয়াছিল। একদা মহাত্মা বসুদেব স্বীয় পত্নী দেবকীর সহিত রথারূঢ় হইলে কংস তাঁহার রথসঞ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রথ চালিত হইলে মেঘগম্ভীরনির্ঘোষে এইরূপ আকাশবানী হইল রে মূর্খ! তুমি পতিসমন্বিত যে রমণীরে বহন করিতেছ উহারই অষ্টম গর্ভসম্ভূত পুত্র তোমার প্রাণ সংহার করিবে সন্দেহ নাই।

বৎস! এইরূপ আকাশবানী শ্রবণ করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত কংস তরবারি ধারণ পূর্ব্বক দেবকীর প্রাণ সংহার করিতে সমুদ্যত হইল। তখন মহাত্মা বসুদেব তাহারে নিবারণ করিয়া কহিলেন হে বীরবর! দেবকীরে বিনাশ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ইহার গর্ভে যখন যে যে পুত্র সমুৎপন্ন হইবে আমি তৎক্ষণাৎ সেই সেই পুত্রকে তোমারে সমর্পণ করিব। বসুদেব এইরূপ কহিলে কংস তাঁহার গৌরব রক্ষার নিমিত্ত ঐ বাক্যে সম্মত হইয়া দেবকীরে বিনাশ করিতে বিরত হইল। ঐসময়ে ভগবতী বসুন্ধরা নিতান্ত ভারপীড়িত হইয়া সুমেরু পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণকে নমস্কার পূর্ব্বক দুঃখিতান্তঃকরণে করুণবাক্যে কহিতে লাগিলেন হে দেবগণ! অগ্নি সুবর্ণের ও সূর্য্য লোকসমুদায়ের গুরু বটেন, কিন্তু সর্ব্বময় সনাতন বিষ্ণু আমাদিগের সকলেরই গুরু

ও পূজনীয়। তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মা, কলাকাষ্ঠা-দিনিমেষাত্মক কাল ও স্থূল সূক্ষ্মময় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। আমরা সকলেই তাঁহার অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি। আদিত্য, মরুৎ, সাধ্য, বসু, পিতৃ ও লোকবিধাতৃগণ এবং যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, পিশাচ, উরগ, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, গ্রহ, ঋক্ষ, তারকা, গগন, অগ্নি জল ও বায়ু সমুদায়ই তাঁহার রূপভেদমাত্র। আমি ও মৎসক্রান্ত বিষয়ের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ইহাভিন্ন তাঁহার যে কত রূপ জলধিতরঙ্গের ন্যায় দিবরাত্রি বাধ্যবাধকতা প্রাপ্ত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করাযায় না।

ধরণী এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিয়া পুনর্ব্বার দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে সুরগণ! সম্প্রতি অরিষ্টধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, স্বন্দ ও বলিপুত্র বাণ প্রভৃতি অসংখ্য অসুর মর্ত্ত্য-লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া লোকসমুদায়কে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রজাগণ আর তাহাদি-গের অত্যাচার সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। ভগ-বান্ বিষ্ণু দৈত্যকুলোদ্ভব কালনেমিরে বিনাশ করিলে সেই দুরাত্মাই আবার উগ্রসেনের পুত্র কংসরূপে সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই সমুদায় ভিন্ন রাজবংশে যে কত দুরাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না। অধিক কি কহিব দিব্য মূর্ত্তি-

ধারী মহাবল পরাক্রান্ত দর্পিত অসংখ্য অক্ষৌহিণী দৈত্যেন্দ্রগণ আমার উপরিভাগে বিচরণ করিয়া থাকে। আর আমি তাহাদিগের ভার সহ্য করিতে পারিনা। স্বীয় আত্মারেও ধারণ করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমি রসাতলগামিনী না হইতে আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার ভারাবতারণ করুন।

পৃথিবী নিতান্ত ভয়বিহ্বলা হইয়া এইরূপ কহিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার ভারহরণের নিমিত্ত সমুদায় দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে সুরগণ! বসুধা যাহা যাহা কহিলেন তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কি আমি কি তোমরা সকলেই নারায়ণাত্মক। সমুদায় পদার্থই তাঁহার বিভূতির সমষ্টি হইতে সমুৎপন্ন হয়। কেবল বিভূতির আধিক্য ও ন্যূনতানিবন্ধন পদার্থের বাধ্যবাধকতাগুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব এস, আমরা ক্ষীরোদসাগরের উত্তরকূলে সমুপস্থিত হইয়া সেই পরমারাধ্য বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট এই বিষয় বিজ্ঞাপন করি। তিনি সর্ব্বদাই জগতের হিতসাধনের নিমিত্ত অংশাংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পরম ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন।

ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে দেবগণ সম্মত হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে ক্ষীরোদার্ণবের উত্তর কূলে

সমুপস্থিত হইলেন। তৎপরে ব্রহ্মা সনাতন বিষ্ণুরে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন হে প্রভো! তুমি উভয় বিদ্যা, প্রকৃতি, পুরুষ, জীবাত্মা, পরমাত্মা, স্থূল-সূক্ষ্মময় এবং ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ ও সামবেদস্বরূপ। শিক্ষাকল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, মীমাংসা, ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায় ত্বৎস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। দেহাত্মবাদীরা বিচার করিয়া যে সমুদায় বাক্য কহিয়া থাকেন তাহাও তোমা হইতে ভিন্ন নহে। তুমি অধ্যাত্ম, অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য অচিন্তাত্মা, পাণিপাদবির্জ্জত, এবং নাম বর্ণ ও রূপবিহীন। তোমার পরম পদ কোন-কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। তুমি কর্ণবিহীন হইয়াও শ্রবণ, নেত্রবিহীন হইয়াও দর্শন, অদ্বিতীয় হইয়াও বহুরূপ ধারণ, হস্তবিহীন হইয়াও পদার্থ গ্রহণ এবং বিজ্ঞানবিহীন হইয়াও সর্ব্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাক। তুমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, ও সর্ব্ববস্তুময়। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে মনুষ্যের বিজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তুমি ধীরগণের ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক। তুমি পরাৎপর, বিশ্বের আদি ও ভুবনের গোপ্তা। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূতই তোমার অন্তর্গত। তুমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, প্রকৃতি, পুরুষ ও অদ্বিতীয়। তুমি এক-মাত্র অথচ চতুর্ব্বিধ হুতাশন তোমাহইতে ভিন্ন

নহে। তুমি বর্চ্চাস্বরূপ হইয়া জগতের সমুদায় বিভূতি প্রদান করিয়া থাক। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানেই তোমার চক্ষু বিদ্যমান রহিয়াছে। তোমারে অনন্তমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তুমি বামনরূপে ত্রিপদ ধারণ করিয়াছিলে। যেমন বিকারশূন্য অনল বিকার-ভেদ দ্বারা বহুধা প্রজ্জ্বলিত হয়, তদ্রূপ তুমি নির্ব্বি-কার হইয়াও অলক্ষিতরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থান পূর্ব্বক অশেষরূপ প্রদর্শন করিতেছ। তুমি একমাত্র, প্রধান পুরুষ ও অনন্তমূর্ত্তি। পণ্ডিতেরা তোমার পরম ধাম দর্শন করিয়া থাকেন। ভূত ভবিষ্য সমুদায় পদার্থই তোমার স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তোমাহইতে পৃথগ্‌ভূত কিছুই নাই। তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ এবং সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপসম্পন্ন। তোমারে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদৃক্, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সমু-দায় জ্ঞান বল ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা-যায়। তুমি হ্রাসবৃদ্ধিবিহীন, স্বাধীনতাযুক্ত, অনাদি, জিতেন্দ্রিয়, ক্লমতন্দ্রা ও কামক্রোধাদি বিবর্জ্জিত, নিরবদ্য, পরম পুরুষ সর্ব্বময়, ও সর্ব্বেশ্বর। পণ্ডি-তেরা তোমারে পরাধার, পরমধাম, অক্ষয়, সমুদায় আবরণ হইতে অতীত, নিরালম্বনের অবলম্বন, মহা-বিভূতির সংস্থাপক ও পুরুষোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সামান্যকারণে তোমার দেহাবলম্বন

দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি ধর্ম্মত্রাণের নিমিত্তই পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইয়া থাক।

বৎস! ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ স্তুতিবাদ করিলে সনাতন বিষ্ণু বিশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে ব্রহ্মণ্! তুমি দেবগণে-বেষ্টিত হইয়া যাহা যাহা প্রার্থনা করিতেছ প্রকাশ কর। আমাহইতে অবশ্যই তোমাদিগের বাসনা-পূর্ণ হইবে। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ কহিলে দেবগণ তাঁহার সেই বিশ্বরূপ দর্শনে নিতান্ত ভীত হইলেন। তখন ব্রহ্মাও সেই দিব্যরূপ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে প্রভো! তোমার বাহু, বক্ষ, পাদ ও মূর্ত্তি অসংখ্য। তোমা-হইতেই এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার হইয়া থাকে। তুমি অপ্রমেয়, সূক্ষ্ম হইতেও সুক্ষ্ম, বৃহৎ হইতেও বৃহৎ ও গুরুতর হইতেও গুরুতর। এবং তোমারেই বুদ্ধ্যাদিচতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের মূল ও পর-মাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আমরা সকলেই তোমার প্রসাদলাভের আকাঙ্ক্ষায় আগমন করিয়াছি। এক্ষণে এই বসুন্ধরা অসুরগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। তুমি প্রসন্ন হইয়া ইঁহার ভারাবতারণ কর। ইন্দ্র, নাসত্য, দশ্র, বরুণ, বায়ু, অনলও আমি এবং আদিত্য, রুদ্র ও বসুগণ প্রভৃতি আমরা সকলেই তোমার

নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। তুমি আমাদিগের প্রতি যাহা আজ্ঞা করিবে, আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিব।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণুর এইরূপ স্তব করিলে তিনি স্বীয় শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ কেশদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে সুরগণ! আমার এই কেশদ্বয় বসুধাতলে অবতীর্ণ হইয়া ভূমির ভার হরণ করিবে। এক্ষণে তোমরা স্বীয় স্বীয় অংশে ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই উন্মত্ত মহাসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও। তাহারা আমার দৃষ্টিপাতে চূর্ণীকৃত হইয়া অবিলম্বেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে এবং আমার এই কেশও মহাত্মা বসুদেবের পত্নী দেবোপমা দেবকীর অষ্টম গর্ভে সমুৎপন্ন হইয়া মহাসুর কংসকে নিপাতিত করিবে সন্দেহ নাই। এই বলিয়া তিনি দেবগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর দেবগণ সেই মহাত্মা বিষ্ণুর উদ্দেশে নমস্কার করিয়া সুমেরু পর্ব্বতে আগমন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। তৎপরে একদা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ভোজপতি কংসের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন মহারাজ! আপনার ভগিনী দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র পৃথিবীর অধিকারী হইবে। দেবর্ষি নারদের মুখে এই বাক্য

শ্রবণ করিবামাত্র কংস নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বসুদেব ও দেবকীরে গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিল। সেই দেবকীর গর্ভে যে সময়ে যে যে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল মহাত্মা বসুদেব পূর্ব্বনিয়মানুসারে সেই সেই পুত্রকে তাহারে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

বৎস! হিরণ্যকশিপুর যে ছয় পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, মহামায়া যোগনিদ্রাই বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহাদিগকে দেবকীর গর্ভে আনয়ন করেন। ভগবান্ বিষ্ণু জগন্মোহকারিণী বৈষ্ণবী যোগনিদ্রারে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন হে যোগনিদ্রে! তুমি পাতালতলে গমন করিয়া হিরণ্যকশিপুর ছয় পুত্রকে একে একে দেবকীর জঠরে সমানীত কর। সেই দেবকীর গর্ভজাত ছয় পুত্র কংস কর্ত্তৃক নিপাতিত হইলে আমার অংশাংশে দেবকীর গর্ভে সপ্তম পুত্র সমুৎপন্ন হইবে। তৎপরে তুমি সেই গর্ভস্থ বালককে আকর্ষণ করিয়া গোকুলবাসিনী রোহিণীর গর্ভে আনয়ন করিবে। দেবকীর সপ্তম পুত্র এইরূপে রোহিণীর গর্ভে অধিষ্ঠিত হইলে লোকসমাজে এই-রূপ প্রচার হইবে, যে ভোজরাজ কংসর ভয়ে দেবকীর সপ্তম গর্ভ পতিত হইয়াছে। এইরূপ জন-শ্রুতির পর রোহিণীর গর্ভ হইতে শ্বেতাচলসন্নিভ এক বীর পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া যোগনিদ্রার আক-র্ষণনিবন্ধন সংকর্ষণ নামে বিখ্যাত হইবেন।

অনন্তর আমি দেবকীর পবিত্র জঠরে জন্ম গ্রহণ করিব। তুমিও ঐ সময়ে গোকুলে যশোদার গর্ভে আবির্ভূত হইবে। তৎপরে প্রাবৃট্‌কালে নভোমণ্ডল ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইলে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে আমি দেবকীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইব। তুমিও সেই রাত্রিতে নবমী তিথির সঞ্চার হইলে যশোদার জঠর হইতে জন্ম গ্রহণ করিবে। এইরূপে আমাদিগের জন্ম হইলে মহাত্মা বসুদেব মৎপ্রভাবপ্রেরিত হইয়া আমারে যশোদার শয়নীয়ে সমানীত এবং তোমারে দেবকীর ক্রোড়ে সংস্থাপিত করিবেন। পরে ভোজরাজ কংস তোমারে গ্রহণ করিয়া শিলাতলে ক্ষেপণ করিবে। কিন্তু তুমি সেই শিলায় নিপতিত না হইয়া অন্তরীক্ষে অবস্থিত হইবে। অতঃপর দেবরাজ আমার গৌরবনিবন্ধন নমস্কার করিয়া তোমারে ভগিনীত্বে গ্রহণ করিবেন। তৎপরে তুমিও শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি অসংখ্য দৈত্যগণকে নিপাতিত করিয়া পৃথিবীর নানাস্থান নিরুপদ্রব করিবে। তোমা হইতে পৃথিবীর উৎপাতশান্তি হইলে লোকে তোমারে ভূতি, সন্ততি, কীর্ত্তি, ক্ষান্তি, পৃথিবী ও স্বর্গস্বরূপা এবং ধৃতি, লজ্জা ও পুষ্টি প্রভৃতি বিবিধ নামে স্তব করিবে। যাঁহারা প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে আর্য্যা, দুর্গা, বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রা, ভদ্রকালী, ক্ষেম্যা ও ক্ষেমঙ্করী নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক

তোমার স্তব করিবে আমার প্রসাদে তাহাদিগের মনোরথ কখনই বিফল হইবে না। তুমি মনুষ্যলোকে সুরামাংসাদি বিবিধ উপহার দ্বারা পূজিত হইয়া মানবগণের বাসনা পূর্ণ করিবে। যে সমুদায় মনুষ্য তোমার অর্চ্চনা করিবে, তাহারা আমার প্রসাদে অসন্দিগ্ধচিত্তে পরম সুখে কাল হরণ করিবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে তুমি গমন করিয়া আমার উপদেশানুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হও।

বিষ্ণু পুরাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৎস! সনাতন বিষ্ণু যোগনিদ্রারে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে তিনি হিরণ্যকশিপুর ছয় পুত্রকে ক্রমে ক্রমে দেবকীর গর্ভে আনয়ন করিলেন। কংস কর্ত্তৃক ঐ পুত্রগণের বিনাশ সাধন হইলে সেই দেবকীর সপ্তমগর্ভস্থ সন্তান তৎকর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া রোহিণীর গর্ভে সংস্থাপিত হইল। তৎপরে ঐ পুত্র রোহিণীর গর্ভ হইতে সমুৎপন্ন হইলে ভগবান্ হরি লোকত্রয়ের উপকারার্থ দেবোপমা দেবকীর জঠরে প্রবেশ করিলেন। ঐ দিনে তাঁহার উপদেশানুসারে যশোদার গর্ভে যোগনিদ্রারও জন্ম হইল। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হইলে গ্রহগণ সুচারুরূপে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিল। ঋতুসমুদায়ের আর কোনরূপ বৈপরীত্য রহিল না। দেবোপমা দেবকী বিষ্ণুরে গর্ভে

ধারণ করাতে এরূপে তেজস্বিনী হইলেন যে কেহই তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না। কিন্তু সকলেরই অন্তঃকরণ তাঁহারে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইতে লাগিল।

দেবকী সনাতন বিষ্ণুরে এইরূপে গর্ভে ধারণ করিলে দেবগণ তাঁহারে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন হে দেবি! তুমি পরা প্রকৃতি। পূর্ব্বে তুমি ব্রহ্মারে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে। তৎপরে বাণীস্বরূপা হইয়া এই জগৎকে ধারণ পূর্ব্বক বেদসমুদায় উৎপাদন করিয়াছ। তুমি সৃজ্যস্বরূপগর্ভা, সৃষ্টীভূতা, সনাতনী সকলের বীজভূতা যজ্ঞগর্ভা ও ত্রয়ীস্বরূপা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক। তুমি ফলগর্ভা ইজ্যা, বহ্নিগর্ভা অরণি, দেবগর্ভা অদিতি, দৈত্যগর্ভা দিতি, রসগর্ভা জ্যোৎস্না, জ্ঞানগর্ভা সন্নতি, নয়গর্ভা নীতি' প্রশ্রয়-গর্ভা লজ্জা, কামগর্ভা ইচ্ছা, তোষগর্ভা তুষ্টি, মেধ-গর্ভা মেধা, ধৈর্য্যগর্ভা ধৃতি, এবং গ্রহ ঋক্ষ ও তারকাদিসম্বলিত নভোমণ্ডলস্বরূপ। তোমাহইতেই এই সমুদায় এবং অন্যান্য অসংখ্য বিভূতি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমার গর্ভে যে কত বিভূতি অবস্থিত রহিয়াছে কেহই তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না। সমুদ্র পর্ব্বত নদী দ্বীপ বন ও পত্তনবিভূষিত গ্রাম্যাদিযুক্ত সমুদায় পৃথিবী, বহ্নি জল ও সমীরণ সমুদায়, গ্রহ ঋক্ষ ও তারকাদিসম-

খচিত বিমানশতসংকুল নভোমণ্ডল, ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বর্লোক মহর্লোক জনলোক তপোলোক ও সত্যলোক-সম্বলিত অখিল ব্রহ্মাণ্ড এবং ঐ সমুদায় লোকবাসী দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব, বারণ, মহোরগ, যক্ষ, রাক্ষস, প্রেত, গুহ্যক, মনুষ্য ও পশু পক্ষ্যাদি প্রাণিগণ যাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই সর্ব্বভাবন সনাতন বিষ্ণু এক্ষণে তোমার জঠরে অবস্থান করিতেছেন। তুমি স্বাহা, স্বধা, স্বর্গ, ও জ্যোতিঃস্বরূপা। তুমি সমুদায় লোকের রক্ষার্থ মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে দেবি! এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হইয়া জগতের হিত-সাধনার্থ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ভগবান্ নারায়ণকে গর্ভে ধারণ পূর্ব্বক আমাদিগের প্রীতি উৎপাদন কর।

বিষ্ণু পুরাণ

তৃতীয় অধ্যায়।

বৎস! ভগবতী দেবকী দেবগণ কর্ত্তৃক এই-রূপ স্তূয়মান হইয়া জগত্রাণকর্ত্তা পুণ্ডরীকাক্ষ ভগ-বান্ নারায়ণকে গর্ভে ধারণ করিয়া রহিলেন। অনন্তর নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলে অচ্যুতরূপ ভানু দেবকীরূপ পূর্ব্বসন্ধ্যাতে আবির্ভূত হইয়া অখিল জগৎপদ্ম প্রকাশিত করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু এই-রূপে অবতীর্ণ হইলে দিঙ্মুখ নির্ম্মল ও জগৎ আনন্দ-ময় হইয়া উঠিল। চন্দ্রোদয় হইলে যেমন চন্দ্রিকা প্রকাশিত হয় তদ্রূপ বিষ্ণু অবতীর্ণ হইলে লোক-সমুদায়ের পরম প্রীতি সমুৎপন্ন হইল। মরুদ্গণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত ও নদীসমুদায় প্রসন্নতাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। সিদ্ধগণ মনোহর বাদ্য বাদন, গন্ধর্ব্বপতিগণ সঙ্গীত ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। দেবগণ অন্তরীক্ষ হইতে ভূমণ্ডলে

পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনলসমুদায় প্রশান্ত-ভাবে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল এবং জলদগণ পুষ্প বর্ষণ করত মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল।

তখন মহাত্মা বসুদেব স্বীয়মন্দিরে সেই ফুল্লেন্দী-বরপত্রাভ শ্রীবৎসলাঞ্ছন চতুর্ভুজ ভগবান্ বিষ্ণুরে অবতীর্ণ দেখিয়া কংসভয় বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহারে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন হে ভগবন্! তুমি যে শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণু, তাহা আমি পরিজ্ঞাত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হইয়া এই দিব্য রূপ সংবরণ কর। তুমি আমার মন্দিরে অবতীর্ণ হইয়াছ শ্রবণ করিলে দুরাত্মা কংস এখনই আমারে যাতনা প্রদান করিবে।

বসুদেব এইরূপ স্তুতিবাদ করিলে দেবকীও বিষ্ণুর সেইরূপ দর্শন করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে প্রভো! তুমি অখিলব্রহ্মাণ্ডরূপী-অনন্ত, সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বময়। তুমিই গর্ভবাসকালে লোকসমুদায়কে রক্ষা করিয়া থাক। স্বীয় মায়াবলেই তোমার বালকরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি এই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি সংবরণ কর। দুরাত্মা কংস এখনই তোমারে অবতীর্ণ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে সন্দেহ নাই।

দেবকী এইরূপ স্তুতিবাদ করিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন জননি! পূর্ব্বে

তুমি পুত্রার্থিনী হইয়া আমার বিস্তর স্তব করিয়াছিলে। সেই পুণ্যে আমি তোমার উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এই বলিয়া তিনি বালকভাব প্রাপ্ত হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তখন মহাত্মা বসুদেবও সেই রাত্রিতে তাঁহারে গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ভগবান্ আনকদুন্দুভি বিনির্গত হইলে যোগনিদ্রার প্রভাবে মথুরার রক্ষক ও দ্বারপালগণ বিমোহিত হইল। জলদজাল হইতেও অবিশ্রামে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। অনন্তদেব ফণাদ্বারা বসুদেবকে আচ্ছাদন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাত্মা বসুদেব অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ বিষ্ণুরে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে নানাবর্ত্তসমাকুলা অতিগম্ভীরা যমুনা নদী পার হইতে লাগিলেন। ভগবান্ বিষ্ণুর প্রভাবে যমুনার জলে তাঁহার কেবল জানুমাত্র নিমগ্ন হইল। এইরূপে তিনি যমুনাপারে উত্তীর্ণ হইলে নন্দাদি গোপবৃদ্ধগণ তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইলেন। ঐসময়ে যশোদাও বিমোহিত হইয়া যোগনিদ্রারে প্রসব করিয়াছিলেন এবং সেই যোগনিদ্রার মায়ায় সমুদায় লোকও মোহিত হইয়াছিল। মহাত্মা বসুদেবও ঐ সময়ে যশোদার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শয়নীয়ে সেই বালকরূপী নারায়ণকে সংস্থাপন এবং সেই কন্যারে গ্রহণ পূর্ব্বক তথাহইতে

প্রত্যাগমন করিলেন। বসুদেব প্রত্যাগত হইলে যশোদার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি নীলোৎ-পলদলশ্যাম পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই প্রীতিলাভ করিলেন এবং মহাত্মা বসুদেবও ঐ সময়ে সেই কন্যারে ক্রোড়ে লইয়া নিজ মন্দিরে আগমন পূর্ব্বক স্বীয় পত্নী দেবকীর শয়নীয়ে সংস্থা-পন করত পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবকীর মন্দির হইতে বালধ্বনি সমু-খিত হইল। রক্ষকেরা সহসা ঐ শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া ভোজরাজ কংসের নিকট ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। কংস রক্ষকদিগের মুখে দেবকীর প্রসববিবরণ শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ দেবকীর ভবনে আগমন করিয়া সেই বালিকারে গ্রহণ করিল। তখন মহাত্মা বসুদেব বালিকারে পরিত্যাগ কর পরিত্যাগ কর বলিয়া বিস্তর নিবারণ করিতে লাগি-লেন, কিন্তু দুরাত্মা কংস তাঁহার ঐ বাক্যে কর্ণ পাত না করিয়া এক শিলা লক্ষ্য করত সেই কন্যারে নিক্ষেপণ করিল।

তখন সেই বালারূপিনী যোগমায়া শিলাপৃষ্ঠে নিপতিত না হইয়া আকাশপথে গমন পূর্ব্বক দিব্য রূপ ধারণ করিলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে কংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন রে দুরাত্মন্! আমারে শিলাপৃষ্ঠে ক্ষেপণ করিলে

তোমার কোন ফল লাভ হইবে না। যিনি তোমার পূর্ব্বজন্মে মৃত্যুস্বরূপছিলেন এবং এক্ষণেও যিনি তোমারে নিপাতিত করিবেন সেই দেবগণের সর্ব্বস্বভূত মহাত্মা ইহলোকেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তুমি শীঘ্র আপনার হিত চিন্তা কর। এই বলিয়া তিনি দিব্য গন্ধমাল্যে বিভূষিত হইয়া সিদ্ধগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে ক্ষণমাত্রেই ভোজ-রাজের দৃষ্টিপথের অগোচর হইলেন।

বিষ্ণুপুরাণ

চতুর্থ অধ্যায়।

বৎস! যোগমায়া এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলে কংস নিতান্ত উদ্বিগ্নমনা হইয়া কেশি প্রলম্ব ও ধেনুক প্রভৃতি মহাসুরগণকে ও পূতনারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে মহাবীরগণ! হে পূতনে! দুরাত্মা দেবগণ আমার বলবীর্য্যে তাপিত হইয়া আমারে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়াছে কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা আমার কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আমি তাহাদিগকে সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকি। কি অল্পবীর্য্য ইন্দ্র, কি একচারী শঙ্কর, কি অসুরঘাতী হরি, এবং কি বায়ু আদিত্য ও অগ্নি প্রভৃতি অমরগণ সকলেই আমার বলবীর্য্যে নির্জ্জিত হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে কেহই আমারে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। ইন্দ্র কি আমার বলবীর্য্য বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে? সংগ্রামস্থলে সে যেরূপে পৃষ্ঠে

আমার বাণসমুদায় বহন করিয়াছিল তাহা তাহার স্মরণ করা উচিত! যখন আমি ইন্দ্রকে রাজ্যে বারি বর্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছি তখনই তাহারে আমার শাসন রক্ষা করিতে হইয়াছে। জলদগণ আমার বাণে নিপীড়িত হইয়া কোনরূপেই ইচ্ছানুসারে জল-বর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাভিন্ন আমি পৃথি-বীরও সমুদায় ভূপতিরে পরাজিত করিয়াছি, কেবল আমার গুরু জরাসন্ধ ভিন্ন আর সকল রাজাই আমার ভয়ে ভীত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

হে দৈত্যগণ! আমি দেবগণকে সর্ব্বদাই অবজ্ঞা করিয়া থাকি। তাহারা আমারে বিনাশ করিতে যত্নবান্ হইয়াছে ইহা যদিও আমার পক্ষে হাস্য-জনক বটে, তথাপি সেই দুষ্ট দেবগণের দমন করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তোমরা সেই দুষ্ট দেবগণের অপকা-রার্থ সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবে। যে সমুদায় তপস্বী দেব-গণের উপকার করিতে প্রবৃত্ত হইবে। তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে নিপাতিত করিবে। দেবকীগর্ভ-সম্ভবা সেই বালিকা এইকথা বলিয়া গিয়াছে যে পূর্ব্ব জন্মে যাহা হইতে আমার মৃত্যু হইয়াছিল সেই দুরা-ত্মাই আমার বিনাশার্থ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করি-য়াছে। অতএব পৃথিবীর সমুদায় বালককেই পরীক্ষা করা উচিত। যে বালকের পরাক্রম অসামান্য হইবে সেই আমার বধ্য হইবে সন্দেহ নাই।

কংস দৈত্যগণকে এইরূপ অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বসুদেব ও দেবকীরে অধী-নতাশৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত করত তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল হে বসুদেব! হে দেবকি! আমি বৃথা তোমাদিগের সন্তানগণকে নিপাতিত করিয়াছি। তাহারা আমার অপকারী নহে। এক্ষণে এক বালক অন্য কোনস্থানে আমার বিনাশার্থ জন্ম গ্রহণ করি-য়াছে। যাহাহউক তোমরা আর অপত্যশোকে কাতর হইয়া পরিতাপ করিও না। আয়ুঃশেষ না হইলে কেহ কাহারেও বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। এই বলিয়া কংস বসুদেব ও দেবকীরে সান্ত্বনা করিয়া শঙ্কিতমনে স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

বিষ্ণু পুরাণ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

বৎস ! অনন্তর একদা গোকুলবাসী মহাত্মা নন্দ আত্মীয়বর্গে পরিবৃত হইয়া বার্ষিক রাজস্ব প্রদান করিবার নিমিত্ত কংসালয়ে আগমন করিলেন। কর প্রদত্ত হইলে বসুদেব তাঁহার শকটোপরি গমন করিয়া তাঁহারে পুত্রলাভে পরিতুষ্ট দর্শন পূর্ব্বক কহিলেন হে নন্দ ! যখন তুমি এই বৃদ্ধদশায় পুত্রলাভ করিয়াছ তখন তোমার তুল্য ভাগ্যবান্ আর কেহই নাই। তুমি যে কার্য্যের অনুরোধে এইস্থানে আগমন করিয়াছিলে, তাহাও নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। অতএব আর এস্থানে অবস্থান করা তোমার উচিত নহে। তুমি অবিলম্বে গোকুলধামে গমন কর। তথায় রোহিণী-গর্ভজাত আমার পুত্রও অবস্থান করিতেছে। তুমি অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় পুত্রের ন্যায় তাহারও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। এই বলিয়া তিনি নন্দকে গোকুলে প্রেরণ করিলেন।

অতঃপর একদা রজনীযোগে কৃষ্ণ নন্দালয়ে শয়ান রহিয়াছিলেন এমন সময়ে বালঘাতিনী নিশাচরী পূতনা তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখে স্বীয় স্তন প্রদান করিল। পূতনার স্তনপ্রদানের কারণ এই যে, সে যে যে বালকের মুখে স্তন প্রদান করে সেই সেই বালক বিকলাঙ্গ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু পূতনা কেশবের মুখে স্তন প্রদান করিলে তিনি করযুগল দ্বারা তাহার স্তন দৃঢ়রূপে ধারণ ও নিপীড়ন করিয়া তাহার স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। তখন পূতনা বিকলাঙ্গী হইয়া ভীষণবেশে ভয়ঙ্কর শব্দ করত প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপে পূতনা নিপতিত হইলে ব্রজবাসী লোকসমুদায় তাহার ভীষণ শব্দে ভয়বিহ্বলচিত্তে জাগরিত হইয়া দেখিল পূতনা হতজীবিতা হইয়া নিপতিত রহিয়াছে এবং তাহার ক্রোড়ে কৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন।

ঐ সময়ে যশোদা এই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত শঙ্কাকুলা হইয়া প্রাণসম কৃষ্ণকে গ্রহণ পূর্ব্বক গোপুচ্ছ-ভ্রামণ দ্বারা বালদোষ অপনীত করিলেন। গোপাধিপতি নন্দও গোকরীষ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের মস্তকে রক্ষা বন্ধন পূর্ব্বক এইরূপ কহিতে লাগিলেন যিনি সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার নাভিপঙ্কজ হইতে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হইয়াছে, যিনি বরাহরূপ

ধারণ করিয়া দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা ধরণীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, যিনি নৃসিংহরূপী হইয়া নখাঙ্কুর দ্বারা হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়াছেন এবং বামনাবতারে যাঁহার ত্রিপদ দ্বারা ত্রিভুবন আক্রান্ত হইয়াছিল, সেই সর্ব্বময় সনাতন হরি তোমারে রক্ষা করুন। গোবিন্দ তোমার মস্তক, কেশব তোমার কণ্ঠ, বিষ্ণু তোমার গুহ্য ও জঠর, জনার্দ্দন তোমার জঙ্ঘা ও পদ এবং ভগবান্ নারায়ণ তোমার মুখ, বাহু, প্রবাহু, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয়ের রক্ষক হউন। প্রেত কুষ্মাণ্ড ও রাক্ষস প্রভৃতি তোমার অহিতকারী দুরাশয়গণ শঙ্খচক্রগদাপাণি নারায়ণের শঙ্খনাদে সমাহত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হউক। বৈকুণ্ঠ তোমারে দিক্‌সমুদায়ে, মধুসূদন বিদিকে, হৃষীকেশ আকাশে এবং মহীধর ভূমিতে রক্ষা করুন। মহাত্মা নন্দ কৃষ্ণের মঙ্গলোদ্দেশে এইরূপ স্বস্ত্যয়ন করিয়া শকটের অধোভাগস্থ পর্য্যঙ্কোপরি তাঁহারে শয়ন করাইয়া রাখিলেন। ঐ সময়ে গোপেরাও ভয়ঙ্কর মৃতদেহ দর্শনে নিতান্ত ভীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যথাস্থানে গমন করিল।

বিষ্ণু পুরাণ

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৎস! অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন শকটের অধোভাগে শয়ান হইয়া চরণযুগল ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ পূর্ব্বক স্তন্যপানার্থ রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাদপ্রহারণে শকট পরিবর্ত্তিত ও শকটস্থ কুম্ভ ও ভাণ্ডসমুদায় বিপরীতভাবে নিপতিত হইল। তৎ-পরে সমুদায় গোপগোপীগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে উত্তানশায়ী দর্শন পূর্ব্বক পরস্পর কহিতে লাগিলেন কোন্ ব্যক্তি দ্বারা এই শকট পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। গোপগোপীগণ এইরূপ কহিলে তত্রত্য গোপবালক-গণ কহিয়া উঠিল আমরা দেখিলাম, এই শয়ান বালক রোদন করিতে করিতে পাদপ্রহারে এই শকট পাতিত করিয়াছে। অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা ইহা পরিবৃত্ত হয় নাই।

বালকেরা এইরূপ কহিলে সমুদায় গোপগণ যাহারপরনাই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন মহাত্মা নন্দও বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই বালককে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। এবং যশোদাও শকটস্থ ভাণ্ডভগ্ন-সমুদায় যথাস্থানে সংস্থাপন পূর্ব্বক পুষ্পফল ও আতপ তণ্ডুল দ্বারা শকটের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিয়দ্দিন অতীত হইলে বসুদেব-প্রেরিত মহর্ষি গর্গ গোকুলে সমুপস্থিত হইয়া প্রচ্ছন্ন-ভাবে গোপসমাজে অবস্থান পূর্ব্বক বলদেব ও বাসু-দেবের সংস্কার সম্পাদন করিলেন। সেই মহর্ষি দ্বারা বসুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম ও কনিষ্ঠের নাম কৃষ্ণ নিরূপিত হইল। এইরূপে বলদেব ও বাসুদেব সংস্কৃত হইয়া অল্প কালের মধ্যেই বয়ো-বৃদ্ধির সহিত জানুচলনক্ষম হইয়া উঠিলেন। তৎ-পরে তাঁহারা করীষভস্মদিগ্ধাঙ্গ হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যশোদা ও রোহিণী তাঁহাদি-গকে কোনরূপেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা কখন গোবাটে ও কখন বৎসবাটে সমুপস্থিত হইয়া এবং কখন সদ্যজাত গোবৎসের পুচ্ছ আকর্ষণ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তাঁহারা নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলে যশোদা তাঁহাদিগকে কোনরূপে নিবারণ করিয়া সুস্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি তাঁহাদিগকে

একত্র ক্রীড়া করিতে দেখিয়া কৃষ্ণকে দামদ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক উদূখলমধ্যে সংস্থাপিত করিয়া কহিলেন বৎস! তুমি অতিশয় চঞ্চল হইয়াছ, এখন তোমার ক্ষমতা থাকে এস্থান হইতে গমন কর। এই বলিয়া তিনি আপনার গৃহকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। যশোদা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলে বিপুলপরাক্রম কমললোচন কৃষ্ণ সেই উদূখল আকর্ষণ করিয়া উত্তুঙ্গশাখাসম্পন্ন যমলার্জ্জুন নামে প্রসিদ্ধ পাদপদ্বয়ের মধ্যভাগে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে সেই উদূখল তির্য্যগ্‌ভাব প্রাপ্ত হইল। তখন তিনি সেই বৃক্ষদ্বয়কে ভগ্ন করিলেন। ঐ সময়ে ব্রজবাসী লোকসমুদায় বৃক্ষভঙ্গের কটকটাশব্দ শ্রবণ করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক দেখিতে পাইল সেই দুই মহাদ্রুম ভগ্নস্কন্ধ ও ভগ্নশাখ হইয়া নিপতিত হইয়াছে এবং বালক কৃষ্ণ অর্দ্ধবিনির্গত দন্ত সমুদায় বহিষ্কৃত কয়িয়া সুমধুর হাস্য করিতেছেন। যখন গোপগণ এই ব্যাপার দর্শন করিল তখন সেই বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে মহাত্মা বাসুদেবের উদর দামদ্বারা বদ্ধ হইয়াছিল। তিনি এইরূপে দামদ্বারা বদ্ধোদর হওয়াতেই তদবধি দামোদর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

অনন্তর গোপবৃদ্ধেরা এই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়া উৎপাতপাতের আশঙ্কায় মহাত্মা নন্দকে অগ্রসর করত পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা

করিতে লাগিল এস্থানে বাস করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। এস আমরা অন্য মহাবনে প্রস্থান করি। এই ব্রজধাম ক্রমে ক্রমে বিবিধ বিনাশকর উৎপাতে আক্রান্ত হইতে লাগিল। যখন পূতনার বিনাশ, শকটের বিপর্য্যয়, বাতাদিদোষ ভিন্ন এই প্রকাণ্ড বৃক্ষ-দ্বয়ের পতন প্রভৃতি উৎসমুদায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে তখন এস্থান আর মঙ্গলদায়ক নহে। অতএব আর অন্য কোন ভীষণ উৎপাত উপস্থিত না হইতে এস্থান হইতে পলায়ন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য হইয়াছে।

গোপবৃদ্ধেরা পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া স্বীয় স্বীয় আত্মীয়গণকে কহিতে লাগিল তোমরা অবিলম্বে এস্থান হইতে প্রস্থান কর। গোপবৃদ্ধেরা এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে গোপগণ ক্ষণকালমধ্যেই শকট ও গোধন সমুদায় লইয়া তথাহইতে প্রস্থান করিল। গোপগণ প্রস্থান করিলে ব্রজধাম শূন্যময় হইয়া কাক-কাকীদ্বারা সমাকীর্ণ হইল। কেবল সেই অক্লিষ্ট-কর্ম্মা কৃষ্ণই ব্রজধামে বিরাজিত রহিলেন। অতঃপর নিদারুণ গ্রীষ্মকাল সমাগত হইলেও তাঁহার কলেবর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রাবৃট্কালের ন্যায় সমুদায় ভূমিখণ্ড নানাশস্পে পরিপূর্ণ হইল এবং শকটী-বাট পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার সমুদার ব্রজধাম সুবাসিত ও গৌরভময় হইয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ উভয়ে সেই

সুখময় ব্রজধামে গোবৎসপালনে প্রবৃত্ত হইয়া গোষ্ঠ-মধ্যে বাল্যক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে কখন বর্হিপত্রধারী, কখন বন্যপুষ্পেবিভূষিত, কখন বেণুবাদননিরত ও কখন বা পত্রবাদ্যে অনুরক্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন সেই কাকপক্ষধারী কুমার-দ্বয় পাবককুমারদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগি-লেন। কখন হাস্য ও কখন ক্রীড়া করিয়া বৃন্দা-বনে তাঁহাদিগের কাল হরণ হইতে লাগিল এবং তাঁহারা কখন পরস্পর হাস্য ও কখন বা অন্যান্য গোপবালকের সহিত ক্রীড়া করিয়া গোবৎসচারণ পূর্ব্বক পরমানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে সেই জগৎ-পালক বালকদ্বয় সপ্তম বর্ষীয় হইয়া উঠিলেন। অতঃ-পর যথাকালে বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইলে নভোমণ্ডল মেঘজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তৎপরে সেই মেঘজাল গভীর গর্জ্জন করত এরূপ প্রবলবেগে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল বোধ হইল যেন দিঙ্মণ্ডল একভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভীষণ বর্ষাকালে পদ্মরাগবিভূষিতা পৃথিবী নবশস্যে পরিপূর্ণা হইয়া মরকত মণির শোভা ধারণ করিলেন। গোপেরা বিবিধরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। নবলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইলে যেমন দুর্ব্বিনীতদিগের মন প্রশান্ত হয় তদ্রূপ উন্মার্গগামী সলিল সমুদায় নিম্নস্থান লাভ

করিল। চন্দ্র নির্ম্মল হইয়াও মলিন মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া মূর্খের প্রগল্‌ভবাক্যপরিপূরিত সদ্বাক্যবাদের ন্যায় শোভাবিহীন হইলেন। নির্গুণ ব্যক্তিরা যেমন অবিবেকী নরপতির পরিগ্রহে স্থান লাভ করে, তদ্রূপ ইন্দ্রচাপ নির্গুণ হইয়াও গগনে স্থান প্রাপ্ত হইল। বলাকশ্রেণী সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তির উপস্থিত কার্য্যের চেষ্টার ন্যায় মেঘপৃষ্ঠে বিরাজিত হইতে লাগিল। সাধুপুরুষের সহিত মিত্রতা যেমন দুর্জ্জনে প্রয়োজিত হয় না তদ্রূপ অতিচঞ্চলা বিদ্যুৎ অম্বরে ধৈর্য্যলাভে সমর্থ হইল না। প্রয়ত ব্যক্তিদিগের বাক্য যেমন সার্থক হইয়াও অর্থান্তরের অনুসরণ করে তদ্রূপ পথসমুদায় সুস্পষ্ট হইয়াও নবশস্যসম্পদে সমাবৃত হইয়া অস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। এবং শিখী শারঙ্গগণও উন্মত্ত হইয়া পরমসুখে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

এই মনোহর বর্ষাকালে রাম কৃষ্ণ উভয়ে আমোদিত হইয়া সেই বৃন্দাবনে গোপালগণের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। একবারও তাঁহাদিগকে সুস্থির লক্ষিত হইল না। তাঁহারা গোচারণসময়ে কখন গোপসমুদায়ে পরিবৃত হইয়া সঙ্গীত ও তান প্রদান, কখন বৃক্ষের শীতল ছায়া আশ্রয়, কখন গলদেশে কদম্বমালা প্রদান, কখন ময়ূরপুচ্ছ ধারণ, কখন বিবিধ গিরিধাতু দ্বারা অঙ্গসমুদায় বিলেপন, কখন পর্ণ-

শয্যায় নিদ্রালাভ কখন সেই পর্ণশয্যা হইতে গাত্রোত্থান, কখন মেঘগর্জ্জনশ্রবণে হাঁহাঁকার শব্দ প্রয়োগ, কখন গানাভিরত গোপবালকদিগকে ধন্যবাদ প্রদান, কখন কেকারবের অনুকরণ ও কখন বা বেণু বাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিবিধ ভাবে তাঁহাদিগের যাহার পর নাই প্রীতি লাভ হইতে লাগিল। প্রীত-মনে বৃন্দাবনে এইরূপ ক্রীড়া করিতে করিতে অপরাহ্ণ উপস্থিত হইলে তাঁহারা গোপালবৃন্দের সহিত গো-সমুদায় লইয়া ঘোষপল্লীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অমর-দ্বয়ের ন্যায় সমবয়স্ক বালকগণের সহিত পুনর্ব্বার ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতিদিনই এইরূপে তাঁহা-দিগের গোচারণ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

বিষ্ণুপুরাণ

সপ্তম অধ্যায়।

বৎস! একদা মহাত্মা কৃষ্ণ একাকী বৃন্দাবনে সমুপস্থিত হইয়া গলদেশে রম্য পুষ্পের মালা ধারণ পূর্ব্বক গোপগণের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি কল্লোলিনী কালিন্দী নদীর তীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন সেই নদীর অতি ভীষণ মহাতীক্ষ্ণ কালিয় হ্রদ যেন তীরসংলগ্ন ফেণরাশির সহযোগে হাস্য করিতেছে, তাহার সলিলরাশি বিষানল দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, অনবরত বিষানলবর্ষণ দ্বারা তীরস্থ মহাতরু ও বাতাহত জলবিক্ষেপ দ্বারা বৃক্ষারূঢ় বিহঙ্গমসমুদায় যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, এইরূপ দ্বিতীয় মৃত্যুমুখের ন্যায় মহারৌদ্র কালিয় হ্রদ দর্শন করিয়া মহাত্মা মধুসূদন চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশ্যই এই হ্রদমধ্যে দুরাত্মা বিষধর কালিয় অবস্থান করিতেছে। পূর্ব্বে সেই

দুষ্টাশয় আমা কর্ত্তৃক নির্জ্জিত ও পরিত্যক্ত হইয়া সাগরে পলায়ন করিয়াছিল। এক্ষণে তাহার দ্বারাই এই সাগরগামিনী সমুদায় যমুনা দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। মনুষ্য ও গোসমুদায় তৃষার্ত্ত হইয়াও ইহার জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং এই নাগরাজের শাসন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সদাশঙ্কিত ব্রজবাসিগণ সুখে কাল হরণ করিবে এই নিমিত্তই আমি মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছি। উন্মার্গগামী দুরাত্মাদিগের দমন করা আমার উচিত কর্ম্ম। অতএব এক্ষণে আমি এই দূরস্থ কদম্ব বৃক্ষের শাখায় আরোহণ পূর্ব্বক এই কালিয় হ্রদে নিপতিত দ্বারা দুরাশয় নাগের দমন করি।

মহাত্মা কৃষ্ণ এইরূপ চিন্তার পর বদ্ধপরিকর হইয়া সর্পরাজকে লক্ষ্য করত মহাবেগে সেই হ্রদে নিপতিত হইলেন। তাঁহার পতনমাত্রেই সেই মহাহ্রদ ক্ষোভিত হইয়া উঠিল এবং অতি দূরস্থ বৃক্ষসমুদায়ও বিষজ্বালাসমন্বিত উৎক্ষিপ্ত সন্তপ্তজলে আপ্লুত হইয়া দিগন্তর প্রজ্জ্বলিত করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ কৃষ্ণ হ্রদমধ্যে বাহ্বাস্ফোটন করিতে আরম্ভ করিলেন। নাগরাজ কালিয় সেই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র অসংখ্য নাগগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আতাম্রলোচনে বিষজ্বালাকুল ফণা বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিল। তখন বিচিত্রহারবিরাজিতা

অসংখ্য নাগবনিতাগণও নাগরাজের অনুগামিনী হইয়া শরীরচালনসহযোগে কুণ্ডলসমুদায় কম্পিত করত অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। এই-রূপে নাগগণ মহাত্মা বাসুদেবের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে ভোগবন্ধনমধ্যে প্রবেশিত করিয়া দংশন করিতে আরম্ভ করিল।

বৎস! এস্থানে গোপগণ মহাত্মা কৃষ্ণকে হ্রদে নিপতিত ও নাগভোগে নিপীড়িত দর্শন পূর্ব্বক শোকাকুলিতলোচনে রোদন করিতে করিতে ব্রজধামে সমুপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিল মহাত্মা কৃষ্ণ মোহান্ধতানিবন্ধন কালিয় হ্রদে নিমগ্ন হইয়া সর্পরাজ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলেন। তোমরা কে কোথায় আছ শীঘ্র আগমন ও দর্শন কর। ব্রজবাসী গোপগণ সহসা কুলিশপাতোপম নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রুতপদে কালিয় হ্রদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। যশোদা গোপিনীগণ সমভিব্যাহারে শোকবিহ্বলা হইয়া হা বৎস! কোথায় রহিয়াছ এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক শূন্যহৃদয়ে হাহাকার করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। মহাত্মা নন্দও অদ্ভুতপরাক্রম রাম ও অন্যান্য গোপালগণের সহিত শোকভ্রান্ত হইয়া যশোদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গমনসময়ে তাঁহার পদদ্বয় স্খলিত হইতে লাগিল। এইরূপে তাঁহারা কৃষ্ণদর্শনলালসায় ক্রমে ক্রমে যমুনাতীরে উত্তীর্ণ

হইলেন। তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগর দৃষ্টি-গোচর হইল মহাত্মা কৃষ্ণ নাগভোগপরিবেষ্টিত ও নাগরাজের বশীভূত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতেছেন। মহাত্মা নন্দ ও মহানুভাবা যশোদা এই ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র বিচেতন হইয়া একদৃষ্টে কৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

তখন গোপিনীগণ কৃষ্ণের ঐ ভাব অবলোকনে নিতান্ত শোকাকুলা হইয়া রোদন করিতে করিতে গদ্গদস্বরে কহিতে লাগিলেন হায়! আমরা কৃষ্ণের জননী যশোদার সহিত এই মহাহ্রদে প্রবেশ করি। আর আমাদিগের ব্রজধামে গমন করা কর্ত্তব্য নহে। কৃষ্ণ না থাকিলে ব্রজধাম দিবাকরবিহীন দিবস, শশাঙ্কবিহীন নিশা, ও বৃষবিহীন গোসমুদায়ের ন্যায় শোভাবিহীন হইবে। আমরা কৃষ্ণহীনা হইয়া কখনই গোকুলে গমন করিতে পারিব না। যেস্থলে ইন্দী-বরশ্যামকান্তি হরি বিরাজিত না থাকেন, বারিবিহীন সুরম্য সরোবরের ন্যায় সেস্থানের সুখ একবারেই তিরোহিত হইয়া যায়। অতএব কৃষ্ণবিহীন স্থানে সুখলাভ কখনই সম্ভাবনীয় নহে। হা গোপালগণ! তোমরা প্রফুল্লপঙ্কজলোচন কৃষ্ণের মোহন মূর্ত্তি না দেখিয়া কিরূপে গোষ্ঠে অবস্থান করিবে? ঐ পুণ্ডরীকাক্ষ হরি অত্যন্তমধুরালাপে আমাদিগের মনো-ধন হরণ করিয়াছেন সুতরাং উঁহারে প্রাপ্ত না

হইলে আমরা কোনরূপেই গোকুলে গমন করিতে সমর্থ হইব না। ঐ হরি সর্পরাজ সমক্ষে সর্পভোগে পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদিগের জ্ঞান হইতেছে যেন উঁহার মুখমণ্ডলে মধুর হাস্য সুশোভিত হইতেছে।

গোপরমণীগণ এইরূপে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে মহাবল পরাক্রান্ত মহাত্মা বলদেব ব্রজবাসীদিগকে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত, মহাত্মা নন্দকে নিতান্তদীনভাবে সুতাননে ন্যস্তদৃষ্টি ও যশোদারে মূর্চ্ছিতা দর্শন করিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে ভ্রাত! তুমি মানুষভাব প্রাপ্ত হইয়া আপনার এরূপ অবস্থা দর্শন করাইতেছ কেন? এক্ষণে কি তোমার আপনারে স্মরণ হইতেছে না? তুমি এই জগতের নাভি, সর্ব্বলোকের আশ্রয়, ত্রিলোকের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা ও ত্রয়ীময়। ইন্দ্র, রুদ্র, বায়ু, অগ্নি, মরুৎ ও আদিত্যগণ তোমার রূপভেদমাত্র। যোগিগণ নিরন্তর তোমার ধ্যান করিয়া থাকেন। তুমি জগতের ভারাবতরণের নিমিত্তই এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমি তোমার অংশে তোমার জ্যেষ্ঠরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। দেবগণও তোমার মানুষলীলার সহযোগী হইয়া ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমে তুমি ক্রীড়াসম্পাদনের নিমিত্ত সুরাঙ্গনাদিগকে অবতারিত

করিয়া পরিশেষে স্বয়ং এই মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। আপাততঃ এই সমুদায় গোপগোপীদিগের সহিত আমাদিগের উভয়ের মিত্রভাব সমুৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আর উপেক্ষা করিয়া ইহাদিগকে ক্লেশ প্রদান করা তোমার উচিত নহে। তোমার মানুষভাব ও বালচাপল্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে ঐ দশনায়ুধ দুরাত্মা কালিয়কে দমন কর।

মহাত্মা বলদেব এইরূপে কৃষ্ণকে পূর্ব্বভাব স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি হাস্য করিয়া আস্ফোটন পূর্ব্বক ভোগবন্ধন হইতে স্বীয় দেহ বিমোচিত করিলেন। ভোগবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া তিনি নাগরাজ কালিয়ের ভগ্নফণাতে আরোহণ পূর্ব্বক করযুগলে মধ্যম ফণা আনত করত নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে ফণার উপরিভাগে নৃত্য করাতে নাগরাজ তাঁহার পাদনিপীড়নে ক্রমে ক্রমে মূর্চ্ছাক্রান্ত হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন নাগবনিতাগণ নাগরাজ কালিয়কে ভগ্নশিরা ভগ্নগ্রীব ও স্রুতশোণিত হইতে দেখিয়া মহাত্মা কৃষ্ণের শরণ লাভ পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল হে ভগবন্! তুমি দেবদেব, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পরম জ্যোতি, অচিন্তনীয় ও পরমেশ্বর। যখন দেবগণও তোমার স্তব করিতে সমর্থ হন না। তখন

আমরা স্ত্রীজাতি হইয়া কিরূপে তোমার স্তুতিবাদ করিতে সক্ষম হইব? যখন পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ ভূতাত্মক ব্রহ্মাণ্ড তোমার অল্পমাত্র অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে তখন কিরূপে আমাদিগের দ্বারা তোমার সন্তোষ সাধন হইতে পারে? যোগবলবিহীন ব্যক্তিরা যত্নবান্ হইয়াও তোমার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। তুমি পরমাণু ও মন হইতেও সুক্ষ্ম ও স্থূল হইতেও স্থূল। তোমার সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা কেহই নাই। তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের পালন করিয়া থাক। তোমাতে অনুমাত্রও ক্রোধ দৃষ্টি গোচর হয় না। এক্ষণে তুমি এই কালিয়ের দমন করাতে আমরা তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। স্ত্রীজাতি ও মূঢ় ব্যক্তিদিগের প্রতি দয়া করা সাধুদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া এই দীনভাবাপন্ন কালিয়কে ক্ষমা কর। তুমি সমস্ত জগতের আধার আর এই কালিয় অল্পবল সর্প। তোমার পাদযুগলে নিপীড়িত হইলে মুহূর্ত্তার্দ্ধের মধ্যেই ইহার প্রাণ বিয়োগ হইবে। অল্পবীর্য্য নাগের সহিত তোমার যে কতদূর প্রভেদ তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রীতি ও দ্বেষ উভয়ই তোমার নিকট সমভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে ভর্ত্তৃভিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক এই অবসান্ন নাগের প্রাণ রক্ষা কর।

নাগরমণীগণ বাসুদেবের এইরূপ স্তব করিলে নাগরাজ কালিয় ক্লান্তদেহ হইয়াও আশ্বাস লাভ পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া অল্পে অল্পে কাতর-স্বরে কহিতে লাগিল হে ভগবন্! যখন তুমি স্বভাবতই অষ্টগুণ সম্পদে পরিপূর্ণ রহিয়াছ, যখন পণ্ডিতগণ তোমারে পরাৎপর পরাদি ও পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, যখন ব্রহ্মা, রুদ্র, চন্দ্র, ইন্দ্র, মরুৎ, বসু, আদিত্য ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমাহইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, যখন তোমার এক-মাত্র অবয়বের সূক্ষ্মাংশ হইতে এই অখিল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং ব্রহ্মাদি দেবগণও যখন তোমার পরমার্থ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না তখন আমি কিরূপে স্তব করিয়া তোমার সন্তোষ সাধন করিব? যখন তুমি ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক নন্দনাদিবনজাত দিব্য কুসুমানুলেপন দ্বারা অর্চ্চিত হইতেছ তখন তোমার সেবা করা কিরূপে আমার সাধ্যায়ত্ত হইবে? যখন দেবরাজ তোমার অবতাররূপসমুদায়ের অর্চ্চনা করি-য়াও তোমার পরম রূপ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না এবং যখন যোগিগণ একবারে বিষয় বাসনা বিস-র্জ্জন করিয়া ধ্যানযোগে তোমার স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক ভাবপুষ্পাদি দ্বারা নিরন্তর তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তখন আমি কিরূপে তোমার অর্চ্চনা করিতে সক্ষম হইব?

হে দেবদেব! আমি তোমার স্তব ও অর্চ্চনাদি করিতে কোনরূপেই সমর্থ হইতেছি না। তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও। সর্পজাতি স্বভাবতই ক্রূর। সুতরাং এই জাতিতে জন্ম গ্রহণ করাতে আমিও ক্রূরস্বভাব হইয়াছি। এবিষয়ে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। তুমিই সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। জাতিরূপ ও স্বভাব সমস্তই তোমাহইতে সৃষ্ট হইয়াছে। তুমি আমারে যে জাতির মধ্যে সৃষ্টি করিয়া যেরূপ স্বভাব প্রদান করিয়াছ। আমি সেইরূপ স্বভাবসম্পন্ন হইয়াই অবস্থান করিতেছি। যদি আমি তোমার নিয়মের অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হই, তাহাহইলে আমার দণ্ড বিধান করা তোমার উচিত কর্ম্ম। তোমার বাক্যের ন্যায় তোমার দণ্ডনিপাত অবশ্যই ন্যায়ানুগত হইবে। যাহাহউক তুমি আমার প্রতি যেরূপ দণ্ড বিধান করিলে আমি তৎসমুদায় সহ্য করিয়াছি। আর আমার কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই। এক্ষণে আমি তোমার দারুণপ্রহারে বিষবিহীন ও হৃতবীর্য্য হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার জীবন প্রদান কর। আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালনে কদাচ পরাঙ্মুখ হইব না।

বৎস! নাগরাজ কালিয় এইরূপ স্তব করিলে মহাত্মা মধুসূদন তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে সর্পরাজ! তুমি আর এই যমুনাজলে বাস করিতে

পারিবে না। অবিলম্বে তুমি ভৃত্য ও পরিজনবর্গের সহিত সমুদ্রজলে প্রস্থান কর। পন্নগরিপু গরুড় তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্ন দর্শন করিয়া কখনই তোমারে আক্রমণ করিবে না। এই বলিয়া তিনি সেই নাগরাজ কালিয়কে পরিত্যাগ করিলেন। বিষধর কালিয় মহাত্মা বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহারে নমস্কার পূর্ব্বক সমুদায় ভার্য্যা বান্ধব ও ভৃত্যবর্গের সহিত সর্ব্বভূতের সমক্ষে সেই হ্রদ হইতে সমুদ্রজলে প্রস্থান করিল।

সর্পরাজ এইরূপে সাগরগামী হইলে কৃষ্ণ পুনর্ব্বার মৃতপ্রায় হইয়া গোপগণের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইলে গোপগণের মধ্যে কেহ কেহ নয়ননীরে তাঁহার মস্তক অভিষিক্ত করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ যমুনানদীর জল উৎকৃষ্টদর্শনে সন্তুষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিল এবং গোপবনিতারাও তাঁহার চরিত গান করিতে লাগিলেন। এই ভাবে যমনাকূলে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া মহাত্মা কৃষ্ণ সমুদায় গোপগোপীগণ সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার ব্রজধামে আগমন করিলেন।

পুরাণ রত্নাকর

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত।

বিষ্ণুপুরাণ

একাদশ খণ্ড।

শ্রীরামসেবক বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

রাজপুর

পুরাণরত্নাকর কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৭৯০।

বিষ্ণু পুরাণ

অষ্টম অধ্যায়।

বৎস! অনন্তর রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে পুনর্ব্বার গোপালনে প্রবৃত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে রমণীয় তালবনে সমুপস্থিত হইলেন। ধেনুক নামক একদৈত্য গর্দ্দভাকার ধারণ পূর্ব্বক মৃগমাংস দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া সর্ব্বদা ঐ তালবনেই অবস্থান করিত। গোপগণ ঐ তালবন সুপক্কফলসম্পদে সুশোভিত দেখিয়া সেই ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় মহাত্মা বলদেব ও বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল হে বীরদ্বয়! দুরাত্মা ধেনুক সর্ব্বদা এইস্থান রক্ষা করিয়া থাকে। ঐ সমুদায় তালফল পরিপক্ব হইয়া দিক্‌সমুদায় আমোদিত করিয়াছে, তথাপি কেহই ঐ দুরাত্মার ভয়ে উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। আমরা ঐ ফললাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। অতএব যদি তোমাদিগের ইচ্ছা হয় ঐ ফল ভূতলে পাতিত কর।

গোপকুমারগণ এইরূপ কহিলে মহাত্মা রাম ও কৃষ্ণ তালফলসমুদায় ভূমিতলে পাতিত করিতে লাগিলেন। তখন সেই দুর্দ্ধর্ষ গর্দ্দভাসুর তালপতন-শব্দে রোষাবিষ্ট হইয়া পশ্চিমপাদযুগলে ভূমি খনন করত সেই স্থানে সমুপস্থিত হইল। দুরাশয় অসুর সমাগত হইলে মহাত্মা মধুসূদন আকাশপথে ভ্রমণ করাইয়া তাহার প্রাণসংহার পূর্ব্বক মহাবেগে তৃণ-রাশির উপর তাহারে পাতিত করিলেন। তখন প্রচণ্ড পবনদ্বারা যেমন জলদজাল সঞ্চালিত হয় তদ্রূপ সেই গর্দ্দভাসুর দ্বারা সুপক্ক তালফলসমুদায় চালিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপে গর্দ্দভা-সুরের প্রাণ বিয়োগ হইলে তাহার যে যে গর্দ্দভ-রূপী জ্ঞাতিগণ তথায় সমুপস্থিত হইল রাম ও কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে ঐরূপে নিপাতিত করিলেন। তখন সেই প্রদেশ সুপক্ক তালফল ও গর্দ্দভরূপী অসুরগণের দেহে সমলঙ্কৃত হইয়া ক্ষণকাল-মধ্যেই অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। পূর্ব্বের ন্যায় তথায় আর কোনরূপ ভয়ের সম্ভাবনা রহিল না। সেই অবধি গোসমুদায় সেই তালবনে নিরুদ্বেগে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব নবশস্প ভোজন পূর্ব্বক পরম সুখে-বিচরণ করিতে লাগিল।

বিষ্ণুপুরাণ

নবম অধ্যায়।

বৎস! গর্দ্দভরূপী দুরাত্মা ধেনুক এইরূপে সপরিবারে নিপাতিত হইলে গোপগোপীগণ নিরুদ্বেগে সেই রমণীয় তালবনে বিহার করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বলদেব ও বাসুদেবও সেই দৈত্যের প্রাণ-সংহার করিয়া ক্রীড়া সঙ্গীত ও পাদপসমুদায়ের নাম নির্দ্দেশ করিতে করিতে ভাণ্ডীরবনে সমুপস্থিত হই-লেন। তথায় উপস্থিত হইলে গাভিগণ সেই বনে তৃণাদি ভোজন করিতে লাগিল। তাঁহারাও কখন নামোল্লেখ পূর্ব্বক দূরস্থ গোসমুদায়কে আহ্বান, কখন স্কন্ধে নিয়োগপাশ সংস্থাপন, ও কখন বা গলদেশে বনমালা ধারণ করিয়া নবশৃঙ্গসমন্বিত বৃষদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বলদেবের পরিধেয় অঞ্জন দ্বারা ও কৃষ্ণের পরিধেয় সুবর্ণ দ্বারা রঞ্জিত হও-য়াতে তাঁহাদিগকে মহেন্দ্রায়ুধসন্নিভ এবং শ্বেত ও

কৃষ্ণবর্ণ মেঘদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডপালক বালকদ্বয় মানুষভাব প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর মনুষ্যের জাতিগুণসম্পন্ন লোকসিদ্ধিপ্রদ ক্রীড়ায় অনুরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরস্পর দোলিকায় আরোহণ, বাহুযুদ্ধ ও উপলখণ্ড ক্ষেপণ দ্বারা তাঁহাদিগের ব্যায়ামক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

এইরূপে তাঁহারা ক্রীড়াসক্ত হইলে দুরাশয় প্রলম্বাসুর গোপবেশ ধারণ পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাদিগের মধ্যে সমাগত হইয়া তাঁহাদিগের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিল। মহাত্মা কৃষ্ণও বলদেবকে পরাজিত করিবার বাসনায় তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে তৎকর্ত্তৃক ক্রীড়ার নিয়ম সংস্থাপিত হইল। যুগপৎ এক এক জনের সহিত এক এক জন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীদামের সহিত কৃষ্ণের, গোপবেশধারী প্রলম্বের সহিত বলদেবের এবং অন্যান্য গোপালগণের সহিত অন্যান্য গোপালগণের ক্রীড়ারম্ভ হইল। কৃষ্ণ অবিলম্বেই শ্রীদামকে, রোহিণীনন্দন প্রলম্বকে, এবং কৃষ্ণপক্ষীয় গোপালগণ অন্যান্য গোপালদিগকে পরাজিত করিলেন। তখন সেই পরাজিতদল স্ব স্ব নিয়মানুসারে জেতৃবর্গকে বহন করিয়া পুনর্ব্বার ক্রীড়ার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

প্রলম্বাসুরও মহাত্মা বলদেবকে স্কন্ধে আরোপিত করিয়া সচন্দ্র মেঘের ন্যায় ধাবমান হইল। কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া আর তাঁহার ভার সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। তখন সে বর্ষাকালীন বলাহকের ন্যায় অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহারে বহন করিতে লাগিল।

দুরাত্মা অসুর এইরূপে বহন করিতে আরম্ভ করিলে তাহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি মহাত্মা বলদেবের দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি দেখিলেন দুরাশয় প্রলম্বাসুর দগ্ধশৈলের ন্যায় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া গলদেশে মালা ও মস্তকে মুকুট ধারণ পূর্ব্বক শকটচক্রের ন্যায় দুই চক্ষু ঘূর্ণিত করত পদবিক্ষেপে যেন মেদনী কম্পিত করিতে করিতে ধাবমান হইতেছে। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া তিনি কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে ভ্রাত! এই দেখ, এক ভীষণমূর্ত্তি দৈত্য ছদ্মবেশে আমাদিগের সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া আমারে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। এক্ষণে আমি কি করিব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি শীঘ্র ইহার সদুপায় উদ্ভাবন কর।

রোহিণীকুমার এইরূপ কহিলে তাঁহার বলবীর্য্যপ্রমাণবিদ্ মহাত্মা কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে মহাত্মন্! আপনি মানুষভাব প্রাপ্ত হইয়া এরূপ চিন্তাকুল

হইতেছেন কেন? গূঢ় হইতেও গূঢ়তর বিষয় আপনার অবিদিত নাই। আপনি সমুদায় কারণের কারণস্বরূপ। এক্ষণে কি আপনি আত্মপ্রভাব বিস্মৃত হইয়াছেন? জগৎ একার্ণব হইলে আমরা উভয়ে যে এই জগতের কারণস্বরূপ ছিলাম, তাহা কি আপনার স্মরণ হইতেছে না? আমরা ভূমির ভার হরণের নিমিত্তই এই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছি। নভোমণ্ডল আপনার মস্তক, জল মূর্ত্তি, পদযুগল ক্ষিতি, বক্ত্র অনন্ত বহ্নি, মন চন্দ্র, নিঃশ্বাস পবন ও বাহু দিক্‌চতুষ্টয়স্বরূপ। শরীরভেদে আপনার অসংখ্য মুখ ও হস্তাদি প্রকাশিত হয়। আপনি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা ও সকলের আদি। মহর্ষিগণ বিবিধরূপে আপনার গুণ কীর্ত্তন করেন। আপনার দিব্য রূপ অন্য কেহই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না। দেবগণ কেবল আপনার অবতাররূপেরই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড যে আপনাতেই অবস্থিত আছে এবং পরিণামে যে আপনাতেই লীন হইবে তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? এই ধরণী আপনা কর্ত্তৃক বিধৃতা হইয়াই এই চরাচর বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আপনি সত্যাদিযুগভেদের অনুসারেই নিমেষপূর্ব্ব কাল ও এই জগৎরূপে প্রকাশিত হন্। আকাশস্থ হিমস্বরূপ জলরাশি বাড়ববহ্নির সহযোগে হিমাচলে

মিলিত হইলে যেমন তাহা সূর্য্যকিরণসংযোগে পুনর্ব্বার জলরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আপনাকর্ত্তৃক সংহৃত হইয়া আপনাতে লীন হইলে পুনর্ব্বার আপনিই সৃষ্টি করিতে বাসনা করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। আপনাতে ও আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। আমরা উভয়েই জগতের হিতসাধনার্থ অংশক্রমে বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আত্মপ্রভাব স্মরণ করিয়া দুরাত্মা দৈত্যের প্রাণসংহার পূর্ব্বক এই সমুদায় বান্ধবগণের হিতসাধন করুন।

মহাত্মা বাসুদেব এইরূপে অতুলপরাক্রম বলদেবের প্রভাব স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া রোষকষায়িতলোচনে প্রলম্বাসুরের মস্তকে এক দৃঢ়তর মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। সেই মুষ্টিপ্রহারে তাহার লোচনদ্বয় বহির্গত ও মস্তিস্ক নিষ্কাসিত হইল। তখন সে আর দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইল না। অবিলম্বেই রুধির বমন করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। প্রলম্বাসুর রৌহিণেয় কর্ত্তৃক এইরূপে নিপাতিত হইলে গোপালগণ তাঁহার এই অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শন করিয়া সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। তখন তিনি সেই গোপালগণ ও কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া গোকুলধামে প্রত্যাগমন করিলেন।

ঐ সময়েই দেবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার বলদেবনাম নিরূপিত হয়, স্নুতরাং তিনি তদবধি ঐ নামেই খ্যাতি লাভ করেন।

বিষ্ণু পুরাণ

দশম অধ্যায়

বৎস! মহাত্মা রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে এইরূপে ব্রজধামে বিহার করিয়া বর্ষাকাল যাপন করিলেন। ক্রমে শরৎ-সমাগত হইলে সরোবর বিকসিতনলিনীদলে সুশোভিত হইল। গৃহী যেমন পুত্র ও ক্ষেত্রাদির প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া সন্তাপিত হয় তদ্রূপ পল্ললস্থ শফরীসমুদায় দিবাকরকরে তাপিত হইতে লাগিল। যোগিগণ যেমন সংসারের অসারতা পরিজ্ঞাত হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করেন তদ্রূপ ময়ূরগণ মত্ততা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিল। মেঘসমুদায় জলবর্ষণে পরাঙ্মুখ হইয়া বিমল ও সিত মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক গৃহত্যাগী বিজ্ঞানবেত্তার ন্যায় স্বীয় স্বীয় স্বর পরিহার করিল। বিবিধ বিষয়ে মমতাকৃষ্ট হইলে দেহিগণের হৃদয় যেমন শুষ্ক হইয়া যায় তদ্রূপ সলিলসমুদায় শরৎকালীন সূর্য্য-কিরণে শুষ্ক হইতে লাগিল। নির্ম্মলচেতা মানবগণের

চিত্ত যেমন অজ্ঞানসহযোগে সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পড়ে তদ্রূপ জলরাশি কুমুদসহযোগে যোগ্যতালক্ষণ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। চরমদেহাত্মা যোগী যেমন সাধুকুলে বিরাজিত থাকেন তদ্রূপ অখণ্ডমণ্ডল ভগবান্ চন্দ্র তারকাবিমণ্ডিত বিমল আকাশে শোভা পাইতে লাগিলেন। জ্ঞানবান্ মহাত্মারা যেমন পুত্র ও ক্ষেত্রাদির প্রতি মমতা পরিত্যাগ করেন তদ্রূপ জলাশয়সমুদায় ক্রমে ক্রমে স্বীয় স্বীয় তীর পরিহার করিতে লাগিল। কুযোগিগণ যেমন একবার সংসারানুরাগ পরিত্যাগ করিয়াও পুনর্ব্বার বিবিধ বিষয়ক্লেশে আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগের বিঘ্ন উৎপাদন করে তদ্রূপ হংসগণ পূর্ব্ববিসর্জ্জিত সরসীজলেপুনর্ব্বার বিচরণ করিতে লাগিল। বুদ্ধিমান্ মহাপুরুষগণ যেমন ক্রমে ক্রমে মহাযোগ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন তদ্রূপ জলধি স্তিমিতোদক হইয়া একবারে চপলতা পরিত্যাগ করিলেন। সর্ব্বগত সনাতন বিষ্ণুরে পরিজ্ঞাত হইলেধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের মন যেমন প্রসন্ন ও মালিন্যবিহীন হয় তদ্রূপ সলিলরাশি নির্ম্মলরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। যোগানল দ্বারা যোগিগণের মানসিক ক্লেশ যেমন দগ্ধ হইয়া যায় তদ্রূপ নভোমণ্ডল-শরৎকালসহযোগে মেঘবিরহিত ও নির্ম্মল হইয়া উঠিল। সুপ্রধান বিবেক যেমন অহঙ্কারোদ্ভব দুঃখে সমাক্রান্ত হয় তদ্রূপ নিশানাথ সমভাবে সূর্য্যাংশু-

জনিত সন্তাপ ভোগ করিতে লাগিলেন। বিষয়বিরাগ যেমন ইন্দ্রিয়সমুদায়কে বিষয় হইতে বিমুক্তকরে তদ্রূপ শরৎকাল আকাশের মেঘ পৃথিবীর পঙ্ক ও জলের কলুষতা অপনীত করিল এবং যোগিগণ যেমন প্রতি-দিন রেচকারম্ভকারী আচমনাদি দ্বারা প্রাণায়াম করেন তদ্রূপ সরোবরসমুদায় কৃতপূরক জল দ্বারা যেন প্রণা-য়ামে সমাসক্ত হইল।

বৎস! এইরূপে বিমলাম্বর সুখময় শরৎ-কাল সমুপস্থিত হইলে ব্রজবাসী সকলেই ইন্দ্র-মহোৎসবে সমুৎসুক হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে এইরূপ উৎসবাকাঙ্ক্ষী দর্শন করিয়া কৌত-কাবিষ্টচিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে ব্রজবাসিগণ! ইন্দ্র-মহোৎসবে তোমাদিগের এরূপ হর্ষ উপস্থিত হইবার কারণ কি? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা নন্দ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! দেবরাজ শতক্রতু জল ও জলদের ঈশ্বর। মেঘগণ তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই অম্বুময় রস বর্ষণ করিয়াথাকে। সেই বৃষ্টি দ্বারাই শস্যসমুদায় সমুৎপন্ন হয়। আমরা সেই শস্য দ্বারা জীবন ধারণ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন করি এবং গাভিগণও বৃষ্টিসংবর্দ্ধিত শস্য ভোজন করিয়া পুষ্টাঙ্গী ক্ষীরবতী ও বৎসবতী হইয়া পরমসুখে কালহরণ করে। যে যে স্থানে বৃষ্টিমান্ বলাহকসমুদায়

দৃষ্টিগোচর হয়, সেই সেই স্থানে কখনই শস্য ও তৃণ তিরোহিত এবং লোকসমুদায় ক্ষুধার্দ্দিত হয়না। ভূমির মঙ্গলের নিমিত্তই জল, দুগ্ধ, গাভি, সূর্য্য ও মেঘের সৃষ্টি হইয়াছে। সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্তই মেঘ হইতে জলধারা নিপতিত হয়। এই নিমিত্ত ভূপাল ও অন্যান্য দেহিগণ সন্তোষযুক্ত হইয়া প্রবৃট্‌কালে জলদনাথ দেবরাজের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

মহাত্মা মধুসূদন গোপাধিপতি নন্দের এইরূপ ইন্দ্রপূজাবিষয়িনী বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া দেবরাজের কোপ উৎপাদনের অভিলষে কহিতে লাগিলেন পিত! আমরা কৃষিকর্ত্তা অথবা বাণিজ্যজীবী নহি, যখন আমাদিগকে গোসমুদায় লইয়া নিরন্তর অরণ্যে বিচরণ করিতে হইতেছে তখন গাভিসমুদায়ই আমাদিগের পরমদেবতাস্বরূপ। দেখুন, ইহলোকে আন্বিক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এইযে চতুর্ব্বিধ বিদ্যা প্রথিত আছে তন্মধ্যে কৃষি বাণিজ্য ও পশুপালন এই ত্রিবিধ কার্য্যই বার্ত্তা নামে বিখ্যাত। সুতরাং কর্ষকদিগের বৃত্তি যে কৃষি, বিপণিজীবীদিগের বৃত্তি যে পণ্য ও আমাদিগের বৃত্তি যে গোসেবা তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে ব্যক্তি যে বিদ্যা আশ্রয় করে সেই বিদ্যাই তাহার পরম দেবতা। সুতরাং সেই বিদ্যার সেবা পূজা ও অর্চ্চনা করিলে সে মহোপকার লাভ করিতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তি অধিক ফল. লাভের আকাঙ্ক্ষায় অন্য বিদ্যার

সেবাকরে সে ইহলোকে অথবা পরলোকে কখনই শুভ ফললাভ করিতে সমর্থ হয়না। কৃষির অন্ত সীমা, সীমার অন্ত বন, ও বনের অন্ত পর্ব্বত নিরূপিত আছে, অতএব এই সমুদায় পর্ব্বতকেও আমাদিগের পরম দেবতা বলিতে হইবে

ইহলোকে গৃহত্যাগী ক্ষত্রিয় এবং দ্বারবন্ধন ও আবরণশূন্য প্রাণিগণকেই চক্রচারীদিগের ন্যায় সুখী-বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। শুনিয়াছি, এই বনের পর্ব্বতসমুদায় কামরূপী। ইহাঁরা মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্বীয় স্বীয় সানুতে বিহার করিয়া থাকেন। যখন বন্য জন্তুরা ইহাঁদিগকে আক্রমণ করে। তখন ইহাঁরা সিংহাদির রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করেন, অতএব এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন গিরি ও গোসমুদায়ের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দেবতাস্বরূপ এই সমুদায় অচল ও গাভি বিদ্যমান থাকিতে আমাদিগের মহেন্দ্রের পূজা করিবার প্রয়োজন কি? মন্ত্রযজ্ঞ ব্রাহ্মণের, সীরযজ্ঞ কর্ষকের, এবং গিরিযজ্ঞ আমাদিগের নিতান্ত শ্রেয়স্কর। যখন আমরা অদ্রিবল আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছি তখন যথাবিধি পশুবলি প্রদান করিয়া বিবিধ উপহারে এই গোবর্দ্ধন শৈলের পূজা করা আমাদিগের উচিত-কর্ম্ম। অতএব আপনারা ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক অবিচারিতচিত্তে গোবর্দ্ধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া

ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে এবং প্রার্থনানুসারে তাঁহাদিগকে ধনদান করিতে প্রবৃত্ত হউন। এই যজ্ঞের পূজা হোম ও ব্রাহ্মণভোজন সমাপন হইলে পর্ব্বতগণ শরৎকালীন কুসুমনিচয়ে পূজিত হইয়া প্রীতমনে স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন। এই আমি স্বীয় অভিপ্রায় আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম। যদি আপনারা প্রীতিযুক্ত হইয়া এইকার্যের অনুষ্ঠান করেন তাহাহইলে গিরি গাভি ও আমার-প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

মহামতি কৃষ্ণ এইরূপ কহিলে নন্দ প্রভৃতি গোপবৃদ্ধগণ প্রীতিপ্রফুল্লমুখে তাঁহারে বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন বৎস! তুমি উৎকৃষ্ট মত উদ্ভাবন করিয়াছ। আমরা সকলেই এবিষয়ে সম্মত আছি। এক্ষণে এই গিরিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তাঁহারা সমুদায় ব্রজবাসীদিগকে গোবর্দ্ধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন। তখন গোপগণ দধি পায়স ও মাংসাদি দ্বারা পর্ব্বতের পূজা করিয়া অসংখ্য ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। পূজাবসানে তাঁহারা সেই গোবর্দ্ধন শৈল ও গোসমুদায়কে প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন সেই স্থানে বৃষভেরাও সজল জলদেরন্যায় শব্দ করিতে

আরম্ভ করিল। কৃষ্ণও সেই গিরিশিখরে অবস্থান পূর্ব্বক আমি মূর্ত্তিমান্ শৈল এইরূপ ভান করিয়া গোপগণাহৃত বহুবিধ অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন এবং গোপেরাও গিরিশিখরে আরোহণ পূর্ব্বক সহচর কৃষ্ণের সহিত তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার নিকট স্বীয় স্বীয় বরলাভ করিলেন। অনন্তর সেই গিরিশিখরস্থ ভগবান্ হরি অন্তর্হিত হইলে তাঁহারা প্রীতমনে পুনর্ব্বার স্ব স্ব ধামে প্রত্যাগমন করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ

একাদশ অধ্যায়

বৎস! ভগবান্ বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপে ইন্দ্রযজ্ঞ প্রতিহত হইলে দেবরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া সংবর্ত্তক নামক জলদগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে মেঘগণ! তোমরা আমার নিয়োগানুসারী হইয়া অবিলম্বে অবিচারিতচিত্তে অনভিজ্ঞ লোকদিগের মোহান্ধতা নিবারণ কর। গোপাধিপতি নন্দ দুরাত্মা গোপগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণের বল আশ্রয় পূর্ব্বক আমার যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছে। অতএব তোমরা বারিবর্ষণ দ্বারা গোপগণের জাতিসংজ্ঞাপ্রতিপাদক ও জীবনোপায়স্বরূপ গোসমুদায়কে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্তহও। আমিও অদ্রিশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত বারণস্কন্ধে সমারূঢ় হইয়া পবনের সহিত তোমাদিগের সাহায্য করিব। ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্রএইরূপ কহিলে

বলাহকগণ গোসমুদায়কে পীড়ন করিবার নিমিত্ত বায়ুবেগে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপ অনিবার্য্যবেগে জলধারা নিপতিত হইলে ক্ষণকালমধ্যেই ধরণী নভোমণ্ডল ও দিক্‌সমুদায় সলিলে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন আর ঐসমুদায়ের কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইল না। মেঘসমুদায় বিদ্যুৎবিকাশ ও কশাঘাতে ভীত হইয়াই যেন ভীষণনিনাদে দিক্‌চক্র প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। এইরূপ জলবর্ষী জলদজালে লোকসমুদায় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে জগতের অধঃ ঊর্দ্ধ ও তির্য্যগ্‌ভাগ সলিলাপ্লুত হইল। তখন লোকসমুদায় ভয়ঙ্কর জলনিপাতে নিপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন গাভি স্বীয় স্বীয় বৎসকে ক্রোড়ে লইয়া ও কোন কোন গাভি বৎসবিহীনা হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিল এবং বৎসগণও কম্পিতকন্দর হইয়া বিনম্রবদনে আর্ত্তস্বরে হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! আমাদিগের পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর, এইবলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহাত্মা মধুসূদন গোপগোপীসঙ্কুল সমুদায় গোকুলধাম এইরূপে নিতান্ত নিপীড়িত হইতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। যজ্ঞভঙ্গবিরোধী দেবরাজ এইরূপ দুর্নিমিত্ত উপস্থিত করিয়াছে, এক্ষণে গোকুলের এই ভয় নিবারণ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি

বিষ্ণুপুরাণ

দ্বাদশ অধ্যায় ।

বৎস ! মহাত্মা কৃষ্ণ এইরূপে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া গোকুলধাম রক্ষা করিলে পাকশাসন তাঁহার দর্শনলালসায় মদমত্ত ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গোপবেশধারী অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ কৃষ্ণ গোপকুমারগণে পরিবৃত হইয়া গোচারণ করিতেছেন এবং অন্তরীক্ষচর পক্ষিপুঙ্গব গরুড়ের উভয় পক্ষ দ্বারা তাঁহার মস্তক সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া দেবরাজ নাগেন্দ্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া সস্মিতমুখে একান্তে কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে বাসুদেব ! তুমি পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্তই এই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। কেহই তোমার মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। আমি যজ্ঞভঙ্গনিবন্ধন মেঘগণকে গোকুলনাশার্থ বারি বর্ষণ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি অনায়াসে এই মহাগিরি উৎপাটিত করিয়া তাহা-

দিগের শাসন পূর্ব্বক গোসমুদায়কে রক্ষা করিলে। আমি তোমার এই অদ্ভুত বীরকর্ম্ম দর্শন করিয়া যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। যখন তুমি এক হস্তে গিরি ধারণ করিয়াছ, তখন বুঝিলাম, তোমাহইতে দেবগণের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে আমি গোসমুদায়কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমার সৎকারার্থ এই স্থানে সমাগত হইয়াছি। গোপালত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত আজি তোমারে অভিষিক্ত করিব এবং অদ্যাবধি তুমি গোপালননিবন্ধন গোবিন্দ নামে বিখ্যাত হইবে।

দেবরাজ এইরূপ কহিয়া ঐরাবতস্কন্ধ হইতে ঘণ্টা-গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা পবিত্র জলে পরিপূরিত করিয়া কৃষ্ণের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তখন গোসমুদায় দুগ্ধধারা বর্ষণ করিয়া বসুন্ধরা আর্দ্র করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র মহাত্মা কৃষ্ণকে গোসমুদায়ের বাক্যানুসারে এই রূপে অভিষিক্ত করিয়া পুনর্ব্বার প্রীতিযুক্তবচনে বিনীত-ভাবে কহিতে লাগিলেন হে কৃষ্ণ! এই আমি গোসমুদায়ের বাক্যানুরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিলাম এক্ষণে সংসারের ভার-হরণ-বিষয়ে অন্য যাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। আমার অংশে পৃথার গর্ভে অর্জ্জুননামে যে মহাবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছে তুমি সর্ব্বদা তাহার রক্ষণা-বেক্ষণ করিবে। সেই মহাবীর তোমারই আত্মা-

স্বরূপ। তাহা হইতে তোমার ভারাবতরণের বিশেষ সাহায্য হইবে সন্দেহ নাই।

ইন্দ্র এইরূপ কহিলে ভগবান্ বাসুদেব তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেবরাজ! ভারতবংশে তোমার অংশ হইতে পৃথার গর্ভে যে মহাবীর অর্জ্জুন জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমার অবিদিত নাই। আমি বিশেষ রূপে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। যতদিন আমি এই মহীমণ্ডলে অবস্থান করিব, ততদিন অর্জ্জুনকে কেহই যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। দৈত্যকুলোদ্ভব কংস, অরিষ্ট, কেশী, কুবলয় ও নরক প্রভৃতি মহাসুরগণ নিহত হইলে ইহলোকে এক ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। আমি সেই যুদ্ধ উপলক্ষেই পৃথিবীর ভার হরণ করিব। আপনি স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। আমারে জয় করিতে না পারিলে কেহই অর্জ্জুনের সহিত শত্রুতা করিতে সমর্থ হইবে না। ভারতযুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে আমি অর্জ্জুনের নিমিত্তই যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডবকে অব্যাঘাতে মহানুভাবা কুন্তীর নিকট সমর্পণ করিব।

দেবরাজ মহাত্মা কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ঐরাবতারোহণে সুরধামে গমন করিলেন এবং কৃষ্ণও গোপালবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া গোসমুদায় সমভিব্যাহারে গোপীদিগের নয়নভঙ্গি দর্শন করিতে করিতে ব্রজধামে গমন করিলেন।

বিষ্ণু পুরাণ

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র প্রস্থান করিলে গোপালগণ প্রীতমনে গোবর্দ্ধনধারী বিপুলবিক্রম কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল হে কৃষ্ণ! তুমি গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া আমাদিগকে ও গোসমুদায়কে এই ভীষণ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিলে। তোমার অতুল ব্যাললীলা দর্শন করিয়া আমরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। তুমি গোপালবেশে একি অদ্ভুত কার্য্যসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেছ? কালিয়দমন, প্রলম্বাসুরনিপাত ও গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি তোমার বিচিত্র কার্য্য দর্শন করিয়া আমাদিগের মন নিতান্ত শঙ্কাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ভগবান্ হরির পাদ যুগলে শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমার প্রভাবদর্শনে তোমারে মনুষ্য বলিয়া আমাদিগের

জ্ঞান হইতেছে না। ব্রজধামের স্ত্রী বালক প্রভৃতি সকলের প্রতিই তোমার প্রসাদচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। তুমি যে সমুদায় অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছ সমুদায় দেবগণ একত্রিত হইয়াও তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না। তোমার বাল্য ক্রীড়া বিপুল বিক্রম ও বিচিত্র জন্ম চিন্তা করিয়া আমরা নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াছি। অতএব তুমি দেব, দানব, যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব যে কেহ হও আমরা বন্ধুভাবে তোমারে নমস্কার করি।

গোপালগণ এইরূপ কহিলে মহাত্মা কৃষ্ণ কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপ প্রদর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে অবস্থান পূর্ব্বক তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে গোপালগণ! আমার সহিত সম্বন্ধ থাকাতে যদি তোমাদিগের লজ্জা উপস্থিত না হইয়া থাকে তাহাহইলে আমি শ্লাঘ্য হই বা নিন্দনীয় হই সে বিচারে তোমাদিগের প্রয়োজন কি? যদি তোমরা আমারে শ্লাঘ্য বোধ করিয়া আমারপ্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়াথাক তাহাহইলে আমার বান্ধব-সদৃশ সৎকার করিতে প্রবৃত্ত হও। আমি দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ অথবা দানব নহি। তোমরা আমারে বান্ধব ভিন্ন অন্য কোনরূপ জ্ঞান করিও না।

ভগবান্ বাসুদেব এইরূপ প্রণয়কোপ প্রদর্শন করিলে গোপালগণ নিরুত্তর হইয়া বৃন্দাবনের

অভিমুখে যাত্রা করিল। ক্রমে রজনী সমাগত হইলে ভগবান্ নিশানাথ সুবিমল কিরণজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শরচ্চন্দ্রিকার প্রভায় নভোমণ্ডল নির্ম্মল হইয়া উঠিল। কুমুদিনী বিকসিত হইয়া দিগ্দিগন্তর আমোদিত করিতে লাগিল। মনোহর কুসুমোদ্যানে মধুকরেরা গুণ গুণ স্বরে গান করিতে লাগিল। এই সময়ে কৃষ্ণ গোপরমণীদিগের সহিত বিহার করিতে বাসনা করিয়া বলদেবের সহিত সেই ব্রজধামে কামিনীজনমনোহর সুমধুর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। তখন গোপবনিতাগণ সেই মধুর সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতপদে তাঁহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল, কেহ তাঁহার সঙ্গীতের লয়ানুসারে মৃদুমধুরস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল, কেহ অনন্যমনে তাঁহার চিন্তায় নিমগ্ন হইল, কেহ হে কৃষ্ণ! এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াই লজ্জায় জড়ীভূত হইল, কেহ প্রেমান্ধ হইয়া লজ্জা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে সমাগত হইল এবং কেহ বা বহির্ভাগে গুরুজন দর্শন পূর্ব্বক গৃহের অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া নিমীলিতলোচনে সেই পরব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণের ধ্যান করত ক্রমে ক্রমে পাপপুণ্যবিহীন হইয়া জীবন্মুক্ত হইল।

মহাত্মা কৃষ্ণ এই রূপে গোপমহিলাগণে পরিবৃত হইয়া এই শরচ্চন্দ্রমনোরমা যামিনীযোগে রাসলীলা

করিতে সমুৎসুক হইলেন। গোপীগণ নিতান্ত অনুরাগিণী হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। তিনি বৃন্দাবনের যে প্রদেশে গমন করিতে লাগিলেন তাহারাও তাঁহার সমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগনিবন্ধন নিরুদ্ধহৃদয় হইয়া মৃদুমন্দ গমন পূর্ব্বক পরস্পর কৃষ্ণের অনুকারিত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিল। কেহ সেই গতি দর্শন পূর্ব্বক কৃষ্ণানুকারিণী হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিল হে গোপগণ! তোমরা বারিবর্ষণে ভীত না হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে এইস্থানে অবস্থান কর। এই দেখ আমি তোমাদিগের পরিত্রাণার্থ এই গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছি। কেহ গোসমুদায়কে সম্বোধন করিয়া কহিয়া উঠিল হে গাভিগণ! আমা কর্তৃক মহাসুর ধেনুক নিপাতিত হইয়াছে। তোমরা ইচ্ছানুসারে এই স্থানে বিচরণ কর। এইরূপ নানা প্রকার কৃষ্ণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া গোপবধূগণ সেই রমণীয় বৃন্দাবনে বিচরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর বৃন্দাবনের কোন প্রদেশ দর্শন করিয়া কোন গোপাঙ্গনার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত ও নয়নোৎপল বিকসিত হইয়া উঠিল। তখন সেই গোপরমণী সহচরী-দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল সখিগণ! ঐ দেখ, লীলালঙ্কৃতগামী মাধবের পদ-চিহ্নে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। কেহ মদালস-গমনে

কৃষ্ণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া কহিতে লাগিল সখি! এই দেখ, যখন এই স্থানে প্রিয়তমের ঘন ঘন পদচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে তখন তিনি এই প্রদেশে নিশ্চয়ই কুসুম চয়ন করিয়াছেন। এই স্থানে যে রমণী কৃষ্ণকর্ত্তৃক কুসুম-দামে সমলঙ্কৃত হইয়াছে পূর্ব্বজন্মে অবশ্যই তৎকর্ত্তৃক সর্ব্বাত্মা সনাতন বিষ্ণু অর্চ্চিত হইয়া থাকিবেন। পৃথু-নিতম্বিনী কোন কামিনী কৃষ্ণের অনুগমনে অসমর্থ হইয়া কহিল সখি! এই দেখ, প্রিয়তম সম্মান-সূচক কুসুমমালা পরিত্যাগ করিয়া এই পথ দিয়াই গমন করিয়াছেন। যে রমণী পাদাগ্রমাত্রে অবস্থিত হইয়া বাম করে দক্ষিণ কর সংস্থাপন পূর্ব্বক দ্রুতপদে গমন করিতে পারে সেই তাঁহার অনুসরণ করিতে সমর্থ হয়। আর আমি তাঁহার পদচিহ্ন নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। হে সখি! সেই ধূর্ত্ত কেবল আমার কর স্পর্শ করিয়া আমারে বঞ্চনা করিয়াছে! মৃদুগমনবশতঃ নিরাশ হওয়াতেই আমার চরণ আর অগ্রসর হইতেছে না। অতএব আমি এক্ষণে ত্বরান্বিত হইয়া দ্রুতপদে গমন করি। এই দেখ এই স্থানে মাধবের ত্বরিত পদপদ্ধতি দৃষ্ট হইতেছে। নিশ্চয় কহিতেছি আমি অবিলম্বে কৃষ্ণের সহিত তোমার নিকট পুনরাগমন করিব। এই বলিয়া তাহার ব্যবহিত পরেই কহিয়া উঠিল সখি! কৈ আর যে পদ চিহ্ন দেখিতে পাই না। প্রাণনাথ নিবিড় গহনে প্রবেশ করিয়াছেন। ভগবান্ চন্দ্রের

কিরণে এইস্থানে পদচিহ্ন দেখিবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। এই বলিয়া তাহারা তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

গোপ রমণীগণ কৃষ্ণলাভে এই রূপ নিরাশ হইয়া যমুনাতীরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহার চরিত গান করিতে লাগিল। ঐ সময়ে সর্ব্বান্তর্যামী ত্রিলোকনাথ কৃষ্ণ তাহাদিগের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারে সমাগত হইতে দেখিয়া গোপবধূগণের মুখ-কমল বিকসিত হইয়া উঠিল। কেহ তাঁহার আগমনে আমোদিত হইয়া তাঁহারে বারত্রয় সম্বোধন পুর্ব্বক মৌনা লম্বন করিল, কেহ ললাটফলকে ভ্রুভঙ্গি বিস্তার করিয়া যুগল নয়ন-ভৃঙ্গ দ্বারা যেন তাঁহার মুখ-কমলের মধুপান-করিতে লাগিল, কেহ নিমীলিতলোচনে তাঁহারে নিরীক্ষণ করিয়া যোগাবলম্বিনীর ন্যায় তাঁহার মোহন মুর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিল, কেহ প্রিয়লাপ ও কেহ ভ্রুভঙ্গি বিক্ষেপ দ্বারা তাঁহার মনোহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং মাধব কোন কোন রমণীর করস্পর্শ দ্বারা অনুনয় করিতে লাগিলেন।

উদারচরিত ভগবান্ হরি এইরূপে সুপ্রসন্ন গোপীগণের সহিত পরমসুখে বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি রাসমণ্ডলগত হইলেও গোপীগণ তাঁহার পার্শ্ব পরিত্যাগ করিল না। তিনি রাসমণ্ডলগতা কোন গোপিকার করস্পর্শ করিলে তাহার নয়নযুগল স্পর্শ-

সুখে নিমীলিত হইল। অতঃপর গোপবনিতাগণ বিচলিত বলয় নিঃস্বনের সহযোগে শরৎসম্বন্ধিনী মধুরময়ী গীতি আরম্ভ করিল। কৃষ্ণ শরচ্চন্দ্রবিষয়ক সুমধুর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। গোপীজনেরাও বারংবার কৃষ্ণনাম গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন গোপবধূ পরিবর্ত্তিত পরিশ্রমের সহিত বলয় নিঃস্বন করিয়া মধুহন্তা মাধবের স্কন্ধে বাহুলতা সমর্পণ করিল। কোন স্তুতিসঙ্গীতনিপুণা চতুরা কামিনী বিলাসযুক্ত বাহু দ্বারা তাঁহারে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল চুম্বন করিতে লাগিল। রাসরসিক হরির ভুজযুগল কোন গোপাঙ্গনার কপোলে সংশ্লিষ্ট হইয়া পুলকপূরিত ও স্বেদজলে সমাসক্ত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণ যে রূপ স্বরে রাসলীলা গান করিতে লাগিলেন গোপিকারা তাহার দ্বিগুণ স্বরে তাঁহারে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। তিনি কোন স্থানে গমন করিলে তাহারা তাঁহার অনুগামিনী এবং তিনি চলিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। তখন মহাত্মা মধুসূদন এই প্রকার প্রতিলোমানুসারে গোপাঙ্গনা-কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া তাহাদিগের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইলে গোপিকাদিগের শত কোটি বৎসর জ্ঞান হইতে লাগিল। পিতৃ ভ্রাতৃ ও পতিগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও তাহারা যামিনীযোগে কৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে নিবৃত্ত হইল না। তরুণবয়স্ক

মহাত্মা কৃষ্ণ প্রতিরাত্রিতেই তাহাদিগের সহিত এইরূপে বিহার করিতে লাগিলেন। কি গোপরমণী কি অন্যান্য প্রাণিগণ তিনি সকলেরই আত্মাস্বরূপ। যেমন সর্ব্বভূতে ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশ, এই পঞ্চভূত অবস্থিত আছে তদ্রূপ তিনি সর্ব্বদা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া সর্ব্বস্থানেই অবস্থান করিতেছেন।

বিষ্ণুপুরাণ

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

একদা প্রদোষ-সময়ে মহাত্মা কৃষ্ণ রাসাসক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন এমন সময়ে অরিষ্ট নামক এক মেঘসঙ্কাশ মদমত্ত দৈত্য বৃষভরূপ ধারণ করিয়া খুরাগ্রপাতে অবনি বিদারণ, বারংবার ওষ্ঠদ্বয় লেহন ও সূর্য্যের ন্যায় নেত্রদ্বয় ঘূর্ণিত করিতে করিতে গোষ্ঠের প্রাণিগণকে ভীত করত সমাগত হইতে লাগিল। ক্রোধে তাহার লাঙ্গুল সমুন্নত, স্কন্ধবন্ধন কঠিন, ককুদ-ভাগ উচ্ছ্রিত, পৃষ্ঠভাগ বিষ্ঠামূত্রযুক্ত, মুখ তরুঘাতাঙ্কিত ও কটিদেশ আলম্বিত লক্ষিত হইতে লাগিল। বৃষরূপ-ধারী তাপসহন্তা দুরাশয় অসুর এইরূপ ভীষণ বেশে ভয়ঙ্কর শব্দ করত গোসমুদায়ের গর্ভপাতন পূর্ব্বক সমাগত হইলে গোপগোপীগণ নিতান্ত শঙ্কাকুল হইয়া বারংবার উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল।

তখন মহাত্মা কৃষ্ণ সিংহনাদ ও তল শব্দ করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা অসুরও ঐ শব্দ শ্রবণে অভিমুখে বিষাণাগ্র বিন্যস্ত করিয়া কৃষ্ণের কুক্ষিদেশ লক্ষ্য করত

তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। কৃষ্ণ তাহারে এইরূপে ধাবমান হইতে দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সস্মিতমুখে যথাস্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। ক্রমে সে নিকটস্থ হইলে অবলীলাক্রমে তাহার বিষাণদ্বয় ধারণ করিয়া তাহারে কুক্ষিদেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক জানু দ্বারা নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ পীড়ন করিতে করিতে তাহার শৃঙ্গদ্বয় উৎপাটিত হইল। তৎপরে তিনি পুনর্ব্বার সেই শৃঙ্গ দ্বারা তাহারে তাড়িত ও তাহার কণ্ঠ নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন। তখন সে শোণিত বমন করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দুরাশয় দৈত্য এইরূপে নিপাতিত হইলে গোপগণ, জম্ভাসুর নিহত হইলে দেবগণ যে রূপে ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন সেইরূপে কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল।

বিষ্ণুপুরাণ

পঞ্চদশ অধ্যায়

বৎস ! মহাত্মা বাসুদেব কর্ত্তৃক অরিষ্ট ধেনুক ও প্রলম্বাসুর নিপাতিত, কালিয় দমিত, যমলার্জ্জুন ভগ্ন, পূতনা নিহত, শকট পরিবর্ত্তিত ও গোবর্দ্ধন গিরি ধৃত হইলে তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ কংসের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বসুদেব যে রূপে দেবকীগর্ভজাত কৃষ্ণকে যশোদার মন্দিরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন সেই অবধি আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত তাহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। দুরাত্মা কংস দেবদর্শন নারদের মুখে এই সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বসুদেবের প্রতি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল। তৎপরে সে যাদবসমাজে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। রাম ও কৃষ্ণ সমধিক পরাক্রমশালী না হইতে তাহাদিগকে নিপাতিত করা আমার উচিত কর্ম্ম। যৌবনদশায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে বধ করা অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিবে। অতএব আমি ধনুর্যজ্ঞের ছলে তাহাদিগকে ব্রজধাম হইতে আনয়ন করি। তাহারা মথুরায় উপস্থিত

হইলে পরাক্রান্ত চানূর ও মুষ্টিকের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়া যে কোনরূপে হউক তাহাদিগের বিনাশ সাধন করিব। অতএব এক্ষণে তাহাদিগের আনয়নার্থ সফল্কতনয় যদুপুঙ্গর অক্রূরকে গোকুলধামে প্রেরণ করি এবং আমার অনুচর কেশীরেও এই আদেশ করি যেন সে বৃন্দাবনমধ্যে তাহাদিগকে নিপাতিত করে। যদি তাহারা পথিমধ্যে বিনষ্ট না হয় তাহাহইলে এই স্থানে কুবলয় নামক গজ দ্বারা তাহাদিগের বিনাশ সাধন করিব।

দুরাশয় কংস মনে মনে এইরূপ দুরভি-সন্ধি করিয়া অক্রূরকে সম্বোধন করিয়া কহিল হে অক্রুর! বসুদেবের দুই পুত্র আমার বিনাশার্থ বিষ্ণুর অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া গোকুলে অবস্থান করিতেছে, তুমি এই রথে আরূঢ় হইয়া অবিলম্বে তথায় গমন পূর্ব্বক আমার প্রীতি উৎপাদন কর। তথায় উপস্থিত হইয়া তোমারে এইরূপ কহিতে হইবে আগামিনী চতুর্দ্দশীতে কংসের ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ হইবে এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে লইতে আসিয়াছি। এইরূপ ভান করিয়া তাহাদিগকে আনয়ন করিলে আমি পরাক্রান্ত চানূর ও মুষ্টিকের সহিত তাহাদিগকে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়া তাহাদিগের প্রাণ সংহার করিব। অথবা মহামাত্রপ্রেরিত কুবলয় নাগ দ্বারা তাহাদিগের বিনাশ সাধন হইবে। এইরূপে তাহারা নিপাতিত হইলে আমি দুর্ব্বুদ্ধি বসুদেব নন্দ

ও পিতা উগ্রসেনকে নিপাতিত করিয়া আমার নিধনা-কাঙ্ক্ষী গোপগণের সমুদায় বিত্ত ও গোধন হরণ করিব। তুমি ভিন্ন আর সমুদায় যাদবই ক্রমে ক্রমে আমার হস্তে নিপাতিত হইবে। তখন আমি নিষ্কণ্টকে এই সমুদায় রাজ্য ভোগ করিব। অতএব তুমি আমার প্রীতির নিমিত্ত শীঘ্র গোকুলে গমন কর।তথায় উপস্থিত হইয়া গোপ-গণকে কহিবে,যেন তাহারা অবিলম্বে মাহিষ ঘৃত ও দধি সংগ্রহ করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হয়। দুরাত্মা কংস এইরূপ কহিলে পরম ভাগবত মহাত্মা অক্রূর শীঘ্রই কৃষ্ণকে দেখিতে পাইব এই মনে করিয়া তাহার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তথাহইতে বহির্গত হইলেন।

বিষ্ণুপুরাণ

ষোড়শ অধ্যায়।

বৎস! বলোন্মত্ত মহাসুর কেশী কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের নিধনাকাঙ্ক্ষায় বৃন্দাবনে আগমন করিতে লাগিল। আগমনসময়ে তাহার খরাগ্র দ্বারা ভূমিতল বিক্ষত ও কটাক্ষেপ দ্বারা মেঘসমুদায় চালিত হইতে লাগিল। সে প্লুতগতি দ্বারা কখন সূর্য্যপথ ও কখন চন্দ্রপথ আক্রমণ করিয়া গোপগণের অভিমুখে ধাবমান হইল। তখন গোপগোপীগণ সেই অশ্বরূপী দৈত্যের হ্রেষারবে নিতান্ত সমুদ্বিগ্ন হইয়া হে কৃষ্ণ! পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর এই বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল।

গোপগোপীগণ এইরূপ কাতর হইলে মহাত্মা বাসুদেব সজল জলদের ন্যায় গম্ভীরস্বরে কহিলেন হে ব্রজবাসিগণ! অল্পসার দুরাত্মা কেশী অশ্বরূপ ধারণ করিয়া হ্রেষারব করত আগমন করিতেছে, উহারে দেখিয়া তোমাদিগের ভীত হইবার আবশ্যক নাই। এই

বলিয়া তিনি সেই কেশীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন রে দুরাত্মন্! এই আমি কৃষ্ণ আসিয়াছি। তুই শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর্। ভগবান্ পিণাকপাণি যেমন সূর্য্যের দন্ত উৎপাটন করিয়াছিলেন সেই রূপ আমি তোর্ দন্তসমুদায় উৎপাটিত করিব। এইরূপ আস্ফোটন করিয়া কেশীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কেশীও বিকতাস্য হইয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল। তখন মহাত্মা মধুসূদন স্বীয় বাহু ফণার ন্যায় বিস্তার পূর্ব্বক তাহার মুখমধ্যে প্রবেশিত করিয়া শ্বেতাচলসন্নিভ দশনসমুদায় উৎপাটিত করিলেন। তৎপরে তাঁহার সেই দৈত্যমুখান্তর্গত বাহু ও কেশীর বিনাশার্থ উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণের বাহু এইরূপে বর্দ্ধিত হইলে সেই দৈত্যের ওষ্ঠদ্বয় বিপাটিত ও নেত্রদ্বয় বহির্গত হইল। তখন কেশী বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ ও ফেণসম্বলিত রুধির বমন করিতে করিতে পদ দ্বারা ভূমিতল আহত করিতে লাগিল। অতঃপর মহাত্মা বাসুদেব বৈদ্যুতাগ্নি দ্বারা যেমন দ্রুম দ্বিধাকৃত হয় তদ্রূপ বাহু দ্বারা সেই ব্যাদিতাস্য কেশীরে দ্বিধাকৃত করিলেন। তখন তাহার পাদ, পুচ্ছ, কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকা প্রভৃতি সমুদায় অঙ্গ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। মহাত্মা কৃষ্ণ এইরূপে কেশীরে নিপাতিত করিয়া প্রমুদিত গোপগণের সহিত তথায়

সুস্থদেহে অবস্থান পূর্ব্বক মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন।

দুরাত্মা কেশী এইরূপে নিপাতিত হইলে গোপগোপীগণ বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে অনুরাগের সহিত মহাত্মা পুণ্ডরীকাক্ষকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ জলদের অন্তরালে অবস্থিত হইয়া কেশীরে নিহত দর্শন পূর্ব্বক হর্ষনির্ভরমানসে কৃষ্ণকে সাধুবাদ প্রদান করত কহিতে লাগিলেন হে কৃষ্ণ! তুমি দেবগণের ক্লেশপ্রদ দুরাত্মা কেশীরে অবলীলাক্রমে নিপাতিত করিলে। আমি বাজিরূপী দৈত্যের সহিত তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব যুদ্ধ দর্শনে সমুৎসুক হইয়া স্বর্গ হইতে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। তুমি পৃথিবীতে যে যে রূপে অবতীর্ণ হও সেই সেই রূপেই সকলের মন বিস্মিত করিয়া থাক। এক্ষণে তোমার এই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি। যে দুরাত্মা কেশী মেঘসঙ্কাশ অশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক কেশরজাল কম্পিত করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে ভীত করিত, এক্ষণে তুমি সেই দুরাত্মারে নিপাতিত করিয়াছ। কেশীর প্রাণসংহারনিবন্ধন অদ্যাবধি তুমি কেশব নামে বিখ্যাত হইবে। অতঃপর আমি কংসযুদ্ধ দর্শন করিতে যাইব। পরশ্ব আবার তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি উগ্রসেনপুত্র কংসকে অনুজগণের সহিত নিপাতিত করিয়া পৃথিবীর

ভার হরণ কর। আমি কংসালয়ে অসংখ্য রাজগণের সহিত তোমার বিবিধ যুদ্ধ দর্শন করিব। এক্ষণে আমি চলিলাম। তুমি মঙ্গল লাভ করিয়া দেবকার্য্যের অনুষ্ঠান কর। দেবর্ষি নারদ এইরূপ কহিয়া গমন করিলে মহাত্মা কৃষ্ণ গোপগণের সহিত পরমানন্দে গোপীগণের নয়নভঙ্গি দর্শন করিতে করিতে গোকুলে গমন করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ

সপ্তদশ অধ্যায়।

বৎস! এদিকে মহাত্মা অক্রূরও বেগবান্ রথে আরোহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণদর্শনলালসায় গোকুলাভিমুখে যাত্রা করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন আজি আমার সুপ্রভাত হইয়াছে। যখন আমি বিষ্ণুর অংশাবতীর্ণ কৃষ্ণকে দর্শন করিব তখন আমার তুল্য ভাগ্যবান্ আর কেহই নাই। আজি আমার জন্ম সার্থক হইল। যে কমললোচন হরির সঙ্কল্পনাময় মুখমণ্ডল স্মরণ করিলে মনুষ্যের সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া যায়, যে মুখ হইতে অখিল বেদবেদাঙ্গ বিনির্গত হইয়াছে এবং যে মুখ দেবগণেরও পরম ধামস্বরূপ, আজি আমি স্বচক্ষে সেই মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিব। যে হরি যজ্ঞপুরুষ ও পুরুষোত্তম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, যাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞসমুদায় অনুষ্ঠিত হয়, দেবরাজ যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কয়িয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বসু, আদিত্য ও মরুদ্গা-

ণও যাঁহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না, আজি সেই অনাদিনিধন ভগবান্ বাসুদেব আমার প্রত্যক্ষীভূত হইবেন! পণ্ডিতেরা যাঁহারে সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিদ্, সর্ব্বভূতস্থ, অব্যয় ও সর্ব্বরূপী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন আজি তিনিই আমার সহিত কথোপকথন করিবেন! যিনি মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ ও নৃসিংহপ্রভৃতি বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া জগতের হিত-সাধন করিয়াছেন সেই ভগবান্ আজি আমার সহিত আলাপ করিবেন! যিনি এক্ষণে স্বীয় মনোগত অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত মানুষভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রজধামে বাস করিতেছেন এবং যিনি অনন্তরূপী হইয়া পর্ব্বতশিখরস্থ পৃথিবীরে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন তিনিই আজি আমারে অক্রূর বলিয়া সম্বোধন করিবেন! জগতের লোক সমুদায় যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তও পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র ও বন্ধু বান্ধবের প্রতি মমতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, যিনি হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে সমুদায় অজ্ঞান দুরীভূত হয় এবং যাজ্ঞিকেরা যাঁহারে যজ্ঞপুরুষ বাসুদেব ও সাত্বত এবং বেদান্তবিদ্ মহাত্মারা যাঁহারে বিষ্ণু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বময় সনাতন বিষ্ণুরে আমি নমস্কার করি। যে জগদ্বিধাতা পরম পুরুষে সৎ অসৎ সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, আজি তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে ভগবন্!

তুমি নির্ব্বিকার ও পরমপুরুষস্বরূপ। আমি এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইলাম।

মহাত্মা অক্রূর এইরূপ ভক্তিপরায়ণ হইয়া বিষ্ণুরে ধ্যান করিতে করিতে সূর্য্যাস্তমনের পূর্ব্বে গোকুলধামে সমুপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, নীলোৎপলদলশ্যাম শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষঃস্থল আজানুলম্বিতবাহু কমললোচন কৃষ্ণ বৎসগণের মধ্যে অবস্থিত হইয়া গোদোহন করত মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন, তাঁহার গলদেশে বনমালা ও কটিদেশে পীতাম্বর শোভা পাইতেছে এবং তিনি রক্তাক্ত নখর দ্বারা ভূমিতল আলোকময় করিয়াছেন। এইরূপ দর্শনের পর তিনি দেখিতে পাইলেন নীলাম্বরধারী সমুন্নতকলেবর মহাত্মা বলদেব কৃষ্ণের পশ্চাদ্ভাগে মেঘমালাপরিবৃত কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

এইরূপে রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মহামতি অক্রূরের মুখপদ্ম বিকসিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি পুলকাঞ্চিতকলেবরে চিন্তা করিতে লাগিলেন আজি পরম ধামস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেব আমার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন। উহাঁর পশ্চাদ্ভাগে যে মহাত্মারে অবলোকন করিলাম ঐ মহাপুরুষও উহাঁর দ্বিতীয় মূর্ত্তিস্বরূপ। আজি জগদ্বিধাতা পরমাত্মারে দর্শন করিয়া আমার নয়নদ্বয় সার্থক হইল। ভগবান্ বাসুদেবকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার অঙ্গস্পর্শ লাভ করিতে

পারিলে কোন্ ব্যক্তি না মহৎ ফল লাভ করিতে পারে? আজি অনন্তমূর্ত্তি মহাত্মা কৃষ্ণ আমার পৃষ্ঠে করপদ্ম অর্পণ করিবেন। যাঁহার অঙ্গুলি স্পর্শ মাত্রেই মনুষ্য পাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, যিনি অগ্নি বিদ্যুৎ ও সূর্য্য কিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বল চক্র দ্বারা দৈত্যগণের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগের রমণীগণের নয়নাঞ্জন অপনীত করিয়াছেন, যাঁহারে জল প্রদান করিলে ইহলোকে অতুল ভোগ সম্পদ্ লাভ করা যায় এবং ইন্দ্র যাঁহার কৃপায় অমরত্ব লাভ করিয়া ত্রিলোকের অধীশ্বর হইয়াছেন সেই সর্ব্বময় হরি আমার প্রত্যক্ষীভূত থাকিয়াও কি আমার কংসের পরিগ্রহ-নিবন্ধন দোষ অপনীত করিবেন না? যে মহাত্মার হৃদয়ে ঐ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বাসুদেব বিরাজিত থাকেন তাঁহার অগোচর কিছুই থাকে না। অতএব এক্ষণে আমি ভক্তিপরায়ণ হইয়া ঐ বিষ্ণুর অংশসম্ভূত মহাত্মা কৃষ্ণের শরণাপন্ন হই।

বিষ্ণুপুরাণ

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বৎস! মহাত্মা অক্রূর ভক্তিবিনম্রহৃদয়ে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভগবান্ বাসুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! আমি অক্রূর, আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম। অক্রূর এইরূপ কহিলে মহাত্মা কৃষ্ণ প্রীতিযুক্ত হইয়া ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিচিহ্নিত কর দ্বারা তাঁহারে প্রগাঢ়রূপে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিলেন। বলদেব ও তৎকর্ত্তৃক অভিবাদিত ও পূজিত হইয়া তাঁহারে যথোচিত সমাদর করিতে লাগিলেন। অতঃপর রাম ও কৃষ্ণ পরম সমাদরে তাঁহারে স্বীয় মন্দিরে লইয়া গিয়া বিবিধ ভোজ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। তৎপরে অক্রূর কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর দুরাত্মা কংস মহাত্মা বসুদেব ও দেবী দেবকীরে যে রূপে ভর্ৎসনা করিয়াছিল এবং সে যে কারণে ও যে অভিপ্রায়ে তাঁহারে প্রেরণ করিয়াছে তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত তাঁহাদি-

গের নিকট কীর্ত্তন করিলেন।ভগবান্ কেশিসূদন অক্রূ-রের মুখে এই সমুদায় বিবরণ শ্রবণ করিয়া কহিলেন হে অক্রূর! আমি সমুদায় পরিজ্ঞাত হইলাম অবিলম্বেই ইহার উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। তুমি দুরাশয় কংসকে নিহত বলিয়া জ্ঞান কর। কল্য আমরা ভ্রাতৃদ্বয়ে তোমার সহিত গমন করিব। গোপবৃদ্ধেরাও বিবিধ উপহার লইয়া গমন করিবে। তুমি চিন্তাবিরহিত হইয়া অদ্য রাত্রি এই স্থানে যাপন কর। আমি নিশ্চয় কহি-তেছি, ত্রিরাত্রি মধ্যেই অনুজগণের সহিত কংসকে নিপাতিত করিব।

মহাত্মা কৃষ্ণ এইরূপ কহিলে অক্রূর তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। তৎপরে বলদেব কেশব ও অক্রূর তিনজনে সমবেত হইয়া মথুরাগমনার্থ গোপগণকে অনুজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক গোপাধিপতি নন্দের গৃহে সে রাত্রি যাপন করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে মহাবল পরাক্রান্ত রাম ও কৃষ্ণ অক্রূরের সহিত মথুরাগমনে সমুদ্যত হইলে সমুদায় গোপাঙ্গনা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণনয়নে আর্ত্তস্বরে কহিতে লাগিল হে সখিগণ! আমাদিগের কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে আর কি ফিরিয়া আসিবেন? নগরবাসিনী রমণী-গণের সুমধুর বচনামৃত পান ও বিলাসগর্ভ বাক্য-পরম্পরা শ্রবণ করিলে উহাঁর এ গ্রাম্য-গোপিনীগণকে স্মরণ থাকিবে কেন? হায়! নির্ঘৃণ দুরাত্মা বিধি সমস্ত

গোষ্ঠের সারধন আমাদিগের জীবনসর্ব্বস্ব কৃষ্ণকে হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে ! মথুরাবাসিনী কামিনীগণ বিবিধ ভাবগর্ভ বচন, সুমধুর হাস্য, বিলাসললিত গতি ও কটাক্ষ বিক্ষেপ দ্বারা এই গ্রাম্য হরির মনোহরণ করিলে উনি নিশ্চয়ই তাহাদিগের বিলাস নিগড়েবদ্ধ হইবেন, সুতরাং আমরা আর উহাঁরেদেখিতে পাইব না।

ঐ দেখ, মাধব রথারূঢ় হইয়া মথুরায় চলিলেন। আজি ক্রূরতম অক্রূর আমাদিগের সকল আশা উচ্ছিন্ন করিয়া দিল ! ঐ নিষ্ঠুর যে আমাদিগের নয়নপ্রীতিকর প্রাণনাথকে লইয়া যাইতেছে, প্রিয়বিরহে অনুরাগিনী কুলকামিনীদিগের মন যে কিরূপ হয় তাহা কি উহার বিদিত নাই ? ঐ দেখ ঐ নির্ঘৃণ অক্রূর রামের সহিত রথারূঢ় হইয়া মথুরাগমনের নিমিত্ত মাধবকে ত্বরান্বিত করিতেছে। আমরা গুরুজনসম্মুখে কিছুই বলিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। যখন নিদারুণ বিরহানল আমাদিগের হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে তখন আর গুরুজনের ভয় করিলে কি হইবে? নন্দ প্রভৃতি গোপগণও গমনোদ্যত হইয়াছেন। কই উহাঁরাও ত কৃষ্ণকে গমন করিতে নিষেধ করিতেছেন না ! আজি মথুরার রমণীগণের সুপ্রভাত হইয়াছে। তাহারা কৃষ্ণের মুখপদ্ম দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিবে। যে সমুদায় ব্যক্তি নিবারিত না হইয়া পুলকাঞ্চিতদেহে কৃষ্ণকে বহন করিবে,

তাহারাই ধন্য। আজি মাধবের মোহনমূর্ত্তি দর্শন করিলে মথুরাবাসিগণ মহা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইবেন। আহা! যে সমুদায় মথুরা-বাসিনীরমণী গুরুজন কর্ত্তৃক নিবারিত না হইয়া বিস্তারিতনয়নে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবে আজি সেই সৌভাগ্যবতীরা যে কি সুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছে বলিতে পারি না। হা বিধাতা! তুমি কৃপা করিয়া এই গোপাঙ্গনাদিগকে মহানিধি দেখাইয়া আবার তাহা ইহাদিগের নয়নপথের অগোচর করিয়া দিলে! আজি আমাদিগের প্রতি প্রাণেশ্বর হরির অনুরাগের শৈথিল্য হইয়াছে। আমাদিগের বলয় হস্ত হইতে বিগলিত হইয়া পড়িতেছে। ক্রূরহৃদয় অক্রুর আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না! অবিশ্রামে বেগে অশ্বগণকে চালিত করিতে লাগিল! অবলাদিগকে এইরূপ কাতর দেখিলে কোন্ ব্যক্তির হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার না হয়? হে সখিগণ! ঐ রথচক্রের রেণ নিরীক্ষণ কর। কৃষ্ণ দূরবর্ত্তী হইলে আর উহা লক্ষিত হইবে না। এই বলিয়া তাঁহারা প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে যতক্ষণ রথ দেখিতে পাইলেন ততক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মহাত্মা বাসুদেব ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের নয়নপথের অগোচর হইলেন। অশ্বগণও ভীষণ বেগে ধাবমান হইতে লাগিল। অতঃপর বলদেব কৃষ্ণ ও অক্রূর তিন জনে ব্রজভূভাগ অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে যমুনা-

তীরে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহামতি অক্রূর ভগবান্ বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে মহাত্মন্! আপনি ভ্রাতার সহিত কিয়ৎক্ষণ এই স্থানে অপেক্ষা করুন। আমি ঐ কলিন্দীজলে স্নানাহ্নিকক্রিয়া সমাপন করি। এই বলিয়া তিনি রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক য়মুনাজলে স্নানাদিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তৎপরে তিনি জলমগ্ন হইয়া পরব্রহ্মের ধ্যান করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন সেই জলমধ্যে ফণাসহস্রবিমণ্ডিত কুন্দকুসুমবর্ণাভ প্রফুল্লকমলেক্ষণ মহাত্মা বলভদ্র অবস্থান করিতেছেন। বাসুকি প্রভৃতি মহোরগগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার গলদেশে বনমালা, কটিদেশে কৃষ্ণাম্বর ও কর্ণে সুচারু কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। মহাত্মা অক্রূর অন্তর্জ্জলে কেবল যে ঐ বলদেবকে দেখিতে পাইলেন এমন নহে, তিনি আরও দেখিলেন ঐ বলদেবের ক্রোড়ে নবঘনশ্যাম আতাম্রলোচন শঙ্খচক্রগদাধারী চতুর্ভুজ ভগবান্ হরি তড়িৎ ও শক্রচাপসমলঙ্কৃত মেঘের ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহার গলদেশে বিচিত্র মাল্য, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, বাহু যুগলে কেয়ুর ও মস্তকে সুশোভন মুকুট শোভা পাইতেছে। এবং সনকাদি যোগসিদ্ধ নিষ্পাপ মহর্ষিগণ নাসাগ্রন্যস্তলোচন হইয়া সেই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার ধ্যান করিতেছেন।

মহাত্মা অক্রূর জলমধ্যে বলদেব ও বাসুদেবকে এইরূপে দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন একি! এই আমি বলদেব ও কৃষ্ণকে রথের উপর দেখিয়া আসিলাম! ইতিমধ্যে কিরূপে ইহাঁরা এস্থানে আসিলেন। এই ভাবিয়া যেমন তিনি কথা কহিবার উপক্রম করিলেন অমনি ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার বাক্যস্তম্ভ করিলেন। তখন অক্রূর সলিল হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন রাম ও কৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ রথে অবস্থান করিতেছেন আবার জলমগ্ন হইয়া সলিলমধ্যেও তাঁহাদিগকে সেইরূপ দেখিতে পাইলেন।

এইরূপে বারংবার জলমগ্ন হইয়া জলমধ্যে ও মস্তক উত্তোলন করিয়া রথোপরি তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া অক্রূরের দিব্য জ্ঞান সমুপস্থিত হইল। তখন তিনি সেই সর্ব্ববিজ্ঞানময় সনাতন কৃষ্ণকে স্তব করত কহিতে লাগিলেন হে প্রভো! তোমার অসীম মাহাত্ম্য কে নির্ণয় করিবে? তুমি সর্ব্বব্যাপী, অদ্বিতীয়, সর্ব্বময় ও সত্ত্বগুণস্বরূপ। পণ্ডিতেরা তোমারে প্রকৃতি ও বিজ্ঞান হইতে অতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, প্রকৃতি, আত্মা ও পরমাত্মাস্বরূপ। তুমি একমাত্র হইয়াও পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছ। তুমি ক্ষর অক্ষর ও সর্ব্বময়। কেবল কল্পনা দ্বারাই তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহে-

শ্বর বলিয়া পৃথগ্‌ভাবে কীর্ত্তিত হইয়া থাক। তুমি অনাখ্যেয় পরাৎপর ও পরমেশ্বর। তোমারে নামজাত্যাদিকল্পনাবিহীন, নির্ব্বিকার ও পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তুমি কল্পনা ভিন্ন সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছ বলিয়া অচ্যুত অনন্ত ও বিষ্ণু নামে নির্দ্দিষ্ট হও। তুমি জন্মবিহীন, সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বময়। এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে তুমি বিশ্বাত্মা, বিকারবিহীন ও সর্ব্ব পদার্থের অতীত। ব্রহ্মা, রুদ্র, সূর্য্য, বিধাতা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, সমীরণ, অগ্নি, বরুণ, কুবের ও যম ইহাঁরা কেবল তোমার রূপভেদ মাত্র। তুমি একমাত্র হইয়াও স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়া থাক। তুমি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া আবার স্বীয় তেজোময় রূপে ইহার ধ্বংস করিতেছ। এই চরাচরসম্বলিত সমুদায় জগৎ তোমারই গুণময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। এই প্রপঞ্চ জগদাধারে তোমার অক্ষর দিব্য রূপ বিরাজিত রহিয়াছে। তুমি জ্ঞানাত্মা, নিত্য ও অনিত্যপদার্থস্বরূপ। কোন পদার্থই তোমাহইতে ভিন্ন নহে। তুমি বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ হইতে অভিন্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক।

বিষ্ণুপুরাণ

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

বৎস! মহাত্মা অক্রূর যমুনাজলে নিমগ্ন হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুরে এইরূপে স্তব করিয়া মনোময় কুসুমাদি দ্বারা অর্চ্চনা করত অনন্যমনে তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত সুপ্রসন্ন ও বিকারবিহীন হইল। তখন তিনি আপনারে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া যমুনার জল হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রথের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, মহাত্মা বলদেব ও কৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ রথোপরি অবস্থান করিতেছেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া তিনি নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন মহাত্মা কৃষ্ণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে অক্রূর! তুমি যমুনায় অবগাহন করিবার সময় বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে কি দেখিতেছিলে? আমি তোমার ভাব দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি।

মহাত্মা মধুসূদন এইরূপ কহিলে অক্রূর তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে ভগবন্! আমি যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া যে আশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিয়াছিলাম এক্ষণে সম্মুখেও তাহা নিরীক্ষণ করিতেছি। আপনি যখন সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে সমুদায় দর্শন করিতেছেন তখন আপনার নিকট বিচিত্র কি আছে? যাহা হউক এক্ষণে আমি আপনার সহিত মিলিত হইলাম। মথুরা-গমনে বিলম্ব করা আর আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে। হায়! পরপিণ্ডোপজীবী ব্যক্তিদিগকে ধিক্। কংস হইতে আমার অতিশয় ভয় উপস্থিত হইতেছে। এই বলিয়া তিনি তীব্রগামী অশ্বগণকে চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর সায়াহ্নসময়ে রথ মথুরাতে সমুপস্থিত হইল। তখন তিনি বলদেব ও বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে বীরদ্বয়! এক্ষণে আমি একাকী গমন করি। আপনারা পদব্রজে আগমন করুন। মহাত্মা বসুদেব আপনাদিগের নিমিত্তই দুরাত্মা কংস কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ রহিয়াছেন। অতএব আপনারা সে স্থানে কদাচ গমন করিবেন না।

মহাত্মা অক্রূর এইরূপ কহিয়া মধুপুরী প্রবেশ করিলেন। তাঁহারাও উভয়ে রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাজমার্গে সমুপস্থিত হইলেন। তখন নগরীর স্ত্রীপুরুষগণ সানন্দলোচনে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহারাও এইরূপে নগর-

বাসীদিগের নয়নপথে নিপতিত হইয়া করভদ্বয়ের ন্যায় মৃদুমন্দভাবে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অতিক্রম করিলে এক রঙ্গকারক রজক তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। রজককে দর্শন করিয়া তাঁহারা তাহার নিকট আপনাদিগের উপযুক্ত বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। ঐ রজক কংসের বস্ত্র রঞ্জন করিত বলিয়া অহঙ্কারে তাঁহাদিগের প্রার্থনায় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বিবিধরূপে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। রজকের ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণে মহাত্মা কৃষ্ণ কোপাবিষ্ট হইয়া করতলপ্রহারে তাহার মস্তক ভূমিতলে পাতিত করিলেন। এইরূপে রজকের মৃত্যু হইলে কৃষ্ণ তাহার সেই বস্ত্ররাশি হইতে পীতাম্বর ও বলদেব নীলাম্বর গ্রহণ করিয়া পরিধান করিলেন। বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহাদিগের পরম প্রীতি সমুৎপন্ন হইল। তৎপরে তাঁহারা আমোদিত হইয়া এক মালাকারের ভবনে উপনীত হইলেন।

মালাকার সেই বিচিত্রবসনবিভূষিত মোহনমূর্ত্তি রাম ও কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল এই দুই পরম সুন্দর কুমার কোথা হইতে আগমন করিতেছেন। ইঁহাদিগের জনক ই বা কে? আকার প্রকার দেখিয়া ইঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান হইতেছে না। বোধ হয় ইঁহারা দেবলোক হইতে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন। মালাকার ভক্তিপরায়ণ হইয়া মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার

বিতর্ক করিতে লাগিল। অতঃপর মহাত্মা কৃষ্ণ ও বলদেব তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহার নিকট কুসুম প্রার্থনা করিলেন। মালাকার তাঁহাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করিবামাত্র পুলকিতচিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল হে মহাপুরুষদ্বয়! সৌভাগ্যবলে আপনারা আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন। আজি আমি ধন্য ও চরিতার্থ হইলাম। এই বলিয়া সে প্রীতমনে বিবিধ সৌরভময় মনোহর কুসুমরাশি প্রদান করিয়া বারংবার তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতে লাগিল।

তখন মহাত্মা কৃষ্ণ মালাকারের এইরূপ ভক্তি দর্শনে যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তাহারে এই বর প্রদান করিলেন হে মালাকার! আমি তোমার ভক্তি দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। আমার ভক্ত বলিয়া লক্ষ্মী তোমারে নিরন্তর আশ্রয় করিয়া থাকিবেন। তোমারে কখনই দুর্ব্বল ধনবিহীন ও পুত্রশোকে সমাক্রান্ত হইতে হইবে না। তুমি যাবজ্জীবন অতুল ভোগ লাভ করিয়া পরিণামে আমারে স্মরণপূর্ব্বক আমার প্রসাদে দিব্যলোক লাভ করিতে পারিবে। কোন কালে তোমার ধর্ম্মবুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটিবে না। তোমার সন্তানগণ দীর্ঘজীবী হইয়া পরম সুখে কাল হরণ করিবে। যত কাল সূর্য্য গগনমণ্ডলে সমুদিত হইবেন তত কাল তোমার বংশে কোন ব্যক্তিকে উপসর্গাদিজনিত

কোন দোষ আশ্রয় করিতে পারিবে না। মহাত্মা কৃষ্ণ মালাকারকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া বলদেবের সহিত প্রীতমনে তাহার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।